Vol. XXIX—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

The 22nd and 23rd. March 1961

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY
Acc. No. 197
Date 19. 2. 65
Catalog No. 328.54/351
Price Rs 1.68

Published by authority of the Assembly under Rule 134 of the West Bengal Legislative Assembly Procedure Rules

Price—Indian, Rs. 1·68 nP.; English, 2s 6d per copy

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 22nd March, 1961 at 3p.m.

Present :

Mr Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 13 Hon'ble Ministers, 13 Deputy Ministers and 177 Members.

[3-3-10 p.m.]

Information regarding Calcutta Metropolitan District Authority Bill

Sj. Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার চেম্বারে গিয়ে আপনার অনুমতি নিয়ে এসেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী এখন এখানে আছেন, আমি তাঁর কাছ থেকে তার উত্তর চাই। একটা খবরে দেখছি যে ক্যালকাটা করপোরেশন এবং ৩০টি মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার প্রায় ২১০ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকার জন্য একটা ক্যালকাটা মেট্রোপোলিটান ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টা হচ্ছে এবং একটা মেট্রোপলিটান অথরিটি বিল নাকি ডাঃ রায় আনবার চেষ্টা করছেন এবং এই বিলের মাধ্যমে ১৯৫১ সালের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট এবং বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯৩২ এবং ক্যালকাটা এণ্ড হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট এ্যাক্টকে সুপারসিড করা হবে যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত কনফিউসন্ দেখা দিয়েছে এবং বিশেষ করে এখন যখন ক্যালকাটা করপোরেশন এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ইলেকশন হচ্ছে—সে ক্ষেত্রে এই ব্যাপারে ভোটারদের মধ্যে একটা হতাশার সঞ্চার হয়েছে, কারণ এর দ্বারা করপোরেশন এবং উক্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। আমি মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এ সম্পর্কে উত্তর চাই।

Sj. Sunil Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, কালকে আমি একটা কলিং অ্যাটেনশন্ মোশান দিয়েছি মেট্রোপলিটান ডিসট্রিক্ট অথরিটি সম্পর্কে। যে বিল আসবার কথা ছিল এই ব্যাপারে সেই বিল এখন নাকি আসছে না, এবং ক্যালকাটা করপোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ইলেকশন হওয়ার পর সেই বিল আসবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং শুধু তাই নয়, উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটা চেষ্টা হচ্ছে এবং সেই বিলের মধ্যে প্রভিসন রয়েছে যাতে করে ক্যালকাটা করপোরেশন এবং ৩০টি মিউনিসিপ্যালিটির স্বায়ত্তশাসনমূলক অধিকার হরণ করা যায়। এসম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কি বক্তব্য আমরা জানতে চাই।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, it seems that my friends are exeercised over the birth of a scheme which has not yet been conceived. The proposal for having a Metropolitan Board was made by the World Health Organisation which was asked by the Government of India and the Government of West Bengal to consider the question of supplying Calcutta and the riparian municipalities with sufficient quantity of water and providing for drainage, sewerage etc. No scheme has yet been for

mally formulated for the purpose of putting it into action. The matter is being considered in all its details and bearings. There is no question of the municipal powers being taken up by any other body—that question does not arise at the present moment—and I feel that but for the great imaginative power of the newspapermen people would not have become so frightened about this. There is nothing in this at the present moment to be considered.

Mr. Speaker : This is not a statement on any calling attention notice. This is a statement made by the Hon'ble Minister with my permission under rule 346.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Appropriation Bill, 1961

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir I beg to introduce the West Bengal Appropriation Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1961, be taken into consideration.

According to the Constitution no taxes can be levied or collected except by authority of law. And all moneys which are so collected, all loans raised by the Government, all loans or ways and means, advances and all moneys received by the Government in repayment of loans shall form one fund called the "Consolidated Fund of the State." The Constitution says "no moneys out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State shall be appropriated except in accordance with law and for purposes and in the manner provided in the Constitution." Under Article 202 the Governor is to place before the House in respect of every financial year a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for the year which is called the annual financial statement. This has been done. The items which have been demanded by the administration for expenditure under the various heads have been placed before the House and the House has accepted these items. The Article says that so much of the estimates as relates to the expenditure charged on the Consolidated Fund of a State shall not be submitted to the vote of the Assembly. The Constitution further says that as soon as may be, after the grants under Article 203 have been made by the Assembly there shall be introduced a Bill, which is now before you to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of the moneys required to meet (a) Grants which have been made by the Assembly, and (b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of State but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the House. Article 204 (2) provides that no amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or varying the amount of expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether the amendment is admissible under this clause shall be final. Under that provision of the Constitution I have placed this Bill before the House.

The total amount proposed to be appropriated by this Bill for expenditure during the financial year 1961-62 is Rs. 1, 67, 64, 22, 001. This amount

includes Rs. 23, 47, 46,000 on account of charged expenditure. The details of the proposed Appropriation Bill will appear in the Schedule to the Bill.

With these words, Sir, I commend my motion for the acceptance of the House.

Mr. Speaker : One amendment has been given by Shri Basanta Kumar Panda for circulation of the Bill for the purpose of eliciting public opinion thereon by 28th February, 1961. This amendment, in my opinion, is inadmissible. The house has voted the Demands for Grants and these voted grants have been included in the Bill for allowing withdrawal of money from the Consolidated Fund as provided in the Constitution. The question of eliciting public opinion, therefore, does not arise.

Mr. Panda also knows it.

Sj. Basanta Kumar Panda : I would like to draw your attention to Art. 204(2) of the Constitution. There are restrictions to give amendment to these Bills. Article 204(2) reads thus : "No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or ...."

Mr. Speaker : I have given my final ruling. I won't allow you to discuss this matter over again. You know, I have the power under Rule 218 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly to apply guillotine and I announce that guillotine will fall at 6-30 P.M. and the House will sit up to 7-30 P.M. Yes, Mr. Bankim Mukherji.

Sj. Bankim Mukherji :

স্যার আপনি পয়েন্ট অফ অর্ডার ফাইণ্ডাল করলেন। বসন্ত পাণ্ডা যথাসময় এই এমেণ্ডমেন্ট এনেছিলেন—দ্যাট ওয়াজ ইন অর্ডার—এবং সেই সময় আমি বলেছিলাম every possible amendment under the rules and constitution.........

Mr. Speaker : You are losing your time.

Sj. Bankim Mukherji :

স্পীকার মহাশয়, বাজেটের আলোচনা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু খুব বেশী ফলদায়ক সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষের থেকে হয়নি। তার কারণ আপনি জানেন প্রায় ২।২½ হাজার কাটমোশানরা পড়ে যার মধ্যে ৪০০।৫০০ বেশী এই হাউসে উত্থাপন করা যায় না এবং মিনিষ্টার খুব চেষ্টা করলেও ১০০ বেশী কাটমোশানের উত্তর দিতে পারেন না—বাকীগুলো সব ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট এবং প্রসেসনী প্রোসিডিংসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। একথা আমি প্রত্যেকবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের সময় বলেছি যে আমাদের লেজিসলেচারের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। আমরা বছরের ভেতর বোধ হয় ৬ মাস বসি—অর্থাৎ ৮০ থেকে ১০০ দিন—এর ভেতরে বাংলা দেশের সমস্ত অভাবঅভিযোগ আলোচনা করার কোন সুযোগ সুবিধা হয় না এবং বেশীর ভাগ সময় গভর্নমেণ্টের যে বিল থাকে সেগুলি পাশ করতে কেটে যায়। এই সময় যখন কোন অভিযোগ আনা হয় তখন আপনারা একথা বলেন যে অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশন বা অন্য কোন মোশান আনতে পারেন। কাজেই কতটুকু সময় আছে তা আপনি জানেন এবং এই ১৫।১৬ দিনের মধ্যে সারা বাংলা দেশের অভিযোগ না যায় উত্থাপন কর

না পাওয়া যায় তার উত্তর। আবার কোন মিনিষ্টারের পক্ষে ½ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়—সেদিক থেকে আমি তাঁদের কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু যেটা সম্ভব সেটা আমি বারবার বলেছি—অর্থাৎ যে অভিযোগগুলি আসছে সে সবগুলি যে সত্যি হবে তানয়, অনেক সময় ধারণায় কিছু অভিযোগ হয়। কিছু লোকের কাছ থেকে শোনা অভিযোগ সেগুলি যদি কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়—যেমন কোশ্চেন করলে পৌঁছায়—তাতে একদিকে তাঁকে হুঁসিয়ার করা হয় এবং অন্যদিকে গভর্নমেণ্টের কর্তব্য অভিযোগগুলিকে খণ্ডন করা বা অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে তার প্রতিকারকরা। সেজন্য আমি বারবার বলেছি যে বাজেটের অল্প সময়ে মধ্যে কাটমোশান আলোচনা করা বা তাহার উত্তর যথাযথভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কাটমোশানগুলি নিয়ে যদি ডিপার্টমেণ্টে কাছ থেকে তদন্ত করা হয় এবং পরে সেখানে যদি একটা পুস্তিকাকারে সেগুলো বিতরিত করা হয় মেম্বারদের ভেতর এবং পাবলিকের কাছে তাহলে সার্থক হোত। এটাই হচ্ছে আমার বরাবরের অভিযোগ।

কারণ এই অ্যাসেম্বলীর ভেতর সবচেয়ে সার্থক সময় হচ্ছে বাজেট ডিস্‌কাসন, কিন্তু সেই বাজেট আলোচনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। অথচ এদিকে হাজার হাজার অভিযোগ—হয় সত্য না হয় ভ্রান্ত—সারা দেশ থেকে যখন আসছে তখন এর একটা সদুত্তর থাকা দরকার কেননা এগুলো হচ্ছে অভিযোগ এবং সেই জন্যই বলেছি যে এটা দেওয়া উচিত। তারপর এই হাউসের আর একটা দুর্দশা দেখছি যে, যে সমস্ত স্পীচ এখানে হয় তার রিপোর্ট আমাদের কাছে আসতে ১।১॥ মাস সময় লাগে। কিন্তু এত পরে যদি রিপোর্ট আসে তাহলে তা'র করেক্ট করবার কোন মানে হয় না, কারণ আমরা যা বলেছি তা এতদিন পর্যন্ত মনে রাখতে পারিনা, তবে শুধু যে স্পীচ গুলোই ১।১॥ মাস পরে পাই তাই নয়, অ্যাসেম্বলী প্রসিডিংস আসতেও আমাদের কাছে প্রায় ১ বছরের উপর সময় লেগে যায়। কিন্তু এর তো কোন কারণ খুঁজে পাইনা। তবে স্যার আমার ধারণা যদি গভর্নমেণ্ট এগুলো নিজের হাতে না রেখে এ্যাসেম্বলীর সচিবের হাতে দিয়ে দেন তাহলে প্রসিডিংস্ করেক্ট করবার ৩।৪ দিন বা ১ সপ্তাহ পর তিনি এগুলো পেতে পারেন এবং তারপর ১মাসের ভিতর করেক্ট প্রসিডিংস হতে পারে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমার মনে হয় এ বিষয়ে আপনার নিজের তরফ থেকেও একটু কড়া নজর রাখা উচিত যাতে এ্যাসেম্বলীর নিজের হাতে এই ক্ষমতা থাকে। তবে এসব কথা বলার কারণ হচ্ছে যে এই প্রসিডিংস সময়মত না পাওয়ার ফলে আমরা অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করি কেননা যদি কেউ জানতে চায় যে বাজেট ডিসকাসন কি হোল বলুন, তখন আমরা তাদের সেসব কথা কিছুই বলতে পারিনা যেমন ধরুন, ইতিমধ্যেই বহু লোক আমার কাছে এখানকার আলোচ্য বিষয় জানতে চেয়েছে, কিন্তু আমরা সময়মত প্রসিডিংস পাইনা বলে অনেক সময় সেক্রেটারীকে প্রেসার দিয়ে বলেছি যে, আনকরেক্টেড প্রসিডিংস যা পারেন দিন। কাজেই এসব অসুবিধাগুলো আমরা খুবই ভোগ করছি। তবে সবচেয়ে যেটা অসুবিধা ভোগ করছি সেটা হচ্ছে এইযে আগে রাষ্ট্রের বেশীর ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিষ পাবলিক সেক্টরে না হয়ে প্রাইভেট সেক্টরে হোত এবং এখন অবশ্য ক্রমে ক্রমে সেগুলো পাবলিক সেক্টরে এসেছে এবং তাতে আমাদের সমর্থনও আছে কেননা যত বেশী পাবলিক সেক্টরে আসে ততই নেশন বিল্ডিং এর কাজ ভালভাবে হবে, কিন্তু যে অসুবিধার কথা বলছিলাম সেটা হোল এই যে এর ফলে সমস্ত জিনিষ অ্যাসেম্বলীর কর্তৃত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের পর্যবেক্ষণের বাইরে চলে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বোর্ড তৈরী হয়ে সেটা আমাদের আওতার বাইরে চলে গেল। তারপর কল্যাণীতে যে স্পিনিং মিল হচ্ছে তাতে যদিও সরকার শেয়ার খরিদ করেছেন কিন্তু সেখানেও আমাদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা থাকছেনা এবং এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের শক্তিও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এইসব কারণে কেন্দ্রে এবং অন্যান্য সমস্ত রাষ্ট্রে এষ্টিমেট কমিটি করা হচ্ছে এবং এই এষ্টিমেট কমিটির বা বিধান সভার প্রতিনিধিমণ্ডলের কমিটির কাজ হচ্ছে গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে যে টাকা খরচ করা হচ্ছে তা ইকোনমিক্যালি খরচ করা হচ্ছে কিনা তা তাঁরা দেখবেন এবং আরও ইকোনমিক্যালি খরচ করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে তাঁরা সাজেশনস্ দেবেন।

স্যার, এবারে আমাদের কাছে ষ্টেট ট্রান্‌জাকসনস্‌ যা পেশ করা হয়েছে তাতে দেখছি যে কোথাওকোথাও যদিও সামান্য গেইন হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই লস্‌ হয়েছে। তবে এটা আমাদের বোঝবার প্রয়োজন আছে কেননা এর উপর নির্ভর করছে যে আমরা প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পাবলিক সেক্টরকে কতখানি উপযোগী করতে পেরেছি। স্যার আমরা ন্যাসনালাইজেসন চাচ্ছি কেন? আমার ধারণা প্রাইভেট সেক্টরে যে মুনাফা চলে যায় সেটা যদি পাবলিক সেক্টরে আসে তাহলে তা দেশের কল্যাণে লাগতে পারে। কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের কাছে যদি পাবলিক সেক্টর অপদার্থ বলে প্রমাণিত হয় তাহলে দিনে দিনে একথাই প্রচারিত হবে যে বিজনেস্‌ করা গভর্নমেণ্টের সাধ্য নয়, এটা একমাত্র প্রাইভেট ক্যাপিটালিষ্টরাই করতে পারে এবং এইভাবে দেখব যে ন্যাশনালাইজেসন এর বিরুদ্ধে মত প্রচারিত হতে থাকবে।

[3-20—3-30 p.m.]

এই কারণে আমার মনে হয় যে সমস্ত হাউসের বিশ্বাস পেতে গেলে পর এইরকম এষ্টিমেট কমিটির প্রয়োজন। আমি দেখছি নন-অফিসিয়াল মেম্বার, কি শাসক পার্টি, কি বিরোধী পার্টি ক্রমে সমস্ত বিষয় থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ট্রেজারী বেঞ্চের মেম্বাররা জানেন কি হচ্ছে, লস হচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে। এ ছাড়া আমাদের জানবার কোন সুযোগ সুবিধা নেই। আমরা প্রতিনিধি, আমাদের কাজ শুধু যে টাকা বরাদ্দ করা তা নয়, আইনতঃ টাকা বরাদ্দ করতে হবে, কিন্তু সেই টাকা যাতে খরচ হয় সেই খরচটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা এটাও দেখা। সমস্ত বাংলা দেশের জনসাধারণ মনে করেন তাঁদের প্রতিনিধি সেই খরচ ভালভাবে করবেন। কিন্তু তার গণ্ডী এত ছোট যে আমাদের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে যদি সমস্ত জিনিষটার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব ২৫০ জন মেম্বারের কাছে দিতে হয় তাহলে বাজেট চালাতে হয় সারা বছর ধরে। কাজেই তার জন্য একটা এষ্টিমেট কমিটি বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠন করে তাদের রিপোর্ট যদি হাউসের সামনে দেন তাহলে হাউস অনেকখানি ওয়াকিফহাল হয়; আমরাও বুঝতে পারি, আমরা সেখানে পরামর্শ দিতে পারি। এই রকমভাবে জিনিষ চালান উচিৎ। এই কারণে সমস্ত রাষ্ট্রে, কেন্দ্রে, এষ্টিমেট কমিটি নেওয়া হয়েছে। আমি জানিনা কেন আমাদের এখানে মুখ্যমন্ত্রী এষ্টিমেট কমিটি করতে কিছুতেই রাজী হননি। হয় তিনি এষ্টিমেট কমিটির কার্যধারা সম্বন্ধে বিশেষ খবর রাখেন নি, নয়ত কোন প্রেজুডিস আছে যে এষ্টিমেট কমিটি বোধ হয় গভর্নমেণ্টের কাজে ইণ্টারফিয়ার করবে। ইণ্টারফিয়ার করবার কোন অধিকার তাদের নেই। এই এষ্টিমেট কমিটি থাকলে গভর্নমেণ্টের প্রচারের দিক থেকে সুবিধা। এই এষ্টিমেট কমিটির রেকমেণ্ডেশান যদি আসে তাহা গভর্নমেণ্টের পক্ষে সমস্ত জনসাধারণকে সেই বিষয়ে সচেতন করার কাজেতে সহায়ক হবে, ক্রমে আমাদের এই সমস্ত ট্রানজাকসান বাড়তে থাকবে। যদি সমস্ত জিনিষটা আলোচনার বহির্ভূত হয়ে যায় তাহলে ক্রমে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে যাবে। আগেকার বাজেটে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করবার যেটুকু সুযোগ ছিল এবার সেই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী নিয়ে নিচ্ছেন, কতটাকা দিতে হবে, কাকে দিতে হবে, কেন এই টাকা দিতে হবে, সেই টাকা দিয়ে যে এখান থেকে লাভ হবে তার পক্ষে যুক্তি আছে কিনা এই সমস্ত জিনিষগুলি আমাদের আর জানবার সুবিধা হচ্ছে না। এই সমস্ত কারণে আমি এবারকার এ্যাপ্রোপ্রিয়েসান বিলে সবচেয়ে জোর দিচ্ছি এই এষ্টিমেট কমিটির উপর। তারপর আজকে মেট্রোপলিটন বোর্ড সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, হয়ত ডিটেলস্‌ হয়নি কিন্তু মোটামুটি এ সম্পর্কে তাঁর মাথায় আইডিয়া আছে অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে যে আলাপ করেছি তাতে জেনেছি আউটলাইন। কিছু ডিটেলস নেওয়া হয়নি—কত ইঞ্চি পাইপ নিতে হবে না হবে। ঠিক কত টাকা খরচ হবে তার মোটামুটি একটা এষ্টিমেট আছে। সে টাকাটা কোথা থেকে আসবে সেই ধারণাও আছে। ওয়াটার ট্যাক্স সম্বন্ধে—কি ওয়াটার

ট্যাক্স হবে না হবে, কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে কত লাগান হবে এই সব জানার প্রয়োজন আছে। সেই ওয়াটার ট্যাক্স মেট্রোপলিটন বোর্ড হলে করবেন? সেই ট্যাক্স নিশ্চয়ই সব জায়গায় লাগান হবে, সবজায়গায় সিউয়িজ অ্যাণ্ড ড্রেনেজের যে ট্যাক্স লাগান হবে কে সেটা আদায় করবেন—গভর্নমেণ্ট আদায় করবেন, না, মেট্রোপলিটন বোর্ড করবেন, নাকি সেটা মিউনিসিপ্যালিটিগুলির মারফৎ করবেন এই সব জানার প্রয়োজন আছে। এই যে টাকাটা খরচ হবে সেটা এ্যাসেমব্লীর প্রতিনিধিদের জানবার অধিকার আছে। সেই টাকাটা কি কনট্রাকটররা বেশীর ভাগ নষ্ট করবেন, না তার সুপ্রয়োগ হবে এটা জানার দরকার আছে তাদের যারা এই টাকাগুলি দিচ্ছে। কেননা আমরা তাঁদের সম্বন্ধে খুব সন্দিহান এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। বৃটেন এবং আমেরিকার প্রতি আমাদের সন্দেহ প্রচুর এবং তার জন্য ২ শত বছরের ইতিহাস হচ্ছে সাক্ষী এবং শুধু আমরা নয় সারা পৃথিবীর মানুষ জানে এরা ২শো বছর ধরে এ জিনিষ করেছে। ২শো বছর কেন ৪শো বছর আগে স্যার থমাস্ রোর সেলাম করতে করতে পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে—তখন এশিয়া ছিল সুবর্ণময় দেশ, ওরা স্বপ্ন দেখত কি করে এশিয়ায় আসবে। তাদের উপর আমাদের সন্দেহ আছে।

আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর রাজনীতিতে কঙ্গো ছেড়ে দেবার পরও কঙ্গোকে কিরকমে দখলে রাখা যায়, তার প্রচেষ্টা চলেছে। কাজেই মেট্রোপলিটান বোর্ড বা এই সমস্ত স্যাটেলাইণ্ট টাউন করবার জন্য যে টাকা আসছে তাতে করে তারা কতখানি আমাদের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করতে চায় এটা জানবার জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেহ এবং আগ্রহ আছে। এই সমস্ত কারণে আমরা চাই এইসব টাকাকড়ির ব্যাপারে কে দিচ্ছে, কোথায় দিচ্ছে, কোথায় খরচ হবে এই সমস্ত জিনিষটা আমি মনে করি যে এ্যাসেমব্লীর পক্ষে সম্ভব না হলেও এ্যাসেমব্লীর প্রতিনিধিত্বমূলক একটা কমিটির দ্বারা এই সমস্ত জিনিষগুলি দেখা উচিৎ, পরীক্ষা করা উচিৎ এবং সারা দেশে যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং যাতে যথাসম্ভব সারা দেশের সমর্থন পাওয়া যায় তারজন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। কাজেই এই য়্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে আমি খুব বেশী জোর দিতে চাই না। আমি দুটো মোশান দিয়েছি এবং এই দুটোর উপর আমি আবার জোর দিচ্ছি যে কাটমোশানগুলি যেন ফেলে দেয়া না হয়—বাজেট শেষ হয়ে যাবার পরও কাটমোশানগুলোর পেছনে পেছনে যেন ফলো করা হয় এবং ডিপার্টমেণ্টের উত্তর, মন্ত্রীদের উত্তর সমেত যেন একটা জিনিষ আমরা পাই, এই একটা জিনিষ। আর দ্বিতীয় মোশান হচ্ছে, এষ্টিমেট কমিটি সম্বন্ধে যেকথা ভাল বল্লাম সে ভাল যেন জেনে নেয়া হয়। সারা ভারতবর্ষ, কেন্দ্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যেপথে চলেছে এমন কি প্রবল যুক্তি আছে যার জন্য আমরা সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে যাবো? আমি আশাকরি তিনি এটা সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি বলেছেন যে রুলস কমিটি আছে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। কাজেই আমার এ সম্বন্ধে যে যুক্তি সেগুলি সবার সামনে আমি উপস্থিত করলাম।

Sj. Basanta Kumar Panda:

মাননীয় সভপাল মহাশয়, আজ এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের সীমাবদ্ধ আলোচনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করে আমি বলতে চাই যে আমরা প্রত্যেক বছর যে পরিমান টাকা খরচ করি, যে বরাদ্দ এখান থেকে পাশ করি এবং এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলে যে সমস্ত টাকা এখান থেকে পাশ হয়ে যায় সেটা উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ হয় কিনা, যে উদ্দেশ্যে এ বিল পাশ করা হয় সেভাবে লোক তার উপকার পায় কিনা সেটা আজকে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে কয়টা বাজেট আজ পর্যন্ত হয়েছে সেই বাজেটের ফলাফল সম্বন্ধে আমি আপনার মাধ্যমে হাউসকে একটু জানাতে চাই। ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বাজেটে আয় এবং ব্যয়ের অবস্থা ছিল ১৯৪৪-৪৫ সালে ৪৪ কোটী, ১৯৪৫-৪৬ সালে ৪০ কোটি, ১৯৪৬-৪৭ সালে ৪২ কোটি। এটা হল ২৯টা জেলা

সমেত বাংলাদেশের ছিল। তারপর ১৯৪৭-৪৮ সালের আগষ্ট মাস থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে কয়েক মাস তাতে ছিল ১৩ কোটী টাকা। তারপর ১৯৪৮-৪৯ সালে ২৮ কোটি, ১৯৪৯-৫০ সালে ৩০ কোটী, ১৯৫০-৫১ সালে ৩৭ কোটী, ১৯৫১-৫২ সালে ৩৭ কোটী, ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৮ কোটী, অর্থাৎ দেশ ভাগ হবার পর যখন ½ দেশ হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্য্যন্ত বাজেটের অবস্থা ছিল ২৮ কোটী থেকে ৪৪ কোটী টাকা পর্য্যন্ত কিন্তু হঠাৎ ১৯৫৫ সাল থেকে বাজেটের অবস্থা এমন ভাবে বেড়েছে যে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫০ কোটী, তারপর ১৯৫৮-৫৯ সালে ৮০ কোটী, ১৯৫৯-৬০ সালে ৯২ কোটী, ১৯৬০-৬১ সালে ১০০ কোটী টাকার বাজেট হয়েছে এবং খরচ হয়েছে। এর সংঙ্গে সেণ্ট্রাল বাজেটটা একটু আলোচনা করে নেই, কারণ তার সঙ্গে আমাদের এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেখানে বাজেটের অবস্থা ছিল এই ১৯৫২-৫৩ সালে ৩৯৬ কোটী, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪০৭ কোটী টাকা, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪২২ কোটী, ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪৭৩ কোটী, ১৯৫৭-৫৮ সালে ৬৩১ কোটি, ১৯৫৮-৫৯ সালে ৬৯৯ কোটী, ১৯৫৯-৬০ সালে ৭৫৯ কোটী, ১৯৬০-৬১ সালে ৮৯০ কোটী, তারপর এবছর নশো কোটীর উপর চলে গেছে।

[3-30 — 30-40 p.m.]

এই যে টাকা দিচ্ছে এই টাকা যারা দিচ্ছেন, তারা কি পরিমাণ উপকার পাচ্ছে? আজকে এবিষয় আমরা কিম্বা অপর পক্ষীয়রা এবিষয়ে একমত হবেন যে আজকে জনসাধারণের হাতে টাকা নাই। অধিকাংশ টাকা জমা হয়েছে অল্প কয়েকজন লোকের হাতে। সেই অল্প কয়েকজন দেশের জনসাধারণের অর্থ গভর্নমেণ্টের মাধ্যমে লুণ্ঠন করে নিজেরা গভর্নমেণ্টের সমস্ত ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে তাদের টাকার অঙ্ক বাড়িয়েছে। এর দু একটা উদাহরণ এখানে দিতে চাই। গত তিন বছরের মাত্র হিসেব দিতে চাই। সাধারণতঃ ধনীরা ট্যাকস দেয়—Income tax, excess profits tax, estate duty, expenditure tax, gift tax, wealth tax.

যদি স্যার, আপনি শুধু এই ইনকাম ট্যাকস এর দিক তাকান, তাহলে দেখবেন সেই ট্যাকসের পরিমাণ ক্রমশঃ নেমে আসছে ১৯৫৮-৫৯। সালে এই ট্যাক্সের পরিমাণ ছিল ১৭১ কোটী টাকা ১৯৫৯-৬০ সালে সেটা কমে হল ১৫২ কোটী টাকা; এবং ১৯৬০-৬১ সালে সেটা এসে দাঁড়ালো ১৩৫ কোটী টাকায়। অল্প লোকের হাতে অনেক বেশী টাকা জমা হয়, যখন আয় তাঁদের বাড়ছে ইনকাম ট্যাক্স এর পরিমান বেশী থাকছে। এই ইনকাম ভয়ানক ভাবে ডজিং হচ্ছে বলে ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। আর দরিদ্র মধ্যবিত্ত যে ট্যাক্স দিচ্ছে তা বেড়ে চলে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে সেণ্ট্রাল একসাইজ ডিউটি, যেটা আমাদের সমস্ত লোকের সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিসের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। তা থেকে যা আদায় হয়, তার পরিমান ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল ৩১২ কোটী টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল ৩৫০ কোটী টাকা, আর ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ৩৫৮ কোটী টাকা। আর এ বছর হয়েছে ৪২০ কোটী টাকা। আর কি? ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতীয় বাজেটে ট্যাক্স ধরা হয়েছিল ৭৬৩ কোটী; এই ৭৬৩ কোটী টাকার মধ্যে ৩১২ কোটী টাকা হচ্ছে এক্সাইজ ডিউটি। ১৯৫৯-৬০ সালে ধরা হয়েছিল ৮৫৩ কোটী টাকা, এর মধ্যে ৩৫০ কোটী ছিল একসাইজ ডিউটি। আর ১৯৬০-৬১ সালে ৯৮০ কোটী টাকার মধ্যে ৩৫৮ কোটী টাকা ছিল এই একসাইজ ডিউটি। এবার তার উপর আরো ৬০ কোটী টাকা একসাইজ ডিউটি বেশী চাপান হয়েছে অর্থাৎ ৪২০ কোটী টাকা ভারতীয় জনসাধারণকে দিতে হচ্ছে ট্যাক্স বাবদ তাদের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র ব্যবহারের জন্য।

আমরা গত সেনসাস অনুসারে দেখছি ভারতের ৪০ কোটী লোককে এই ৪১০ কোটী টাকা এই একসাইজ ডিউটি দিতে হচ্ছে অর্থাৎ মাথাপিছু ১০ টাকা করে আবশ্যকীয় জিনিষপত্রের উপর অপ্রত্যক্ষ ট্যাক্স। এ ছাড়া আরো কয়েকটি ট্যাক্স আছে, যেগুলো গত তিন বছরে আমাদের দিতে হয়েছে, যেমন গিফ্‌ট ট্যাক্স। ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল ৯৮ কোটী টাকা, তারপর ৮০

কোটী, ৮০ কোটী টাকা করে। এক্সপেনডিচার ট্যাক্স্ ৬৪ কোটী টাকা, তার পরপর প্র সমানই আছে। এস্টেট্ ডিউটি গত তিন বছরে প্রায় সমানই রয়েছে। এই থেকে দেখা যাচ্ছে ধনীদের কাছে যে পরিমাণ টাকা জমেছে, সেখানে তাদের ট্যাক্স্ সেই পরিমাণে দিতে হচ্ছে না। অন্যদিক জনসাধারণ মধ্যবিত্তকে ক্রমবর্দ্ধমান হারে ট্যাক্স্ দিতে হচ্ছে। যার ফলে তাদের জীবন আজকে দুর্বহ হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশের যে অবস্থা হয়েছে, তাতে করে নূতন ট্যাক্স্ করার আর নূতন জায়গা নাই। বাংলা দেশকে বাঁচাতে হলে এই ট্যাক্সের বোঝা কমাতে হবে। যেখানে ক্রমবর্দ্ধমান ট্যাক্স দরিদ্র জনসাধারণের উপর চাপান হচ্ছে সেখানে এই যে সেলস্ ট্যাক্স, যেটা ধনীর উপর ট্যাক্স্ নয়, এটা ক্রেতা সাধারণের উপরে ট্যাক্স্। এই সেলস্ ট্যাক্স্ ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করে গভর্নমেণ্টকে প্রাপ্য টাকা ফাঁকি দিয়ে ধনীরা যথেষ্ট টাকা জমা করছে। এই সেলস্ ট্যাক্স আদায় করার ব্যাপরে যে সমস্ত লুপহোল রয়েছে তা বন্ধ করলে পর কিছু টাকা বাড়তে পারে। আমাদের কাছ থেকে যে সমস্ত ট্যাক্স্ আদায় হচ্ছে, তার অধিকাংশই ধনীদের বেলায় ফাঁকি হয়ে যাচ্ছে। একট হচ্ছে এগ্রিকালচার জমির উপর ট্যাক্স্, এসটেট্ ট্যাক্স্, একটা হলো হাইকোর্টের ওরিজিনাল সাইডএর উপর চাপান যায় আরো কতকগুলি ছোট ছোট বিষয়ে ট্যাক্স্ করা যায় যেমন এনটারটেন্মেন্ট ট্যাক্স, ষ্টেট একসাইজ ডিউটি, এগুলি বাড়ান যেতে পারে। এই ষ্টেট একসাইজ ডিউটির মধ্যে একটা কথা রয়েছে। আমরা যদি প্রহিবিশন করি, যেটা কনস্টিটিউশন এ রয়েছে, তাহলে এটার উপর বেশী নির্ভর করতে পারব না। তাহলেও সেলস্ ট্যাক্স কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ দেখছি ১৯৫২-৫৩ সালে সেলস্ ট্যাক্স থেকে আয়ের পরিমাণ সাড়ে পাঁচ কোটী টাকার মত ছিল। কিন্তু গত তিন বছরে সেটা এমন ভাবে বেড়েছে যে তার পরিমাণ ১৪ কোটী থেকে ১৫ কোটী টাকা হয়ে গেছে। এমন এই ট্যাক্সটা ফাঁকি দেওয়ার ফলে আজকে এর পরিমাণ প্রায় সমাধি প্রাপ্তি হয়েছে, বাড়বার অবস্থা নাই। এই সেলস্ ট্যাক্স্ ফাঁকির পথটা বন্ধ করতে পারলে আরো ৫।৭ কোটী টাকার বেশী আয় সরকারের হতে পারে। কি সরকার তা করবেন না।

আজকে আমাদের দেশের উন্নতির কথা সরকার বলছেন কিন্তু আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন দু-রকম চিন্তাধারা এসেছিল। সোসালিষ্টিক্ পেটার্ন-এ এদেশকে তৈরী করা এবং গান্ধীয়ান চিন্তাধারা এর মধ্যে রয়েছে। গান্ধীয়ান চিন্তাধারার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড় একস্পোনেণ্ট শ্রীকুমারাপ্পা, তিনি বলেছেন যে গ্রামীন সভ্যতাকে প্রধান করে, গ্রামকে ইউনিট হিসাবে ধরে, তার উপর সমস্ত দেশের সভ্যতাকে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু আজকে সেটা উল্ট পথে নিয়ে আমরা ভাবছি বিদেশী অনুকরণে আমাদের দেশের ইণ্ডাষ্ট্রি, শিল্পকে বড় করবো; এবং ইণ্ডাষ্ট্রিকে, শিল্পকে বড় করতে গিয়ে গ্রামের যে সমস্ত উন্নতি করা প্রয়োজন, অর্থাৎ গ্রাম-শিল্প বা গ্রামকে যতটা সাহায্য দেওয়া যেতে পারে এই ইনডাষ্ট্রি করে সেইটুকু ব্যাপারে আমরা গ্রামকে সাহায্য করবো। অর্থাৎ গ্রামের উন্নতির জন্য ইন্ডাষ্ট্রিকে সামনে রেখে গ্রামের যতটা উন্নতি হয় হোক; আর তা যদি না হয়, গ্রামের উন্নতির দিকে আমরা তাকাবো না। আজ সেই অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে।

তারপর আসছে একটার পর একটা করে নূতন নূতন প্লান। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর একটা করে প্লান আসছে, এবং এই সমস্ত প্ল্যানের খোরাক যোগাতে দেশ অন্তরশার শূণ্য হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন আমাদের দেশ একটা উত্তমর্ণ দেশ ছিল, আমাদের তেরশো কোটী ষ্টার্লিং ব্যালেন্স জমা ছিল। তখন আমাদের দেনা ছিল না। আজকে আমাদের অবস্থা হয়েছে, সেই ষ্টার্লিং ব্যালেন্স কমতে কমতে একশো কোটীর নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া পাবলিক ডেট্ অফ ইণ্ডিয়া হচ্ছে ৪,৭৭১ কোটী টাকা। এই পাবলিক ডেট্ ছাড়াও ফরেন লোন হচ্ছে ৮২৬ কোটী টাকা। আর প্রায় ১২শো কোটী টাকার নোট ছাপান হয়েছে। এইভাবে সাত হাজার কোটী টাকা দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে। যদি ৪০ কোটী ভারতের অধিবাসী হয়, তাহলে ভারত সরকারের কল্যাণে বা তাঁদের কাজের ফলে আজ প্রতিটি মানুষের গড়ে দুশো

টাকা করে দেনা দাঁড়িয়েছে। আমাদের ষ্টেটে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের তিনশো টাকা করে দেনা হয়েছে। অবশ্য এবারকার সেন্সাসে যদি সাড়ে তিন কোটী লোক হয়ে থাকে, তাহলে মাথাপিছু একশো টাকা করে দেনা হয়েছে। গত ১২ বছরের মধ্যে সরকারের ডিফেক্টিভ পলিসির জন্য আমাদের দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত যে দেনা হোক না কেন, মাথাপিছু তিনশো টাকা করে দেনা দাঁড়িয়েছে। এই দেনা কি শোধ হতে পারে! ভারতের কোন অবস্থাতে, বা ষ্টেটের কোন অবস্থাতেই এই দেনা শোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছি যে দেনা করে যাবো অথচ শোধ করবার চেষ্টা নেই। এই দেনার কি পরিনাম হয়েছে দেখুন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে এই দেনা কিভাবে ক্রমশঃ বেড়েছে, তার একটা তালিকা এখানে দিতে চাই।

১৯৫২ সালে আমাদের পাবলিক্ ডেট্ (দেনা) ছিল মাত্র ২৫৫৯ কোটী টাকা। ১৯৫৩ সালে ২৫৯৩ কোটী টাকা। ১৯৫৪ সালে ২৫০৫ কোটী টাকা। ১৯৫৫ সালে ২৮৭৩ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালে ৩০৬২ কোটী টাকা। ১৯৫৭ সালে ৫৫০৭ কোটী টাকা। ১৯৫৮ সালে ৪১১২ কোটী টাকা। ১৯৫৯ সালে ৪৬১২ কোটী টাকা। আর ১৯৬০ সালে, এক বছরের মধ্যে আমাদের দেনার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৫৯১১ কোটী টাকা।

আজকে আমাদের সরকার বলছেন আজকে আমরা যে সমস্ত প্ল্যান করছি, তার জন্য দেনা করতে হচ্ছে। কিন্তু এর ফলাফল কি হচ্ছে? এর ফল কোথায় দাঁড়িয়েছে! ফল হয়েছে এই গত আগষ্ট মাসে আমি বলছি না, ইউ এন ও থেকে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে, তাতে এই কথা বলা হয়েছে যে ভারতের লোক অন্যান্য সব দেশের লোকের চেয়ে অনেক কম খেতে পায়। মাত্র দৈনিক ১৮শো ক্যালোরী এখানকার ভারতের লোকে খেয়ে থাকে। আর সেখানে পাকিস্থানের লোক দৈনিক ২০১০ ক্যালোরী খেতে পায়। ভারতের লোকের জীবনের দৈর্ঘ্য, বা এক্সপেক্‌টান্সি অফ্ লাইফ মাত্র ৩২ বৎসর। এই লোয়েষ্ট এক্সপেক্‌টান্সি অফ্ লাইফ পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য দেশের লোকের গড় অবস্থা থেকে আমাদের দেশের লোকের অনেক কম।

ইংরাজ যখন আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যায় তখন আমাদের দেশের লোকের এই রকম অবস্থা ছিল না। তখন তাদের অবস্থা এত নীচুস্তরে নামেনি। আজকে আমাদের বর্তমান সরকারের শাসন কার্য্য পরিচালনার ফলে ও তাঁদের নীতির ফলে আজকে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা যে স্তরে নেমে এসেছে, ভারতবাসীর অবস্থাও সেই স্তরে নেমে এসেছে।

আজ বাংলাদেশের ট্যাক্‌সেশন করার ক্ষেত্র স্যাচুরেশন্ পয়েণ্টে রীচ করে গিয়েছে।

[3-40 – 3-50 p.m.]

এখন অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কি? এই ভারতবর্ষকে যদি অর্থনৈতিক সম্পদে উন্নত করতে হয় তাহলে আমাদের কতকগুলি উপায় অবধারন করতে হবে। এই উপায় হচ্ছে ব্যয় কমাতে হবে। এখন পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছি অনাবশ্যক কতকগুলি ডিপার্টমেণ্ট, অনাবশ্যক কতকগুলি কর্মচারী এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে কতকগুলি কথা আমি বলবো। জেলা বোর্ড এবং স্কুল বোর্ড এগুলির আর দরকার নাই। পঞ্চায়েৎ আইন হয়ে যাবার পর আর দরকার নাই। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে বৃদ্ধ অক্ষম যারা সেই সমস্ত কর্মচারীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে উচ্চবেতন দিয়ে রাখা হচ্ছে। এই সমস্ত অফিসারদের দেশের প্রতি আনুগত্য থাকতে পারে না—তারা শুধু মন্ত্রীদেরই তাঁবেদারী করবে নিজের চাকুরীর স্বার্থে। আর যারা যুবক অফিসার, যাদের বয়স এখন ৫৫ হয়নি তারা সাধারণভাবে আশা করবে যে তাদের উন্নতি হবে এবং কনষ্টিটিউশান অনুসারে যারা কর্ত্তব্যে রত আছে সেই সমস্ত অফিসারদের উন্নতি হওয়া উচিত; কিন্তু অবসর

প্রাপ্ত অফিসাররা এখন বেশী সংখ্যায় থাকার জন্য, সিনিয়র হিসাবে থাকার জন্য ইয়াং অফিসারদের ভাল কাজ করার স্পৃহা আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

এই যে কাউন্সিল এটাও একটা অনাবশ্যক ব্যয়। আর একটা ব্যয় হচ্ছে এই মন্ত্রীসভা। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি জানেন যখন দ্বৈতশাসন ছিল ১৯২১—১৯৩৫ সালে ৪ জন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার, ৩ জন মিনিস্টার গোটা বাংলা দেশ শাসন করতো। ১৯৩৫-৪৭ সাল পর্য্যন্ত আমরা জানি মন্ত্রী এবং ডেপুটি মন্ত্রীর সংখ্যা ২৫ এর বেশী কখনো হয়নি। আজকের ব্যবস্থা কি। ⅓ অংশ বাংলা চলে গিয়েছে, ⅓ অংশ বাংলায় মন্ত্রী ও ডেপুটি মন্ত্রী মিলে ৪০ জন অর্থাৎ কংগ্রেস বেঞ্চের দিকে যদি তাকান যায় তাহলে আমরা দেখবো প্রতি ৪ জনে একজন মন্ত্রী বা আধা মন্ত্রী—যে কোন রকমই হোক প্রতি ৪ জনে একজন মন্ত্রী। এর সঙ্গে তুলনা করি আমেরিকান কনসষ্টিটিউশান-এর। সেখানে ৪৩ বছরের প্রেসিডেন্টের ১০ জন মন্ত্রী। আর ছোট বাংলা দেশে এত মন্ত্রী যেখানে মিলিটারী ইত্যাদির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালি গণতন্ত্র যেখানে, সেখানে ১০ জন মন্ত্রী দিয়ে, যাদের এ্যাভারেজ বয়স ৪৯ বছর এবং প্রেসিডেন্টের বয়স ৪৩ বৎসর, শাসন চলছে। আর আমাদের এখানে ৭০ হোক ৮০ হোক ৯০ হোক যত বৃদ্ধ হবে তত কর্মক্ষম হবে। রিটায়ার্ড কর্মচারী রাখতে হবে, তাদের পুষে রাখতে হবে। অক্ষম মন্ত্রীদের রাখতে হবে। এই হচ্ছে গণতন্ত্র এখানে। এটা গণতন্ত্রের নামে প্রহসন চলেছে।

আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে জাপান সম্বন্ধে বলি। জাপানে একরকম গভর্নমেন্ট রয়েছে, বৃদ্ধ অক্ষম যারা হয়েছে তাদের যুক্তি পরামর্শ নেওয়া হয়। যখন দেশের কোন ক্রাইসিস দেখা দেয় এবং দেশের স্বার্থে খুব একটা দরকারী জিনিষ আলোচনার প্রয়োজন হয় তখন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী যারা থাকেন তাদের ডাকা হয় এবং তাদেরকে নিয়ে অধিবেশন বসে, আলোচনা হয়। তাদের পরামর্শ যে গ্রহণ করতেই হবে বা মন্ত্রীসভা তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে তা নয় কিন্তু তাদের জ্ঞানের খানিকটা অংশ দেশের কাজে লাগতে পারে এজন্যই তাদের মতামত নেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের দেশে! যতক্ষণ না পর্য্যন্ত মৃত্যুর মত অবস্থায় নেমে আসে তাবা রাজনীতি পরিত্যাগ করে না এবং মন্ত্রীর গদি পরিত্যাগ করে না—এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

এর ফলে আমাদের যে সমস্ত জায়গায় ট্যাক্স করা উচিত, যেখানে অন্যান্য প্রদেশ ট্যাক্স করেছে, সেখানে আমরা ট্যাক্স করিনি। যেমন টারমিন্যাল ট্যাক্স, পিলগ্রিম ট্যাক্স যা অন্যান্য ষ্টেট-এ আছে। আজকে বিভিন্ন দেশের লোক অন্য প্রদেশ থেকে আসে, সেখানে ট্যাক্স না থাকার ফলে আমাদের ভ্রমণকারীদের জন্য যে ট্যাক্স পাওয়া উচিত সেটা আমরা পাই না। তারপর আরও কয়েকটি ব্যাপার রয়েছে, যেমন এগ্রিকালচার এস্টেট ডিউটি, এগ্রিকালচার ইনকাম ট্যাক্স, এই সমস্ত জিনিষ এবং এনটারটেনমেন্ট ট্যাক্স, বেটিং ট্যাক্স ইচ্ছা করলে আরো বাড়াতে পারতেন। কিন্তু এইগুলি ধনীর উপর পড়বে সেইজন্য এই ট্যাক্স বাড়ান হয়নি। যদি এইগুলি করেন যেমন সেলস্ ট্যাক্সের ফাঁকিগুলি বন্ধ করতে পারেন তাহলে তার থেকে যে পরিমাণ মুনাফা করছেন তার থেকে আরো বেশী মুনাফা করতে পারতেন। আমাদের যে সমস্ত কৃষক আছে তাদের খাজনা মকুব করতে পারতেন এবং তাতে দেশের উন্নতি করার সুবিধা হোত। আজকে যিনি আমাদের প্রধান মন্ত্রী তিনি ইনডাষ্ট্রিয়াল মনভাবাপন্ন। তার ফল হয়েছে কি, গ্রামগুলি উপেক্ষিত হয়ে গেল। আমাদের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ফজলুল হক যখন মন্ত্রী ছিলেন তার সঙ্গে কত তফাৎ। ফজলুল হক্ সাহেব ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি করেছিলেন মনিলেনডারস এ্যাক্ট, এগ্রিকালচার ডেটারস্ এ্যাক্ট, বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট, এবং এই সব আইন করে প্রজাদের অধিকার দিয়েছিলেন। যার ফলে এই চার বৎসরের মধ্যেই প্রজারা বুঝতে পেরেছিল যে কিছু কিছু আইন তাদের পক্ষে

হয়েছে। কিন্তু ১৯৪০ সালের পর থেকে ১৯৬০ সাল পর্যান্ত এই প্রজাদের জন্য আর কোন আইন হয়নি। শুধু বিরোধী পক্ষ থেকে একটা মুভমেণ্ট করেছিল তে-ভাগা আন্দোলন, যার ফলে বর্গাদার আইন হয়েছিল। কিন্তু এই বর্গাদারদের আইনে জমির সুযোগ দেওয়া হয়নি। বর্গাদারদের ছেলেকে জোতদাররা তাড়িয়ে দেয়, বর্গাদারের ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে বর্গাদার হতে পারে না। যেখানে প্রজা ঋণ মকুফ হয়ে গিয়েছিল আজকে আবার সেই আইনে তা জমা হচ্ছে। এই যে আইনগুলি আছে তাতে গভর্নমেণ্ট লোন যা আছে সেখানে গভর্নমেণ্ট মকুফ হতে পারেনা। যার জন্য গভর্নমেণ্টের দেনা এই আইনের আওতায় আসে না যার জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও গভর্নমেণ্ট লোন যা হচ্ছে তাতে প্রজারা এই সমস্ত আইনের আওতায় না আসার ফলে তাদের দেনা ডবল হয়ে যাচ্ছে। এই দেনা আদায় হয় না তারজন্য বিহার টেনান্সি এ্যাক্ট এ্যামেণ্ড করে ৬ বৎসর পর তামাদি হয়ে যাবে বলে আরো ৪ বৎসর বাড়িয়ে নেওয়া হল। এ থেকেই বোঝা যায় প্রজাদের প্রতি তাদের কত দরদ। স্পীকার মহাশয় আর একটা কথা, আমাদের দেশের যে অবস্থা হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে প্লান কর। এতে দেশের বর্ত্তমান জেনারেশন কষ্ট পাবে কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরের উপকার হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরের উপকার হবে কি না হবে তা এই ১৪ বৎসর পরে দেশের অবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। দেশের আর্থিক অবস্থা, দেনার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে, তা দেখে কি বুঝতে হবে যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপকার হবে! যদি তর্ক ক্ষেত্রে মেনেও নিই যে ভবিষ্যৎ জেনারেশনের উপকার হবে তাহলে যখন আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছিলাম তখন কি শুধু ভবিষ্যৎ জেনারেশনের উপকার হবে এবং আজকের জেনারেশন ধ্বংশপ্রাপ্ত হবে একথা কি বলেছিলাম। সুতরাং আজকে একথা বলার অর্থ কি? এখনও যাতে লোক বাঁচে তার চেষ্টাও করা দরকার। আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের আয়ের সোর্স বর্ত্তমানে প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এখানে বক্তৃতা করলেন যে সেণ্টার আমাদের টাকা দেয় না। সেণ্টার টাকা দেন না এই বিলাপ করা ছাড়া আর কি কাজ তিনি করেছেন? আমাদের বক্তব্য সেণ্ট্রাল পুল থেকে আমাদের আরো বেশী টাকা পাওয়া উচিত। আমরা যে টাকা আদায় করি তার অতি নগণ্য অংশই আমরা পাই। বম্বে ও মাদ্রাজ সেনট্রাল পুল থেকে অনেক বেশী টাকা পেয়ে থাকে কিন্তু আমরা তা পাইনা। যাতে বেশী করে পেতে পারি তার চেষ্টা করা উচিৎ

[3-50—4p.m.]

কিন্তু এই টাকার মূল্য কি। বলা হচ্ছে ন্যাশন্যাল ইনকাম্ বেড়েছে, ব্যক্তিগত ইনকাম্ বেড়েছে কিন্তু টাকার দাম কত? টাকার দাম শতকরা ৩০ ভাগ কমে গিয়েছে—টাকার ক্রয় ক্ষমতা কোথায়? ইন্‌ফ্লেশনের জন্যই আজ টাকার অবস্থা এমন হতে যাচ্ছে। এই প্লান যদি কিছুকাল চলা যায় তাহলে জার্মানীতে মার্কের যে অবস্থা হয়েছে, চীনে ইয়েনের যে অবস্থা হয়েছে, এখানেও সেই অবস্থা হবে এবং শেষকালে সবই পেপার কারেন্সিতে পরিণত হবে। এই হচ্ছে একটা অসহায় অবস্থা। আজকে আমাদের দেশের ভিতরই বিদেশী পণ্য আসা বন্ধ করা হয়েছে—আমিও বলি তা বন্ধ করাই উচিৎ কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের ভিতরে প্রাইভেট সেক্টরে যে সমস্ত দ্রব্য ও পণ্য আমাদের ইনডাস্ট্রিয়ালিষ্টদের দ্বারা উৎপন্ন হচ্ছে, তা যাতে স্বল্পমূল্যে এ রিজিনেবেল মূল্যে দেশের লোক পেতে পারে এবং তাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বিতরিত হতে পারে সেটা দেখাও গভর্নমেণ্টের উচিৎ। একদিকে যেমন বিদেশ থেকে পণ্য আমদানী বন্ধ হয়েছে এবং দেশীয় ক্যাপিটেল গড়ে উঠতে সাহায্য ও সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তেমনি যারা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করছে তাদের উপর তদারকী ব্যবস্থা রাখাও সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সেই তদারকী করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। সেই ক্ষমতা তো নাইই, বরঞ্চ তারা গভর্নমেণ্টের মাধ্যমেই আরো বেশী সুযোগ পাচ্ছে। তারা আজ ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে প্রচুর টাকা মুনাফা করছে। তারা আজ ইলেক্‌শনের জন্য রুলিং পার্টিকে টাকা দেয়—এমন একটা নির্লজ্জ ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য

কোনও দেশে নাই। কোম্পানী এ্যাক্টের এই ব্যবস্থায় বোম্বে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রতিবাদের পর সুপ্রীম কোর্টের বিচারে এই আইন সংশোধন করিয়ে নেওয়া হয়েছে যে, পাবলিক মনি, কোম্পানীর টাকা যদি কোন রাজনৈতিক দলের ইলেক্‌শান ফাণ্ডে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা ন্যায় সংগত খরচ বলে গণ্য হবে। আজ ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা কি? পৃথিবীর যে কোন দেশের সংগে যদি ভারতের দেনার আনুপাতিক তুলনামূলক হিসাব দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, ১০০০ কোটি টাকা আয় হয়েছে, দেনা ৭০০০ কোটি, অর্থাৎ এক বৎসরে সাতগুণ দেনা। আমাদের বাজেট ও অর্থনীতির সংগে যাদের পরিচয় আছে তারাই জানেন এই যে জমিদারী আইনে জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে, সেগুলি কত টাকায় বিক্রী হত? সাধারণভাবে মুনাফা থাকে ১০—২০ গুণ। কিন্তু আমরা কত গুণ কমপেন্‌সেশান দিচ্ছি? একেই তো আমাদের বাজেটে কোন সারপ্লাস নাই, তার উপরে যদি এই টাকা বার দেওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতির কি অবস্থা হবে? আমাদের বাজেটে ৩২০ কোটি টাকা দেনা। এই বিরাট পরিমাণ দেনা কি কোনকালে শোধ দেওয়ার মতো? এই দেনা কখনো শোধ করতে পারবেন না। এই হচ্ছে অবস্থা, এই হচ্ছে আমাদের অর্থমন্ত্রীর যোগ্যতা, দেশকে তিনি এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন, অথচ তিনি আমাদের সামনে এসে বড়াই করেন, ফলাও করে দেখান যে, বিদেশের অমুক দেশ তমুক দেশ থেকে এই টাকা দেনা করেছি। দেনা করতে ভদ্রলোক লজ্জিত বোধ করে, কারণ ওটা একটা দুর্বলতা যা সকলেই ঢেকে রাখতে চান, কিন্তু তাই এখানে ইনফ্লেট করে দেখাচ্ছেন। এই যে দেনা বা আর স্যাংরেশন প্যাক্ট এসে গিয়েছে তার যেসমস্ত ক্রেডিটর যারা টাকা লগ্নী করেছেন তাঁরা আর এলভাবে আলাদা আলাদা ভাবে দেনা দিতে প্রস্তুত নন। তারা একটা ইণ্ডিয়া এড্‌ ক্লাব করেছেন—তারাই ঠিক করবেন কি পরিমাণ টাকা দেনা ভারতকে দেবেন। ভারতের বর্তমান অবস্থায় দেনা শোধ করতে পারবে কিনা, এবং যদি তাঁরা স্থির করেন দেনা শোধ করতে পারবে তাহলেই তারা দেনা দেবেন। একটা কথা, মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিবেচনা করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে কখন, কোন অবস্থায় একজন খাতক সম্পর্কে মহাজনরা এইভাবে একত্রিত হন? তখনই মহাজনরা একত্রিত হন যখন তাঁরা বুঝেন খাতকের নিঃসহায় ও দেউলিয়া অবস্থা, তখনই তাঁরা চিন্তা করে ঠিক করেন দেনা দেওয়া হবে না। আজ আর একটা কথাও বিবেচনা করতে হবে। যে সমস্ত কাজ এঁরা করবেন বলেন টাকার অভাবে সেই কাজ এঁরা করতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে আমি মেদিনীপুরের কথা একটু বলব। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাঁথি তমলুক রাস্তায় রসুল নদীর উপর একটা পুল তৈরীর ব্যবস্থা ছিল এবং এ জন্য ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দও ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেই কাজ করা হয়নি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়—যা ড্রাফ্‌ট প্ল্যান পাওয়া গিয়েছে—তাতে সেই কাজের ব্যবস্থা নাই। এই কালি নগরের এই ২১ লক্ষ টাকা দুর্গাপুর বা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। যে কাজের টাকা বরাদ্দ হচ্ছে তা ব্যয় হচ্ছে না, অথচ দেখা যাচ্ছে দেনা করতে যাচ্ছেন। বাংলা দেশের উন্নতি, বিশেষ করে ডায়মণ্ডহারবার থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত হুগলীর দুইপাশে যে সহরগুলি রয়েছে তাদের উন্নতির জন্য মেট্রোপলিটন বোর্ড করবেন। পশ্চিমবংগের কতলোক এই অঞ্চলে বাস করে? পশ্চিমবংগে ৩॥০ কোটি লোক, তার মধ্যে ১—১॥০ কোটি বেশী লোক এই অঞ্চলে বাস করে না। ২—২॥ কোটি পল্লী অঞ্চলে বাস করে। এখন এই যে উন্নয়ন কার্যের জন্য দেনা করা হবে, যে টাকা এর জন্য খরচ করা হবে, তার ভার ঐ ২—২॥ কোটি লোকের ঘাড়ের উপরই পড়বে। কি পাবেন তারা বেনিফিট? প্রথমত তাদের উন্নতি হবে না, হলেও দেরী করে হবে কিন্তু এই দেনায় অংশ ভাগী তারা হবে। এই ষ্টেটে যে সমস্ত ব্যবসা করা হচ্ছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট যদি দেখেন, ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূলধন, এই বছর ক্ষতি দেখান হয়েছে ২%, ডিপ সী ফিসিংএতে দেখুন, ২২ লক্ষ টাকা মূলধন, এই বছর ক্ষতি দেখান হয়েছে ১২ হাজার টাকা, বেঙ্গল ব্রিক এ্যাণ্ড টাইল বোর্ডে ২০ হাজার টাকা মূলধন, এ বছর ক্ষতি হয়েছে হাজার টাকা, দুর্গাপুর ব্রিক বোর্ডে ৪॥০ লক্ষ টাকা মূলধন, ক্ষতি হয়েছে ৬০ হাজার টাকা, সেন্ট্রাল লক্ ফাক্টরি ২।০ লক্ষ টাকা মূলধন, লোকসান ৪২ হাজার টাকা, সেলস এম্পোরিয়াম ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মূলধন, ক্ষতি ৩১ হাজার টাকা, ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট, বারুইপুরে ৫।০ লক্ষ

টাকা মূলধন, এ বছর ক্ষতি হয়েছে ৩২ হাজার। এইভাবে অধিকাংশ ব্যবসাতে ক্ষতি হয়েছে। আজ মধ্যবিত্তরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে আস্তে আস্তে ইনডাষ্ট্রিয়ালিসেশন হচ্ছে, এগ্রিকালচার থেকে ইনডাষ্ট্রিতে লোককে আসতে হবে, কারণ বাংলা দেশে এমন পরিমাণ জমি নাই যে তাদের জমিতেই রাখা যাবে। এই ইনডাষ্ট্রি গড়ে উঠবার জন্য গভর্নমেন্টকে এ্যাসিষ্ট করতে হবে, এবং যত ইনডাষ্ট্রি আজ রয়েছে তাতে এগ্রিকালচার ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এবং তাদের ইনডাষ্ট্রিতে চাকরী দিতে হবে এটা এঁদের কর্তব্য। কারণ বাংলা দেশে যে পরিমাণ জমি আছে তাতে সমস্ত লোককে জমিতে রাখতে পারা যাবে না।

Sj. Monilal Basu :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল এখানে এসেছে তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে দুই একটা কথা বলতে চাই। গত দুই মাস ধরে এখানে বাজেট অধিবেশন চলছে—গভর্নরস্ স্পিচ থেকে আরম্ভ হয়েছিল এখন পর্য্যন্ত চলছে। তাতে বিভিন্ন ভাবে সরকার পক্ষ থেকে অনেক কথাই বলা হয়েছে, এবং বিরোধী পক্ষ থেকে সরকারের অনেক দোষত্রুটী দেখিয়ে অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই স্বাধীনতার ১২ বছর পর আমাদের সরকার জনশিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক যে সমস্ত কাজ করেছেন তাতে সমগ্র দেশবাসী নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারে। অন্যান্য দেশে বিরোধী পক্ষ অর্থাৎ অপজিসন্ দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে হেলদি ক্রিটিসিসিম করে দেশকে কল্যাণের পথে এগিয়ে নেবার জন্য অনেক কিছু কনট্রিবিউসন করেন কিন্তু আমাদের দেশে বিরোধী পক্ষ শুধু কাদা ছোড়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেন না।

[4-4—10 p.m.]

আশ্চর্য্য কথা এই যে কাদা ছুড়তে গিয়ে অনেক সময় তাঁরা নিজেদের নীতি এমনভাবে দলীয় স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছেন তা দেখলে অবাক হতে হয়। এবিষয়ে আমি ২।১টা উদাহরণ দিচ্ছি। ডাঃ রায় কোলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিহীন মনোভাবের সমালোচনা যখন করেন তখন জ্যোতিবাবু সেটাকে বলেন ইলেকশান ষ্টাণ্ট। অথচ এটা ওদের কথা যে সেণ্ট্রাল গভর্নমেন্টের সিমপ্যাথি পশ্চিমবঙ্গের উপর সবসময় ঠিকমত পাওয়া যায় না। কিন্তু ডাঃ রায়ের মুখ দিয়া যখন একথাটা বেরুল তখনই সেটা ইলেকশান ষ্টাণ্ট হয়ে গেল। তারপর পশ্চিম বাংলার নেতাদের বাংলা ভাষার প্রতি দরদ খুব স্বাভাবিক যার জন্য গভর্নরের স্পীচ বাংলা ভাষায় বিতরিত না হবার দরুণ প্রথমে আমাদের অপোজিশনের বন্ধুরা স্পীকারের মাধ্যমে সরকার পক্ষের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। আপার এডুকেশান বাজেটের সময় বাংলাভাষাকে এডুকেশানের মিডিয়াম করার জন্য তাঁকে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। এসব খুব ভাল কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে যে আনন্দবাজার পত্রিকার ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ সালে দেখা গেল "দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ীয়াদের মাতৃভাষা হিসাবে নেপালী এবং ভারতীয় বিশেষ এক সম্প্রদায়ভুক্তদের মাতৃভাষা উর্দু শিখাইবার জন্য সুপরিকল্পিত উপায়ে রাজনৈতিক প্রয়াসের অভিযোগ এবারকার জনগণের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ব্যাপারে কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে বিশেষ তৎপরতা দেখান হইতেছে।" এটা শুধু দার্জিলিংএ নয় হাওড়া জেলায় কয়েক জায়গায় এক শ্রেণীর লোক বাংলাভাষায় লিখিত সেনসাস রিপোর্ট ফেরৎ দিয়া সেটাকে উর্দুভাষায় দেবার জন্য চাপ দিয়েছে। কাজেই বাংলাভাষার প্রতি এই যে দরদ সেটাকে দলীয় স্বার্থের খাতিরে কিভাবে উল্টে দিচ্ছেন সেটা এ থেকেই দেখা যায়। তাঁরা দুর্নীতির অনেক কথা বলেছেন। দুর্নীতি

এখানে আছে, রাশিয়াতেও আছে। যুগান্তর পত্রিকার সেকেণ্ড ফেব্রুয়ারী তারিখে দেখা যায় সেখানে লেখা হচ্ছে "রুশিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মিগণ এবং কৃষি-শিল্প সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাগণ মিথ্যা পরিসংখ্যান পরিবেশন ও হিসাবের কারচুপির অপরাধে মিঃ ক্রুশ্চভ কর্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।" কাজেই দুর্নীতি সবজায়গায় আছে। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট সেই দুর্নীতি দমন করার যে চেষ্টা করছেন সেটা প্রমাণিত হয়েছে অমৃতবাজার পত্রিকার ১৬ই মার্চ তারিখের একটা খবরে—"টেন অফিসার ফেসিং এনকোয়ারি এ্যাণ্ড ইলেভেন গভর্নমেন্ট এমপ্লইস পানিশড্" তারপর আমি বলতে চাই তাঁরা ক্রিটিসিজিম করেন, কিন্তু এই ক্রিটিসিজিমের মাধ্যমে তাঁরা কতখানি সাজেশান দিয়েছেন। আজকে পশ্চিমবাংলার সীমানায় চীনের হামলা দেওয়ার ফলে বর্ডার প্রবলেম এ্যাকিউট্ ভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁদের কাছ থেকে কিছুই শোনা যায়নি। তাঁরা কি একথা বলেছেন যে ৫টা নর্দান ডিসট্রিকএ—জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, ওয়েষ্ট দিনাজপুর, কুচবিহার, মালদহ—আরও ভাল এ্যাডমিনিসট্রেশান হওয়া দরকার, ওয়েষ্ট ও ডিস্ট্রিক্ট অফিসার থাকা দরকার এবং সেখানে আর একজন ডিভিশনাল কমিশনার থাকা দরকার। এখানকার পুরাতন ব্যবস্থাতে একজন ডিভিশনাল কমিশনার কোলকাতায় বসে থেকে বর্ডার প্রবলেম দেখাশুনা করা সম্ভব নয়। দার্জিলিং জেলায় ডিভিশনাল কমিশনার আছে, আমার মনে হয় এখানেও একজন ডিভিশনাল কমিশনার থাকা দরকার।

হাওড়া জেলাবোর্ডের ব্যাপার নিয়ে মাননীয় সদস্য কানাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু হাওড়া শহরে যেখানে আর এত বেশী পপুলেশন হয়েছে সেখানে একজন সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকলে যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন-এর কিছুটা উন্নতি হয় সে কথা তিনি বলেননি। কাজেই ঐ কথা বলছিলাম যে দলগত স্বার্থের খাতিরে তিনি তাঁর নীতি বিসর্জন দিতে কাতর হয়নি। স্যার, সেদিন কানাইবাবু এখানে বসে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সম্বন্ধে যে সব উক্তি করেছেন সেগুলো এতই সত্যের অপলাপ যে ভাবলে অবাক হতে হয় এবং তাঁর মত একজন শিক্ষিত লোক কি করে যে হাউসের মধ্যে এতখানি সত্যের অপলাপ করলেন তা আমি ভেবে পাই না। যেমন, তিনি বলেছেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের যখন মিটিং হয় তখন সেখানে কোন রেকর্ড করেনা। কিন্তু আমি বলছি রেকর্ড করা হয়। তারপর তিনি বলেছেন মিটিং এর কোন রেকর্ড মিনিট থাকেনা কিন্তু আমি বলছি তা থাকে। তারপর তিনি বলেছেন এই রকম নিয়ম আছে যে মিটিং এর ৭দিনের মধ্যে সেই মিটিং-এর মিনিট মেম্বারদের কাছে ডিষ্ট্রিবিউট করতে হবে কিন্তু আমি বলছি এরকম কোন নিয়ম নেই যে ৭ দিনের মধ্যে মেম্বারদের কাছে মিনিট পাঠাতে হবে। তারপর তিনি বলেছেন বিমান বসু এবং অমরেন্দ্র বসু ডাঃ বোসের কাজিন ব্রাদার। কিন্তু আই ক্যাটিগারক্যালি ডিনাই এ্যাণ্ড ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট দ্যাট দে আর মাই ক্যাজিন ব্রাদারস্। তবে যেহেতু "বসু" সেইহেতু ওঁর মতে যদি জ্যোতি বসু বা হেমন্ত বসু আমার কাজিন ব্রাদার হয় তাহলে আমি নাচার। যা হোক, তারপর তিনি বলেছেন ১৯৫৭ সালের জেনারেল ইলেকশনের পর টাইপ রাইটার মেসিন চেয়ারম্যান ডাঃ বোসের বাড়ীতে যায় এবং সেটা আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। কিন্তু আমি বলছি এটা সত্যের অপলাপ এবং এতবড় অপলাপ যে পৃথিবীতে কোন দেশে কোন দিন বোধ হয় এরকম আর হয়নি। তবে আমি বলতে পারি যে কোন টাইপ রাইটার মেসিন চেয়ারম্যানের বাড়ীতে যায়নি বা অন্য কোথায়ও অপসারিত করা হয়নি। তারপর জিপ্ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তার উত্তরে বলতে পারি যে

The provision was originally sanctioned by the Board and accordingly a new jeep was purchased in 1959. The purchase of the jeep was thoroughly scrutinised by the Audit and the Audit was fully satisfied about it. There was no irregularity or illegality. The provision was made in the original budget which was approved by the Commissioner of the Division.

তারপর তিনি বলেছেন যেখানে আগে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের টুর-এর জন্য ৫০০ টাকাও খরচ হোত না সেখানে এখন ডাঃ বোসের আমলে এবছরে দেখা গেল বছরে প্রায় ৩৬০০ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু উনি কি জানেন না যে সেই জীপ চেয়ারম্যান একা ব্যবহার করে না, সেটা সকলে মিলে অর্থাৎ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ব্যবহার করেন এবং তার জন্যই ঐ ৩৬০০ শত টাকা খরচ হয়। যাহোক স্যার ডাঃ মনিলাল বোস একটা টার্মে নয়, দুটো টার্মেই চেয়ারম্যান হন এবং তখন হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টাকার ছিল ৪ লক্ষ টাকা এবং দেনা ছিল ২ লক্ষ টাকা এবং বোর্ডের এই আর্থিক অসহায় অবস্থা দেখে ১৯৪৮ সালে ধীরেন দাস যখন বিগত বোর্ডের চেয়ারম্যান হন তখন তিনি রেজিগনেসন দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় এই ডাঃ মনিলাল বসু চেয়ারম্যানশিপ এ্যাকসেপ্ট করে বলেছিলেন যে যতদিন পর্যন্ত এই ২ লক্ষ টাকা দেনা শোধ না হবে ততদিন পর্যন্ত তিনি টি এ নেবেন না এবং সেই অনুসারে ডাঃ মনিলাল বসু এক পয়সাও টি এ না নিয়ে সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট টুর করেছে। তারপর তিনি বলেছেন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর এনকোয়ারীর ভার দেওয়া হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধুত্বের খাতিরে তাঁর কাছেই রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেন। এটাও সর্বৈব অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। স্যার, উনি যে এ্যালিগেশন এনেছেন ঠিক সেম এ্যালিগেশন পর্যায়ে একটি এ্যানোনিমাস্ লেটারের দ্বারা ডিভিসনাল কমিশনারকে জানান হয় এবং ডিভিসনাল কমিশনার তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ তালুকদারকে এই ব্যাপারে এনকোয়ারীর ভার দেন এবং মিঃ তালুকদার এনকোয়ারী করে এই সমস্ত এ্যালিগেশন ফলস বলে রিপোর্ট দেন। তারপর দি সেম এ্যালিগেসন জালান সাহেবের কাছে যায় এবং যখন এটা কংগ্রেস গভর্নমেন্ট এবং যখন হাওড়া ডিসট্রিক্ট বোর্ড হল এ্যান আউট এ্যাণ্ড আউট কংগ্রেস বোর্ড কিন্তু তবুও তৎক্ষণাৎ তিনি এনকোয়ারীর ব্যবস্থা করতে পশ্চাৎপদ হননি।

(4-10—4-20 p m.]

কংগ্রেস গভর্নমেন্টের সততা না থাকলে যে জিনিসটা একবার ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা এনকোয়ারী হওয়ার পর মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে সেই জিনিসের উপর আবার জালান সাহেব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়ে এনকোয়ারী করতে দিতেন না। বর্তমানে যিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মজুমদার, যিনি ১ মাস হয়নি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে হাওড়া জেলায় এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার কোন রকম বন্ধুত্ব করবার সুযোগ হয়নি, তিনি পুরো তিন দিন ধরে পার্সোন্যালি এনকোয়ারী করেছেন। কাজেই ঐ কথা মোটেই সত্য নয় যে ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানের কাছে ফাইল চেয়ে পাঠালেন এবং রিপোর্ট দিলেন। তিনি তার উপর রিপোর্ট দিয়েছেন। তিনি আমার বন্ধু নন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনি তাঁর হয়তো কোন আত্মীয় হতে পারেন। মিঃ মজুমদার ৩ দিন তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে এই সমস্ত এ্যালিগেশান মিথ্যা বলে রিপোর্ট দিয়েছেন। ডাঃ মনি বোস ১৯৫৯ সাল থেকে চেয়ারম্যান হয়ে আছেন, তাঁকে জীপ কেনবার জন্য বহুলোক অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তখন হাওড়া জেলার রাস্তাঘাট ভাল ছিল না। পরে রাস্তা ভাল হতে জীপ কেনার প্রয়োজন হল ফর বেটার সুপারভিসান এণ্ড ফর কুইক সার্ভিস অফ দি অফিসারস। কানাইবাবু এই হাউসে আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি যে আজ আমি যেসব কথার উত্তর দিলাম

If I am not correct I will resign from the Assembly House. If I am correct let him have the courage to say that he will resign.

কানাইবাবু আজকে জানেন না এই ডাঃ মনি বোস উপর্যুপরি দুটো বোর্ডের আনকনটেস্টেড্ চেয়ারম্যান ইলেকটেড হয়েছেন। কিন্তু কানাইবাবু কমিশনার অব হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির

জন্য একবার দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার দাঁড়াবার ভরসা করেননি পাছে হেরে যান। কানাইবাবু হতে পারেন খুব বিদ্বান লোক, কিন্তু তাঁর মনোবৃত্তি যেকোন সৎ বিদ্বান লোকের মাথা লজ্জায় হেঁট করে দেয়। এর কারণ হচ্ছে যেসব লোক সমাজের কলঙ্কস্বরূপ সেইসব লোক নিয়ে ওঁর কারবার, সেইসব লোক নিয়ে উনি দল করেন। এই যে এ্যালিগেশানগুলি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে করেছেন এর মূল কোথায় বলছি—তার প্রমাণ আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এ্যাকাউন্টসের একজন কর্মচারী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের টাকা নিয়ে গোলমাল করেছিলেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একজন ডাক্তার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে নিয়ে রিটায়ার করে চলে গিয়েছিলেন, সেই কর্মচারী তাঁকে লিখে পাঠালেন যে আপনার আরও ৫ শত টাকা পাওনা আছে নিয়ে যাবেন। তিনি সেই টাকা ড্র করলেন। তারপর তার টাকা থেকে অর্দ্ধেক টাকা কর্জ হিসাবে নিয়েছিলেন তবে তায় কোন কণ্ডিসান ছিল না। এই রকম একটা উদাহরণ নয়, বহুক্ষেত্রে কর্মচারীরা এক্সেস পেমেণ্ট করেছেন এবং তারপর তাঁদের কাছ থেকে কর্জ হিসাবে টাকা নিয়েছেন। তিনি বলেছেন এ্যানোনিমাস এ্যালিগেশান করেছিলেন। তার উপর এনকোয়ারী হয়েছে। তারপর একটা কেসের কথা আপনাদের বলছি কিরকম লোক নিয়ে দল করছেন

The case of Krishna Pada Roy versus Apurba Krishna Chowdhury under section 504, I. P. C.

এই কেস-এ হাওড়া কোর্টে কৃষ্ণপদ রায় অভিযুক্ত হয় এবং ৬০৲ জরিমানা দেয়, কানাইবাবু আসামী পক্ষের সাক্ষী হিসাবে এর জন্য হাওড়া কোর্টে এ্যাফিডেফিড্ দিয়েছেন। আমি হাওড়া কোর্টের ফাষ্টক্লাস ম্যাজিষ্ট্রেটের জাজমেণ্টের কপি থেকে বলছি।

D.W.1. Shri Kanai Lal Bhattacharya, M.L.A., has deposed that on 23. 8. 55 accused Krishna Pada Roy was with him from 7 a m. till 11 a. m. I regret I cannot place any reliance on the assertion of Shri Bhattacharya that accused was with him on 23. 8. 55 from 7 a. m. till 11 a. m. Accused is convicted and fined Rs. 60 which was upheld by the District Judge."

এরপর ঘটনা হচ্ছে দি সেম এ্যাকিউজড্ অপূর্ব চৌধুরীকে খুন করে এবং খুন করার পর যখন পুলিশ ধরে নিয়ে হাওড়া হাসপাতালে যায় তখন সে গাড়ী থেকে নামতে চায়নি। সে বললে কানাইবাবু আমার জন্য মেডিক্যাল কলেজে অপেক্ষা করছেন, আমি এখানে নামব না। কানাইবাবু কি করে জানলেন যে অপূর্ববাবু খুন হবে যার জন্য এই লোককে রিসিভ করবার জন্য তিনি মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন? অবশ্য তার এনকোয়ারী হয়েছিল।

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, I rise on a point of personal explanation.

অপূর্ব চৌধুরী এবং কৃষ্ণকমল রায়ের ব্যাপারটা—দি কেস ইজ সাবজুডিস। তাঁরা হাইকোর্টে এ্যাপিল করেছেন এবং উনি যে ষ্টেটমেণ্ট পড়ে শোনালেন সেটা হচ্ছে একটা কেসে আমি সাক্ষ্য দিয়াছিলাম এবং সেটা ফ্যাকট। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সন্ধান না করতে পারেন তাট ইজ নট্ মাই ফল্ট। সেকেণ্ড পয়েণ্ট অপূর্ব রায়ের যে কথা উনি বলছেন দ্যাট হ্যাজ ইয়েট টু বি প্রুভড ইন দি হাই কোর্ট। সেই কেস হাইকোর্টে হচ্ছে। আমি বলবো যে ওঁরা জুরীগণকে হাত করে ঘুষ দিয়ে নিরাপরাধীর শাস্তির বন্দোবস্ত করেছেন। সেজন্য অপূর্ববাবু জুরীট্রায়ালের বিরুদ্ধে চলে গেছেন। শ্রীমণি বোস এবং শ্রীঅবনি বোস জুরী তদ্বির করেছেন সেই কেসে। আর একটা পয়েণ্ট হচ্ছে যে কথা উনি বল্লেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি যে প্রশ্নটা তুলেছিলাম তার জবাব হয়নি। উনি জীপের ব্যাপারে বলেছেন। ১৯৫৩ সালে যখন পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট হেলথ ডিপার্টমেণ্ট যেটা দিয়ে দিল, যখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড লিমিটেড্ তখন ১৪ হাজার টাকা দিয়ে জীপ কেনা হয় পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য ৩৬ শত টাকা দিয়ে। তিনি এক নম্বরের অসাধু, আবার অপরকে বলছেন অসাধু।

Sri Abani Kumar Basu : Sir, Dr. Kanailal Bhattacharjee has just now said that I myself made some **tadbir** with regard to the jury. Certainly it is a false statement.

Dr. Kanailal Bhattacharjee : Sir, my speech has been appreciated by both Mr. Abani Kumar Basu and Sri Monilal Basu.

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ব্যাপারে যে কথা কাটাকাটি দেখতে পেলাম এবং কানাই ভট্টাচার্য মহাশয় যেসমস্ত চার্জ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে আনলেন এবং তার বিরুদ্ধে মনি বোস মহাশয় যে উত্তর দিলেন এবিষয়ে আমি মনে করি একটা ইমপার্সিয়াল এনকোয়ারী করে এটার সমাধান হওয়া উচিত। এটা খুবই দরকার, কারণ দুজনেই আমাদের হাউসের মেম্বার এবং একজন এবিষয়ে অভিযোগ এনেছেন, আর একজন তার উত্তর দিয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি এবিষয়ে একটা ইমপারসিয়াল এনকোয়ারী হওয়া দরকার। তাহলে কানাই বাবু যে চার্জ আনলেন তার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা বুঝতে পারবো। স্যার, প্রত্যেক বছরই বাজেটের এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আমাদের সামনে আনা হয়। এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল বিভিন্ন খাতে আলোচনা হয়। বিভিন্ন খাতে টাকা মঞ্জুর হবার পর এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিল আসে। স্যার, আমরা যে কাটমোশান দিই সেই কাটমোশান গঠন মূলক ভাবে দিই। কোন্ কোন্ জায়গায় কাজ হচ্ছে, কোন্ কোন্ জায়গায় কাজ হয়নি সে বিষয়ে আমরা কাটমোশান দিই। কাজেই কাটমোশান গুলি খালি গভর্নমেণ্টকে সেন্সার করার জন্য দেওয়া হয় না। যে সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়নি সমস্ত সেই সমস্যার দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করাবার জন্য কাটমোশান গুলি দেওয়া হয়। মনিবাবু যেকথা বল্লেন যে যখনি আমরা সরকারকে তিরস্কার করার জন্য বা নিন্দা করার জন্য দিই, তা নয়। কাটমোশানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষবিশেষ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই যে বাজেট হল এই বাজেটে অনেক সময় অনেক টাকা খরচ হয় না আমরা দেখতে পাই। যে কাজের জন্য টাকা মঞ্জুর করা হয় সেই কাজ অনেক হয় না। কৃষক সমস্যা আছে, শ্রমিক সমস্যা আছে—এই সমস্ত সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারছি না।

[4-20—4-30 p.m.]

এই খাদ্যোৎপাদন বাড়াবার যে চেষ্টা, এদ্বারা যে খাদ্যোৎপাদন বেড়েছে, তারজন্য আপনাদের compliments দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। কারণ এই খাদ্যগুলি মজুত হবে, জমা হবে, বড় বড় মজুতদারদের হাতে এবং মজুতদাররা ইচ্ছা করলে কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টি করতে পারে। কারণ সরকারের হাতে এমন ক্ষমতা নাই—যে ক্ষমতার দ্বারা সরকার এই কৃত্রিম খাদ্য সংকট বন্ধ করতে পারে। কাজেই সেদিক থেকে আমি মনে করি যে খাদ্যোৎপাদনের জন্য আমাদের কৃষিমন্ত্রী যে প্লান আমাদের সামনে দিয়েছেন, তাতে যতই খাদ্য বাড়ুক, যদি না এই এই খাদ্য ঠিকমত বিতরণ হয় এবং মজুতদাররা যথেষ্ট লাভ করতে না পারে—সেই রকম আইন না করতে পারা যায়, ততক্ষণ এই খাদ্য বাড়ালে পরেও আমাদের কোন লাভ হবে না। আমার এই ধারণা যে খাদ্যের কৃত্রিম সংকট মজুতদাররা সৃষ্টি করে এবং সরকার সে বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না বা ব্যবস্থা করতে রাজী নয়। কারণ তাদের বিশেষ স্বার্থ সেখানে রয়েছে।

অনেকগুলি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর পর করা হচ্ছে,—তার জন্য টাকা নিচ্ছেন, টাকা খরচ করছেন। কিন্তু এই সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সব বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত ছিল—তা হচ্ছে না, আমাদের শিল্পগুলি সেভাবে, গড়ে উঠেছে অর্থ তার জন্য যথেষ্ট খরচ হচ্ছে। কিন্তু যে পরিমাণ বেকারের সংখ্যা বাড়ছে, সেই রকম ভাবে সেই সব বেকারদের কাজ দেবার জন্য শিল্পকে আমরা গড়ে তুলতে পারছি না।

আমাদের সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে—যেটা পণ্ডিত নেহরু বলেন—সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা বাজেটের মধ্যে তার কোন লক্ষণ দেখতে পাই না বা যে সমস্ত কাজ করা হয়, তাতেও দেখতে পাই না যে কতখানি আমরা সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছি। সেদিক থেকে এই বাজেট যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে টাকা আমরা পাই তাতে আমাদের কুলোয় না বা অনেক সময় তা আমরা খরচ করিতে পারি না যে টাকা আমরা সেণ্ট্রাল পুল থেকে পাব। এবিষয়ে পূর্বে অনেকবার আমরা আলোচনা করেছি। ইনকামট্যাক্স এর ভাগ, জাষ্ট প্রাপ্য যা, তা অনেক সময় আমরা পাই না। কাজেই সেদিক থেকে আজ যে টাকা ধরা হয়েছে, বড়লোকদের উপর, অত্যধিক টাকা, সুপারট্যাক্স, এক্সপেনডিচার ট্যাক্স, নানারকম ট্যাক্স। কাজেই গরীবের উপর যে ট্যাক্সের বোঝা বেশী নয় তা দেখান হয় এবং দেখান হয় বড়লোকদের উপর ট্যাক্স্ বেশী। এই ট্যাক্সের পুরাপুরি টাকা যদি আদায় করা হতো, তাহলে অবশ্য আমাদের লাভ হতো, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই টাকা আদায় হয় না, এই ট্যাক্সের টাকা ফাঁকি দেওয়া হয়। তবুও যে মুনাফা তারা করে, তাতে দেখতে পাচ্ছি, সেই মুনাফার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

তারপর আমাদের দেশের আর যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে, সেই সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে এই বাজেটে নানা রকম আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এমন একটা ইনটিগ্রেটেড প্ল্যান আপনারা নিতে পারছেন না এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে। ইনডাষ্ট্রি ডেভেলপ করবার চেষ্টা হচ্ছে, তার জন্য প্লান হচ্ছে, কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে সেটা ডেভেলপ করা হচ্ছে না। আমরা অনেকবার বক্তৃতায় বলেছি যে আমাদের প্লানিং যেটা হয়, সেই প্লানিংটা সেই দিকে দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

তারপর করাপশন্-এর কথা হয়েছে। এবিষয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। আমরা কালকে স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনার সময় দেখেছি আমাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে এন্টি-করাপশন্ ডিপার্টমেণ্ট স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় কিছু বললেন না। কাজেই সেদিক থেকে বিবেচনা করে আজকে এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিলকে আমি কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না।

Dr. Ranjit Kumar Ghosh Chowdhury :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা গতকাল যে বাজেট পাশ করেছি, সেই বাজেট আজ একজিকিউশানের মুখে। এই বাজেট একজিকিউশানের মুখে আমি বলবো—আমরা এখানে বাজেট পাশ করি, কিন্তু বাজেট একজিকিউশান আমরা সরাসরি করি না। যাঁরা বাজেট একজিকিউশান করেন, তাঁদের বলবো যেভাবে প্রাপ্ত পদে পদে এ্যাচিভমেণ্ট, যেটা হচ্ছে, সেটা সেটিসফ্যাকটরি হচ্ছে কিনা? আমি অনেকবার বলেছি, আবার বলছি—আমি সরকারী কর্মচারীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি স্বামীজীর কথা। স্বামীজী বলতেন কর্মী দুই প্রকারের। প্রথম যাঁরা এক নম্বর কর্মী, তাঁরা অনুভূতির উপর কাজ করেন; তাঁরা অনুভব করেন 'আমার দেশের জন্য কিছু করা উচিত।' তাঁরা অনুভব করেন 'আমার জাতির জন্য কিছু করা উচিত।' আর যাঁরা দুই নম্বর কর্মী, তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করেন 'আমরা দেশের সরকারী কর্মচারী, আমার উপর যে কর্তব্যভার দেওয়া হয়েছে, তা আমি পুরাপুরি ভাবে পালন করবো"। এই মনোভাব যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা এক নম্বরের কর্মী না হতে পারেন, যদি দুনম্বর কর্মীও হন তাহলেও আমি মনে করি বাজেটটা পুরাপুরি, প্রপার একজিকিউশান হবে।

আমি প্রথমে একটা হেড্ নিয়ে এই এ্যাপ্রোপ্রিয়েসন বিলের আলোচনা করতে চাই। সেটা হচ্ছে সোস্যাল এ্যাণ্ড ডেভালপ্মেণ্টাল সার্ভিসেস। এই সোস্যাল এ্যাণ্ড ডেভালপমেণ্টাল সার্ভিসেস-এর

আনডার-এ মেডিক্যাল এবং এডুকেসন্। এই দুটো নিয়ে আমি কয়েকটা কথা বলবো। এডুকেসন্ খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ করা হচ্ছে, সেটা অপ্রচুর সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, যদিও এখন সভার ডিটেলস্-এ আলোচনা করবার সময় নেই, তবু আমি দু-একটা কথা বলবো। সেটা হল, যদি ষ্টেটস্টিকস্ দেখি, তাহলে দেখতে পাবো কি প্রাইমারী, কি সেকেণ্ডারী যে কোন এডুকেসনেতে সর্বভারতীয় যে পরিসংখ্যান আছে, তাদের জন্য যে এ্যাভারেজ খরচ করা হয়, তারচেয়ে আমাদের এখানে খরচ অনেক কম করা হয়। যেমন প্রাইমারীতে দেখছি সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান হল টোটালে এডুকেসন্ বাজেটের ৩৯ পারসেণ্ট খরচ করা হয়; আর আমাদের এখানে ২৯ পারসেণ্ট খরচ করা হয়। আর যদি আমরা সেকেণ্ডারীতে দেখি তাহলে দেখতে পাবো সর্বভারতীয় খরচ হল ৪২'৪ পারসেণ্ট আর আমাদের এখানে হচ্ছে ২৪'৮ পারসেণ্ট। এখানে মনে হচ্ছে স্যার, যে এমন কতকগুলি জায়গা আছে যেখানে অর্থের অপব্যয় হয়। আমি সেকেণ্ডারী এডুকেসন্ বোর্ডের কথা বলছি। আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাবো এইজন্য যে তাঁরা যেখানে দুর্নীতি অত্যন্ত বেশী হয় দেখে, সেটা বন্ধ করবার জন্য সিকিউরিটি অফিসার নিয়োগ করেছেন। কিন্তু সিকিউরিটি অফিসার, তিনি এগ্জামিনেশান্ কনফিডেনসিয়াল্ খাতে প্রতি বছর অনেক হাজার টাকা ড্র করেন। সেই টাকাটা মিসলেনিয়াস কনফিডেনসিয়াল হেডেতে খরচ হিসাবে দেখান হয়েছে। এক্জামিনার-দের যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার কোন এ্যাকাউণ্ট নেই। অডিট রিপোর্টে এসম্পর্কে অবজেক্সন দিয়েছেন। আমি অনুরোধ করবো সরকারকে যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে তা বন্ধ করুন।

স্যার, আমি এখন মেডিকেল সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলবো। এটা ঠিকই এদিকে সরকারের একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে যাতে জনসাধারণের কাছে মেডিকেল সারভিসটা ইজিলি এভেলেবল হয়। কিন্তু এর জন্য পলিসিটা চেঞ্জ করার একান্ত প্রয়োজন আছে।

[4-30—4-40 p.m.]

মেডিক্যাল সম্বন্ধে আমি দেখছি স্যার, এটা ঠিক যে সরকারের একটা আন্তরিকতা আছে যাতে জনসাধারণের কাছে মেডিক্যাল সার্ভিস খুবই ইজিলি এভেলেবেল্ হয়। কিন্তু আমি বলবো পলিসি চেঞ্জ করার প্রয়োজন আছে। আমি আগেই বলেছি যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রপার ডিসেনট্রা-লিজেশান হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মেডিক্যাল সার্ভিস গিয়ে পৌঁছবে না। আমরা হেল্থ সেণ্টার করছি ঠিক কথা কিন্তু হেল্থ সেণ্টারে যে ডাক্তার বাবুরা যান তাদের যে সমস্ত কোয়ালিফিকেশান্ দরকার গ্রামের মানুষের সেবা করার জন্য সে কোয়ালিফিকেশান্ তাদের আছে বলে আমার মনে হয় না, যেমন স্পেশাল কোয়ালিফিকেশান্ ইন অর্থোপেডিক্ সারজারী এ্যাণ্ড কলেরা। ফলে কি হয়? কোন অর্থোপেডিক কেস হলে কলকাতায় পাঠাতে হয়; একটা হেল্থ সেণ্টার করলেই হবে না, পোষ্ট অফিসের মত শুধু ষ্ট্যাম্প দিলেই হবে না, কাজ যাতে ভালভাবে চলে সেজন্য ডাক্তার বাবুরা যারা হেল্থ সেণ্টারে যান তাদের স্পেশাল্ শিক্ষা দেওয়া দরকার।

একথা প্রায়ই শুনে থাকি গ্রামে ফিরে যাও, গ্রামের সেবা কর ইত্যাদি। কিন্তু যারা এডমিনিস-ট্রেশান্ চালাবেন তাঁদের আমি অনুরোধ করবো গ্রামে গিয়ে কিছুদিন বসবাস করতে। আমি শুনেছিলাম যারা গ্রামে ফিরে যাও বলেন তারা চান যারা ডাক্তার হবেন তারা রেজিষ্ট্রেশান্ পেতে হলে ৬ মাস কিম্বা ১ বছর পাশ করার পর গ্রামে যেতে মানুষের সেবা করতে হবে। আই এস্‌সি ফার্ষ্ট ডিভিশানে পাশ করার পর ৬ বছর ডাক্তারী পড়ার পর তারপর একবছর হোম ফিজিশিয়ান এবং তারপর যদি আবার ১ বছর গ্রামে থাকতে হয় তাহলে ডাইরেক্টার অব হেল্থ সার্ভিসেস হতে গেলে অন্ততঃ ৮।১০ বছর গ্রামে থাকা দরকার। তাহলেই গ্রামের মানুষের সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে নইলে হবে না।

আমি আর একটা কথা বলবো। এটা ঠিক যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের উন্নতি করার চেষ্টা চলেছে, এর জন্য জনসাধারণের কষ্ট হবে অনেক, দুঃখকষ্ট কপালে যা আছে ভোগ করতে হবে। কিন্তু এটা সর্বস্তরেই হওয়া উচিত। তা যদি না হয় তাহলে অনেক কর্মচারী আছে যারা কাজে ইম্‌পিটাস পাবে না। তাদের ভিতর ইন্‌সেনটিভ দিতে হলে—একটা উদাহরণ দিই যেমন সাধারণভাবে এডুকেশান্ সেক্রেটারী ২৭০০ টাকা মাইনে পান। কিন্তু ডি আই যারা তারা মধ্য-প্রদেশে, বিহারে ডি আই যা পান তা থেকে কম পান; এই হলে কি করে যথাযথ তারা কর্তব্য করবে ? কাজেই বলছি এই সেবার কথা বলা হয়—উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেলায়ও এটা লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলেই সমস্ত স্তরের মানুষ ইন্‌সেনটিভ পাবে।

আর একটা কথা, এখানে ওয়েষ্টেজ-এর কথা বলেছেন, সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর থেকে ঔষধ সাপ্লাই করা হয়। অবশ্য সরকার একটা ভাল ব্যবস্থা করেছেন সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর-এর ঔষধের দামে বিভিন্ন হাসপাতাল বাজার থেকেও কিনে নিতে পারবে। একবার এক মাষ্টার মহাশয় তার ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করছে ওহে তুমি আমাশায় ভোগ? বললে না স্যার, মাষ্টার তখন বললেন তুমি তাহলে বাঙ্গালী নও। অর্থাৎ বেশির ভাগ বাঙ্গালীই আমাশায় ভোগে। কিন্তু ডিকুইনাল বলে যে ঔষধ সাপ্লাই করা হয় সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর থেকে তার এফিকেসি অত্যন্ত কম অথচ আমরা ক্লিনিকাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে জানি এনট্রোকুইনল বা এনট্রোভাইওফরম এর হাফ ডোজ দিলেও ফল ভাল হতে পারে।

স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে আর একটা কথা বলেই শেষ করছি। এখানে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে বাঙ্গালী নিয়োগ করতে হইবে। স্বাস্থ্য বিভাগে ডেপুটি ডাইরেক্টর, এসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর বহু আছে কিন্তু স্পেশাল অফিসার যিনি আছেন তার বাবদ যে টাকা আছে সেটা ওয়েষ্টেজ বলে মনে করি। তাঁর কোয়ালিফিকেসন হচ্ছে ডাক্তার এবং ব্যারিষ্টার। আমার ধারণা কোন প্রাকটিসই তার জমছে না। তাছাড়া তিনি মেনটাল হসপিটাল-এ ছিলেন নট এজ এ ডক্টর বাট এজ এ পেসেন্ট, তিনি যোগ্য হিসাবেই মেনটাল হসপিটাল-এ ছিলেন। এঁকে রাখা যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি না।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী কিছুক্ষণ আগে এই অধিবেশন সুরু হবার সময় আমি যে বিষয় আলোচনা করেছিলাম তার জবাবে মেট্রোপলিটন্ অথরিটি বিল সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি মনে করি, আমার কাছে যে সব তথ্য আছে তা উপস্থিত করলে দেখতে পাবেন তিনি যা বলেছেন তা পুরোপুরি সত্য নয়। কিন্তু এ কথায় আসবার আগে, স্যার, আমি আর একজন মন্ত্রী, আমাদের প্রিয় কালীবাবু, তার সম্পর্কে দু'একটি কথা বলে নিই। তাঁর দপ্তর সম্পর্কে সেদিন সময় সংক্ষেপ ছিল বলে বলতে পারি নি। সেদিন অভিযোগ করেছিলাম অধুনা যে আই জি আছেন তিনি যখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে একটা স্পেসিফিক্ অ্যালিগেশান্ করেছিলাম রিভলভার লাইসেন্স দেবার ব্যাপারে। তিনি এহ ত্রুটিপূর্ণ কাজ করে থাকেন এবং সব যে 'ঝুটা বাৎ হ্যায়' তা নয়। সেদিন যে স্পেসিফিক অ্যালিগেশান্ এনেছিলাম, সেদিনও শংকরদাস বাবু তার ওকালতী করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি যখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তখন পুলিশের পক্ষ থেকে যখন পত্রিকার উপর জুলুম হয়েছিল সেদিনও এই শংকরদাস ব্যানার্জি নির্লজ্জভাবে পুলিশের পক্ষে ওকালতী করেছিলেন। সেদিন আমি বলেছিলাম, স্পেসিফিক অ্যালিগেশান দিয়েছিলাম যে, বাজরাংলাল মোড়, সে ৫ হাজার টাকা তাঁর গুরুদেবকে দিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারে একটা ষ্টেটমেন্ট চেয়েছিলাম। স্যার, আমি শুনে সুখী হয়েছি যে আমি যে অ্যালিগেশান্ করেছিলাম সেই অ্যালিগেশান্ সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার তদন্ত সুরু করেছেন। গত ১০ বৎসরে রিভলভার লাইসেন্স কত দেওয়া হয়েছে এবং কাকে দেওয়া হয়েছে তার একটা লিষ্ট করা হচ্ছে। সেই লিষ্ট

থেকেই বেরিয়ে পড়বে কতজন বাঙ্গালী, কতজন মারয়াড়ী, কত টাকা দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। এ রিপোর্ট যুগান্তরে ও স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি এই আই জি-র নামে আর একটা অ্যালিগেশান্ দিচ্ছি শংকরবাবু শুনে রাখুন। এই আই জি তাঁর পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে বিরাটীতে কয়েক বিঘা জমি ওঁর নামে নিয়েছেন এবং তা ফাটকাবাজী করে বেশী দরে সেই জমি বিক্রী করে মুনাফা করেছেন। এটা তদন্ত করে দেখা হোক কত বিঘা জমি তাঁর পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে করেছেন কিনা।

স্যার, মুখ্যমন্ত্রী, মেট্রোপলিটান্ অথরিটি বিল সম্পর্কে, আমি যে কথা বলেছিলাম, তাতে তিনি বলেছেন দি স্কীম হাজ নট্ বিন্ কন্সিভ্ড।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy :

The Scheme has been conceived but it has not been born.

Shri Jatindra Chandra Chakraborty :

It has not only been conceived but it has also been born.

স্যার, আমাদের অভিজ্ঞতা আছে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে। বেরুবাড়ী আলোচনার সময়ও তিনি অসত্যকথা বলেছিলেন যে সেই বিল তাঁর কাছে ছিল না। এবং পরে প্রকাশ্য সভায় এসে দেখা গেল সেই বিল তাঁর কাছে ছিল এবং সে সম্পর্কে তাঁকে রিগ্রেট এক্সপ্রেস করতে হয়েছিল।

[4-40 - 4-50 p.m.]

স্যার, আপনি দেখুন বিলের ব্যাপারে.......... তাঁরা যে রিপোর্ট ওয়াটার সাপ্লাই সিয়ারেজ ড্রেনেজ, গ্রেটার ক্যালকাটা সম্পর্কে দাখিল করেছেন তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে—তার সামারী আমার কাছে আছে, তারা নিউ টাইপ অফ লোকাল এজেন্সী সুপারিশ করেছেন ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান অথরিটি নাম দিয়ে। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সম্মতি জানান হয়েছে, We agree with the proposal, the success of the Scheme can only be assured if an authority of this nature is implemented.

এরকমভাবে আমরা দেখি ওয়ার্লড হেলথ অরগানিজেশান্ এর যে টিম এসেছিল হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এর সংগে আলোচনা করে তাঁরা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন—সেই রিপোর্ট নিশ্চয়ই ডাঃ রায়ের কাছে আছে—সেই রিপোর্টের যা সামারী তাতে দেখা যাচ্ছে, এই রকম একটা পরিকল্পনা, মেট্রোপলিটান অথরিটি এই নামে তাঁরা করছেন—এবং শুধু তাই নয়, এখন দেখা যাচ্ছে এর পরের স্টেজে যে চিঠি হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে ওয়ার্লড হেলথ অরগানিজেশান-এ লেখা হয়েছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস সম্পর্কে তাতে আছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস সুড বি মেড অফ পার্ট টাইম ডাইরেক্টরস্ এবং জেনারেল ম্যানেজার আমাদের হেলথ ডাইরেক্টরেট থেকে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, তা নয়, ডাইরেক্টর হবেন ৩—৫, একজন চেয়ারম্যান হবেন, একজন সেক্রেটারী হবেন। এই ব্যাপারের পরে অর্থাৎ এই আলোচনার পরে—আমার কাছে সাইক্লোষ্টাইলড কপি আছে,—হেলথ ডিপার্টমেন্ট-এর সঙ্গে ওয়ার্লড হেলথ অরগানিজেশান্-এর যে কথাবার্তা ও আলোচনা হয়েছিল তার পরে একটা বিল ড্রাফটেড হয়েছে। সেই বিল ড্রাফটিং-এর পরে ফোর্ড ফাউণ্ডেশান্ এবং ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক-এর প্রতিনিধিরা সেটা নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর, দ্বিতীয় একটা বিল ড্রাফটেড হয়েছে—তা যদি না হত ২০শে জানুয়ারী—কেবলমাত্র কনসিভড তা নয়, ইট ইজ অলসো বর্ন—বিল যদি ড্রাফটেড না হয়ে থাকে—২০শে জানুয়ারী আমাদের কাছে যে লিষ্ট অব বিজনেস্ সারকুলেটেড হয়েছে—তাতে দেখুন আছে ২।২।৬১এ আইটেম ৭ অর্থাৎ ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন অথরিটি বিল, ১৯৬১—এটা

যুগান্তরে বেরিয়েছে, এটা ফ্লাইটস্ অব ইমাজিনেশান অব দি রিপোর্টাস্ও নয় বা আমাদের সেক্রেটারীর ফ্লাইট অব ইমাজিনেশান্ হিসাবেও আমাদের কাছে আসেনি। যাই হোক, এই বিল মুখ্যমন্ত্রী চেপে রেখেছেন—এই বিলের কপি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আনতে পারিনি—কিন্তু এই বিলের মধ্যে যে সমস্ত ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে দেখছি—এই ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড গঠন করার যে ক্ষমতা এই বিলের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে তাতে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৫১, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২, ক্যালকাটা অ্যাণ্ড হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট অ্যাক্ট সুপারসিড করার প্রভিসন রয়েছে। স্যার, তাতে দেখতে পাচ্ছি, ক্যালকাটা কর্পোরেশান এবং ৩০টি মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা ও ক্ষমতা খর্ব করার জন্য প্রভিশান করা হয়েছে—আজকে এখানে মুখ্যমন্ত্রী যতই অস্বীকার করুন। স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই বিল যার কথা আমি বললাম সেটা যদি ড্রাফটেড না হয়ে থাকে—বেরুবাড়ীর সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাও আমরা জানি, মুখ্যমন্ত্রী কখনো পূর্ণসত্য বলেন না, তিনি অর্ধসত্য বলেন যার জন্য তাঁকে এই হাউসের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে হয়েছিল—আমি এখনো বলছি সেই বিলের কপি তাঁর কাছে আছে—ক্যাবিনেটে জানিয়েছেন কিনা জানি না।

Shri Sankardas Bandyopadayay :

Sir, I appeared in that case not in my capacity as a public man but as a Barrister, duly engaged for consideration—that is my lawful fee.

I appeared in that case. The case was heard by one of the High Court Judges and there was a report which held that the conduct of the police was justified. I would like to know why my friend says that I appeared নির্লজ্জভাবে I appeared in my professional capacity—and, if necessary, I shall also prosecute Mr. Jatindra Chandra Chakravorty if the occasion arises.

Shri Jatindra Chandra Chakraborty :

স্যার, তিনি নির্লজ্জভাবে, লজ্জায় সন্দেহই করেছিলেন।

Shri Sankardas Bandyopadhyay :

দালাল কোথাকার!

Shri Ganesh Ghosh :

স্যার, এই দালাল কথাটা কি imparliamentary নয়?

Shri Maziruddin Ahmed :

মিঃ স্পীকার স্যার, মুখ্যমন্ত্রী যিনি ইন্‌চার্জ অফ ফাইন্যান্স তিনি যে এপ্রোপ্রিয়েশান্ বিল যুক্ত করেছেন তা আমি সমর্থন করছি। স্যার আপনি জানেন পারটিসনের পর পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কি প্রকার সংকটাপন্ন ছিল এবং তা মাননীয় সদস্যাগণের জানা আছে এমন কি সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে তখন লোন না নিলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালানই সম্ভব ছিল না। স্যার, আমি গত কয়েক বৎসর লক্ষ্য করে আসছি কিভাবে বাজেটের আয় বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীফ মিনিষ্টার ডাঃ রায়ের যত্নে ও প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের আয় বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে ৭৯ কোটি ৪ লক্ষ এবং ঐ সনের রিভাইষ্ট বাজেট বৃদ্ধি পাইয়া ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ উঠেছিল। ১৯৬০-৬১ সালে বাজেট এষ্টিমেট ৮৮ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল এবং রিভাইষ্ট বাজেটে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আয়ের এই স্টেবল্ অ্যাণ্ড ষ্টেডি প্রোগ্রেসের সব ক্রেডিট ডাঃ রায়ের প্রাপ্য, তাঁহার চিন্তাশীলতা ও প্রচেষ্টায় তিনি এই ষ্টেডিনেস্ মেনটেন্ করতে পেরেছেন। আমরা আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে এই আয়ের পরিমাণ আর বৃদ্ধি পাইবে। ডাঃ রায় আয় বৃদ্ধি করে তাহা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন

নাই। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রকার ডেভালাপমেন্টে ব্যয় করেছেন। চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর প্রোজেক্টের কথা বাদ দিলে ও বিরোধী বন্ধুরা যতই বিরুদ্ধে বলুন। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা বিভাগে, জনস্বাস্থ্য বিভাগে, যোগাযোগ পূর্ত বিভাগে, সোসাল ওয়েলফেয়ার বিভাগে কতই না উন্নতি হয়েছে। শিক্ষা বিভাগে প্রাইমারী এডুকেশনের কথাই যদি ধরি কত হাজারে হাজারে প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৫০০টী স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রিপার্টিশান ডেজ এগার শত মাইল পাকা রাস্তার স্থানে ৭।৮ হাজার মাইল পাকা রাস্তা হইয়াছে। এইসব নেশান্ বিল্ডিং বিভাগের উন্নতি কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য হয় নাই, এই উন্নয়ন জনসাধারণের সকলেরই কল্যাণের জন্য হইয়াছে। এসব দেখেও যদি কেউ বলেন যে কিছুই হয় নাই, তিনি জাগিয়া ঘুমাইবার ভান করিতেছেন বলা চলে। এসবের বিরুদ্ধে সমালোচনা নিছক দলীয় স্বার্থের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কংগ্রেস গণতন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিবারই চেষ্টা করিতেছেন। দেশের সত্যিকারের কল্যাণমূলক উন্নতি হইতেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আড়াই হাজার কোটী টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ৭০ কোটীর উপর পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৪৮০০ কোটী টাকার মধ্যে প্রায় ১৫৭ কোটী টাকার বেশী পাওয়া গেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১০০০০ কোটী টাকা মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩৪১'০ কোটী টাকা পাওয়া যাবে। (৭৪ + ১৫৭ = ২৩১) প্রথম ও ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা পশ্চিমবঙ্গে যা কাজ করেছি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তারও অনেক বেশী কাজ আমরা করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতে পারি। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতটা বুঝিতে পারিতেছি দেশের লোক বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের লোক উন্নয়নমূলক কাজই চাচ্ছে এবং দেশের ভিতরে কল্যাণমূলক কাজের জন্য একটা সাড়া পড়ে গেছে। দেশের কল্যাণে কংগ্রেস এই সুযোগ গ্রহণ করিবে। আমি এই হাউসের মাননীয় সদস্যগণকে ও জনগণকে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানাই। মিঃ স্পীকার, স্যার, ডাঃ রায় যে গত বৎসরের বাজেট ষ্টেটমেন্টে পে কমিটির উল্লেখ দেখিতে পেয়েছি কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত কমিটির রিপোর্টের বিষয় কিছুই জানা যায় নাই। উহা ত্বরান্বিত হওয়া উচিত।

[4-50—5 p m.]

স্যার আমরা সকলে জানি বাঙ্গালীদের বার মাসে তের পার্বণ, বাঙ্গালীরা অতিথিবৎসল ও লৌকিকতা তাদের ধর্ম। পে কমিটির সদস্যগণকে এই সব বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। বিশেষতঃ লো ইন্‌কাম গ্রুপ এবং লোয়ার মিডল ইনকাম গ্রুপ-এর বিষয় বিশেষ করে চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে পেটে খেলে পিঠে সয়। সুতরাং এই অফিসারদের ভদ্রজীবন যাপনের জন্য সাফিসিয়েন্ট মেন্টেন্যান্স এলাউন্স দেওয়া সংগত। তাঁদের টিফিনের ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারকে গ্রহণ করা সংগত হবে। আমরা ফ্রি অ্যাণ্ড কম্পালসারী প্রাইমারী এডুকেশান্ প্রবর্তন করিতে চাই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে ভাল কাজ পাওয়া যাবে না। তাঁদের বিষয় বিশেষ চিন্তা করা আবশ্যক। মিঃ স্পীকার, স্যার, এবার আমি উত্তরবঙ্গের কথা কিছু বলিব; উত্তরবঙ্গে অর্দ্ধ কোটীর উপর লোকের বাস কিন্তু উত্তরবঙ্গের লোকশিক্ষার চাহিদা, বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রথায়, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্যে সবদিকেই বড়ই অনগ্রসর। অজ্ঞতার অন্ধকারে তারা হাবুডুবু খাচ্ছে। প্রায় ৫০০ মাইল দূরে তারা বাস করে, কলিকাতার সর্বপ্রকার ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। উত্তরবঙ্গকে একটা ইউনিট হিসাবে ডেভালাপ করা উচিত। এখানে একটি ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার। একটি টি. বি. হাসপাতালের আবশ্যকতা খুব বেশী। কলিকাতা এসে তাদের অধিকাংশের পক্ষে চিকিৎসার সুযোগ, শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ২।১টী বড় ইণ্ডাষ্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আমি সাজেষ্ট করি সুন্দরবন ডেভালাপমেন্ট বোর্ডের মত নর্থ বেঙ্গলে একটা ডেভালাপমেন্ট বোর্ড গঠন করিয়া তার উপর সব ভার অর্পণ করিতে পারিলে উত্তরবঙ্গের ডেভালাপমেন্ট বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর

হইতে পারে। কনষ্টিটউশানে যখন সকলের সমান সুযোগ ও অধিকার আছে, উত্তরবঙ্গের দাবি ন্যায়সংগত বলিয়া মনে হয়। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি। মিঃ স্পীকার, স্যার, এইবার আমার জিলা কুচবিহার সম্বন্ধে কিছু বলিব। নর্থ বেঙ্গলের কুচবিহার একটি অনগ্রসর জিলা। শিক্ষায় অনেক পশ্চাৎপদ। এখানে ১০।১১ লক্ষ লোকের বাস। এখানে একটী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ও একটী পলিটেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটএর জন্য জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন আমি এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। রাজেরহাটে যে ইনফেকসাস ডিজিজ হাসপাতাল আছে এখানে প্রচুর খোলা জায়গা পড়িয়া আছে, এখানে সহজেই একটী টি. বি. বেড নির্মাণ করা যাইতে পারে। যে কয়েকটী টি. বি. বেড আছে তাহা অতিশয় অপ্রচুর, তাহার সংখ্যা অগোণে বাড়ান দরকার। একটী ফাষ্ট গ্রেড পুরাতন কলেজ আছে কিন্তু তাতে সর্বদাই টীচার সর্ট। কুচবিহারে একটি প্রসিদ্ধ হাসপাতাল আছে, দৈনিক ইনডোর এবং আউটডোর মিলে ৭০০ । ৮০০ রোগী হয়। এখানে একটা ইয়ার, নোজ, থ্রোট ডিপার্টমেণ্ট খোলা আবশ্যক। একটী চিলড্রেন্স ওয়ার্ডের আবশ্যক আছে। এ্যাকোমোডেশানের বড় অভাব। আউটডোর হাসপাতালটি দোতলা করিলে অনেক বিষয় সুবিধা হইতে পারে। বোসার-খোটলা রোডটি ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মঞ্জুরী পাইয়াছিল কিন্তু এখনও কার্য আরম্ভ হয় নাই, গত বৎসর বাজেটে ৫০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছিল, কিছুই খরচ হয় নাই; এবারও বাজেটে দুই লক্ষ টাকা প্রভিশন আছে। নয়ারহাটে দবিদরিয়া নদীর উপর একটী ব্রিজ অত্যাবশ্যক, এর এসটিমেটও হয়েছে—আমি পূর্তমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করিব যাতে এই দুইটী অগোণে আরম্ভ হয়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি পুনরায় অর্থমন্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দন জানাইয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিলাম।

Dr. Jnanendra Nath Majumdar :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, য্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল সম্বন্ধে বলতে গেলে সব কথা বলতে হয়। ৪ বছর হাউসে যা দেখলাম তাতে দেখলাম একনায়কত্বই এখানে চলছে। কারন আমাদের দিক থেকে কোন সাজেশন নেওয়া হয়নি, মানা হয়নি। আমার বন্ধু ডাঃ মণিলাল বসু যখন ক্রিটিসিজমের কথা বলছিলেন তখন আমার একটু হাসি পাচ্ছিল, কেননা কাট মোশানের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রিটিসিজম করি, কিন্তু তার কোন কাজ হয় না। কারণ এঁরা গণতন্ত্রের কোন তোয়াক্কা রাখেন না, বিরোধীদলের দিকে তাকিয়ে কোন কাজ করেন না। যাই হোক, সমাজতন্ত্র এঁরা যেভাবে গড়ে তুলছেন সে সম্বন্ধে ২।১টা কথা নীতিগতভাবে বলা যেতে পারে। কংগ্রেসে ঢুকলে এবং বেশীদিন থাকলে কি হয় সেটা আমি ডাঃ মণিলাল বসুকে দেখে দেখলাম, আবার কংগ্রেসে থেকে যখন ইল্যুসান থাকে সেই ইল্যুসানও কি হতে পারে এবং তা না ভেবে কি বলা যায় সেটা ডাঃ রঞ্জিত বোসের কথা শুনে দেখলাম।

স্যার, ডাঃ মণিলাল বসু আমার সহপাঠী এবং সহকর্মী এবং তাঁর ছোটবেলাকার ডাক নাম ছিল "মোল্লাই"; কিন্তু কংগ্রেসে ঢুকে তিনি যে ঐ স্তরে নেমেছেন তা আমি ভাবতেও পারিনি। যখন তাঁর সঙ্গে কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে তখন তার কিছুটা সত্য তো বটেই—তবে এসব আমার চিন্তাধারার অতীত ছিল। যা হোক্ রণজিৎ ঘোষের দেখছি এখন অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তিনি এসব কাজ করা হয়নি, এগুলো করা উচিত প্রভৃতি অনেক কথাই মুখ্যমন্ত্রীর সামনে বললেন—অর্থাৎ আমরা পেটে কাপড় বাঁধব, অন্য কেউ বাঁধবে না। তবে এতে হয় ওঁকে আমাদের দিকে চলে আসতে হবে—অবশ্য আমি একথা বলছি না যে সে কমিউনিষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে বা বামপন্থী হবে—আর তা নাহলে ঐ ডাঃ মণিলাল বোসের মতই অবস্থা হবে যদি কংগ্রেসে উঠতে চায়। যা হোক্, এখন কথা হোল নীতিগতভাবে আমি বলব যে কৃষিক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তো দেখছি আমরা অনেক দূর এগিয়েছি এবং এমন কি নাগপুরে আমরা কো-অপারেটিভ করব এটাও বলেছি। কিন্তু এই ১৩ বছরে কৃষিক্ষেত্রে দেখলাম ১৯৫০।৫১ সালে যেখানে চাষীর আয় ছিল ৪৪৭ টাকা সেখানে ১৯৫৭।৫৮ সালে সেটা হয়েছে

৪৩৭ টাকা—অর্থাৎ ১০৲ টাকা আয় কমেছে। তারপর ১৯৪৭ সালে যেখানে ডেট ছিল ৮৮৲ টাকা সেটা এখন হয়েছে ৮৮% এবং ঐ সালে ফ্যামিলি বেড়েছে ৪৫ জন এবং ১৯৫৭।৫৮ সালে ইনডেবটেডনেস বেড়েছে ৬৪%। এই হোল কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা। কাজেই এখন ক্রিটিসিজম্ করে আমরা সাজেসন দিতে চাই যে, ল্যাণ্ড রিফর্ম করে বা হয়েছে তা তো দেখছি, তবে পপুলেসন বেসিসে যদি খাদ্য জোগাতে হয় তাহলে ল্যাণ্ড রিফর্ম না করেও ইমপ্রুভড ফার্টিলাইজার দিয়ে এমনি হতে পারত। তারপর যদিও বলবার সাহস হয়নি কিন্তু দুটি কথা ভেবেছিলাম যে এর দ্বারা হয়ত হতে পারে এবং সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ ফার্মিং এবং বাংলা দেশের যখন অবস্থা খারাপ তখন তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে কি করে হবে? স্যার, ফার্টিলাইজার প্রভৃতি দিয়ে হয়ত একর প্রতি ২/১ মণ ফসল বাড়ান যেতে পারে কিন্তু মেকানাইজেসন্ এবং ইমপ্রুভড মেথড অব ইম্প্লিমেন্টেসন যদি না হয় তাহলে কোনদিন চাষ বাড়াতে পারা যাবে না। অবশ্য সেদিক দেখে এঁরা বলছেন ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে পপুলেসন কমাও এবং যেমন সেদিন ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর কথা বলে বাসের কনজেসন কমাতে চেয়েছিলেন এবং এটা ঠিক যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে এঁরা চলছেন তাতে চললে এই রকমই হবে।

তারপর লেবার সম্বন্ধে আমাদের কনিষ্ঠতম বন্ধু বলেছেন যে অন্যদের পেট ফুলছে। কিন্তু স্যার, আমি যদিও তাঁদের নাম করব না তবে মাঝে মাঝে যখন রোগী দেখতে কোন কোন একচেটিয়া কোটীপতি মুনাফাখোরদের আলিপুরের বাড়ীতে যাই তখন টাকার তো কথাই নেই, মনে হয় যে এরকম সাজান গোছান এবং লাক্সারীর আতিশয্য আর কোথাও দেখিনি। আমি যদিও ঐসব ফিগার দেব না তবে আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে কতদিনে এই মুনাফা কমাবেন? তাঁরা তখন গান্ধীজীর নাম করে বললেন যে আমরা ট্রাষ্টি হিসেবে করছি—অর্থাৎ সব যেন তারকেশ্বরের মোহন্ত। স্যার, একথা সকলেই জানেন যে, যেসব জায়গায় সত্যসত্যই সমাজতন্ত্র আছে সেখানে ছেলেমেয়েদের এডুকেশন কম্পালসারী ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেদিক থেকে ভারতবর্ষের যে কি অবস্থা তা সকলেই জানেন। তারপর ১৯৫০।৫১ সালে যেখানে ১৩৫ জন চাইল্ড লেবার ইউটিলাইজ করা হয়েছে সেখানে ১৯৫৬।৫৭ এবং ১৯৬০।৬১ সালে তার সংখ্যা আরও বেড়েছে—অর্থাৎ ছেলেপেলেদের খাটিয়ে পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা হচ্ছে বা ম্যাক্সিমাম প্রফিটের ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে এই যে চাইল্ড লেবারের সংখ্যা বাড়ছে তাতে তাদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত কোথায়? কিন্তু স্যার, যদি কোন সমাজতন্ত্র দেশে আপনি যান তাহলে দেখবেন যে সেখানে চাইল্ড লেবার উঠে গেছে। তারপর রেগুলার ওয়ার্কার ছাড়া যদি ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার দেখি তাহলে দেখব যেখানে ১৯৫০।৫১ সালে তারা নাইন্টি ডেজ্ কাজ করত সেখানে ১৯৫৬।৫৭ সালে ৮০ দিন কাজ করেছে। অর্থাৎ কাজের দিন কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওয়েজও কমে যাচ্ছে এবং যেমন দেখছি ১৯৫০/৫১ সালে ১৩ নয়া পয়সা এবং ১৯৫৬/৫৭ সালে ১৬ নয়া পয়সা ওয়েজ কমে গেছে। তারপর এসব ছেড়ে দিয়ে যদি মেয়ে ক্যাজুয়াল লেবারদের অবস্থা দেখি তাহলে দেখব যে তাদের সংখ্যাও কমে গেছে। কাজেই এই যদি এঁদের লেবার পলিসি হয় বা এই যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ হয় তাহলে বুঝতে পারছি না যে কিভাবে চলবে। তারপর লেবার দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই লেবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু স্যার, একটা কথা হোল যে, ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার ভায়োলেট করবার জন্য ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর কয়েকটি কর্মচারীর সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়া হয় এবং তার ফলে তাঁদের অ্যারেষ্ট করা হয়। অবশ্য পরে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ছাড়িয়ে নেন এবং একথা আমি এর আগেও বলেছি যে শ্রমমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে এটাকে ট্রাইবুনালে দিয়ে দেব। তবে দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত তা দেওয়া হয়নি এবং বে-আইনীভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে।

[5—5-20 p. m.]

তারপর কল্যাণীতে ষ্টেট অব ইনডাষ্ট্রিজ হয়েছে। সেখানে সেন পণ্ডিত এনটারপ্রাইস্ লিঃ বলে একটা কোম্পানী হয়েছে। সেই কোম্পানী থেকে কথা ছিল ওয়ারকারদের কোয়াটার্স দিতে

হবে। সরকার থেকে তাদের কোয়ার্টার তৈরী করে দিতে পারা যায়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের কোয়ার্টার দিয়েছেন। সেই কোয়ার্টারের ১৩ টাকা করে ভাড়া নিচ্ছে। আবার এই ২॥ বছর ধরে এই ওয়ারকারদের কাছ থেকে ২০ টাকা করে ভাড়া নিচ্ছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে এটা এনেছিলান কিন্তু কিছু হয়নি। তারপর দেখা করেছিলাম, কোন উত্তর পাইনি, ৩ সপ্তাহ হয়ে গেছে—গরীব শ্রমিকদের ৬০ হাজার টাকা পকেট কাটা হয়েছে। এদিকে শুনছি ইমপার্সিয়াল লেবার দপ্তর ব্ল্যাক উড বলে একটা জায়গা আছে সেখানে আই. এন. টি. ইউ. সি.' র ইউনিয়ন আছে এবং কোন এফিলিয়েসান নেই এই রকম একটা ইউনিয়ন আছে, সেই দুইটি ইউনিয়ন থেকে যে চারটার অব ডিমাণ্ডস প্লেস করা হয়েছিল সেই চারটার অব ডিমাণ্ডস-এর ব্যাপারে আই. এন. টি. ইউ. সি. ইউনিয়নকে ডেকে কাজকর্ম্ম আরম্ভ করা হল কিন্তু ওদের পার্টিকে নিলেন না। এটা সাব-জুডিস আছে, এটা নিয়ে কোর্ট কেস চলছে সেজন্য কিছু বলতে চাই না। ব্ল্যাক উডের দুটো ইউনিয়ন থেকে বোনাসের ব্যাপার নিয়ে যে কথা উঠেছিল তা এদের কিছু দেওয়া হল না কিন্তু আই. এন. টি. ইউ. সি - কে ট্রাইবুনালে বোনাসটা দেওয়া হয়েছে। লেবার দপ্তর ইমপার্সিয়াল—যারা সত্যসত্যই কাজ করে এবং যারা দালালি করে তাদের মধ্যে তফাৎ এই লেবার দপ্তর করে না।

তারপর আমি বলতে চাই এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান কি সুন্দর চলছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশান কেন রেখেছেন জানি না, ওটাকে তো তুলে দিলেই হয়। তারপর ডিরেকটর অব হেল্থ তাঁর সুপারএ্যানুয়েশান ব্যাপারে বলেছিলেন ১ বছর দেবেন, এখন বলছেন, না, ওঁর মত লোক না হলে চলতে পারে না। ছোট্ট একটা কথা বলি—তাঁকে ধরে একটা কেস এন. আর. সরকার হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম—একটা অর্থোপেডিক কেস। আমাদের হাসপাতালে নাকি সময় নেই—হাসপাতালে অন্ততঃ ভর্তি হবার সময় লোক পায় না। টাকা না দিয়ে ভর্তি হবে বলে আমার কাছে এসেছিল, তাঁকে ধরে সেই কেসটা ভর্তি করে দিলাম। এই কেসটা ৩ মাস পড়ে থাকল, অপারেশান হল না যেহেতু টাকা না দিয়ে উপর থেকে ঢুকে পড়ল বলে। এইভাবে যদি ডিপার্টমেন্ট চলে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চলে তাহলে কি করে কি হতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। আর একটা কথা বলব যে একই অপরাধে নানারকম বিচার হয়, একই গুণে নানা রকম জিনিষ হয়। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ইনষ্টিটিউট অব রিসার্চ ইন মেডিসিন বলে যে স্কীম হয়েছে কিছুকাল আগে সেই স্কীমে বাঙ্গুর হাসপাতাল, প্রেসিডেন্সি জেনারাল হাসপাতাল, এন. আর. সরকার হাসপাতালকে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রফেসার, ডিরেক্টর ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে ২৪ পরগনার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল যেটা কলকাতার ভেতর তাদেরও নেওয়ার কথা হচ্ছিল। আমরা ২॥ বছর ধরে চিঠি লিখেছি যে আমাদের অন্ততঃপক্ষে বলা হোক যে আমরা বাড়াচ্ছি যাতে করে স্কীমের ভেতর থাকি। একথা বলা হচ্ছে না কেন? স্কীমের ভেতর থাকলে বাড়ান যদি কিছু হয় তাহলে টাকা কিছু দেওয়া হচ্ছে না কেন? এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে কি করে প্রশংসা করতে হবে তা বুঝতে পারছি না।

[5-20—5-30 p. m.]

Shri Bhupal Chandra Panda :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বাজেট বরাদ্দ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি প্রধানতঃ ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। স্পীকার, স্যার, আপনি জানেন বাংলাদেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে যে মূল সংকট সেই সংকট জড়িয়ে রয়েছে আমাদের ভূমিব্যবস্থার সংগে। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের সবচেয়ে বড় আশা ছিল দেশের সাধারণ মানুষ যে পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের জন্য তারা নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে এবং তার সংগে সংগে দেশও এগিয়ে যাবে কিন্তু এত বছর কংগ্রেসী শাসনে দেশের সেই যে মূল আশা, সেই মূল আশা বাস্তবে আজ দেশের জনসাধারণের মনকে হতাশাচ্ছন্ন করেছে, কারণ কংগ্রেস সরকারের যে

ভূমিব্যবস্থা সেই ভূমিব্যবস্থা কার্য্যতঃ দেশের সাধারণ মানুষকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুলে দেয়নি। প্রধানতঃ যে সামন্তবাদী ব্যবস্থা আমাদের দেশের ভূমিতে রয়েছে সেই সামন্তবাদী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। একথা শাসক পার্টি স্বীকার করলেও কাজের ক্ষেত্রে যে দুটো আইন প্রযুক্ত হয়েছে সেই দুটো আইনের মধ্যে এমন ফাঁক তাঁরা রেখে দিয়েছেন যে ফাঁকের মধ্য দিয়ে আমাদের ভূমি সংস্কার আইন বা জমিদারী দখল আইন কার্য্যতঃ বানচাল হয়ে যাচ্ছে। আজকে বাংলা দেশের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার জন্য যে সম্পদ, বাংলাদেশের খাদ্যসংকট সমাধানের যে মূল ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে কার্য্যে রূপ দিতে গেলে ভূমিসংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা সেটাকে এখনও তাঁরা জোরের সংগে সমগ্র গ্রহণ করেননি, অধিকন্তু কার্য্যতঃ আইনে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা কৃষক সাধারণের জন্য স্বীকৃত হয়েছে তাকে কার্য্যকরী করতে তাঁরা নারাজ—তার প্রমাণ আমি দেব। কিন্তু স্পীকার, স্যার, এই যে দলীল আপনার সামনে আমি দেখাচ্ছি এই দলীলের মূলে যে সমস্ত বড় বড় জমির মালিক যাদের জমি বাড়তি বলে ৫ ক) ধারার বিচারে হয়েছে সেই জমিতে এখনও পর্য্যন্ত চাষীদের চাষের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সরকারের পুলিশ সেই ৫ ক) ধারানুযায়ী আইনানুযায়ী যেখানে সরকারের অংশ সেটা মালিকেরা অংশ সেই মালিকের অংশ সরকারে জমা দেবার পক্ষে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। আমি আপনাকে একটা দুটো করে পরপর ঘটনা বলতে চাই। যেমন ধরুন আমাদের নন্দগ্রামবাসীর মালিক যতীন্দ্রনাথ গাতী তার সেই যে বাড়তি জমি যা সরকারে ভেষ্ট হয়ে গেল ৫(ক) বিচারে সেই জমিতে চাষী যখন ধান নিজে কেটে নিতে যাচ্ছে সেই অবস্থায় ঐ জমিকে কেমন করে রাখলো পাকল বালা পালের নামে—বেনামে কেস করে, কেস নাকোচ হয়ে যায়, জমি ভেষ্ট হয় এবং চাষীদের সেই ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে বেনামদার সেই ধান কেটে নেয় পরবর্ত্তী বছরে আবার যখন চাষী সেই জমির ধান নিজ খামারে তোলে তখন পুলিশের সহায়তায় আবার সেই বেনামদার চাষীর বাড়ী থেকে ধান বয়ে নিয়ে চলে গেল এবং চাষীদের সকলকে গ্রেপ্তার করলো।

এবং এইভাবে পুলিশ জুলুম যখন শুরু হলো, তখন তারই সুযোগ নিয়ে ঐ বোয়াল গ্রামের বড় মালিক অনিল পাণ্ডা চাষী সুরেন ভূঁইয়া, কালাচাঁদ ভূঁইয়া, অধর ঘোড়াই ও পুলিন বেরা এই পাঁচজন চাষীর ৫।৭ বিঘা জমির ধান লাঠিয়াল সহ নিজের খামারে তুলে নিলেন জোর করে পুলিশের সামনে। চাষী সুরেন ভূঁইয়া তাতে বাধা দিতে গেলে তারা তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে বেদম প্রহার করতে লাগলো। এ সম্বন্ধে পুলিশকে বললে তাঁরা বললেন, তোমরা থানায় গিয়ে ডায়েরী কর, এখানে আমাদের কোন করণীয় নাই।

এই সুযোগে মহিষাদল রাজ ষ্টেটের প্রজা, ২১ বছরের সাক্কা চাষী, সে ধানের বদলে টাকা দেবে বলে খাজনা ঠিক করলো, সেই জমি এখন কোর্টের সামনে বিচার সাপেক্ষ রয়েছে। সেই জমি বেআইনী হস্তান্তর করে দেওয়া হলো শশাঙ্কগিরির নামে। সে যখন ভাগচাষ কোর্টে কেস্ করলো, তা সত্ত্বেও পুলিস উভয় পক্ষে ১৪৪ ধারা জারী করলো, চাষীদের কেসে শো-কজ-এর নোটিস না দিয়ে রিসিভার নিয়োগ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিস দলবলে এসে রিসিভারকে দিয়ে চাষীদের কাটা ধান সমস্ত তুলে নিয়ে গেল। এই ভাবে নেবার মতলব হলো এই ধান নেওয়া পুলিস তাদের সঙ্গে যোগসাজসের ভেতর দিয়ে চাষীদের বেশীর ভাগ ধান লুট করা হ'ল। এই উৎপন্ন ধানের ½ অংশ ধানও সরকারের জন্য জমা পড়েনি।

তারপর মালিক সুশীল রঞ্জন দে ১৪৪ ধারা জারী করে ধান কাটতে যায়। তখন বর্গাদার তরুণ বুর্দ্দর স্ত্রী তাতে বাধা দিতে গেলে তাকে মারপিট করা হয় এবং ধান তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে পুলিস মালিককে সহায়তা করলো, কিন্তু চাষী পুলিসের সহায়তা পেল না। এই রকম অত্যাচার যারা পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে চালাবার জন্য বাড়তি জমিতে যাতে চাষী নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা না করতে পারে, সেই কারণে কৃষক কর্মীদের দলে দলে ধরে জেলে পোরা

হয়েছে। ১০৭ ও ১১৭ ধারার জোরে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে বে-আইনী ভাবে জেলের মধ্যে সমস্ত লোককে আটকে রাখবার চেষ্টা করছে।

তারপর নন্দীগ্রাম থানার এক নম্বর ইউনিয়নে মাজনাবেড়্যার জোতদার ভুবন জানার ভেষ্টেড জমিতে চেক্ পাওয়া সত্ত্বেও পুলিস চাষীর খামার থেকে ধান মালিককে লুট করে নিতে সাহায্য করে। জোতদার প্রসন্নকুমার দাস এবং চাষী ভূষণচন্দ্র আদক ১৩৬৬ সালে চেক্ পেয়েছে উট্‌রন্দীচেক্, তা সত্ত্বেও পুলিস এসে দাঁড়িয়ে থেকে চাষীর কাটা ধান মালিককে তুলে নিয়ে যেতে সাহায্য করলো। লক্ষ্মী ঘোড়াই বহু জমি ভেষ্টেড হয়েছে। চাষীরা মালিকের খামারে গত কয়েক বছর ধান তুলতে অস্বীকার করলো এবং সেই ধান বোর্ডের নির্দিষ্ট খামারে তোলে এবং সরকারের মালিকানা অংশ জমা দেয়। এ বছরও চাষীরা ঐ পথে চলবে ভেবে আগেই যতীন মণ্ডল প্রমুখ কয়েকজন ইউঃ সদস্য ১০৭ ও ১১৭ ধারায় ১১ জন চাষী ও কৃষক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে রাখলেন।

ঐ এক থানার ১৫ নম্বর ইউনিয়নের জোতদার মহেন্দ্র দাস ও মুরারী দাস প্রমুখ মালিকেরা ৫ (ক) ধারায় বিচারাধীন সেই সমস্ত জমির কাটা ধান চাষীরা মালিকের খামারে তুলতে অস্বীকার করলে, ১০৭ ও ১১৭ ধারায় তাদের পুলিস দিয়ে গ্রেপ্তার করালো। বিবেক মাঝি প্রমুখ ১৭।১৮ জন কৃষক কর্মীর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে জেলে আটক করলো।

মহিষাদল থানার কলাগাইছা মৌজার খুলীতে চাষীদের যে জমি ভেষ্ট হয়ে গেছে, সেই ভেষ্ট জমির উপর জোতদার গুলি চালিয়ে চাষীকে হত্যা করলো। কিন্তু পুলিস সেই হত্যাকারী জোতদারকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। ওদিকে পাল্টা কেস আবার চাষীদের নামে দায়ের করা হলো। এইভাবে গ্রামাঞ্চলে পুলিসী জুলুম চলছে। এই পুলিস ভূমিসংস্কার আইনের পক্ষে না গিয়ে ভূমিসংস্কারকে বানচাল করে দিচ্ছে। এর অবিলম্বে প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[5-30—5-40 p.m.]

Dr. Beni Chandra Dutt :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, গত কয়েকদিন ধরে বহু আলোচনার পর বাজেট গ্রহণ করা হয়েছে, এবং এই বাজেটের টাকা ব্যয় করবার জন্য আজকে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েসন্ বিল এখানে উত্থাপিত করা হয়েছে, তা আমি সমর্থন করতে উঠে, এই বাজেটের সমালোচনা কিভাবে এবং কোন পথে হয়েছে সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা আপনার সামনে রাখবো। বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে, এই আলোচনার ভিতর দিয়ে বিশেষ কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা বা সমালোচনা দেখলাম না। এমন কোন একটা বেশ ভাল বাগ্মিতাও শুনলাম না। দেখলাম সেই মামুলী অভিযোগ, যা কয়েক বৎসর ধরে এখানে শুনে আসছি—দুর্নীতি সম্বন্ধে। এবং এই দুর্নীতি সম্বন্ধে বলতে বলতে, দেখলাম যে বিরোধীদলের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছে যে, কে কত লোকের বিরুদ্ধে এই রকম সব দুর্নীতির কথা বলতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি দেখুন—পুলিস বাজেট যেদিন আলোচনা হয়, সেদিন আমি প্রথম দিকটায় হাউসে ছিলাম না ; কিন্তু, পরের দিন সংবাদপত্রে দেখলাম যে

"Mr. Apurbu Lal Majumdar fired the first shot at the Treasury Benches. Citing a specific instance he accused the Home Minister of hobnobbing with criminals. He alleged that the Minister had been entertained with

rasogollas at a shop in Howrah by two men who later had been sentenced to life imprisonment for murdering a policeman."

এটা যখন আমি পড়ি, তখন আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। শেষে মনে হ'ল এটা কি তারা ভুল করে লিখেছে? অভিযোগের রূপটা একটু দেখুন, দুটি কনষ্টেবল্‌, খুনী আসামী, মন্ত্রীকে নিয়ে আপ্যায়িত করছেন রসগোল্লা খাইয়ে। এই দৃশ্যটা খুবই অদ্ভুত, আমি বলবো ইট ইজ এ সাইট ফর দি গড্‌স্‌ টু সি। এই রকম অভিযোগ তিনি অম্লান বদনে করতে পারলেন। আমি আরও আশ্চর্য হলাম এই রকম একটা অভিযোগ সংবাদপত্রে ছাপান হল। (মিঃ স্পীকার—এতে সংবাদপত্রের দোষ কি করে আসে?) আমি সেদিন হাউসে উপস্থিত ছিলাম না, সংবাদপত্রে যা দেখলাম সেইটা বলছি। একটা বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে তিনি এই সমস্ত কথা বলেছিলেন। ঘটনাটি এইরকম হয়েছিল। হাওড়ায় বালি সঙ্ঘ বলে একটি প্রতিষ্ঠান, তারা গত কালীপূজা উপলক্ষে একটা সভা করেছিল, যাকে উদ্বোধনী সভা বলে, তাতে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং সেখানে সংঘের বিশিষ্ট নাগরিকদের তাঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং কালীবাবুকে প্রধান অতিথি হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই রকম ধরণের সব সভায় যেমন হয়ে থাকে, বিশেষ বিশেষ অতিথিদের চা-পানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আমি জানি কালীবাবু তাঁর নিজের বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বললেন—তাঁকে অন্যত্র আর একটা মিটিং এ যেতে হবে। তিনি রসগোল্লার স্বাদও খাননি। আর এই যে ক্রিমিন্যালস্‌ এর কথা বলা হয়েছে, তাদের হচ্ছে ঐ পল্লীতেই বাড়ী; ক্রিমিন্যালস্‌ সমাজের কোন লোক সেখানের সভ্য নন এবং সেখানে সেই ধরণের কোন লোক উপস্থিতও ছিলেন না। অথচ তিনি এই রকম একটা অভিযোগ করলেন। তাঁর সেই অভিযোগের সূত্রটা কি, আমি পরে অনুসন্ধান করে জানলাম। ঐখানে আগামী যে মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শন হচ্ছে, তাতে তাঁদের দলের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন; তিনি সেদিন সভাতে অমুকবাবুর কাছে এসে বলেন যে এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে আপনি যদি কিছু বলতে পারেন, তাহলে আমার ইলেক্‌শনে সুবিধা হবে। এই সূত্রে তিনি এরকম অভিযোগ করলেন। একজন প্রাচীন বাসিন্দা সম্পর্কে এই রকম একটা মিথ্যা অভিযোগ করতে তিনি একটুও সংকোচ বোধ করলেন না।

এই বাজেটের একটা জিনিষ ভাল দেখছি—সেটা হল এই বাজেটকে ডেভেলপমেন্ট বাজেট বলতে পারি। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন খাতে বড় ব্যয় আমরা বরাদ্দ করেছিলাম—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে সমস্ত বিভাগ রয়েছে সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের ব্যয় বেড়ে চলেছে, কিন্তু একটা জায়গায় আমি দেখতে পাচ্ছি ব্যয় কিছুই বাড়েনি বা সামান্য বেড়েছে, সেটা আপনিও বলেছেন। সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এডুকেশান্‌ ডিপার্টমেন্ট। আমরা দেখছি এই খাতে ১৯৫৯-৬০ সালে ধরা হয়েছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২০০ শত, ১৯৬০-৬১ সালে ১,৩১,৬০০। ডেভেলপমেন্ট স্কিম থেকে যে টাকা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। আজকে দেশের ফিজিক্যাল এডুকেশান এর জন্য যে টাকা দরকার তার তুলনায় আমি বলবো এটা কিছুই নয়।

আজকে এই যে বেকার সমস্যার কথা বলে বেড়াই—চারিদিকে বিশেষতঃ পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে আমরা দেখি কি, বেকার যারা তারা সকলেই শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত—বি.এ., এম.এ. পাশ করা ছেলে নয়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতও আছে। কেন আজ কলকারখানায় ইণ্ডাষ্ট্রি-এর মধ্যে ৩০।৩৫ ভাগ বাঙ্গালী এবং বাকী সমস্তই অবাঙ্গালী? শুধু আমি বলবো এটা দৈহিক অক্ষমতার জন্য। একসময় ছিল যখন এই সমস্ত কাজে বাঙ্গালী ছেলেরা এগুতো না কিন্তু এখন এই সমস্ত কাজের ভিতর যাবার বেশ আগ্রহ হয়েছে কিন্তু দৈহিক শক্তি না থাকায় সেখানে তারা দাঁড়াতে পারছে না। আজকে দেশের ছেলেরা যদি সবাই সুঠাম দেহ গঠন করতে পারে তাহলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়। আরও একটা এর ভিতর গভীর কথা রয়েছে। আজকে দেশের যে

পরিস্থিতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা যা দেখছি তাতে দেশে শান্তি রাখবার জন্য একটা সহ অবস্থান নীতি আমরা গ্রহণ করেছি যার জন্য আমাদের দেশের সৈন্যশক্তি সামান্য মাত্র বেড়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু কোন সুষ্ঠু নীতিই চিরদিন একইভাবে চলতে পারে না। এবং এই নীতি, সুষ্ঠু নীতির সুযোগ নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী আমাদের উপর লোলুপ দৃষ্টি ফেলছে। আজকে যদি আমাদের শক্তি যথেষ্ট থাকত আমি মনে করি হয়ত তারা এরকম সাহস করত না। আজকে পৃথিবীতে বিবদমান জাতি যারা রয়েছে, তারা কিন্তু বিশেষ তৈরী হয়েছে। আজকে আমাদের যদি তেমন ক্ষাত্রশক্তি থাকত তাহলে আমাদের দেশের উপর হানা হত না। একথা বলি যে আজকে সকল দিক থেকে আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশান্ এর জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমি মনে করি ওয়ার ফুটিং অবস্থার মত একটা পোর্টফলিও গঠন করে ফিজিক্যাল এডুকেশান্ এর জন্য আরও টাকা দেওয়া উচিত।

Shri Panchugopal Bhaduri :

মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আপনার কাছে মন্ত্রীমহাশয়দের দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, ১লা মার্চ যেদিন কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশিত হল আপনি নিশ্চয়ই জানেন তারপর দিনই কলকাতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বেড়ে গেল, অনেক জিনিষ বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। ঠিক সেই সময় আপনি হয়ত মনে করতে পারেন যে পুলিশ মন্ত্রীর এন্‌ফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী তাঁর ডিপার্টমেন্ট নিয়ে দেশের সুখসুবিধার জন্য তদ্বির করে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এবং অপরাধীদের ধরবার চেষ্টা করছিলেন।

[5-40—5-50 p.m.]

এটা সত্যি শোচনীয় ব্যাপার যখন আমরা দেখি যে, কলিকাতার অধিবাসীরা যে সময় ত্রাহি ত্রাহি রব করছে ঠিক সেই সময় মন্ত্রীরা তাঁদের দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে নগরকীর্ত্তনে বেরিয়েছেন। এই বাজেট অধিবেশনে শুধু বিরোধীপক্ষ থেকেই নয়, কংগ্রেসপক্ষ থেকেও অনেক বিরোধী বক্তব্য করা হয়েছে। এখানে আদিবাসী ও তপশীলী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন, অন্য পক্ষে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অন্য কথা বলা হয়েছে। প্রথমেই আমাদের অর্থমন্ত্রী বল্লেন শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হয়েছে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এর উল্টোটাই আমরা দেখতে পাই—১৯৫০ সালে শ্রমিকদের যেটুক মজুরী বেড়েছিল তা মূল্যবৃদ্ধি থেকে ১৯৬০-৬১ সালে সম্পূর্ণ বরবাদ হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি আমাদের এখানে সেনসাস হল। আজকে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় প্রাথমিক শিক্ষা ও লিবারটি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিলেন তা একেবারে আজগুবি মনে হয়। পুলিশমন্ত্রী সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির প্রবেশ হয়েছে এই দোহাই দিয়ে তাঁর ডিপার্টমেন্ট-এর কার্যকলাপের সাফাই গেয়ে গেলেন। বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের উপরতলার দুর্নীতির জন্যই দেশে আজ দুর্নীতি এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আজ আমাদের দেশের অগণিত জনসমষ্টি দুটো ভাগে বিভক্ত—একদিকে শোষিত জনসাধারণ, অপর দিকে শোষক শ্রেণী। আমি একথা বলতে পারি যে, নানারকম জাতীয় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হলেও জনসাধারণের স্বার্থ পরিপূর্ণ রক্ষিত হচ্ছে না, আজ জনসাধারণের অর্থনৈতিক বিকাশের পথ পরিষ্কার নয়। আজ আমাদের রাষ্ট্রসেক্টরকে প্রাধান্য দেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা হচ্ছে, এটা সমর্থনযোগ্য। অপরদিকে বিদেশী স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রসেক্টরকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। আজকে আমাদের রাষ্ট্রসেক্টরে যে গণতান্ত্রিক সচেতনতা আছে, প্রাইভেট করপোরেশান্ ইত্যাদির হাতে তুলে দিয়ে সেটা নষ্ট করতে যাচ্ছেন—সারের কারখানা, এলুমিনিয়ম কারখানা দেশী এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এর আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। এতে আমাদের বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। আমি লক্ষ্য করেছি, আমাদের অর্থমন্ত্রী একটা

মার্কিনী পদ গাইতে সুরু করেছেন উইন্নার ওয়ার্কিং উইদিন দি ফ্রেমওয়ার্ক অফ ফ্রীডম অ্যাণ্ড ডিমোক্রেসী—মার্কিন ধনকুবের রাষ্ট্রনায়করা আজ এটাকে বাঁধাবুলি হিসাবে ব্যবহার করছেন। একদিকে এই ডিমোক্রেটিক বুলি চলছে, তারই মধ্যে একসঙ্গে আবার নিগ্রোদের লীনচিং চলছে। আমাদের সংবিধানের ৪৩ নং ধারা যদি দেখেন তাহলে লক্ষ্য করবেন সেখানে মানুষের জীবিকা সম্পর্কে একটা হিউম্যান অ্যাটিটিউড নেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে বারে বারে খণ্ডন করা হচ্ছে জঙ্গলসুলভ মাৎস্যন্যায় নীতির দ্বারা। সম্প্রতি যে কৃষিমেলা কলকাতায় হয়ে গেল সেখানে মুখ্যমন্ত্রী হাজির হয়েছিলেন, এবং আমাদের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সেখানে গিয়ে বল্লেন, ফ্রীডম ফ্রম্ হাঙ্গার ইজ দি ফার্ষ্ট ফ্রীডম। আমাদের দেশে বহু হাজার বৎসর আগে উপনিষদের ঋষিরা বলেছিলেন অন্নই ব্রহ্ম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ব্রহ্মবাদী হয়েও মার্কিন মালিকদের অনুগ্রহলাভের জন্য ব্রহ্মদৈত্য হয়ে বসেছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ১২ লক্ষ বেকার যুবক আছে, তাদের যদি কলকারখানায় এমপ্লয় করা হত তাহলে কমপক্ষে ৩ হাজার টাকার জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি করতে পারত।

Shri Phakir Chandra Roy :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রথম পরিকল্পনা গেল, দ্বিতীয় পরিকল্পনা গেল, এবারে তৃতীয় পরিকল্পনা এসেছে। ডাঃ রায় বলেছেন এই পরিকল্পনায় মহকুমা এবং জেলা পরিকল্পনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—আমি একথার বিরোধিতা করি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই পরিকল্পনায় ইউনিয়ন বা মহকুমা সমূহের সমস্যাগুলি কোনরূপ স্থান পায়নি। ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসার, সার্কল অফিসাররা, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে সাজেশান নেন, সেই সাজেশান ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালপমেন্ট কাউন্সিলএর কাছে পাঠান হয় তারপর এগুলি উপরের স্তরে যায়। কিন্তু এর মধ্যে গ্রাম্য অঞ্চল বা ইউনিয়নের কোন সম্যক ছবি থাকে না। এই রকম যদি প্লানিং হয়, তাহলে সেটাকে ঠিক ওয়ারকিং প্লান বলে বলা যেতে পারে না। যদি সঠিক প্লান করতে হয় তাহলে তাদের সঠিক সাম অফ পার্সপেক্টিভ কে প্রায়োরিটি দিতে হবে, তারজন্য ডেটার ভিত্তি করে কাজ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই রকম কোন ডেটা কলেক্ট করা হয়নি। শুধু তাই নয়, কারেক্ট ডেটা সংগ্রহ করতে হবে। সেজন্য আমি অনুরোধ করব, যেসব ডিষ্ট্রিক্ট ডেভালপমেন্ট কাউন্সিল রয়েছে, সাবডিভিসনাল কাউন্সিল রয়েছে, যেসব ইউনিয়নবোর্ড বা অঞ্চল পঞ্চায়েৎ রয়েছে, সেগুলিকে প্লানিং অরগানাইজেশান হিসাবে রূপান্তরিত করা হোক এবং সেই ভাবে ক্ষমতা ও অর্থ বরাদ্দ করা হোক। যদি গ্রামাঞ্চল থেকে জেলা পর্য্যন্ত এই অরগানাইজেশান গুলি একসূত্রে ফাংশান করে তাহলেই সত্যিকারের প্লানিং হবে, নচেৎ সত্যিকারের প্লানিং হবে না, গলদ থেকে যাবে, প্লানিং-এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

আজকে দেশের যারা বিরাট জনসমষ্টি তাদের আয় বাড়েনি, ধনিকসম্প্রদায়ের ধনভাণ্ডার ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। কলকারখানার শ্রমিকদের উপার্জন ভাল হচ্ছে। গরীব মধ্যবিত্ত ও কৃষক এবং গ্রামের শ্রমজীবী তারা মারা যাচ্ছে। গ্রামীণ শ্রমজীবীদের শুধু আয়ই নেই, কর্মও নাই। আমি সাধারণ ভাবে এখানে অনুরোধ জানাবো মুখ্যমন্ত্রীকে, যারা গ্রামীণ সমাজের শ্রমজীবী তারা যাতে কাজ পায় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়।

[5-50—6 p.m.]

Dr. Benoy Kumar Chatterjee :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি বিশেষভাবে জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কে কয়েকটা কথা আপনার মাধ্যমে এই হাউসের কাছে রাখতে চাই। বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে হাসপাতালসমূহে বেড-এর সংখ্যা বাড়ানোর যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা মিটবে না। আজকে আমরা দেখছি নন্-

গভর্নমেণ্ট হসপিটালগুলি পূর্বাপেক্ষা বেশী বেড মেনটেন করার চেষ্টা করছে এবং নানাভাবে জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা তাঁরা করছেন। সেজন্য আমি মনে করি আজকে নন্-গভর্নমেণ্ট হাসপাতালগুলিকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য দেওয়া উচিত এবং তাদের উপর একটা সুপারভিসান রাখা উচিত যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত টাকা প্রপারলি খরচ করেন। এই সঙ্গে আমি বলতে চাই, রাণাঘাটে একটা টি. বি. হসপিটাল গড়ে উঠেছিল, সম্ভব নন্-গভর্নমেণ্ট ইনষ্টিটিউশান এটা—এখন তাই উপেক্ষা, কোনমতে চালাচ্ছেন, কিন্তু সরকার থেকে সাহায্য পেলে তাঁরা আরো ভালোভাবে চালাতে পারতেন। তাই আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো, এই নন্-গভর্নমেণ্টাল ইনষ্টিটিউশানগুলিকে প্রচুর পরিমাণে অর্থসাহায্য দেওয়া হোক।

আমার বিশেষ অনুরোধ যে, নন-গভর্নমেণ্ট ইনষ্টিটিউশানগুলোকে প্রচুর ভাবে টাকা দিন যাতে তারা ভাল ভাবে চলতে পারে। আর একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামের মধ্যে রুরাল হেলথ সেণ্টারগুলি করা হচ্ছে বা সাবডিভিশানাল টাউনে করা হচ্ছে তাতে সেখানে যাঁরা মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার যাঁরা প্র্যাক্টিস করে খান তাঁদের ফাইন্যান্সিয়াল অবস্থা শিথিল হয়ে যাচ্ছে। আজকের দিনে এসম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত এবং তাঁদের রিহেবিলিটেশান-এর প্রশ্ন ইন দি লং রান আসতে পারে। সেই যারা ডাক্তার সেখানে প্র্যাক্টিশ করছেন সেই ডাক্তারদের প্রপার ট্রেনিং দিয়ে কোয়ালিফায়েড করে তাদের পার্ট-টাইম ডাক্তার হিসাবে প্রোভাইড করা উচিত। তাতে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল লস্ হবে না এবং হাসপাতালগুলিও ভালভাবে চলতে পারবে। শুধু তাই নয়, আজকের দিনে ডাক্তারদের একটা রিফ্রেসার কোর্স দেওয়া উচিত যাতে তাদের জ্ঞান বাড়বে এবং তাতে আমাদের দেশের রোগীদের উপকার হবে—এসম্বন্ধে একটু সুষ্ঠু চিন্তা করা উচিত। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান এই দিকে বহু চিন্তা করেছে এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কিভাবে প্ল্যান করা যায় সেটা চিন্তা করা উচিত। এবার রাণাঘাট সম্বন্ধে বলব। আমাদের রাণাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর ভায়া বনগর পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল সেটা ও ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে সেটা সম্বন্ধে কিছু হচ্ছে না। একটা হাইওয়ে হবে এই রকম কথা শোনা যাচ্ছে। এসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব যাতে এই রাস্তাটি তাড়াতাড়ি হয়। বহরমপুর রাস্তাটা খুব মূল্যবান রাস্তা—এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আর একটা রাস্তা ইনটার-ডিষ্ট্রিক্ট রোড সম্বন্ধে বলব। হুগলীর সঙ্গে নদীয়ার যোগাযোগ রেখে ইনটার-ডিষ্ট্রিক্ট রোড যাতে হয় সেটার দিকে নজর দিন। ফুলিয়া থেকে বলাগড়ঘাট রাস্তা যাতে হয় সেদিকে নজর দিন। আর একটা কথা বলব—রিহেবিলিটেশান ইনডাষ্ট্রিজ কো-অপারেটিভ রিফিউজি এলাকায় আছে। তাদের চাকরী দেবার জন্য যে ইণ্ডাষ্ট্রি গঠন করার জন্য চেষ্টা করছেন সেটা সম্ভব নয়। তার স্থানে একটা স্পিনিং মিল করার কথা ছিল। সেটা এখন ও সম্ভব হয়নি। প্রাইভেট সেকটারে যেন যাতে হয় তার জন্য গভর্নমেণ্টকে বিশেষ করে অনুরোধ করব।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি দেখছি আজকে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এখানে নেই। কিন্তু সেদিন আমি যে কাটমোশান একটা দিয়েছিলাম সিঙ্গুরে গোলাপমোহিনী গার্লস স্কুল সম্বন্ধে সে সম্বন্ধে তিনি একটা হোয়াইট ওয়াশিং রিপোর্ট পড়ে গেলেন। আমি জানি মন্ত্রী মহাশয় অসহায় এবং তাঁর সচিব বোধহয় এটা তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন এবং আসল রিপোর্টটি তিনি দেননি। তিনি যা বলেছিলেন সেটা একজন ইন্‌সপেক্টর অব স্কুলের ষ্টেটমেণ্টের কপি। মিস্ ভায়োলেট রায় একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন ৮।১২।৫৯ সালে। এই রিপোর্টের মানে ইনভেষ্টিগেশান রিপোর্ট আমি পড়ে দিচ্ছি, তাতে আছে :

The undersigned begs to state that she called for the Headmistress and the Secretary of the School in connection with the above subject.

After careful study of the report submitted by the Secretary in writing, the undersigned is fully satisfied with the action taken by the body in respect of Bina Roy and others.

[6—6-10 p.m.]

অর্থাৎ তিনি এনকোয়ারী করেননি—যাঁরা হলেন এ্যাকিউসড সেই সেক্রেটারী এবং হেড মিসট্রেস যে রিপোর্ট দিলেন সেই রিপোর্ট নিয়ে তিনি বগল বাজিয়ে বলে এলেন যে আমাদের এনকোয়ারী হয়ে গেছে। অর্থাৎ চোর, ডাকাত যেমন হাইকোর্টে গিয়ে বলে যে আমি নিষ্পাপ, ঠিক সেই রকম তিনিও সেই রিপোর্ট পড়ে বললেন যে আমার এনকোয়ারী হয়ে গেছে। একে বলে এনকোয়ারী? এটা হচ্ছে দি ষ্টেটমেণ্ট অব দি এ্যাকিউসড। তারপর এই রিপোর্ট সাবমিট করা হোল ৮।১২।৫৯ তারিখে, কিন্তু তারপর কি হোল? তারপর ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গেল এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অনুসন্ধান করবার জন্য বি. ডি. ও.-কে ডেকে পাঠালেন এবং বি. ডি. ও. এনকোয়ারী করলেন। তখন সেই সেক্রেটারী ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখলেন যে ইনসপেক্টর রিপোর্ট করে গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন বললেন যে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এনকোয়ারী করতে কোন আপত্তি নেই কাজেই বি. ডি. ও.-র কাছে হাজির হও। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁরা এলেন না—অর্থাৎ সেই সেক্রেটারী এবং হেড মিসট্রেস এলেন না। তখন বি. ডি. ও. ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, ইন স্পাইট অব মাই রিকোয়েষ্ট এ্যাণ্ড মাই লেটার দি সেক্রেটারী এ্যাণ্ড দি হেড মিসট্রেস নেভার কেয়ারড টু কাম, নেভার সাবমিটেড এনি পেপার। কিন্তু তারপর কি করে সব ধামাচাপা পড়ে গেল জানতে পারলাম না এবং সেই জন্যই বলছিলাম যে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আঙ্কেল আছে। অবশ্য পরে যখন আবার মুভমেণ্ট আরম্ভ হোল তখন শেষ বারের মত একটা দিয়েছিলেন। স্যার, আগে হরেনবাবুকে সমালোচনা করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু আজকাল তাঁকে সমালোচনা করতে করুণা হয় কেননা একে তিনি বৃদ্ধ মানুষ তারপর দেখছি তিনি সম্পূর্ণ হেল্পলেস্। যা হোক্, তারপর দেখুন স্যার, এটা ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা নয়, ৫ই মে, ১৯৬০, এস্. ডি. ও. চন্দননগর বলেছেন:

In connection with your complaint about the happenings in Golapmohini Girls' School at Singur an enquiry is scheduled to be held by me.

অথচ উনি বলছেন ১৯৫৯ সালে এনকোয়ারী হয়ে গেছে। অবশ্য ম্যাজিষ্ট্রেট বি. ডি ও.-কে দিয়ে যে এনকোয়ারী করালেন সেটা তিনি বললেন, কিন্তু ১৯৬০ সালের ৫ই মে-এর পর এস. ডি. ও. যে চিঠি দিলেন তাতে এনকোয়ারী হোল না এবং তার কারণ হোল রাইটার্স বিলডিংস-এ আঙ্কেল বসে আছে। এই হোল গোলাপমোহিনী গার্লস স্কুলের কাহিনী এবং সেই জন্যই বলছি যে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের একটু অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত ছিল—এতখানি অজ্ঞতা নিয়ে মন্ত্রিত্ব করা চলে না।

তারপর শিক্ষাক্ষেত্রে এঁরা কি করেছেন সে বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমি আপনার কাছে অন্যান্য ষ্টেটের একটা লিষ্ট পড়ে শোনাচ্ছি। যুগান্তর কাগজে ১৮।৬।৬০ তারিখে লিখছে—সর্বস্তরে বিনা বেতনে শিক্ষা—মহারাষ্ট্র সংবাদ—"যাহাদের বার্ষিক আয় ১২০০ টাকার কম, রাজ্যের এই রকম সকল লোকই সন্তানদের সর্বস্তরের শিক্ষা বিনা বেতনে দিবার সুযোগ লাভ করিবে।" তারপর দিল্লী:

Statesman, August 25, 1960 লিখছে: On the 24th August Rajya Sabha passed a Bill to provide for free and compulsory education for children in the Union Territory of Delhi. The Bill now goes to Lok Sabha.

তারপর আনন্দবাজার পত্রিকা ২৫।২।৬১ তারিখে লিখছে:—"মাদ্রাজ সরকার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য তিন রকম সুবিধার ব্যবস্থাযুক্ত যে পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা অন্যান্য

রাজ্যসরকারগুলিও যাহাতে গ্রহণ করেন সেই মর্মে ভারত সরকার তাহাদের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন (এই ব্যবস্থা হইল পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও ইনসিওরেন্স)। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী উক্ত সংবাদ প্রকাশ করেন ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ সাল।” তারপর আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭।২।৬১ তারিখে লিখছে:—মাদ্রাজে সমস্ত ছাত্রছাত্রীই পঞ্চম মান পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা করিবার সুযোগ পায় এবং দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা ৮ম মান পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ পায়। তাহা ছাড়া তপশীলী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্ররা ৮ম মানের পরেও অবৈতনিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। মাদ্রাজের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে শুধু বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীই নয়, দরিদ্র পরিবারের সকল ছাত্রছাত্রীই এখন হইতে সেখানে একাদশ মান পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে। “আশা করি মাদ্রাজ সরকার থেকে যাহা করা হইল অন্যান্য রাজ্যও তাহাতে অনুপ্রাণিত হইবে।” তারপর অমৃতবাজার পত্রিকা লিখছে:

The Government of Mysore has stolen a march over other States by deciding to give free secondary education to children whose parents' earnings do not exceed Rs. 100 per month. তারপর 1st September, 1960, Statesman পত্রিকা লিখছে: Mr. Singh, Chief Commissioner, Pondicherry, announced on the 31st August that High School education for girls in Pondicherry has been made free.

স্যার, এত কথার পরও কি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর মনে একথা ভেবে পুলকের সঞ্চার হবে যে তাঁরা অনেক দূর এগিয়েছেন? অবশ্য এটা ঠিক যে আমাদের দেশে লেখাপড়ার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যদি অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনা করে দেখি তাহলে দেখব যে পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে পজিসন হচ্ছে লাষ্ট বাট্ ওয়ান এবং যেটা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় নিজেও তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে ছিলেন—অর্থাৎ লাষ্ট বাট্ ওয়ান।

তারপর এঁদের মিস্‌এ্যাপ্রোপ্রিয়েশন সম্বন্ধে চোখে আঙুল দিয়ে কাটমোশানে দেখিয়ে দিয়েছি।

কিছুকাল পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং মুখ্যমন্ত্রী বললেন কাটমোশান যা আছে এবার থেকে তার উত্তর পাওয়া যাবে। আমরা ১ মাস আগে যদি পাঠিয়ে দিই লিখিতভাবে উত্তর পাওয়া যাবে। আমি আনন্দিত হলাম যে এই কাটমোশানগুলি আবার আসছে বছর রিপিট করব এবং আবার তার উত্তর পাব। চাঁপাডাঙ্গা হাইস্কুলের টাকা সেক্রেটারী গাঁড়া মারল—তার জাজমেন্ট কোট করেছিলাম, তার তো উত্তর পেলাম না। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় গোলাপবন্ধু, গোলাপে মত্ত হয়ে গেলেন—আধা সত্য আধা অসত্য। কিন্তু যেটা চেয়েছিলাম সে উত্তর পেলাম না। আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে চন্দননগরে একটা স্কুল আছে, মহেশডাঙ্গা ফ্রি প্রাইমারী স্কুল, তার কমিটির সেক্রেটারী হচ্ছেন যিনি প্রেসিডেন্ট, একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, তস্য তনয়। তিনি কংগ্রেস সদস্য। সেখানে সিনেমার চ্যারিটি শো হল—সেই চ্যারিটি শোয়ের টিকিটে সিরিয়াল নাম্বার নেই অথচ বিক্রি করা হল। সেটা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রিপোর্টেড হল। তারপর ছুটো সিনেমা শো হল। তারপর এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ থেকে এনকোয়ারী হল—তার ভেতর দেখা গেল ব্যাপার রয়েছে। তারা রিপোর্ট করল, পাবলিক প্রোসিকিউটারের কাছে সেই কেস গেল। পাবলিক প্রোসিকিউটর বললেন দিস ইজ এ ট্যানজিবিল কেস এবং একে এ্যারেষ্ট করা যায়। তাকে এ্যারেষ্ট করা দূরের কথা, তার গায়ে হাত দিচ্ছে না। তার লোক আছে, তিনি একজন কংগ্রেস এম. এল. এ. এখানকার সদস্য। তার সম্বন্ধে আনন্দবাজার লিখেছিলেন—তার ইনফ্লুএন্স হচ্ছে ফ্রম ভদ্রেশ্বর টু ত্রিবেণী, তার গায়ে হাত পড়ল না। কাজেই আমি বলব এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলে যেটা নিয়ে এসেছেন নিয়ে আসুন কিন্তু এটা শুধু এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল নয়, মিসএ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিল।

Shri Jyoti Basu :

স্পীকার মহাশয়, আমার বলার কিছু ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু শ্রীযতীন চক্রবর্তী যে প্রশ্নটা তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী তার মধ্যে উঠে ইণ্টারভিন করায় একটু গোলমাল হয়ে গেল। সেজন্য আমি একটা প্রশ্ন করছি, আশা করি সেটার উনি জবাব দেবেন, সেটা হচ্ছে মেট্রোপলিটন অথরিটি এই যে একটা বিল আসবে বলে এখানে আমাদের নোটিফাই করা হয়েছিল তাহলে ডিপার্টমেণ্টে নিশ্চয়ই এই রকম বিলের কিছু খসড়া তৈরি হয়েছিল ? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এই রকম একটা রিপোর্ট বেরনতে মানুষ শংকিত হচ্ছে, সেটা যদি absolutely imagination হয়ে থাকে তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু যুগান্তরে এটা বেরিয়েছিল। W.H.O.'র সমস্ত বক্তব্যের উপর সরকার যেটা কমেণ্ট করেছেন তার মধ্যে একটা জায়গায় বলছেন :

The State has undisputed power to repeal the local Government Ac and thus to abolish all existing local Governments and to assume to itsell to exert the title to all their public properties and responsibilities ol whatsoever character without any from of payment or guarantee. This is inherent in the constitutional powers of the State. Having done this, the State will also be constitutionally competent to assign these properties to any public agency, State or local, which it might in its wisdom decide to establish.

সব নিয়ে নিতে পারে। আপনি জানেন চারিধারে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে ইলেকসান হচ্ছে, সেজন্য মানুষ শংকিত আছে। জল আসবে, sweage হবে এটা আনন্দের কথা, সেটা আমরা সমর্থন করব। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের এত দিনের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা যদি কেড়ে নেওয়া হয় সেজন্য লোকে শংকিত হচ্ছে। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই যে এটা কতদূর হয়েছে। উনি বললেন কনসেপসান হয়েছে—এখনও জন্ম হয়নি। কাজেই একথা বললে চলবে না। Still-born child—ছেলে হবে, না, মেয়ে হবে কিছুই আমরা জানি না—একথা উনি বলতে পারেননি, অথচ উনি স্কীমটা ফাদার করেছেন। সেজন্য বলছি এটা সে সম্বন্ধে উনি যেন বলে দেন যাতে আমরা শংকিত না হই। যে সুপ্রীম বডি হবে তাদের কতটুকু পাওয়ার থাকবে এবং এখন যারা আছে তাদের কতটুকু পাওয়ার থাকবে, না কি সমস্ত কেড়ে নেওয়া হবে এ সম্বন্ধে উনি কি ভাবছেন এবং এইটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। আশা করি উনি এটার জবাব দেবেন।

[6-10—6-20 p.m]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, some very important questions have been raised in connection with this Bill by Shri Bankim Mukherjee. I will answer them but before that I think I should clear the atmosphere by making a statement about the Metropolitan Board. I have said here before that the question of improving the water supply—and I hope my friend Shri Jatin Chakravorty will listen to me and also will trust that what I am saying is correct and will not impute untruth into my statement—the question of improving the water supply, drainage and sewerage of Calcutta was considered not now but several years ago. Sir, we have been groping in the dark to find out a solution. We approached the Government of India and the Government of India asked the World Health Organisation to come here and examine the whole situation. The World Health Organisation after going round the area felt that the question of water supply to Calcutta cannot be separated from the question of water supply of the neighbouring municipalities, because they all depended upon the Ganges water for their water supply. Even the sub-soil water is almost common as between different municipalities in that area. Therefore, they in their report suggested that there shou'd be an authority established by the Legislature to give power to the authority to make sufficient

enquiries and to take certain actions before they could take up the scheme for improving the water supply. That was the *conception I was talking* of. They also said that until the authority is given by the Legislature for making enquiries into different areas, we will have no power or authority to make practical schemes. And, therefore, at that decision we drafted a scheme for the information of the Metropolitan Board. In the meantime the West Bengal Development Corporation conceived the idea of having a township near Calcutta about which we have heard a great deal and they produced their own schemes When we sat down to consider the draft Bill of which notice was given that it may be placed before the House during this session of the Legislature, we found a certain number of difficulties, because if there are two bodies, one responsible for increasing the township or establishing a township and the other for the purpose of improving the source of water supply, drainage, sewerage, etc., then we felt that there would be a certain amount of clash between these authorities. Therefore, when we approached the Ford Foundation, not we, the Government of India also approached the Ford Foundation to find out a solution, they said not to put in this Bill at all at the present moment, because they felt that a newer approach may be taken for the whole thing. Therefore, I said that so far as the draft of the Metropolitan Board is concerned, the Metropolitan Authority Bill is concerned, it was conceived, but nothing has happened and we are not going to put in that scheme in the form in which the World Health Organisation has put in. It is true that in the beginning the World Health Organisation was in consultation with the Health Department of the Government of West Bengal who are also concerned with water supply and a discussion took place between the WHO and the Health Committee. But when the matter came up before us, before the Council of Ministers, we at first felt that we must yield to the suggestions of the World Health Organisation, but later on the matter was not pursued. At any rate at no point of time was there any idea that this authority will have any control over the activities of any municipalities except in the matter of water supply, sewerage and drainage.

There is no idea that this Authority will replace the municipalities. The municipalities will retain their own individuality. They will only obtain water from the sources shown by the World Health Organisation and also arrange for the sewerage and drainage according to their scheme. The question of authority over the municipalities has never been raised by the World Health Organisation ; it had never been conceived by us either. It is only with regard to certain functions of these municipalities, namely, with regard to water supply, drainage and sewerage that the question arose. I hope my friend Shri Jatindra Chakravorty for once will believe that everything outside his own sphere is not a suspect. Sir, he congratulated himself for his reference to the I. G. of Police regarding the issue of licence for revolver. Sir, his reference is entirely wrong. I met the Commissioner about 20 minutes ago. He said no order was given. I asked the Police Minister about it. He did not give any order. Now, Sir, the issue of licence for a revolver is usually done as a routine matter. We have the list of cases, etc., where the licence is to be issued. At any rate what Shri Jatindra Chakravorty has said is without any foundation. Now, I leave Shri Jatin Chakravorty for a moment and reply to other things.

My friend Shri Bankim Mukherjee has raised several issues. One issue is—I remember he raised it last year—about the discussion of the cut motions about the Demand for Grants. As you know, Sir, many of them

are not even moved. I can tell my friend Shri Bankim Mukherjee that if the cut motion is important the department concerned always reply to it, because it gets a chance to reply to the charge. The difficulty, as I have pointed out earlier, is that there is no time to move the cut motions. Therefore, I would make a suggestion to him. You know, Sir, the cut motions are of three types—one is about the question of policy, the other is to ventilate a local grievance and the third is an economic cut with regard to a particular item. A member may approach the subject from one of these three points. With regard to the second-group—local grievance—this forms the bulk of the cut motions. For instance, under General Administration there were as many as 300 cut motions and 78 or 80 p. c. of them are about local grievances. These motions are given for the sake of the constituencies of the members. Now, the suggestion that I was going to make is that cut motions regarding the local grievances if they are given in time and provided they are backed by facts and provided also that they are considered reasonable by the office, will be printed and the replies also will be printed. For this will satisfy us that we have made enquiries and it will also show how the action is proposed to be taken.

[6-20—6-31 p.m.]

I can assure you that Government are as anxious as any member either of the Opposition or of the Congress side that this demand should be met. You will find that even today when you are supposed to discuss only the broad questions of policy, we have heard more of local grievances than anything else—somebody's money has not been paid, some remission has not been given and so on. If those things are left out, we are left with cut motions regarding policy. They must come in the course of the debate, but the total number of such motions that could be moved will be very limited and we could usefully discuss the question of policy in the House. With regard to the economy cuts, I think they will be few in number.

With regard to the suggestion of Shri Bankim Mukherjee that you get the replies on the cut motions that are already made and circulate them to us so that we can discuss them in the next Budget session, I may say that that cannot be done because this must be done in the same session in which cut motions come.

The next question is about the Estimates Committee. Sir, my friend thinks that I am absolutely obtuse with regard to a particular question. I do not elaim to be obtuse—I deny that charge. Sir, if you look at the ntroduction of the Estimates Committee both in the House of Commons as well as in the Parliament here, you will find that there are always two opinions about its utility. I will just read out a few sentences from Mukherjea's Parliamentary Procedure in India : "Although there is some probing and check on departmental expenditure by the Estimates Committee and there is a necessity for the setting up of a machinery for securing due economy in expenditure, it seems to have been the opinion of the Committee on National Expenditure of 1943-44 that for a variety of reasons thc Estimates Committea was not considered to provide a satisfactoy solution to the main problems. The Committee in its Eleventh Report said that although the House had been successful in setting up machinery capable of securing that money is spent only upon the objects for which it was voted, the House had not succeeded in devising satisfactory permanent machinery

to secure due economy in the National Expenditure."—Among other things the reasons given are: First, the task is too big. Secondly—and this is a very pertinent approach—the handicap imposed by the form in which estimates are presented—one of probable cash requirements only and not of the actual cost of any particular scheme. In the estimate, we put down Rs. 50 lakhs for a building. That is only an estimate. The Estimates Committee says—it should not be 50 lakhs, it should be 40 lakhs. But what is the basis of their calculation? As you know, after an estimate is sanctioned by the Legislature, the department concerned issues tender forms, accepts the lowest tender and then makes certain suggestions. Now, those things will not come up for discussion by the Estimates Committee at the time when the Estimates Committee is formed and it goes into the particular estimate. Thirdly, the Estimates Committee has no professional assistance.

Then it goes on to say: "Although the Estimates Committee in theory secures parliamentary control over the estimates, the apparent advantages and the possible results of its work are reduced to a minimum, because of the proportion of similar ground covered by the Public Accounts Committee ." "Even in the case of the advantage which is nominally secured by the examination of the Estimates Committee of a particular year's estimates, two years before the Public Accounts Committee examine the expenditure of the money provided on those estimates, the benefits are more apparent than real; for the expenditure of any department is, as a rule, of the same type from year to year and the review by each committee must be mainly a review of the application of continuing principles..."

"It would, therefore, be only in the case of new classes of expenditure that the examination in this respect by the Estimates Committee would be actually in advance of that of the Public Accounts Committee, and the probable results to be achieved in such cases would be proportionately small." Therefore, although theoretically you may think that there should be some other arrangement by which the control of the Legislature should be exercised on the money that is being given by the Legislature for the different purposes, it will not in fact be very much useful.

In this connection, another question has been raised, viz., according to the arrangements made by the Government of India, what happens if you allow any State to have any undertaking in the public sector. I believe Shri Bankim Mukherjee and his friends are very keen on having everything in the public sector. Now we can have it in the public sector either in the form of a company or in the form of a corporation. With regard to corporation, generlly the corporation asks for a replica of the Acts that are passed in the Central Legislature like the Electrification Act, Transport Corporation, and so on and so on. Now, with regard to company, let me tell my friends that under the new Companies Act whenever there is a Government Company—which means any compay in which not less than fifty-one percent. of the share capital is held by the Government—what happens is that the "Central Government shall cause a general annual report on the working and administration of this Act to be prepared and laid before both Houses of Parliament." That is so far as the Centre is concerned. Then it says, "In addition to the general annual report the Central Government shall cause an annual report on the working and affairs of each Government company to be prepared and laid before both Houses of Parliament together with a copy of the audit report and any comments

upon it by the Comptroller and Auditor-General of India." It also provides that every Government company must have its accounts audited by the Auditor-General, and the audit report is sent to the company. Then it says, "Where any State Government is a member of a Government company, the annual report on the working and affairs of the company, the audit report, and the comments upon or supplement to the audit report referred to in sub-section (1) shall be placed by the State Government before the State Legislature or where the State Legislature has two Houses, before both Houses of that Legislature." This is the contiol that has been given under the new Companies Act. The position is that if Government is engaged in an industrial enterprise, it is not likely to achieve any result at a comparatively cheap cost compared with what a company can, because there are various rules and regulations which interfere with the discharge of the functions of the industrial concern. It is better to have an industrial enterprise which is in the form of a company in which Government has got more than fifty-one per cent. of the share capital. But the question is, how far can the Legisla'ure exercise any influence over the proceedings of this company. The report has to be placed before the Legislature and the Legislature can discuss it. But more than that I do not believe that the Estimates Committee would be able to give any help.

There was one question that Shri Bankim Mukherjee was placing before the House very emphatically. He said, "We do not want these foreigners to come here. We have suffered most." I hope he concedes that he or his party are not the only people who have suffered from foreign domination. We also have suffered. We know how to meet the challenge. But the point is...............

[At this stage the guillotine bell rang.]

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the West Bengal Appropriation Bill, 1961, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1, 2 & 3

The question that Clauses 1, 2 and 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Schedule

Toe question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy. Sir, I beg to move that the West Bengal Appropriation Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. tomorrow.

Adjournment

The House was accordingly adjourned at 6-31 p.m. till 3 p.m. on Thursday, the 23rd March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Unstarred Questions

(to which written answers were laid)

Polytechnic Institutions in West Bengal

44. (Admitted question No. 49.) **Shri Ananga Mohan Das:** Will ıe Hon'ble Minister in charge of the Education Department be pleased › state—

(ক) এই রাজ্যে কয়টি Polytechnic Institution আছে এবং তাহাদের location কি ;

(খ) উহাদের প্রত্যেকটিতে কতজন করিয়া শিক্ষার্থী নেওয়া হয় ;

(গ) উক্ত institutionগুলিতে কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় ;

(ঘ) উক্ত শিক্ষায়তনগুলিতে ভর্তি হইতে হইলে প্রার্থিগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যপক্ষে কি হওয়া দরকার ;

(ঙ) শিক্ষার্থিগণ শিক্ষাকালে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য সরকারের নিকট পাইয়া থাকেন কি ; এবং

(চ) পাইয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত ?

The Minister for Education (The Hon'ble Rai Harendra Nath ıaudhuri):

(ক) এবং (খ) বর্তমানে ষোলটি Polytechnic চলিতেছে। ইহা ছাড়া পাঁচটি নূতন Poly-:hnic স্থাপিত হইতেছে এবং উহাতে এখনও ছাত্র ভর্তি হয় নাই। Polytechnicগুলির :ation ও ছাত্র ভর্তির সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :

Polytechnicগুলির নাম।		ছাত্র ভর্তির সংখ্যা।
যাদবপুর, কলিকাতা	....	১৮০
খিদিরপুর, কলিকাতা	....	১৮০
বেলুড়, হাওড়া	....	১৮০
বেলঘরিয়া, চব্বিশ-পরগণা	....	১৮০
হুগলি	....	১৮০
বর্ধমান	....	১৮০
সিউড়ি, বীরভূম	....	১২০
কৃষ্ণনগর, নদীয়া	....	১৮০
জলপাইগুড়ি	....	১৮০
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর	....	১৮০
পুরুলিয়া	....	১৮০
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ	....	১৮০
আসানসোল, বর্ধমান	....	৮০
বি, টি, রোড, কলিকাতা	....	৫০
বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া	....	১৮০
স্কুল অফ্ প্রিন্টিং টেকনলজী	....	৬০
উত্তর কলিকাতা		খোলা হইতেছে।
বেড়াচাঁপা, চব্বিশ-পরগণা		"
মালদহ		"
বালীগঞ্জের নিকট		"
কল্যাণপুর, বর্ধমান		"

(গ) সাতটিতে L.C.E., L.M.E., L.E.E. ও Draughtsmanship Course, ছয়টিতে L.C.E., L.M.E., ও L.E.E. Course, একটিতে L.M.E., L.E.E. ও Mining Engineering Course এবং একটিতে Foreman training (L.M.E. Course), একটিতে Printing Technology.

(ঘ) School final বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ অথবা Junior Diploma Course-এর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র।

(ঙ) পাইয়া থাকেন। [(চ) প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য।]

(চ) (১) প্রত্যেক Polytechnic-এ শতকরা ১০ ভাগ ছাত্র বিনা বেতনে পড়িতে পারেন।

(২) বাৎসরিক ২৪০ টাকা হিসাবে ৩৬টি stipend ১২-টি Polytechnic-এর ছাত্রদের দেওয়া হয়।

(৩) যাদবপুর Polytechnic-এর ছাত্রদের বাৎসরিক ২০০ টাকা হিসাবে ৩৬-টি stipend দেওয়া হয়।

(৪) বর্ধমান Polytechnic-এ শতকরা ১০ ভাগ ছাত্রকে ৩০০ টাকা করিয়া stipend দেওয়া হয়।

(৫) বিষ্ণুপুর Polytechnic-এর ১০ ভাগ ছাত্রকে বাৎসরিক ৩৬০ টাকা করিয়া stipend দেওয়া হয়।

(৬) Birla Institute of Technology, কলিকাতাতে অর্ধেক ছাত্রকে মাসিক ৪০ টাকা হিসাবে প্রথম ২ বৎসর ও মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে শেষ ১ বৎসর stipend দেওয়া হয়।

(৭) Refugee ছাত্ররা Refugee Rehabilitation Department হইতে stipend পায়।

(৮) ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার Polytechnicগুলিতে কয়েকটা merit scholarsh দেন।

Election of Panchayats in Bagnan police-station

45. (Admitted question No. 163.) **Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Local Self-Government and Panchayats Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, হাওড়া জেলার বাগনান থানার দুইটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক এলাকাতে এই বৎসর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় নাই ;

(খ) সত্য হইলে, কি কারণে ঐ পঞ্চায়েত নির্বাচন বন্ধ করা হইল ; এবং

(গ) কবে বা কোন্ সময়ে ঐ নির্বাচন হইবে ?

The Minister for Law and Local Self-Government and Panchayats (The Hon'ble Iswar Das Jalan) :

(ক) ইহা সত্য নহে যে, বাগনান থানায় দুইটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের নোটিস দেওয়া হইয়াছিল।

(খ) এই প্রশ্ন উঠে না।

(গ) এখনও স্থির হয় নাই।

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Thursday, the 23rd March, 1961 at 3 p.m.

Present:

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 11 Deputy Ministers and 196 Members.

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance.

[3—3-10 p.m.]

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir, may I have your permission to make statements on matters of public importance.

Mr. Speaker: Yes.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: Sir they relate to certain calling attention notices given by honourable members, which could not have been disposed of earlier.

With your permission, Sir, I make the following statements.

Regarding the alleged activities of Missionaries belonging to the Gaya-Ganga Church in Terai, which was raised by Sri S. N. Majumdar I would like to make the following statement.

It is not correct to say that the Missionaries belonging to the Gaya-Ganga Church are interfering with trade union activities in the Terai tea gardens. On the contrary, the tea garden labourers are now reported to have been disillusioned with the leadership of some trade union leaders. It was at the incitement of certain leaders that some labourers resorted to violent activities on the 27th July, 1960, when one clerical assistant of Sahabad tea estate was mercilessly beaten by them. They were prosecuted in court and convicted. It may be that the Christian laboureres look for spiritual guidance to the missionaries of the Gaya-Ganga Church who are running a hospital and a school for the welfare of the tribal labourers but this is far from saying that the Missionaries are interfering in the legitimate trade union activities of the labourers.

Sri Deo Prakash Rai raised the question of recording of the mother tongue of the Nepali-speaking people by Census enumerators of Siliguri and Jalpaiguri. Necessary enquiries have been made in this matter. It is not at all correct that during the census operations, enumerators of Siliguri and Jalpaiguri forcibly recorded Hindi as the mother tongue of the Nepali-speaking people in spite of their protest. I may add that enumerators had the strictest instructions to record the mother tongue as declared by the person enumerated, and it is not at all a fact that any enumerator recorded the mother tongue of Nepalis as other than that declared by them in the course of enumeration.

Regarding the question raised by Sri Haridas Mitra as to the death of a rickshaw-puller named Lalu Shaw on the 14th March, 1961, in the Tollygunge area, I would like to say that there are two rival unions of cycle rickshaw-pullers plying in the Tollygunge area under the jurisdiction of the West Bengal Police. One of the two unions has its office located in front of the Tollygunge Tram Depot. The rival union wanted to set up an office there and this was resisted by the other union. This dispute was the immediate cause of a clash between the two unions on the 13th March, 1961. A case was started at Tollygunge Police Station on the complaint of the Secretary of the union. A member of the other union also lodged information at Tollygunge Police Station stating that the member of his union had been intimidated by the Secretary of the first union.

On the same date when the aforesaid clash occurred, two persons hired two cycle rickshaws from the stand on Russa Road South (under the West Bengal Police area) on the pretext of going to Kalabagan Bazar and from there to Bangur Hospital. When they were proceeding along Prince Anwar Shah Road and had crossed Kalabagan Bazar, the cycle rickshaw-pullers were directed to go along Prince Baktiar Shah Road. After they had gone a little distance along this road, three persons suddenly appeared and said that the rickshaws would not be allowed to proceed further. Thereupon the rickshaw-pullers turned back. Suddenly one of the three persons, it is alleged, assaulted one of the rickshaw-pullers named Mahadeb Manik. Mahadeb started running away leaving his cycle rickshaw there. Simultaneously, the assailants started assaulting the other rickshaw-puller named Lalu Shaw. The hue and cry raised by Lalu Shaw attracted the attention of the local people. Some of them came out and finding a person running away chased him and secured him with the help of other people. It was thereafter discovered by them that Lalu Shaw was lying unconscious with head injuries. He was removed in an unconscious state to Bangur Hospital where he succumbed to his injuries at 11-55 p.m. on the following day. A case under sections 326/114/302, I P. C., has been started by Tollygunge Police Station in this connection. Some persons have been arrested and investigation is proceeding.

As regards the incident at the crossing of Phears Lane and New C. I. T. Road on the 26th February, 1961, referred to by Dr. Narayan Chandra Roy, I want to make the following statement:

On the 26th February, 1961, at about 5-15 p. m. the Officer-in-charge, Bowbazar Police Station, went out with one Head Constable and three constables in the Thana vehicle for roundingequp bad characters from Giri Babu Lane and Phears Lane. The police found about 30 hawkers squatting at the crossing of Phears Lane and new C. I. T. Road with their wares spread on the carriageway. The police under the supervision of the Officer-in-charge administered a warning to them for obstructing the carriageway and the pavement as it was also the duty of the police to see that public streets and pavements were kept free for circulation of pedestrian and vehicular traffic. The small police party in which only one constable had a lathi was immediately surrounded by the hawkers and other members of the public. Some mischief-mongers pelted a few stones at the police party and the Thana truck. The police party chased the mischief-mongers who fled through the neighbouring lanes and bye-lanes. There was a stampede, as a result of which the undermentioned persons

received minor injuries. The police personnel did not charge the hawkers with lathi and, as a matter of fact, none of the persons receiving injuries was a hawker:—

(1) Abdul Hakim, aged 48 years, was a clerk of a Muktear at Bankshall Court;

(2) Abdul Gafur, aged 50 years, a Sardar of coolies in the Dock area.

(3) Shamim, a boy of 12 years.

(4) Sk. Tuphil Ali, aged 45 years. He was the son of late Deodar Bux, proprietor of In d n Carbon Brass Manufacturing Co.

(5) Moulana Md. Ibrahim, aged 35 years, of 8, Srinath Babu Lane.

No vendor was arrested by the police and no eatables or fruits were seized by the police. A case under sections 147/336, I. P. C., has been instituted against unknown culprits and no arrest has been made so far.

[3-10—3-20 p.m.]

Mr. Speaker: I have refused my permission to the individual calling attention matters. The Hon'ble Minister has made the statement under rule 346.

Laying of the statements of estimated capital and revenue receipts and expenditure of the West Bengal State Electricity Board for the years 1960-61 and 1961-62.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I lay before the Assembly the Statements of estimated Capital and Revenue Receipts and Expenditure of the West Bengal State Electricity Board for the years 1960-61 and 1961-62.

Allegation against the recording of Hindi as the mother tongue of people in Siliguri.

Shri Deo Prakash Rai: Sir, I want to hand over to you names and addresses of people who had been forced to enter Hindi as their mother tongue for necessary action.

(The honourable member handed over the list to Hon'ble Speaker)

Government Business.

Financial.

Supplementary Estimate for the year 1960-61.

Mr. Speaker: The discussion and voting of Supplementary Demands will continue up to 6-30 p. m. Thereafter I shall put the Demands to vote. After that the discussion on the West Bengal Appropriation Bill (No. 2) will be taken up.

Demand for Grant No. 1.

Major Head: 4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 8,000 be granted for

expenditure under Grant No. 1, Major Head "4—Taxes on Income othe than Corporation Tax and Estate Duty" during the current year.

Demand for Grant No. 2.

Major Head : 7—Land Revenue.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : Sir, on the recommendatioi of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 47,000 be granted foi expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" durin the current year.

Demand for Grant No. 3.

Major Head : 8—State Excise Duties.

The Hon'ble Syama Prasad Barman : Sir, on the recommendatioi of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1, 24,000 be granted foi expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties' during the current year.

Demand for Grant No. 6.

Major Head : 11—Registration.

The Hon'ble Jagannath Kolay : Sir, on the recoommendatioi of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 89,000 be grante for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration" durin the current year.

Demand for Grant No. 14.

Major Head : 25—General Administration.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendatio of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 22.21,00 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—Genera Administration" during the current year.

Demand for Grant No. 15.

Major Head : 27—Administration of Justice.

The Hon'ble Jagannath Kolay : Sir, on the recommendation of th Governor, I beg to move that a sum of Rs. 5,51,000 be granted fo expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—Administration o Justice" during the current year.

Demand for Grant No. 16.

Major Head : 28—Jails.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay : Sir, on the recommendation of th Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,07,000 be granted for expendi ture under Grant No. 10, Major Head "28—Jails" during the current year.

Demand for Grant No. 17.

Major Head : 29—Police.

The Hon'ble Kali Pada Mukherjee : Sir, on the recommendation c the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 30,96,500 be granted fo expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during th current year.

Demand for Grant No. 18.

Major Head : 30—Ports and Pilotage.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,46,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage" during the current year.

Demand for Grant No. 19.

Major Head : 36—Scientific Departments.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head "36—Scientific Departments" during the current year.

Demand for Grant No. 20.

Major Head : 37—Education.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,04,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year.

Demand for Grant No. 27.

Major Heads 43—Industries—Industries, etc.

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 43,94,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" during the current year.

Demand for Grant No. 32.

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes.

The Hon'ble Bhupati Majumdar : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6 00,000 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" during the current year.

Demand For Grant No. 33

Major Head : 47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes, etc.

The Hon'ble Abdus Sattar : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 6 55,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes, etc." during the current year.

Demand for Grant No. 34.

Mojor Head : 50—Civil Works.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Sir, on the recommendation of the Governor, I beg tomove that a sum of Rs. 14,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50—Civil Works" during the current year.

Demand for Grant No. 35.

Major Head: 54—Famine.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 5,35,41,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" during the current year.

Demand for Grant No. 36.

Major Head: 54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 16,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year.

Demand for Grant No. 37.

Major Heads; 55—Superannuation Allowances and Pensions, etc.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,11,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Heads "55—Superannuation Allowances and Pensions—83—Payments of Commuted Value of Pensions" during the current year.

Demand for Grant No. 38.

Major Head: 56—Stationery and Printing

The Hon'ble Bhupati Majumdar: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2,78,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year.

Demand for Grant No. 39.

Major Head: 57—Miscellaneous—Contributions

The Hon'ble Jagannath Kolay: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 11,35,100 be granted for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—Miscellaneous—Contributions" during the current year.

Demand for Grant No. 40.

Major Head: 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 1,25,80,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year.

Demand for Grant No. 47.

Major Head: 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 2 be granted for expen-

and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during th current year.

Demand For Grant No. 50.

Major Head : Loans and Advances by State Government

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, on the recommendatio of the Governor, I beg to move that a sum of Rs. 94,72, 00 be granted fo expenditure under Grant No. 50, Majar Head "Loans and Advances b State Government" during the current year.

Mr. Speaker: A large number of cut motions are outside the scop and some of the cut motions have mentioned about policy. I lay all thes things on the Table. If the members like, they can see them—it will tak a long time. All these cut motions have been disallowed by me. Th rest of the cut motions are taken as moved.

Please insert the following wherever the rider 'A' occurs below :

A Sir, I beg to move that the demand of Rs. 47,00,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" durin the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda	A
" Rama Shankar Prasad	A
" Mihirlal Chatterjee	A
" Sunil Das	A

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 1,24,00C for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties' during the current year be reduced by Rs. 100.

Please insert the following wherever the rider 'B' occurs below:

B Sir, I beg to move that the demand of Rs. 22,21,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu	B
" Ganesh Ghosh	B
" Dasarathi Tah	B
" Sunil Das	B

Please insert the following wherever the rider 'C' occurs below :

C Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,07,000 fo expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" durin the current year be reducod by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta	C
" Ajit Kumar Ganguli	C

Please insert the following wherever the rider 'D' occurs below :

D Sir, I beg to nove that the demand of Rs. 30,96,500 for expenditur under Grant No. 17, Major Head "26—Police" during the curren year be reduced by Rs. 100.

Shri Bhupal Chandra Panda	D
" Ajit Kumar Ganguli	D
" Dasarathi Tah	D
" Sunil Das	D

Shri Sunil Das : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,04,27,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 43,94,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 6,00,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" during the current year be reduced by Rs. 100.

Please insert the following wherever the rider 'E' occurs below :

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 14,69,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50—Civil Works" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Niranjan Sengupta	E
,, Bhupal Chandra Panda	E
,, Ajit Kumar Ganguli	E
,, Phakir Chandra Ray	E

Please insert the following wherever the rider 'F' occurs below :

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 5,35.41,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu	F
,, Ajit Kumar Ganguli	F
,, Saroj Ray	F

Please insert the following wherever the rider 'G' occurs below :

Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2,78,000 for expen-
G diture under Grant No. 38, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year be reduced by Rs. 100.

Shri Chitto Basu	G
,, Sunil Das	G

[3-20-3—30 p. m.]

Shri Ganesh Ghosh : Sir, I beg to move that the demand of Rs. 2 for expenditure under Grant No. 47, Major Head "82-B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by 1 Naya Paisa.

Shri Ganesh Ghosh :

মিঃ স্পীকার, স্যার, যে ভাবে সাপ্লীমেন্টারী এষ্টিমেট পেশ করা হয়েছে আমরা তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই সাপ্লীমেন্টারী এষ্টিমেটে যে টাকা খরচ হয়েছে তার পরিমাণ দেখে এবং যে সব যুক্তি দেখান হয়েছে সেগুলি এত লঘু যে সে কথা বিবেচনা করে আমার একথা মনে হয় যে যেন বাজেট তৈয়ারী করার সময় আমাদের মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্যরা যথেষ্ট বিবেচনা

করেন না, আজকে কেহই ভাবেন না কারণ অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি কোন যুক্তিই নয়। আমি আপনাকে ২।১টা কথা শুধু বলতে পারি মিঃ স্পীকার, স্যার, যে মেন বাজেট যখন প্রেস করা হয়াছিল তখন মেন বাজেটে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী ছিল সেটা হচ্ছে প্রায় ৮৯ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা, আর এই অতিরিক্ত বাজেটে দাবী করা হয়েছে ১২ কোটী ৬ লক্ষ টাকা—মানে প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ টাকা দাবী করা হয়েছে। এই যে এত বিরাট পরিমাণ টাকা দাবী করা হয়েছে এর তো কোন যুক্তিসংগত কারণ দেখানো হয়নি। ফ্লাড রিলিফের জন্য টাকা দাবী করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ফ্লাড হয়ে গেছে—ডিভাষ্টেটিং ফ্লাডে পশ্চিমবাংলার একতৃতীয়াংশ জলে ডুবে গিয়েছিল, বহুলোক যথেষ্ট দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। তারজন্য যে একটা সাষ্টেও রিলিফের প্রয়োজন আছে একথা কি মন্ত্রীদের মনে হয়নি? আমার মনে হয় মনে হয়নি। সেজন্য অন্যান্যবার ফেমিন খাতে যে টাকা ধরা হয়েছিল এবার মেন বাজেটে তার চেয়ে কম ধরা হয়েছে এবং সাপ্লীমেণ্টারী বাজেট করবার বেলা অতিরিক্ত টাকা ধরা হয়েছে। জেনারেল য়্যাডমিনিষ্ট্রেশানে যে কারণে টাকা ধরা হয়েছে সেই কারণ তো নূতন কিছু নয়। সেই কারণগুলি ঠিক এক বছর আগে যখন মেন বাজেট পেশ করা হয়েছিল তখন জানা ছিল, তবে কেন এরকম করে প্রায় ১৪ পার্সেণ্ট অব দি টোটাল এক্সপেণ্ডিচার যেটা মেন বাজেটে দেয়া হয়েছিল সেই টাকা চাওয়া হচ্ছে? এতে মনে হয় যে তাঁরা যথেষ্ট চিন্তাটিন্তা করেন না। সামান্য একটু চিন্তা করে তাঁরা বাজেট পেশ করেন এবং তারপরে আবার ঐরকম ভাবে সাপ্লীমেণ্টারী এষ্টিমেট দেন।

এই যে কথাগুলি বললাম—খুব লঘু কথা নয়। আপনি দেখবেন মেডিকেল ও পাবলিক হেলথ্ বাজেটে গেল তিন বছরে যে টাকা ধরা হয়েছিল, তা তাঁরা খরচ করতে পারেননি। অনেক টাকা রয়েছে—একথা ইন্‌ডাষ্ট্রিতে, একথা এগ্রিকালচারে·· সুতরাং খুব যে চিন্তেটিন্তে করে তাঁরা বাজেট করেন, তা এ থেকে মনে হয় না। অথচ এই বাজেট খুললেই দেখবেন পুলিশ খাতে, জেনারেল য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান খাতে প্রত্যেক বারেই বেশী বেশী টাকা বরাদ্দ হয়। মেন্ বাজেটে দেওয়ার সময় পুলিশ খাতে টাকা কম রাখা হয়, আর এডুকেশান ও সোসিয়াল সার্ভিস খাতে বেশী ধরা হয়। কেবল এত পার্সেণ্টেজ, এত পার্সেণ্টেজ বলে দেন। তারপর সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে পুলিশের নামে অনেক টাকা নেন। এবারে পুলিশের নাম করে ৩০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে এবং যে টাকা চাওয়া হয়েছে, তার খুব যুক্তিও নাই। প্রত্যেক পার্টিকুলার গ্রাণ্ট নিয়ে দু-একটা কথা রাখবো। জেনারেল য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান খাতে যে ২২ লক্ষ ২১ হাজার টাকা বেশী দাবী করেছেন, তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি কারণ দেখিয়েছেন, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে—লার্জার এক্সপেনসেস অন টুরস অফ মিনিষ্টারস।

আচ্ছা, ১৯৫৯ এ একটা ডিভাষ্টেটিং ফ্লাড হয়েছিল, তাতে নিশ্চয়ই এত লক্ষ লোকের ক্ষতি হল, ⅓ অংশ পশ্চিমবাংলার জলে ডুবে গেল। মন্ত্রীমহাশয়রা সেজন্য অনেক ঘুরেছেন। সেই সময় নিশ্চয়ই এই অজুহাত দেখান হয়নি। এত লার্জার এক্সপেনস অন টুরস অফ মিনিষ্টারস বলে য়্যাড-মিনিষ্ট্রেশান খাতে বেশী টাকা চাওয়া হয়নি। এবার তা চাওয়া হচ্ছে। এর অর্থ তো কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি স্পীকার মহাশয় যদি কিছু বোঝেন তো বলে দিন। আমার মনে হচ্ছে আসছে বছর ইলেকসন্ হচ্ছে, তার জন্য টুর অফ দি মিনিষ্টারস বেশী হচ্ছে। সেই ইলেকসন্ এর ব্যাপার যদি না হয়, তাহলে মিনিষ্টাররা অন্য আর কি কারণে টুর করছিল?

আমরা আগেও বলেছি এই বাংলায় য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান হচ্ছে টপ্ হেভি য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান, এটা মোটেই টপ্‌লাইট য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান নয়। বাংলার বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে কত মন্ত্রী, কত উপমন্ত্রী, তাঁরা কত টাকা খরচ করেন, তা তুলনামূলকভাবে প্রমাণ করে ডাঃ রায় সেকথার জবাব দেননি। তিনি এ্যাণ্টিসিপেট করে জবাব দিয়েছিলেন যে মোটেই এই য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান টপ্ হেভি নয়;

টপ্ লাইট য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান। ভারতের অন্যান্য কংগ্রেস শাসিত রাষ্ট্রের মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী তুলনায় আমাদের এখানে তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। সেদিন দুজন রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। আমি তাঁদের সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করছি না বা তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধেও কিছু বলছি না। তাঁরা যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। আমি শুধু বলতে চাই এই য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান হেড-এ যাঁরা আছেন মন্ত্রী উপমন্ত্রীর খাতে টাকা প্রোপোরশনেটলি বেশী খরচ হচ্ছে। কংগ্রেস-শাসিত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানে মন্ত্রী উপমন্ত্রীর সংখ্যা বেশী। ডাঃ রায় তো নিজের হাতে অনেকগুলি পোর্টফোলিও রেখেছেন। এদুটো পোর্টফোলিও-ও ডাঃ রায় নিজের হাতে নিতে পারতেন। সংখ্যা বাড়িয়ে খুব বেশী এফিসিয়েন্সি বাড়বে—এ যুক্তি আমি বুঝতে পারছি না। আপনি স্পীকার মহাশয় কিছু বুঝতে পারছেন কি না জানিনা। তেমন কোন এমারজেন্সি তো আসেনি যে এত কাজ বেড়ে গেল যার জন্য দুজন উপমন্ত্রী নিযুক্ত করা প্রয়োজন হ'ল। এমনও তো হয়নি যে ফাইল ডিসপোজ অফ করবার জন্য এই মন্ত্রীদের দরকার! তবে এটা কেন হোল জানি না। আর তো দশমাস বাদে সাধারণ নির্বাচন! এই সামান্য কয়েক মাসের জন্য কেন এটা প্রয়োজন হলো? এটা আমার কাছে সহজবোধ্য মনে হচ্ছে না। অবশ্য যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না, তাঁদের সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান টপ্ হেভি। এই টপ হেভি য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান-এর খরচটার যাতে ইকনমি হতে পারে, যাতে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ কমতে পারে, তার জন্য একটা এসষ্টিমেট কমিটি করা দরকার। এসম্বন্ধে অনেকবার বলেছি। ডাঃ রায়ও সে সম্বন্ধে খুব বেশী শুনতে চান না। সে সম্বন্ধে আবার বলছি য়্যাডমিনিষ্ট্রেশান টপ্ হেভি, অনেক অপব্যয় হচ্ছে, এর অনেক ব্যয় কমান সম্ভব বলে আমি মনে করি। সে কথা আবার রাখছি —কেন এসম্বন্ধে একটি কমিটি করা হবে না—ডাঃ রায় যদি এর জবাব দেন, তাহলে আনন্দিত হব।

ফেমিন্ খাতে সাপ্লেমেন্টারী বাজেটে দাবী করা হয়েছে ৫ কোটী ৩৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, এবং এর কারণ দেখান হয়েছে, it has been necessitated by the flood of 1959, etc., অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের ফ্লাডের জন্য রিলিফ দেওয়া দরকার হবে। কিন্তু এ কথা কি এক বছর আগে মনে হয়নি? যখন মেন বাজেট দেওয়া হয়েছিল তখন ত এই কথা মনে ছিল। তখন এই ৫ কোটী ৩৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা সেই মেন বাজেটের মধ্যে ধরা হয়নি কেন? আজ কেন সাপ্লেমেন্টারী বাজেটে এইভাবে এত টাকা আনা হচ্ছে? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফেমিন্, ফ্লাডের জন্য অনেক লোকের দুঃখকষ্ট হচ্ছে, তাদের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ করা দরকার। এমনি করে সাপ্লেমেন্টারী বাজেটে এত হিউজ সাম কেন দাবী করা হচ্ছে? এটা আমার কছে অদ্ভুত ঠেকছে। ফেমিন খাতে ব্যয় করা হয়েছে ১৯৫৭-৫৮ সালে ২ কোটী ৯০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। আর ১৯৫৮-৫৯ সালে ৭ কোটী ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ৫ কোটী, ৯২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। বুঝলাম ১৯৫৯ সালে বন্যা হল, আর ১৯৬০-৬১ সালে দাবী করা হচ্ছে ২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা মাত্র। এটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে। আবার আজকে দেখছি সাপ্লেমেন্টারী বাজেটে দাবী করা হচ্ছে ৫ কোটী টাকা। এর অর্থ কি? রিলিফ অপারেশান-এর কথা আগেই মনে রাখা উচিত ছিল। ফ্লাডের পূর্বেকার যে টাকা অর্থাৎ ফ্লাডের আগে ১৯৫৮-৫৯ সালে এবং ১৯৫৯-৬০ সালে মোট ৭ কোটী টাকা দাবী করা হয়েছিল এবং রিলিফ অপারেশান-এর জন্য ফেমিন খাতে এবং ফ্লাডের পরে দাবী করা হয়েছে ২ কোটী টাকা এবং আজকে দাবী করা হয়েছে সাপ্লেমেন্টারী বাজেটে ৫ কোটী টাকা। এগুলি সম্বন্ধে কি কখনও কেবিনেটে প্রশ্ন তোলা হয়নি? [এ ভয়েস—কে, কাকে প্রশ্ন করবে?] এই ফেমিন খাতের হেডে, একটা কনটিনজেন্সীতে ১২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা দাবী করা হয়েছে। এই কনটিনজেন্সীর মধ্যে লেখা আছে "Salaries and Establishments—Pay of Officers." অর্থাৎ pay, establishments, allowances and contingencies প্রভৃতিতে এত টাকা রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে contingencyর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রিলিফ। আবার রু বুক খুললে

দেখা যাবে এই খাতে এলাউন্স, হনরারিয়াম এর অনেক কথা আছে। সুতরাং এই টাকা, সবটা রিলিফ আপারেশানে ব্যয় হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং বাজেটের সমস্ত বইগুলি উল্টে-পাল্টে দেখে মনে হচ্ছে ৩৫ পারসেন্টের বেশী খরচ হয়ে যাবে এডমিনিষ্ট্রেশনএর জন্য আর মাত্র ৬৫ পারসেন্ট টাকা রিলিফে দেওয়া হবে। এই যে রিলিফের থেকে ৩৫ পারসেন্ট টাকা খরচ হবে এডমিনিষ্ট্রেশনএর জন্য, এটা কখনই হওয়া উচিত নয়। আমাদের এখানে এষ্টিমেট কমিটি নেই, সেইজন্য এই রকম হয়। একটা এষ্টিমেট কমিটি করবার জন্য অনেকবার দাবী করা হয়েছে; কিন্তু, তা করা সম্ভব হয়নি। কারণ ডাঃ রায়ই ত নিজে এষ্টিমেট কমিটি। তিনি নিজে যা বলবেন, তাইতো হবে, এই রকম এষ্টিমেট হবে। তাই আমরা দেখি এই রকম সব ওলোট্ পালট্ হয়ে যায়। মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই ফেমিন রিলিফ খাতে দু-একটা কথা বলতে চাই। পশ্চিম বাংলায় বর্ত্তমান কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে পশ্চিম বাংলায় ফেমিন্‌টা একটা পারমানেন্ট ফিচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ জমিদারীকে একটা পারমানেন্ট ফিচার করে গিয়েছিলেন, আর আমাদের বর্ত্তমান কংগ্রেস মন্ত্রীরা এখানে ফেমিন-কে একটা পারমানেন্ট ফিচার করে গেলেন। বাজেট বইএর পাতা উলটালেই দেখবেন ফেমিন্। সুতরাং ওঁরা এখানে যতদিন থাকবেন, ফেমিনও এখানে ততদিন থাকবে। ওঁরা যেদিন থাকবেন না, সেদিন ফেমিন্‌ও বাংলা দেশ থেকে চলে যাবে।
(Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Excellent logic.)

[3-30—3-40 p.m.]

কথায় কথায় কেরলের কথা, কমিউনিষ্ট পার্টির কথা বলে ফেললাম। কিন্তু সেসব বলে লাভ কি? একবার সে কথায় আমি ডাইভার্টেড হতে চাই না। ডাঃ রায়ের হাসি এখনি তো বন্ধ হয়ে যাবে। গত বার বছর যাবৎ আপনি শাসন করছেন, ফেমিন খাতে যা দেখছি সারা পশ্চিম বাংলার বিরাট সংখ্যক মানুষকে একটা ভিখারী শ্রেণীতে আপনি পরিণত করেছেন। মানুষকে আপনি মানুষের মর্য্যাদা দিতে চান না। একটা ক্লাস অফ বেগার্স সৃষ্টি করেছেন, আর ডাঃ রায় তার জন্য আওয়ার গেড ফেমিন এবং টেষ্ট রিলিফ খাতে খরচ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে চলেছেন। কি রকম বাড়ছে দেখুন:—

১৯৪৮-৪৯ সালে	ছিল	৩৭,০০০
১৯৪৯-৫০ ,,	হল	১,০৫,০০০
১৯৫০-৫১ ,,	,,	১,৫১,০০০
১৯৫১-৫২ ,,	,,	২,৩৮,০০০
১৯৫২-৫৩ ,,	,,	৪,৫৬,০৬,০০০
১৯৫৪-৫৫ ,,	,,	৮,০০,২৭,০০০
১৯৫৫-৫৬ ,,	,,	২,৫৮,৩৫,০০০
১৯৫৬-৫৭ ,,	,,	১,৪৬,৩৪,০০০
১৯৫৭-৫৮ ,,	,,	১,৪৪,১৪,০০০
১৯৫৮-৫৯ ,,	,,	৪,৮৩,৭৭,০০০

এই টাকা টেষ্ট রিলিফে দিচ্ছেন। আপনারা টাকা নিয়ে ইলেকসনে খরচ করুন যেমন করে প্রফুল্লবাবু করেছিলেন তাঁর কনষ্টিটুয়েন্সিতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এই হচ্ছে এঁদের নীতি। ১৯৬০-৬১ সালে টেষ্ট রিলিফ খাতে খরচ করবেন ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। আপনি জানেন স্যার, যারা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, খেতে পায় না, সবাই তো টেষ্ট রিলিফে কাজ পায় না। শতকরা ৫০ জন কাজ পায় না। সুতরাং এই যে উত্তরোত্তর ৩৭ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে বেড়ে ৪ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা দাঁড়িয়েছে এর ডবল অফ দি পপুলেশান নিশ্চয়ই খেতে পায় না,—নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত অনশন-

গ্রস্ত। এই কি ক্রেডিট আপনাদের ? এই হল অজয়বাবুর গণতন্ত্র, ডাঃ বিধান রায়ের গণতন্ত্র, যাঁ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চাষী তারা সরকারের উপর নির্ভর করে থাকে। আর টাটা বিড়লার কথা বলি, এটা কথার কথা নয়। দুর্গাপুরে কি হচ্ছে ? টাকার দাবী করছেন ? উনি সেদিন বলেছিলেন সরকারী কারখানার কণ্ট্রোল এমেরিকানদের হাতে দিচ্ছে, উনি বুঝিয়ে বললেন যে শতকরা ২৬ আলটিমেটলি তাদের হাতে দেবেন। আমি বলি কেন এই ২৬ পারসেণ্ট প্রাইভেট সেক্টরে থাকবে ? পাবলিক সেক্টরে যে কারখানা হবে তার ২৬ পারসেণ্ট কণ্ট্রোল কেন প্রাইভেট সেক্টরে থাকবে ও পারটিকুলারলি কেন এমেরিকানদের হাতে থাকবে ? শুধু তাই নয়, দুর্গাপুর কারখানায় যে সমস্ত তৈরী হয়েছে কোক ওভেন প্রোডাকশান্, গভর্নমেণ্ট এজেন্সী মারফৎ বিক্রী হবে না, বিক্রী হবে করমচাঁদ থাপ্পর কোং মারফৎ। ইলেকট্রিসিটি তৈরী হচ্ছে কিন্তু গভর্নমেণ্ট এজেন্সি মারফৎ বিক্রী হবে না, সেটা ডি. ভি. সি. নেবে না, সেটা দেওয়া হবে ক্যালকাটা ইলেকট্রিসিটিকে। কলকাতায় নেবেন ৵০ ইউনিট আর বাইরে নেবেন ।৵০ ইউনিট—সারের কারখানার যা কিছু শ' ওয়ালেশ মারফৎ বিক্রী করা হবে। দুর্গাপুরে আর একটা হবে কুলজিয়ান কোম্পানী, ব্যাণ্ডেলে থারমল প্ল্যাণ্ট হবে, তার কন্সালটাণ্ট হিসাবে থাকবে, এবং টোটাল এক্সপেনডিচার যা হবে তার ৩৫ পারসেণ্ট তাদের দিতে হবে কমিশন হিসাবে। ৩'৫ পারসেণ্ট কমিশন দেওয়া হবে অর্থাৎ ৯০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্টের কাজ হচ্ছে, কোন জায়গায় কোন কোম্পানী এই রকম দাবী করেছে এবং সরকার কোন কোম্পানীর সর্ত মেনে নিয়েছেন। আর একটা সর্ত হচ্ছে এরজন্য যেসব যন্ত্রপাতি লাগবে সবই তাদের কাছ থেকে কিনতে হবে। তারা যে টার্মস দেবে তাতেই কিনতে হবে। অন্য দেশের বেটার টার্মস পেলেও কিনতে পারবে না। আমরা শুনেছি ডাঃ রায় এই সর্তেও নাকি রাজী হয়েছেন। আমরা সেটা জানতে চাই এটা ঠিক কিনা। স্পীকার মহোদয়, সেইজন্য বলছিলাম বাংলা দেশ দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়ে চলেছে, দরিদ্র হয়ে চলেছে তাতে কিছু যায় আসে না, তাদের শুধু এমেরিকান কনসরটিয়াম বেঁচে থাক, কুলজিয়ান কোম্পানী বেঁচে থাক, এটাই তাঁরা চান। আর এখানে যে দুইটি রাস্তা হচ্ছে—দুর্গাপুর এক্সপ্রেস হাইওয়ে এবং দমদম হাইওয়ে—এরজন্য বহু ধানের জমি নিয়ে নেওয়া হবে। এমনি করেই অজয়বাবু একদিন বলেছিলেন খাল কাটবার ব্যাপারে যে বঙ্কিমবাবু বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এর ভিতর দিয়ে কত নৌকা যাতায়াত করবে। যাতায়াত ত দূরের কথা, সেখানে এখন একটা নৌকারও পাত্তা নেই। শুধু কম্যুনিষ্টকে গালাগালি দিলে খালে জল আসে না। এবারও বহু লোক উদ্বাস্তু হবে। এই রাস্তার প্রয়োজন নেই। যেখানে রেল আছে সেখানে আবার রাস্তা কেন ?

Shri Mihirlal Chatterjee :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো। আমি একথা প্রথমেই বলতে চাই, বৎসর বৎসর একটা সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আমাদের হাউসে প্লেস করা হয় কিন্তু এই বৎসরের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট দেখে একটু আশ্চর্য্যবোধ করছি। এর কারণ সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে দাবীর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আপনি যদি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন ১৯৫৯-৬০ সালের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে দাবীর পরিমাণ মোট ছিল ৭ কোটী ৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই বৎসর, ১৯৬০-৬১ সালের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে সেই ৭ কোটী ৩ লক্ষর জায়গায় ১১ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাজেটের বৃদ্ধির সাথে সাথে উত্তরোত্তর সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইজন্য বাজেটের অ্যাকিউরেসী সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। গত বৎসর আমরা দেখেছি ভোটেড এ্যাকাউণ্টে যেগুলিতে মাত্র ৭ কোটী টাকা চাওয়া হয়েছিল এবার সেখানে ১১ কোটী টাকা চাওয়া হল। সেখানে ঐ বৎসর চার্জ্জড্ এ্যাকাউণ্টে দেখতে পাচ্ছি চাওয়া হয়েছিল ২৬ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, এই বৎসর চাওয়া হচ্ছে ৪২ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা। অর্থাৎ ভোটেড এ্যাকাউণ্টে ডিমাণ্ড বেশী, চার্জ্জড এ্যাকাউণ্টে ডিমাণ্ড বেশী। এইটাই হচ্ছে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের বিশেষত্ব। অর্থাৎ

ল বাজেটের সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের বৈষম্য বৎসরের পর বৎসর বেশী করে ধরা পড়ছে। বাজেট অ্যাকিউরেটলি তৈরী হয় না। Sir, nation-building departments এবং development department-এর জন্য যদি অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করতে হয় তাহলে আমরা আনন্দের সঙ্গে তা বরাদ্দ করে দেবো। কিন্তু প্রশাসনিক কাজের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটএ টাকা চাওয়া গভর্ণমেন্টের পক্ষে অন্যায়। গভর্ণমেণ্ট মূল বাজেট পেশ করার সময় কেন আগে থেকে ঠিক করতে পারেন না কত টাকা ব্যয় হবে বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কাজের জন্য? আজকে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে—কি দেখছি, দেখছি কতকগুলি বিভাগের জন্য যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেই টাকার বেশীর ভাগ দেখছি চাওয়া হয়েছে এডমিনিস্ট্রেশন পারপাস-এ।

[3·40—3·50 p.m.]

কোন্ ডিপার্টমেণ্টে কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে সেটা আমরা সরকারের মূল বাজেটে প্রত্যাশা করি। আমরা আশা করি একটা অ্যাকিউরেট অঙ্ক থাকবে বিভিন্ন বিভাগের জন্য, কিন্তু সেই রকম কোন অ্যাকিউরেট অঙ্ক সরকার আমাদের দিতে পারেন না। বছর প্রায় শেষ হবার কাছাকাছি এসে সরকার আমাদের কাছে বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রশাসনিক খাতে অতিরিক্ত টাকা চান। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে এগ্রিকালচার খাতে কোন দাবী নাই, ইরিগেশান্ খাতে কোন দাবী নাই, মেডিক্যাল খাতে নাই, ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে নাই, স্মল ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে একেবারে নাই, বিগ ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে দুটো টাকার অঙ্ক আছে—কল্যাণী স্পিনিং মিলের জন্য চাওয়া হয়েছে ১২।।০ লক্ষ টাকা, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর জন্য ৩১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট দেখে মনে হয় এই রাজ্যে কুটিরশিল্পের কোন গুরুত্ব নাই, এগ্রিকালচারের নাই, ইরিগেশানের নাই, ইণ্ডাষ্ট্রি বাবদ কোন সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট নাই, মেডিক্যালে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট নাই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা দেখছি, এইসব বিভাগের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান্ কষ্ট বেড়ে যাচ্ছে। গঠনমূলক কাজের জন্য এইসব বিভাগের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট নাই। জেলের জন্য গতবার ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছিল, আমরা ভেবেছিলাম এবছর চাওয়া হবে না, কিন্তু এই বছর চাওয়া হয়েছে ৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। এভাবে ওয়েলফেয়ার ষ্টেট গঠন করা যায় না, যতই সরকার ওয়েলফেয়ার ষ্টেটের গুণগান করুন না কেন। কোথায় আমরা ভাবি ওয়েলফেয়ার ষ্টেট হবে, ওয়েলফেয়ার ষ্টেটে আবগারী বিভাগের খরচ কমে যাবে, প্রহিবিশান এনফোর্স্‌ড হবে; তা নয়, তার পরিবর্তে আবগারী দপ্তরের জন্য সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে টাকা চাওয়া হয়েছে এবার ১ লক্ষ ২৪ হাজার, গতবার চাওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৪ হাজার। এভাবে এক একটা ডিপার্টমেণ্টের জন্য এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান্ কষ্ট দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমি প্রথমেই বলতে চাই, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে বেশী টাকা আমরা বরাদ্দ করার বিরোধী। স্যার, ল্যাণ্ড রেভিনিউ ব্যাপারের জন্য গেলবার কোন সাপ্লিমেণ্টারী ছিল না, এবার প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে— এজন্য আমরা খুশী হয়েছি। নূতন এম্ব্যাঙ্কমেণ্ট তৈরী, যে বাঁধগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে সেগুলি মেরামত করা এখন জমিদারের পরিবর্তে গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব। জমিদাররা এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করতেন না। এই দায়িত্ব এখন গভর্নমেণ্টের পালন করতে হলে তার জন্য টাকার প্রয়োজন এবং এটা যে কোন আকস্মিক প্রয়োজন তা নয়, আনফোরসিন এক্সপেণ্ডিচারের ব্যাপার নয়। আমরা ভেবেছিলাম ১৯৬০ সালের বাজেটে ভাঙ্গা এমব্যাঙ্কমেণ্টগুলি রিপেয়ার করার জন্য টাকা চাওয়া হবে, কিন্তু চাওয়া হয়নি, অরিজিন্যাল বাজেটে কোন টাকা চাওয়া ছিল না, আজ এসে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে ৪৭ লক্ষ টাকা চাচ্ছেন। আরেকটা বিষয় বলেই আমি শেষ করব। জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান্ খাতে আমরা দেখছি পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্টে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে—কি এমন জরুরী, ইমারজেন্সির কাজ এই বিভাগে করতে হয় যার জন্য এই টাকা চাওয়া যেতে পারে—এই টাকা কিসের জন্য? এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান্ চালাবার জন্য। আমি কোন মোটিভ ইমপিউট করতে চাই না—কেন বছরের শেষে এসে এভাবে টাকা চাওয়া হবে সেটা আগে থাকতে

জানতে দেওয়া হবে না? তারপর ইল্যুমিনেশান-এর জন্য পাবলিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান খাতে ২১ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে—রিপাবলিক ডেতে গভর্ণমেন্ট বিল্ডিং-এর সাজসজ্জার জন্য যে নরম্যাল খরচের ব্যবস্থা ছিল তাতে হল না? ইল্যুমিনেশানের জন্যে অতিরিক্ত বাজেট ব্যবস্থা করতে হবে ২১ হাজার টাকা। স্যার, আমাদের দেশ একটা তামাসার দেশে পরিণত হয়ে পড়ছে। রিপাবলিক ডের জন্য ২১ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়, অথচ আমাদের দেশে সাইকেলের উপর চেপে ছেলেরা স্কুল কলেজে যাবে তার জন্য ট্যাক্স দিতে হয় এক আনা করে! আমাদের লজ্জাবোধ করে একথা ভেবে যে, গভর্নমেন্ট এই ধরণের ট্যাক্স মকুব করতে রাজী নন। যেখানে সরকার মানুষের নিম্নতম দাবি পূরণ করতে পারেন না, সামান্যতম রিলিফ দিতে পারেন না, টাকার অভাবে টিউবওয়েল করতে পারেন না, কালভার্ট দিতে পারেন না, বাঁধে মাটি দিতে পারেন না, সেখানে রিপাবলিক ডেতে খরচের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ২১ হাজার টাকা চাওয়া হয় গভর্নমেন্ট হাউস ইল্যুমাইন করার জন্য—এর চেয়ে বড় তামাসা আর কি হতে পারে?

এই প্রসংগে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। পশ্চিমবঙ্গে আপার হাউসের কোন প্রয়োজন নাই। কাউন্সিলে বহু যোগ্য ব্যক্তি আছেন, তাঁরা সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে বিধানসভায় আসতে পারেন—সেই যোগ্যতা তাঁদের আছে। কেন জানি না লেজিসলেটিভ কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গে পোষণ করা হচ্ছে এবং একটি অকারণ ব্যয় বহন করা হচ্ছে। কাউন্সিল খাতে এই বছর অতিরিক্ত টাকার মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। কাউন্সিল একটি বাহুল্যবস্তু—এর কোন প্রয়োজন নাই।

যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে, প্রশাসনিক খাতে খরচ কমান উচিত—আশা করি আপনারা এই জিনিসটা একটু ভালো করে ভেবে দেখবেন। দি এক্সিইসটেন্স অব দি কাউন্সিল ইজ এ্যাবসোলিউটলি আননেসেসারী।

স্যার, আর একটা কথা বলে আমি শেষ করছি। আমাদের এই গভর্নমেন্টর অধিকাংশ খরচ আমি দেখছি গ্রামমুখী কিংবা গ্রামশিল্প নয়, শহরমুখী এবং বৃহৎ শিল্পমুখী। লোন্স এণ্ড র‍্যাডভান্সের ব্যাপারে আমরা জানি যে, গ্রামের লোক কৃষিঋণ, গরুক্রয় ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ বেশী পরিমাণে চায়। এই সকল ঋণের খাতে ১৯৬০-৬১ সালে ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। রিভাইজড্ এষ্টিমেটে দেখলাম ১৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে—অর্থাৎ ৭১ লক্ষ টাকা আরও বেশী খরচ হবে। কিন্তু আলটিমেটলি দেখছি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে মাত্র ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এই গভর্ণমেন্টের অনুরাগের অভিব্যক্তি গ্রাম কিংবা গ্রামশিল্পের দিকে নয়, শহরের দিকে, বড় বড় শিল্পের দিকে। আপনি লাল বাতি জ্বেলে দেওয়াতে আমি এখানেই শেষ করছি।

[3-50—4 p.m.]

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই অতিরিক্ত বাজেটে যে সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের দাবী করেছেন সেই সমস্ত ব্যয়বরাদ্দ দাবী করার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্য সরকারের যে শ্রেণীচরিত্র সেটা পুনরায় আমাদের সামনে প্রকাশিত হল। সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনার মূলনীতি সম্পর্কে আমি কিছু বলছি না তবে এই আলোচনার সূত্রপাত করার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত কয়েকটি জরুরী প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নের প্রতি আমাদের সরকার দৃষ্টি দেননি বা এখানকার অনেক সদস্য ওয়াকিবহাল হয়ে কিছু করেন না সে সম্পর্কে আপনার মাধ্যমে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আমি দেখলাম যে প্রশাসনিক যন্ত্রের যাঁরা উপরতলায় রয়েছেন তাঁদের বেতন বৃদ্ধি, ভাতা বৃদ্ধি, মন্ত্রীদের আরও বেশী পরিভ্রমণ করার সুযোগ ও সুবিধা ইত্যাদি ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য একটা বিরাট অঙ্ক ওখানে রাখা হয়েছে। অপর পক্ষে আপনার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেই সমস্ত অবহেলিত, অবজ্ঞাতদের প্রতি যাদের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, অথচ তাদের প্রতিই সরকারের চরম হৃদয়হীনতা ও

ঔদাসীন্য রয়েছে। স্যার আপনি জানেন যে বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার যোগাযোগ রক্ষা করে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে চৌকীদার এবং দফাদার শ্রেণী। আমি দেখলাম এখানে বাজেটের বরাদ্দের মধ্যে ৫০ হাজার টাকা রেখেছেন এদের জন্য। আপনি জানেন কিনা জানি না এই যারা গ্রামের চৌকীদার দফাদার তারা মানুষ কিনা, বরং আমার মনে হয় তারা দ্বিপদ ভারবাহী পশু। এ হেন কাজ নেই যা তাদের করতে হয় না। তাদের গ্রামাঞ্চলে যখন কাজ করতে হয় তখন দেখি তাদের প্রায় দেড় বর্গ মাইল অঞ্চল জুড়ে পাহারা দিতে হবে—শীতে কনকনে ঠাণ্ডা রাত্রে বা বর্ষাকালে শ্রাবণ মাসে তাদের পাহারা দিতে হবে। গ্রামে যাঁরা আছেন তাঁদের গতিবিধি সম্পর্কে থানার দারোগা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের রিপোর্ট করতে হবে। গ্রামের জন্ম-মৃত্যুর কথা তাদের রিপোর্ট করতে হবে। গ্রামের জন্ম ও মৃত্যুর সমস্ত তথ্য তাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যাদের উপর নির্ভর করে ভারতের পরিকল্পনা তৈরী হয় সেই পরিসংখ্যান তৈরী করার দায়িত্ব গ্রামীণ চৌকীদারদের। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এখানে আর এক শ্রেণী আছে তাদের বলে প্রোসেস সার্ভিস পিওন অর্থাৎ ট্যাক্স আদায় করতে হয়, সার্টিফিকেট জারী করতে হয়। আইডেন্টিফাই করার দায়িত্বও এদের। এই ভাবে থানা ও ইউনিয়ান বোর্ডে হাজির করার পরও বেসরকারী কাজ কিছু আছে। সরকারী অফিসার যদি কেউ গ্রামে যান এবং গ্রামের রাস্তায় তখন যদি কাদা থাকে তাহলে তাঁকে কোলে করে নিয়ে পার করতে হয় যাতে অফিসারের গায়ে কোন জায়গাতে কাদা না লাগে। এজন্য আমি আগেই বলেছি যে তারা মানুষ নয়, তারা দ্বিপদ ভারবাহী পশু। পশুর ক্লেশ নিবারণ করার জন্য সমিতি আছে, আইন আছে, সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এদের জন্য কোন কিছুই নেই।

কিন্তু এই যে মানুষ যাদের পশুর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, তাদের জন্য কোন দরদ, সহানুভূতি বা দুঃখ নেই। অবশ্য এটা যদিও তারা কোনদিন ভাবতেও পারেনি যে তাদের সম্পর্কে আলোচনা হবে বা তাদের কথা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্থান পাবে, কিন্তু আমি মনে করি তাদের সম্পর্কে আজ বিবেচনা করা দরকার। কেননা তারা কি পায় বা তারা কি অবস্থায় আছে তা আমরা দেখছি না। স্যার, ১৯৫৮ সালে পশ্চিম বাংলায় চৌকিদারের সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার এবং তাদের যে বেতন দেওয়া হয় তার পরিমাণ বছরে ২৯ লক্ষ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে একজন চৌকিদার বছরে ১০৭৲ টাকা অর্থাৎ মাসে বড়জোর ৯।১০ টাকা মাইনে পায়। তারপর এই বেতন সরকার এবং ইউনিয়ন বোর্ড যুক্তভাবে দেন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের অবস্থা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে অধিকাংশ ইউনিয়ন বোর্ডের যে আর্থিক সঙ্গতি তার মধ্যে দিয়ে তাঁরা চৌকিদারদের বেতন দিতে পারেন না এবং তার ফলে চৌকিদারদের উপবাসে থাকতে হয়। তবে এছাড়া তাদের আরও একটা অসুবিধা ভোগ করতে হয় এবং সেটা হোল সরকার যে ড্রাই ডোল দেন তা চৌকিদাররা পায় না কারণ তারা সরকারী কর্মচারী। তারপর সরকার তাদের যে ডি. এ. দেন তার পরিমাণ শুনলে আপনি অবাক হবেন—অর্থাৎ মাসিক ২৲ টাকা মাত্র এবং আরো অবাক হবেন যে সেটাও অনেক সময় আবার ধারে থাকে। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজ চিন্তা করে দেখুন যে এই হচ্ছে তাদের অবস্থা যারা সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে আছে এবং যারা হচ্ছে সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্র পরিচালনা করবার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং সরকারের বিরাট কর্মকেন্দ্রে যারা কাজ করে তাদের প্রতি এই যে অবহেলা দেখান হচ্ছে আমি এর তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা করি এবং দাবী করি যে এর প্রতিকার হওয়া উচিত। অবশ্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যদিও আপনারা তাদের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন—অর্থাৎ মাথাপিছু ২৲ টাকা—কিন্তু ২৭ হাজার চৌকিদারের জন্য এই টাকা খুবই কম বলে মনে করি এবং এ থেকে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাই যে উপরতলার কর্মচারী এবং ধনিক মালিক গোষ্ঠীর প্রতি তাঁদের যেমন সহানুভূতি রয়েছে ঠিক তেমনি চরম অবহেলা এবং ঔদাসীন্য রয়েছে সমাজের সর্বস্তরের নিম্নতম মানুষদের প্রতি। তারপর জবপুরেদের

কথায় বলব যে, একদিন একজন দুঃস্থা মহিলা আমার কাছে এসে বললেন যে আমার ছেলেটি হারিয়ে গেছে কাজেই তার একটা ব্যবস্থা করুন। ছেলেটির নাম হোল সুনীল চক্রবর্তী এবং সেই অনুসারে খোঁজ করে দেখলাম যে সে একটি ভ্যাগর‍্যান্ট ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে এবং খবর নিয়ে জানা গেল যে সে পাগল হয়ে গেছে। তখন আমি ছেলেটির চিকিৎসার কথা জিজ্ঞেস করায় তাঁরা বললেন যে এখানে আমাদের আয়ত্তে বহু পাগল আছে কিন্তু তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কোন সঙ্গতি আমাদের নেই। কিন্তু স্যার, এই যেখানে অবস্থা সেখানে আমরা দেখছি যে এই ভ্যাগর‍্যান্টদের উন্নতির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। যা হোক্, এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে শহরের এবং গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় যে সব ভবঘুরে বেড়ায় এবং যাদের আপনারা ভ্যাগর‍্যান্ট ক্যাম্পে নিয়ে যান তাদের কি চিরকাল ভবঘুরে হিসেবে রাখবেন বা ঐ রকম একটা বদ্ধ অবস্থায় রেখে পাগল করবেন, না, তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কোন ব্যবস্থা করবেন? শুধু তাই নয়, আরও জিজ্ঞেস করতে চাই যে, এই লোকগুলোকে বদ্ধ জায়গায় না রেখে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার যে সামাজিক দায়িত্ব আপনাদের আছে তা পালন করবার জন্য কোন পরিকল্পনা করেছেন কি? অবশ্য আমরা জানি তা নেই।

[4—4-10 p.m.]

এবং এই সমস্ত ভবঘুরেদের আপনারা ঐভাবে রাখতে চান। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি সরকারের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করি। যখন আমাদের এই রকম অবস্থা তখন দেখি ক্যালকাটা-দমদম সুপার হাইওয়ে করা হবে এবং তা করবার জন্য ৫৬ লক্ষ টাকা সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বরাদ্দ করেছেন। বড় বড় ভি. আই. পি. দের বিনা আয়াসে এখানে আসবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, দমদম এরোড্রোমে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা করবার জন্য এঁরা বিরাট পরিমাণ টাকা খরচ করতে চান আর সমাজের যারা নিপীড়িত, অবহেলিত এবং অবজ্ঞাত তাদের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখাবার জন্য যেখানে কথঞ্চিৎ অর্থ বরাদ্দ করা দরকার সেখানে কিছু নেই। আপনারা যত অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য খরচ করেন। আমার শেষ কথা হচ্ছে সরকার যদি মনে করেন অন্ততঃপক্ষে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্য দিয়ে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব তাহলে এতে আমাদের সমর্থন আছে। তা নাহলে যেভাবে একে এনেছেন তাতে একে সমর্থন করবার কোন কারণ নেই।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিম্যাণ্ড মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সে সম্বন্ধে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছি। প্রথমেই ধরুন আমাদের সঙ্গে যাঁর সব থেকে প্রীতিসম্পর্ক সেই কালীবাবুর ডিপার্টমেন্ট কর্পোরেশনের যে নির্বাচন আসছে এ সম্পর্কে একটা বিশেষ ডিসক্রিমিনেশান করছেন। স্যার, কংগ্রেসের যাঁরা মনোনীত প্রতিনিধি তাঁদের মাইক্রোফোনসহ গাড়ী চালাবার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে কিনা জানি না কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখছি কংগ্রেসের প্রার্থীরা লাউড-স্পীকার, মাইক্রোফোন সহযোগে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। অথচ আমরা যদি অনুমতি চাই তাহলে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। কাশীপুরের যিনি কংগ্রেস প্রার্থী তিনি ১৬ তারিখে লাউড স্পীকারসহ গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছেন। স্যার, ২২ তারিখে বড়বাজারের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের যিনি কংগ্রেস প্রার্থী তিনি গাড়ী লাউডস্পীকার নিয়ে বেরিয়েছেন। আজকে সকালবেলা সেই বড়বাজারের কংগ্রেস প্রার্থী লাউডস্পীকারসহ গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছেন। অথচ আমি গতকাল নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটি কমিশনারকে অনুরোধ করেছিলাম যে আমাদের ইউ. সি. সি.-র প্রার্থীদের সেই অনুমতি দেওয়া হোক। তিনি বললেন এই রকম অনুমতি তো কাউকে দেওয়া হয়নি। আমি জিজ্ঞাসা করতে

চাই এই রকম একটা ডিসক্রিমিনেসান কেন করা হচ্ছে এবং আমাদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে? স্যার, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে, আমি আপনার মাধ্যমে খগেনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে এই যে পাশে ১৩ তলা বাড়িটা আছে, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, যার জন্য আপনারা সাপ্লিমেন্টারীতে খরচ চাইছেন, সেখানে গেলে দেখবেন—খগেনবাবু জানেন কিনা জানি না—৪টা লিফট্ ১২শ ফ্লোর পর্যন্ত যেতে পারে। যেদিন থেকে লিফট্ বসান হয়েছে সেদিন থেকে এ পর্যন্ত কোনদিন ৪টা লিফ্‌ট ১৩ তলা পর্যন্ত যায় না। এই বাড়ীটায় সরকারের বহু বিভাগ আছে। আমাকে প্রায়ই ১১শ তলায় যেতে হয় কারণ সেখানে লেবার দপ্তরের অফিস আছে।

আপনি অবাক হয়ে যাবেন স্যার, যে মাঝে মাঝে ষ্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত ঐ রকম লম্বা লাইন পড়ে যায়, বিশেষ করে পিক্ পিরিয়াডে ১।।/২টার সময় যখন টিফিন শেষ করে তাঁরা যান। এতে কনসিলিয়েশনে অনেক দেরী হয়ে যায় এবং আমি স্বয়ং এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের বলেছি যে আপনারা অফিসের সময় কেন এস্কালকে রিপেয়ার করেন, বা যা কিছু করেন অফিস পিরিয়ডে কেন করেন? ৫টার পর তো করতে পারেন। সন্ধ্যার সময় করতে পারেন। কা কস্য পরিদেবনা। আপনি যেমন মন্ত্রী হয়েছেন আপনার অফিসারেরাও তেমন কর্মক্ষম। এবিষয়ে আপনি যদি অনুগ্রহ করে একটু মনোযোগ দেন তাহলে ভাল হয়। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর তো কোন বালাই নেই, তাঁর নিজের লিফ্‌ট আছে। এর পরে আমি একটু হরেনবাবুর সম্বন্ধে বলতে চাই। স্যার, হরেনবাবুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি একটু মুখ্যমন্ত্রীকে আনতে চাই, কারণ মুখ্যমন্ত্রীকে যদি না আনা যায় তাহলে কোন আলোচনাই চলে না। স্যার, ইউনিভার্সিটির জন্য উনি টাকা বরাদ্দ করেছেন কিন্তু আপনি জানেন সংবাদপত্রে প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে। রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট কনষ্টিটিউয়েন্সী থেকে সিনেটের যে নির্বাচন হবে তাতে কি বলছে। এক একটা বাড়ীতে ২০০/২৫০ করে রেজিষ্টার্ড করানো হচ্ছে। গতবার মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু ডাঃ সুবোধ মিত্র দেখি এই কাজ করেছেন। এবারে ভাইস-চ্যানসেলার হয়ে তাঁর একটু লজ্জা হয়েছে। এবার তাঁর ভাগনিজামাই ডাঃ বিবেকরঞ্জন সেন-গুপ্ত এই করে বেড়াচ্ছেন এবং এক জায়গায় ২০০/২৫০ করে রেজিষ্টার্ড করাচ্ছেন—এই জিনিষ চলছে। এ সম্পর্কে আজকে সরকারের পক্ষ থেকে এবং মুখ্যমন্ত্রী যদি দেখেন তাহলে ভাল হয়। কারণ অনেকেই তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং প্রিয় বন্ধু। সুতরাং এরকম দুর্নীতি যেন না হয়। আমাদের কাউন্সিলে যদি গ্রাজুয়েট কনষ্টিটিউয়েন্সী থাকে টেম্পোরারিয়াল ভোট দেবার সুযোগ থাকে, এই নীতি, প্রসিডিওর যদি থাকে তাহলে ইউনিভার্সিটিতে কেন প্রত্যক্ষভাবে গ্রাজুয়েট যাঁরা ভোটার তাঁরা ভোট দেবেন না? কাজেই এ সম্পর্কে একটা বিধিব্যবস্থা হোক।

Shri Niranjan Sen Gupta :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে ২।১টা কথা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট সম্পর্কে বলতে চাই। এবার প্রশাসনিক খাতে বহু টাকা অতিরিক্ত দাবী এই জায়গায় করা হয়েছে। জেনারেল য়্যাডমিনিষ্ট্রেসনে ২২ লক্ষ টাকা, জেলস্ ৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, সিভিল ওয়ার্কস এবং অন্যান্য খাতেও টাকা চাওয়া হয়েছে। আমি একটা প্রশ্নের অবতারণা করতে চাই, যদিও এটা জেলের প্রশ্ন, তবুও আমি ডাঃ রায়কে এটা জিজ্ঞাসা করতে চাই। কেননা তার একটা কথা আমি বলেছিলাম, আমিও একবার ডেপুটেসনে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। এই সভাগৃহে মাননীয়া পূরবী মুখার্জী বলেছিলেন যে কাকদ্বীপ, দমদম, বসিরহাট, জেসপ কোম্পানীর বন্দীদের কংসারি হালদার মহাশয়ের কেস হয়ে গেলে মুক্তি দেওয়া হবে, অন্ততঃ চিন্তা করা হবে। কংসারি হালদার মহাশয়ের কেস হয়ে গেছে। সে সব বন্দীরা ১০ বছর পর্যন্ত জেলে আছে। আজকে অবস্থার, পরিবর্তন হয়েছে। এই ধরণের বন্দী তো বাঙ্গালা এবং অন্যান্য স্থানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মুক্তি পেয়েছেন অথচ বাংলাদেশের সরকার এ সম্পর্কে নিশ্চুপ। আগে ডাঃ রায় বলেছিলেন যে কংসারিবাবুর

কেস হয়ে গেলে তাঁরা এবিষয়ে চিন্তা করবেন এবং পূরবী মুখার্জী মহাশয়াও এই হাউসে তাই ব ছিলেন। তাঁর কেস হয়ে গেছে, কংসারিবাবুর সাজা হয়েছে অথচ এ সম্পর্কে বাংলা সরকার বে জনমতকে এরকম অগ্রাহ্য করছেন এটা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি আপনার মাধ্যমে। আমা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে জেলখানায় প্যারোল প্রথা চলতি আছে, কয়েদীরা ছুটীতে যেতে পারেন ৭।১০।১৫ দিন কিন্তু আমার মনে হয় যে সুবিধা এই প্যারোল প্রথায় দিয়া থাকে সেই সুবিধাটা কয়েদীরা পাচ্ছেন না।

[4-10 – 4-20 p.m.]

অর্থাৎ একথা বলা হয়েছিল যে কয়েদীরা বহুদিন জেলে থাকার পরে তাদের গৃহপরিবেশে কয়েকদিন গিয়ে থাকলে তাদের খানিকটা মানসিক শান্তি ঘটবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। মাননীয়া পূরবী মুখার্জী মহাশয়াকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আজ পর্য্যন্ত কয়জন কয়েদী প্যারোল পেয়েছে এবং কিভাবে প্যারোল পেয়েছে? একথা জানা দরকার প্যারোল প্রথা সম্পূর্ণ কার্য্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে পুলিশের অনুমতি অনেক ক্ষেত্রে মেলে না। বিশেষ করে রাজনৈতিক কয়েদী যাঁরা—দমদম, বসিরহাট, কাকদ্বীপ প্রভৃতি জায়গার—তাদের বেলায় প্র্যাকটিক্যালি এই প্যারোল প্রথা চালু হয় নাই। দু-একজন মাত্র দু-চার ঘণ্টার জন্য বাইরে যেতে অনুমতি পেয়েছিল। আর একটা কেসে মাত্র ৭ দিনের জন্য বাইরে যেতে পেয়েছিল। এই ব্যাপারে আর সব আবেদন সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রীরা যে পন্থা নিয়েছেন এই ব্যাপারে, তারা বাইরে এসে তাঁদের শাসনকে নিন্দা করবে সে জন্য এই সব কয়েদীদের এঁরা ছাড়তে রাজী নয়, প্যারোলে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। পান্নাবাবু, গজেনবাবু ও অন্যান্য বন্দীরা জেলে বহুদিন ধরে থাকার ফলে তাঁদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু এখনো তাঁরা বিধানবাবুর কাছে মাথা নোয়ান নাই; বিধানবাবুকেও বলেননি আমাদের ছেড়ে দিন, আর কিছু আপনাদের বিরুদ্ধে করব না বা বলব না। তাঁরা বরং বলেছেন আমরা বাইরে গিয়ে আন্দোলন করবো। আমি ডাঃ রায়কে প্রশ্ন করতে চাই—তিনি একথা চিন্তা করেছেন কিনা?

বাইরে বহু কাগজ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জেল বিভাগে এই স্বাধীনতা কাগজ দেওয়া হয় না। অন্য সব কাগজ দেওয়া হয়। আমি শুনলাম রাজনৈতিক দলের কাগজ দেওয়া হয় না। বাইরের লোকে যখন সে সব কাগজ পড়তে পারে, তখন জেলের ভেতরের লোকেরা কেন তা পড়তে পারবে না। এর কারণ জানা দরকার। ডাঃ রায় কিছু বলবেন না। মাননীয়া পূরবী মুখার্জীকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ওটা ডাঃ রায়ের নীতি, আমার দ্বারা কিছু হবে না। ডাঃ রায়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই—কেন তাদের এসব দেওয়া হবে না?

তারপর আর একটি কথা বলতে চাই—সেটা হচ্ছে এই মন্ত্রীমণ্ডলীর হৃদয়হীনতা। কাকদ্বীপ প্রিজনারসরা বহুদিন থেকে জেলে আছে, একথা বহুবার এই হাউসে বলা হয়েছে। তারাও দাবী করেছে, আমরাও অনুরোধ করেছি সরকারের কাছে যে তাদের আলিপুর জেলে এনে রাখা হোক্, তাঁরা বলেছেন আমাদের স্বাস্থ্য খারাপ, আমাদের চিকিৎসা আলিপুরে এনে করা হয়, কিন্তু আলিপুরে রাখা হয় না। অল্প কয়েকজন কনভিক্টর, ৯ জন প্রিজনারস কাকদ্বীপের প্রিজনারকে এক জেলে রাখার প্রশ্ন বহুদিন থেকে উঠেছে; তারাও বহু আবেদন নিবেদন সরকারের কাছে করেছে। তবুও তাদের এক জেলে রাখা হয় না। কাউকে দমদমে, কাউকে মেদিনীপুরে, কাউকে আলিপুরে রাখা হয়েছে। একটা শান্ত পরিবেশে—তাদের জেল জীবন, মন্ত্রীমহাশয় বলতে পারেন, এমন কোন জীবন নয় যে আলাদা করে রাখতে হবে। কেন তাদের এক সঙ্গে রাখা হয় না? এটা আমরা জানতে চাই। পুলিসমন্ত্রী কালীপদবাবুকেও অনুরোধ করেছিলাম। তিনি গেলবার বলেছিলেন—তিনি করবেন, তাদের দরখাস্ত করতে দিন। আর এবার বলেছেন, পুলিসের ডি. আই. জি.-র মত নিয়ে নিন। অর্থাৎ ব্যাপার

হচ্ছে জেলখানায় দশ বছর থাকার পরে রাজনৈতিক বন্দীরা দেখছেন যে পুলিসের ডি. আই. জি.-র মতের যারা এই মন্ত্রীমণ্ডলী এখনো পরিচালিত হয়। আপনারা ক্ষমতায় বসে আছেন, আপনাদের কোন স্বাধীন মতামত নাই? ডি. আই. জি.-ই সব করবে, এর অর্থ কি হৃদয়-হীনতা নয়? এটা একটু চিন্তা করে দেখুন। এগুলি সম্বন্ধে জবাব ডাঃ রায়ের কাছ থেকে শুনতে চাই।

Shri Dasarathi Tah :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের এখানে মন্ত্রীমণ্ডলী যে মূল বাজেট উত্থাপন করেন, সেটা তাঁর ভোজনের ব্যবস্থা যদি বলা হয়, তাহলে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট, তার দক্ষিণা।

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কম সময়ের মধ্যে পুলিশ বাজেট এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন্ খাতে যে বরাদ্দ সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে এসেছে, আমি সেই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মন্ত্রীমণ্ডলীর। সেটা হচ্ছে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট আমাদের পিটুনী বাজেট কি না? অর্থাৎ আমরা হাতে কলমে তার কিছু পরিচয় পেলাম গত রবিবার দিন দুর্গাপুর গিয়ে। দুর্গাপুর লৌহ-নগরী, শিল্পনগরী হিসাবে খুব গৌরবের স্থল; সেখানে আমরা গিয়েছিলাম গত রবিবারে। সেই দুর্গাপুর শিল্পনগরীর একটা অংশে, যে জায়গায় সেখানকার স্থানীয় ৯টি গ্রামের অধিবাসীকে উচ্ছেদ করে পশ্চিম বাংলায় যে উদ্বাস্তু আছে, তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার কথা—'গোপাল মাঠে' যে পরিকল্পনা হয়েছে; সেখানে আজ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মধ্যে সেখানকার পুনর্বাসন সুষ্ঠু হয়নি। এবং যে সব প্রতিশ্রুতি সেখানকার অধিবাসীদের দেওয়া হয়েছিল, তা পালন না করার ফলে তাদের অবস্থা চরমে উঠেছে। তাই সেখানকার অধিবাসীদের দুর্দশা জানাবার জন্য সেখানে একটা সভার আয়োজন করেছিলাম, এবং সেই সভা শান্তিপূর্ণভাবে হবার কথা আশা করেছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় দেখলাম সেখানে। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মত ব্যক্তি যে সভায় উপস্থিত, সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে মিটিং হবে এটা আমরা সকলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু, সেই মিটিং আরম্ভ হবার একটু আগে, কোথাও কিছু ব্যবস্থা নেই, হঠাৎ জাতীয় পতাকা হস্তে জন কতক অতি আধুনিক খদ্দরধারী শ্লোগান তুললেন 'আমাদের নেতা আনন্দগোপাল মুখপাধ্যায়'। আমরা বললাম বেশ বাবা, তোমাদের নেতা আনন্দগোপাল মুখপাধ্যায়, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তোমাদের যদি কিছু বলবার থাকে পরে বলো। তারা তখন শ্লোগান দিতে দিতে পেনড়ালের অপর প্রান্তে চলে গেল, এবং সেখানে এমন গণ্ডগোল আরম্ভ করলো ও মিটিংএর অর্গানাইজার মগারাম ঘোষকে ছুরিকাঘাত করা হল, সে রক্তকলেবরে মারা গেল। সেখানে নানা রকম গোলমাল চলতে লাগলো। আমরা বললাম যে দলের হাতে দেশের শাসনভার রয়েছে, সেই কংগ্রেস দলের শ্লোগান নিয়ে এই রকম একটা নিরুপদ্রব, সভায়, যেখানে কোন প্রকার গোলমাল নেই, যেখানে একটি বিশেষ দলের নেতা উপস্থিত হয়েছেন, সেখানে এই রকম করা উচিত নয়। গোলমালের সীমা নেই, সেখানে ডাঃ ঘোষ অনেকক্ষণ দৃঢ়ভাবে অপেক্ষা করলেন, শক্ত হলেন, তারপর জনসাধারণও কিছুটা শক্ত হলেন এবং পুলিশও এসে উপস্থিত হল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আমি সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যাঁরা প্রথমে উপদ্রব করতে এলেন তার মধ্যে একজন হচ্ছেন খদ্দরধারী কনট্রাক্টার শচীকান্ত রায়' আর একজন হচ্ছেন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী রামদাস চাটার্জী। কংগ্রেসী রাজত্বে রামদাসের যে দম্ভ, তা তিনি সেখানে দেখিয়ে এলেন। সেই জিনিষের দিকে বিশেষ ভাবে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একজন হাবুল ঘটক, স্থানীয় লাবণ্য ঘটক তার দাদা, এই কয়জনে মিলে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলেন, যা বলবার নয়। আমাদের শান্তিপূর্ণ, নিরুপদ্রব সভাকে পণ্ড করবার জন্য নানা রকম অপচেষ্টা ও গুণ্ডামী করতে লাগলেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এত পয়সা খরচ করে যে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলেছেন, সেখানে অন্য গুণ্ডারা থাকতে পারে, কিন্তু যে দলের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত রয়েছে, যে দল আমাদের নেতৃত্ব করে, সেই দলের লোকের নাম নিয়ে

যে ভাবে হট্টগোল সেখানে হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। সেখানকার পুলিশ নিশ্চয় সেখানকার কংগ্রেস নেতাদের ভয় খায়। কারণ, সেখানে যে সমস্ত গুণ্ডা প্রকৃতির লোক সোজা এসে এই রকম উপদ্রব করলো, তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সাহস করেননি। আর একটা ঘটনার প্রতি আমি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে বর্দ্ধমান জেলায় রায়নাপুর থানায় বড়রমপুর ইউনিয়নে অনবরত ডাকাতি হচ্ছে। এমন সপ্তাহ নেই, এমন মাস নেই যে সেখানে ডাকাতি হয় না। সেখানে অভিযোগ হচ্ছে যেখানে ডাকাতি হল, সেখানে চুরি বলে লেখা হয়। এবং আজ পর্য্যন্ত সেখানে কোন উচ্চতর পুলিশ অফিসার উপস্থিত হলেন না। সেখানকার যে প্রেসিডেন্ট, তিনি একজন নামকরা দাগি। তাঁর বন্দুকের লাইসেন্স আছে, এবং এরকম বহু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে সেই জায়গায় ডাকাতরা সেখানে তাঁর কাছে আশ্রয় নিচ্ছে। সুতরাং, সেখানে যাতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়, তারজন্য নিশ্চয় ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

[4-20—4-30 p.m.]

Mr. Speaker : Shri Robin Mukherjee.

(At this stage Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay stood up.)

Point of personal explanation.

[**Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :** On a point of personal explanation, Sir, মাননীয় দাশরথিবাবু এখন গোপালনগর মাঠের কথা উল্লেখ করে তার সঙ্গে সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নাম জড়িত করতে চেয়েছেন। এটা দাশরথিবাবুর একটা অপপ্রচেষ্টা এবং তিনি তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য [Noise] আমাকে sentenceটা complete করতে দিন।

Mr. Speaker : আপনার নিজের personal explanation যদি থাকে সেটা বলুন।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay :

আমার নাম করে বলেছে, সেজন্য personal explanation দেবার আমার right আছে।

[Noise]

আমাকে sentenceটা complete করতে দিন। [Noise]

Shri Sudhir Chandra Ray Chaudhuri : Sir, you have allowed the member to say something. এটা কি হচ্ছে ?

Mr. Speaker : Will you please take your seat ?

Shri Sudhir Chandra Ray Chaudhuri :

দেখুন আমরা খুব ভদ্র ব্যবহার করি আপনার সঙ্গে। যখন দেখি আপনি মাত্রা ছাড়িয়ে যান তখন ডিগ্‌নিটি অফ দি হাউসের জন্য উঠে দাঁড়াতে হয়।

Mr. Speaker : You are committing a great mistake. I must hear what he says.

Shri Sudhir Chandra Ray Chaudhuri :

আনন্দবাবু সব কিছু বলার পর এখন একথা বলছেন।

Dr. Prafulla Chandra Ghosh :

আমি একটা কথা বলতে চাই ৫ মিনিটের জন্য যদি আপনি অনুমতি দেন। ওখানে যে মিটিং হয়েছিল তাতে আনন্দবাবু ছিলেন না, আমরা উপস্থিত ছিলাম। "আমাদের নেতা আনন্দ গোপাল বাবু কি জয়" যে কথা দাশরথিবাবু যে কথা বলেছেন তা সত্য। যেহেতু আনন্দবাবু উপস্থিত ছিলেন না তাই সত্য কি মিথ্যা তিনি তা বলতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জানি না। জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে ভদ্রলোক লাফালাফি করলেন তার নাম শ্রীশচীকান্ত রায়। তার কথা আমি নিজে জানি। আনন্দবাবু জানেন না, না জেনেই তিনি সাক্ষী দিচ্ছেন, আমি উপস্থিত ছিলাম, জেনে বলছি, নাম লিখে এনেছি। এখন সবটা হাউসকে বিচার করতে বলি।

Shri Robindra Nath Mukhopadhyay :

আমার বক্তৃতার বিশেষ কিছু নাই। আমি গত বাজেটের সময় মন্ত্রীমহাশয় খগেনবাবুকে আমার দুটি কাটমোশনএর জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু যেহেতু বক্তৃতা করিনি সেইহেতু তিনি জবাব দিতে পারেননি। যাই হোক আমি শুধু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডায়মণ্ড হারবার রোডের কথা। গত কয়েক বছর যাবৎ আলোচনা হয়েছে। একথা বলা হয়েছে যে সেটা স্যাংশন করে টাকা দেওয়া হয়েছে, বাজেটেও দেখছি। কিন্তু সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে এবারের বাজেটের সেটা হচ্ছে ঠাকুরপুকুরের ওপাশ থেকে বেহালা প্রপার—রিয়েল কনজেশন যেখানে সেখানে আগে হওয়া দরকার যা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে।

আমি এর প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি একথা আগের দিনও বলেছিলাম সুতরাং স্কোপের বাইরে হবে কি করে। এই কে. এফ. রেলওয়ে রোড পুরানো রাস্তা এবং সেদিক দিয়ে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই রাস্তার প্রয়োজনীয়তা আছে। যদিও এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের তবুও এটা একটা বাংলা দেশের রাস্তা এবং এই রাস্তার একটু সংস্কার করলে একটা ভাল রাস্তা হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই রাস্তার এখন বহু লোক তার বা জায়গা দখল করে নিচ্ছে। আরো দু' একটি রাস্তা যেমন ডায়মণ্ড হারবার রোড তার কতখানি অগ্রগতি হয়েছে। ঐদিকেও আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Shri Rama Shankar Prasad :

मिस्टर स्पीकर सर, जो स्प्लिमेन्ट्री बजट सदन के सामने उपस्थित किया गया है, इसमें माननीय भूपति बाबू का ध्यान उनके द्वारा उपस्थित सप्लीमेन्ट्री की ओर ले जाना चाहता हूँ। वह यह है कि अभी जो सप्लीमेन्ट्री दिखाया गया है, उसके अन्तर्गत ग्रान्सर्ड स्कीम के मुताबिक पैसा नहीं दिया जाता है। लैण्डलेस सीड्यूल्ड ट्राइब्स, और लैण्डलेस पीजेन्ट्स जमीन नहीं पाते बल्कि लैण्ड रिफार्म्स एक्ट के निर्देशानुसार सीड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन और जाति वाले नहीं खरीद सकते। मगर दुख है कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिला के अन्दर हजार-हजार बीघा जमीन विगत ४ साल के अन्दर वहाँ के दूसरे लोग खरीद लिए हैं। और इसके बारे में रीटेन आब्जेक्शन फाइल करने के बाद भी सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किया। यदि सरकार पक्ष के लोग सबूत चाहते हों तो जलपाईगुड़ी कोर्ट के अन्दर जाकर देखें इसका सबूत मिल जायगा।

[4-30—4-40 p.m.]

दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर्स लोग साल में एक बार दार्जिलिंग घूमने अवश्य जाते हैं। डा० राय साहब जब कालिंपोंग गए हुए थे तो उनसे कालिंपोंग हास्पिटल के बारे में कहा गया था। आपके गणतंत्र राज्य में सरकार द्वारा परिचालित कोई गवर्नमेन्ट हास्पीटल यहाँ नहीं है। जबकि ६ हजार रुपया और दो डाक्टर एक लाख पापुलेशन पर मिलना चाहिए। डा० राय से बार२ निवेदन करने पर भी यहाँ कोई सरकारी अस्पताल नहीं बन सका। यहाँ पर एक अस्पताल है मगर वह मिशनरी अस्पताल है। दूसरी बात में गर्ल्स स्कूल के बारे में बोलना चाहता हूँ। दुख की बात है कि आज-तक कालिंपोंग में एक भी गर्ल्स स्कूल गवर्नमेन्ट द्वारा स्थापित नहीं किया गया।

तीसरी बात जिसके संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ, वह यह है कि हमारे मंत्री लोग सियालदा स्टेशन होकर वेलियाघट्टा की ओर अवश्य जाते होंगे। कितनी शर्म की बात है कि सड़ी-गली झोपड़ियों में रिफ्यूजी लोग अस्पताल के चतुर्दिक और स्टेशन के आस-पास में निवास करते हैं। १३ वर्ष के कांग्रेसी राज्य में आज-तक रिफ्यूजी समस्या का समाधान नहीं हो सका। देश के अन्दर इस समस्या का बना रहना इस देश के लिए कलंक है। प्रफुल्ल बाबू यहाँ असेम्बली में आकर लम्बी२ बातें करते हैं। इनके लिए लाखों रुपया खर्च किया जाता है परन्तु आज भी रिफ्यूजी सियाल्दा स्टेशन के आस-पास जानवरों की भाँति रहते हैं। यहाँ से लेजाकर कहीं अच्छी जगह पर बसाने के लिए सरकार ने आज तक कोई प्रचेष्टा नहीं की। यदि सरकार द्वारा प्रचेष्टा होती है पुलिसों की संख्या बढ़ाने की और मंत्री लोगों की संख्या बढ़ाने की। परन्तु शरणार्थी समस्या जो बंगाल देश की एक गुरुतर समस्या बन गई है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता। सरकार यह नहीं सोचती कि कौन सा उपाय किया जाय जिससे शरणार्थी आदमी की तरह वास कर सकें। यदि रिफ्यूजी लोग किस दुर्दशा में रहते हैं, देखना चाहते हैं तो वेलियाघट्टा मेन रोड से मोटर पर जाँय तो मंत्री लोगों की नजर उनकी दयनीय अवस्था की उपर अवश्य पड़ेगी। लिहाजा रिफ्यूजी मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इनको पुनर्वासित करने का इन्तजाम करें।

इसके बाद में विमल बाबू के डिपार्टमेन्ट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कालिंपोंग में एग्रीकल्चर-डभलपमेन्ट एरिया है, वहाँ के लोग टेम्परेरी लीज होल्डर्स ने ज्वाइन्ट पीटीशन गवर्नमेन्ट के पास की। अपनी उचित माँग को सरकार के पास रखा। उन्होंने कहा कि वे खजाना देना चाहते हैं, किन्तु सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। सरकार इन लोगों के लिए आज-तक कोई इन्तजाम नहीं कर सकी। डभलपमेन्ट एरिया के टेम्परेरी लीज-होल्डरों ने मनि-आर्डर से खाजना भेजा परन्तु गवर्नमेन्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया।

गवर्नमेन्ट इनको हटाकर दूसरी जगह ले जानी चाहती है। किन्तु कहाँ ले जायगी कुछ भी मालूम नहीं है। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नमेन्ट को एक स्कीम दी थी। परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही गवर्नमेन्ट की ओर से भी कोई कांक्रीट प्रोग्राम नहीं रखा गया। यह पता नहीं चलता कि इस डभलपमेन्ट एरिया के लोगों को ले जाकर कहाँ बसाना चाहते हैं? वृटिश जमाने में भी ऐसी स्कीम होती थी जिसके द्वारा इस एरिया को डभलप करने बात सोची जाती थी। इसी एरिया में हमारे माननीय कांग्रेसी मेम्बर श्री कबीर साहब का भी प्लाट है। इसी डभलपमेन्ट एरिया के ८० परमानेन्ट लीज होल्डों जिसके यहाँ प्लाट्स हैं, गवर्नमेन्ट को रेभन्यू नहीं दे रहे हैं। वे अपने प्लाट्स को सरेण्डर करना चाहते हैं। परन्तु रेभन्यू डिपार्टमेन्ट न तो उससे बकाया खजाना ही वसूल कर रही है, और न तो उसकी तकलीफों को ही देख रही है। बार-बार निवेदन करने पर भी रेभन्यू डिपार्टमेन्ट कोई इन्तजाम नहीं कर सका। कबीर साहब से वहाँ का पोजीशन क्या है पूछ सकते हैं? उनसे वहाँ का इतिहास आप लोग पूछ सकते हैं, वे लोग बता देंगे। जो वर्षों से जमीन खरीदे हैं, वे क्यों छोड़ रहे हैं? लाखों रुपया खर्च करके वहाँ सड़कें बनाई गईं, उस एरिया को डभलप किया गया परन्तु वे इसको क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? किस मनोवृत्ति के कारण, किस मनोभाव के कारण वे अपने प्लाट्स को नहीं रखना चाहते हैं, सरकार पता लगा सकती है। बार-बार आवेदन कर भी सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकी। न तो कोई उचित इन्तजाम ही कर सकी। टेम्परेरी लीज होल्डर्स खाजाना देना चाहते हैं परन्तु गवर्नमेन्ट लेती नहीं। इसलिए यहाँ के टेनेन्ट्स बहुत दुखी हैं। और लीज होल्डर्स अपने प्लाट्स को गवर्नमेन्ट के पास सरेण्डर करना चाहते हैं। यही कहकर मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करना चाहता हूँ।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি বলব যে, পুলিশমন্ত্রীর কাছ থেকে যে বক্তৃতা শুনলাম তাতে আমার মনে হয় পুলিশ বিভাগের জন্য কিছুই দেওয়া উচিত নয়, কেননা তিনি আমার কলিং এটেনসন নোটিশ এর উপর ভুল খবরই যে শুধু দিয়েছেন তা নয়, গঙ্গারামপুর চা বাগানে করেন মিশনরীরা ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্টিভিটিতে হস্তক্ষেপ করছেন, আমি এটা বলেছিলাম ; কিন্তু তিনি খবর দিলেন শাহাবাদ চা বাগানের। যাই হোক, তাঁকে এই খবর কে দিয়েছে জানি না—এই বাগানও পুলিশ-প্রভাবান্বিত, সুতরাং তার এটা বুঝেরাং হয়ে গিয়েছে—শাহাবাদ চা বাগানের যে য়ুনিয়ন আছে সেটা কংগ্রেস-দলীয়। যাই হোক, এইরকম যদি সাভডিভিসনাল এডমিনিষ্ট্রেসন হয় তাহলে আমার মনে হয় এক পয়সাও দেওয় উচিত নয়। যাই হোক, এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, করেন মিশনরী বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ান মিশনরীরা বিভিন্ন চা বাগানের খ্রীষ্টান শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন-এ যোগদান করা থেকে বিরত থাকার জন্য ভয় দেখায়। আমার কথা হল, ধর্মের নামে ট্রেড ইউনিয়ন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, ধর্মের নামে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এটা গর্হিত সন্দেহ নাই, এছাড়াও এর একটা সিনিসটার সিগনিফিকান্স আছে। তাই আমি শ্রমিক কল্যাণ দিকে লক্ষ্য করে

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই ব্যাপারের প্রতি। এবং শুধু তাই নয়, আমি যে খবর পাচ্ছি— তাঁরা চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারদের ইনফ্লুয়েন্স করে খ্রীষ্টান শ্রমিকদের আলাদা কাজ দিচ্ছে, অখ্রীষ্টান শ্রমিকদের আলাদা কাজ দিচ্ছে এসব। জিনিস চা-বাগান সমূহে চলছে। মিশনারী অ্যাকটিভিটিস থেকে ভারতবর্ষে বিশেষ বিপদের কারণ আছে বলে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট মিশনরী অ্যাকটিভিটিস সম্পর্কে তদন্ত করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারও এসম্পর্কে খোঁজ করেছিলেন। আজকে এইসব মিশনরীই ট্রাইবাল এরিয়াতে শ্রমিকদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে—তাই আমি দেখতে চেয়েছিলাম এটা বুমেরাং হয়ে গিয়েছে—ঐ রিপোর্ট কে দিয়েছে আমি জানি না, আশা করি কালিপদ বাবু একটু জেনেশুনে বলবেন এরপর থেকে। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে তাঁদেরই রেজলুসন রয়েছে,—দুঃখের বিষয়, ঐ ইউনিয়ন আমাদের পক্ষের ইউনিয়ন নয়, এটা কংগ্রেসের ইউনিয়ন। এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এবং বিশেষ করে এটা গবর্ণমেণ্টেরই স্বীকৃত নীতি, তাই কালিপদ বাবু কোন গুরুত্ব না দিয়ে যে ভাবে বলে গেলেন তাতে আমি আরো বেশী করে আশ্চর্য হলাম। কালিপদ বাবু যদি একটু ভাল করে খোঁজখবর নেন তাহলে খুশী হব।

তারপর, আমার বক্তব্য হচ্ছে জেল সম্পর্কে—জেলের বরাদ্দ, সেনিটেশন, জেল হসপিটাল, খাওয়া দাওয়া, কাপড় চোপড়, কয়েদীদের সঙ্গে ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছু ব্যাপারে বলার সময় নাই, তবুও ছোট একটা কথা বলব যে, কয়েদীদের সম্পর্কে প্রকৃত মানবিক দেখানোর ব্যাপারে এখনো যথেষ্ট ত্রুটি আছে—এই সম্পর্কে আমি সামান্য একটা দৃষ্টান্ত—শিলিগুড়ি সাবজেলে আমি বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলাম, ওঁরাই আমাকে মনোনীত করেছিলেন—সেখানকার কয়েদী ও বিচারাধীন বন্দীদের চা দেবার জন্য আমি সুপারিশ করেছিলাম—এর জন্য একটা স্পেশাল গ্রাণ্ট করার জন্য বলেছিলাম, কারণ পাহাড়ী অঞ্চলের লোকেরা চা খেতে অভ্যস্ত—দুবেলা সরকারী ব্যয়ে চা দেবার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনেক বলাকওয়ার পরও কিছুই হল না। তারপর গতবছর জুলাই মাসে আমি তাদের অবস্থা পরিদর্শন করতে যাই—তাঁরা বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত ঘরের লোক—তাঁরা বিশেষ করে আমাকে বলেন চায়ের ব্যাপারে একটা কিছু করে দেবার জন্য—তখন আমি মন্ত্রীমহাশয়কে চিঠি লিখি, তিনি তার জবাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু জবাবটা দিয়েছিলেন, আমি কি করব, শুধু পাহাড়ী জেলায় দেওয়ার অসুবিধা, আমি হেল্পলেস্। তাঁর কি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই?—আমি বুঝি না তিনি কি করে বল্লেন, শুধু পাহাড়ী জেলার জন্য আমরা কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করতে পারব না। তাই আমি জানতে চাই, এর নিয়মটা কি, কি ভাবে তার প্রয়োগ করবেন। শিলিগুড়ির পুরানো জেলে কনজেশন হয় বলে নতুন সাবজেল খোলা হয়েছে, সেখানে যে সমস্ত বিচারাধীন বন্দী আছেন তাঁদেরও নানা রকম অভিযোগ আছে। বেসরকারী পরিদর্শকের টারম ফুরিয়ে গেলে তাঁর আর সেখানে যাবার উপায় নাই—এস. ডি. ও. জানিয়েছিলেন, আবার নতুন করে বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা হবে—এবার আপনার নামই সুপারিশ করা হয়েছে—তার আগে পর্য্যন্ত যেতে দেবার ব্যবস্থা করা যায় না, তার জন্য অনুমতি দেওয়া যায় না। মন্ত্রী-মহাশয়কে চিঠি দেওয়ার পর তিনিও জানালেন, স্বাভাবিকভাবে চায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে না।

[4-40—4-50 p.m.]

জেলে বিচারাধীন বন্দী হোক বা অন্য বন্দী হোক তাদের অভিযোগ থাকে, তাদের অভিভাবক যারা তারা এসে অভিযোগ করে। আমি সেখানে শুধু স্থানীয় এম. এল. এ. হিসাবে শুধু নয়, ওঁরা আমাকে বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন। আমি বলেছিলাম যে আবার নূতন করে নিযুক্ত করতে ৩ মাস লেগে যাবে এই সময়ের মধ্যে বিশেষ একটা অনুমতি দিন। কিন্তু সেটা ওঁরা পারেননি। এই হচ্ছে ওঁদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। জলপাইগুড়ি জেল সম্বন্ধে আমি অনেক অভিযোগ পেয়েছি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে চিঠি লিখেছি

এবং উনি লিখেছিলেন যে তদন্ত করবেন। আমি যে ধরণের অভিযোগ পেয়েছি সেটা সামান্ত স্যানিটেশানের ব্যাপার—যদি সেখানে ব্লিচিং পাউডার একেবারে দেওয়া হয় না, ফিনাইল একেবারে দেওয়া হয় না। এই রকম অনেকগুলি অভিযোগ আমি দিয়েছি। এই সমস্ত জিনিষ একজন লোক সে হঠাৎ কোন একটা ব্যক্তিগত কারণে জেল থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল। আমি যে অভিযোগ পেয়েছি সে সব ব্যক্তিগত নয়, সমস্তগুলো হচ্ছে জেলের কয়েদীদের ব্যাপার। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সিনেটের নির্বাচনের ব্যাপারে ইলেকটোরাল রোলের কথা যতীনবাবু বলেছেন, আমিও সেটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারে আমি আমার সামান্ত বক্তব্য রাখছি। আদিবাসী যারা তাদের কৃষি জমি কেনার জন্ত টাকা দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে দেখান হয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমি বলছি যে যাদের জন্ত এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জানে না যে তাদের যে যে সুবিধা দেওয়া হবে সেই সুবিধা পর্য্যাপ্ত কি পর্য্যাপ্ত নয়। এই প্রশ্ন আমি আজ আলোচনা করছি না। আমি আজ এই জিনিষটা বলছি যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা এসম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, কোন কিছু জানেন না বা জানবার কোন উপায় নেই। কেননা, ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টকে যদি বলা যায় যে এই সমস্ত জিনিষগুলি আদিবাসীদের জানানোর ব্যবস্থা করুন তাহলে তাঁদের নির্ভর করতে হবে পাবলিসিটি অফিসারের উপরে। এই পাবলিসিটি অফিসারদের অনেক কাজ করতে হয় যেমন মন্ত্রীরা যখন যাবেন তখন তাঁদের সঙ্গে ঘুরতে হবে, মন্ত্রীরা একজিবিশান ওপেন করেন তখন তাঁদের সঙ্গে থাকতে হবে এবং তারপর তাঁরা অন্ত কাজে মনোযোগ দেবেন। কাজেই ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের ব্যাপারে ঐ জিনিষগুলি দেখছি যে তাদের যে সুবিধাগুলি দেওয়া হয় সেসবের প্রচারের কোন ব্যবস্থা নেই। দ্বিতীয়তঃ আদিবাসীদের সুবিধা যখন টাকার দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে তখন তাদের ফরম্যালিটিজগুলো কমিয়ে আনা হচ্ছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ব্যাপারে দেখা যায় যে সাধারণ মানুষকে ফরমালিটিজ পালন করতে গিয়ে তার জান হয়রাণি হয়। সেজন্ত বলব যে ফরম্যালিটিজগুলো সহজ করা উচিত। শেষ কথা হচ্ছে যে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় একটা বরাদ্দ রেখেছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা অভিযোগ বারবার আসছে। এই অভিযোগ হচ্ছে যে লোকে ফার্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টের টাকা পাঠিয়েছে সেটার অ্যাকনলেজমেণ্ট এসেছে, কিন্তু তারপর তারা টাকা পাঠায় অ্যাকনলেজমেণ্ট রসিদএর সেল্ফ-অ্যাড্রেসড এনভেলাপ উইথ ষ্টাম্প দিয়ে অথচ তার রসিদ এখনও ফিরে আসছে না যার ফলে তারা ভাবছে যে তাদের টাকাগুলি মারা না যায়। এ সম্বন্ধে ওঁর বলার কি আছে উনি আশা করি বলবেন।

Shri Sunil Das :

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর কিছু না বলে আমি যে সমস্ত কাটমোসন দিয়েছি তার উপরেই দু-একটা কথা বলব। প্রথমে আমি গ্র্যাণ্ট নম্বর ৮-তে আমার যে কাটমোসন রয়েছে—অর্থাৎ ১১ এবং ১২—সেই দুটোর উপরেই কিছু বলব। স্যার, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর এই কাটমোসনগুলো দেবার কোন প্রয়োজনই হোত না যদি জেনারেল বাজেট ডিসকাসনএর সময় এই গ্রাণ্টে যে কাটমোসন দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে মন্ত্রীমহাশয় কোন জবাব দিতেন। তবে যেহেতু এগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাটমোসন এবং মন্ত্রীমহাশয়ও তার কোন জবাব দেননি সেইহেতু পুনরায় ২।১টি কাটমোসন আমাকে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে দিতে হয়েছে। যাহোক, আমার প্রথম কাটমোসনে আমি ইসলামপুরের কথা বলেছি যে এই অঞ্চল যখন বিহারে ছিল তখন সেখানে কি পরিমাণ ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড ছিল তার পরিমাণ আমাদের জানা নেই এবং যেহেতু সেখানে কোন সেটেলমেণ্ট অফিসার নেই সেইহেতু তার পরিমাণ ১ হাজার একর কি ১০ হাজার একর তা আমরা বুঝতে পারছি না। তবে সরকারী খরচে সেই ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড রিক্লেমড হয়েছে এবং রিক্লামেসনেরী সময় একটা সর্ত ছিল যে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত এটা সরকারের হাতে থাকবে। কিন্তু তারপর সেই ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড যা রিক্লেমড হোল তার কি হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন বক্তব্য আইনে আছে বলে যদিও মনে হয় না তবে শুনছি যে এটা ১০ বছরের জন্ত সরকার নিয়েছিলেন এবং সেই সময়টা ১৯৬১-৬২ সালে উত্তীর্ণ হবে। কাজেই এ সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা

কি সেটা আমাদের জানান এবং সুস্পষ্টভাবে এও জানান যে, এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই সময় উত্তীর্ণ হবার পর এটা কি আবার সেই জমিদার জোতদারদের হাতে বর্তাবে, না সরকার আইন সংশোধন করে সেই রিক্লেমড জমি তাঁদের দখলে রাখবার ব্যবস্থা করবেন ? তারপর ভূমি সম্পর্কিত যে সব জটিল সমস্যা রয়েছে সেগুলো দ্রুত সমাধানের জন্য আমরা এই হাউসে বারবার বলেছি। কিন্তু...

Mr. Speaker : Mr. Das, you placed this cut motion in the general budget.

Shri Sunil Das : Not in the same language but in a different language.

Mr. Speaker : You know one cut motion cannot be repeated. It cannot be done. It was disposed of by the House.

Shri Sunil Das : I know it, but to circumvent the rules the language has not been the same.

Mr. Speaker : All right, carry on.

Shri Sunil Das :

তারপর ২নং কাটমোশনে আমি একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেছি যে, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি আমগুড়ি মৌজায় গিরিন বসুনিয়া নামে এক জোতদার রেকর্ডেড ভাগচাষীদের কাছ থেকে ১৩৬২ থেকে ১৩৬৬ সাল পর্যন্ত কম্পেনসেসন নিয়েছে এবং কম্পেন্সেসন নেবার পর বছর ২ পর্যন্ত জোতদার তার নিজের অংশ রসিদ দিয়ে নিতেন। কিন্তু তারপর পাট, ধান যা জন্মেছে তা জোর করে দখল করে নিয়েছে এবং তার কারণস্বরূপ বলছে যে আমি জমি ভেষ্ট করিনি, কিন্তু যে ভাগচাষী এই জমির জন্য কম্পেন্সেসন দিল এবং এই জমিতে ফসল উৎপন্ন করল সে যে আজ তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না বা তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তার জন্য সরকারের কাছ থেকে সে কোন রিলিফ পাচ্ছে না। স্যার, এ ধরণের নানা অবিচারের দৃষ্টান্ত এই হাউসের সামনে অনেকবার রাখা সত্ত্বেও সরকার সেগুলোর সমাধানের চেষ্টা না করে বা কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং যার ফলে ভূমির সম্পর্ক আজ এত তীব্র এবং তিক্ত হয়ে উঠেছে এবং সরকারের ভূমি সংক্রান্ত নীতিই এই সমস্যার জন্য দায়ী।

[4-50—5-20 p m.]

এরপর মাননীয় স্পীকার মহাশয়, গ্রান্ট নাম্বার ৩-তে আমার যে কাটমোশান রয়েছে তাতে আমি এক্সাইজ অফিসারদের যে সমস্ত পার্টি স্মাগলারস ধরতে যায় তাদের আর্মস দেওয়া সম্পর্কে সরকারের কি ব্যবস্থা আছে সেটা জানতে চেয়েছি। সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই যার ফলে মুরারি ঘোষাল, সাব-ইন্সপেক্টর, কিছুদিন পূর্বে নিহত হয়েছিলেন। এই বিষয়ে পুলিশ-মন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন যে এ সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই কেননা এটা আমার বিভাগের নয়। আজকে এই বিভাগের যিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তাঁর কাছ থেকে আমরা জবাব চাই যে ডেঞ্জারাস স্মাগলারদের যখন গ্রেপ্তার করতে যাওয়া হবে তখন অফিসারদের সরকারী ব্যয়ে অস্ত্র সরবরাহ করবার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিনা ? এরপর আমি জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, গ্রান্ট নং ১৪এ আমার যে ১৬ নম্বর কাটমোশান আছে সে সম্পর্কে বলছি। কলকাতা এবং অন্যান্য কোন কোন অঞ্চলে ইলেকটোরাল রোলের ইনটেন্সিভ রিভিসান হচ্ছে। ইনটেনসিভ রিভিসানের

ফলে ভোটারদের এনরোলমেণ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই ধরণের এনরোলমেণ্ট হচ্ছে না বলে আমার ধারণা। আমি আমার এলাকায় রাসবিহারী এ্যাভিনু কেন্দ্রের বহু জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে অনেকে তাদের বাড়ীতে সরকার পক্ষ থেকে ইলেকটোরাল রোলে নাম লিখবার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী গেছেন কিনা বলতে পারেননি। আমার বক্তব্য হল সরকারের ইলেকটোরাল ডিপার্টমেণ্ট, হোম (কন্‌ষ্টিটিউসান) ডিপার্টমেণ্ট একটা প্রোগ্রাম এ সম্বন্ধে করে দেবেন কিনা এবং সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রত্যেক এলাকার বিধানসভার সদস্যদের তাঁরা জানিয়ে দেবেন কিনা যে এই ৭ দিন এই অঞ্চলে তাঁরা রিভিসান করবেন। এই ব্যবস্থা যদি করেন তাহলে বিধানসভার সদস্যরা তাঁদের অঞ্চলের নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক করে দিতে পারেন এবং তাঁদের অঞ্চলে যাতে ভালভাবে রিভিসান হয় সেজন্য তাঁরা সহায়তা করতে পারেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের নাম যাতে ভাল করে তালিকাভুক্ত হয় তার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। আমার মনে হয় সরকারের প্রচারের অভাবে রিভিসানের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং সেটার সম্পর্কে পাবলিসিটি সেক্রেটারী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যেমন দেখা যায় জুলাই মাসে প্রিলিমিনারী রোলে বহু নাম বাদ গেছে। আমার এলাকার বহু রাস্তায় বহু বাড়ীতে নাম বাদ গেছে, তাঁদের বাড়ীতে নাম লিখবার জন্য কোন কর্মচারী গেছেন কিনা তাঁরা জানেন না। সুতরাং এখনও সময় আছে—বোধ হয় গতকাল শ্রী পি. কে. বোস, ডেপুটি সেক্রেটারী, প্রেসের সামনে তাঁর একটা বক্তব্য দেখেছি যে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই রিভিসান শেষ হয়ে যাবে। আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে তাঁরা অন্ততঃ যদি এই এই এলাকার এই রাস্তায় ইনটেন্‌সিভ রিভিসান হয়েছে, এই রাস্তায় বাকি আছে, এই রাস্তায় অমুক সপ্তাহের অমুক দিন হবে এইভাবে প্রোগ্রাম ছাপিয়ে বিধানসভার সদস্যদের জানিয়ে দেন তাহলে তাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারীদের সচেতন করে তালিকাভুক্ত করতে পারেন। মিঃ স্পীকার, স্যার, পুলিশ খাতে আমি যে তথ্য কাটমোশানে দিয়েছি এতে দৃষ্টান্তস্বরূপ কাঁচড়াপাড়ার একটা ঘটনার কথা বলেছি। কাঁচড়াপাড়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ সমাজবিরোধী কাজ চলছে এবং সেখানে গুণ্ডা রাজত্ব চলছে। আমার মনে হয় সেখানে পুলিশ গুণ্ডাদের অত্যাচারের সামনে হয় নিজেদের অসহায় বোধ করেন, না হয়, তাদের সঙ্গে কোন যোগসাজস রয়েছে। এখানকার রিক্সা মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীকানু গাঙ্গুলীর উপর গত মার্চ মাসের শেষ দিকে আক্রমণ হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে। একবার তাকে জোর করে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে নাগরিকদের মনে নিরাপত্তাবোধ জাগাবার চেষ্টা কি হয়েছে জানি না। আমার মনে হয় নাগরিকদের মনে কোন রকম নিরাপত্তা বোধ নেই। কাঁচড়াপাড়া মনে হয় বাংলাদেশের বাইরে, সেখানে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলেছে। এডুকেশান গ্রাণ্টে আমি কলেজ কোডের কথা বলেছি। কলেজ কোড চ্যান্সেলার এখনও এ্যাপ্রুভ করেন না। কলেজ কোড স্যাংকসান করতে বিলম্ব হচ্ছে কেন সে সম্পর্কে আশা করি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় জানাবেন।

[At this stage the House was adjourned for 25 minutes]

[5-20—5-30 p.m.]

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : Sir, the demand made under the head "47—Land Revenue" has received the general support of the honourable members of the Opposition because the expenditure is necessary for larger expenditure on the repairs of embankments in the Sundarban area. The works in connection with the repairs and maintenance of the embankments in the Sundarban area are done by the Irrigation and Waterways Department. For the current financial year expenditure is being borne by the Land and Land Revenue Department. From the next financial

year, you will be pleased to note, the expenditure will be borne by the Irrigation and Waterways Department.

With regard to the cut motions, most of them have been disallowed. I need not reply to them except the cut motion of Shri Sunil Das, No. 11. With regard to this cut motion, I am only to submit that under the present law the Government is bound to restore lands to the tenants in the Islampur subdivision, and until ceiling is enforced in this area, the lands referred to by Shri Sunil Das, cannot be regarded as surplus lands. But, of course, I must say with all the emphasis that I can command that ceiling is an integral part of the land reform programme undertaken by the Government.

Sir, I have nothing more to add.

The Hon'ble Purabi Mukhopadhyay :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে একটু আগে মাননীয় নিরঞ্জন সেন মহাশয় জেল বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকগুলি মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে আমি প্রথমে প্যারোল সম্বন্ধে উনি যে কথা বলেছেন তার জবাব দেব। আমার মনে হয় যে নিরঞ্জন সেন মহাশয় এই প্যারোল সম্বন্ধে যে আইন আছে, তা ভাল করে খতিয়ে দেখেন নি। একথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে উনি এতবার প্যারোল সম্বন্ধে বলেছেন, আইনটা যদি ভাল করে পড়ে নিয়ে বলতেন, তাহলে আর ঐ বক্তৃতার অবকাশ হ'ত না। এই আইনের প্রথমে বলা হচ্ছে—টেম্পোরারী রিলিজ অব প্রিজনার্স—এখানে আমরা আইন পাস করেছিলাম—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্টের অনেকগুলি এই আইনের মধ্যে রয়েছে। প্রথম আছে এই প্যারোল সম্বন্ধে সেইসব কয়েদীদের কোন সুযোগ দেওয়া হবে না। এই আইনের ভেতর সে কথা আছে—সরকার কিছু করেন নাই; কোন নূতন ধারাও এর মধ্যে যোগ করেন নাই। যে সমস্ত কয়েদী ৩৯২ ধারা থেকে ৪০২ ধারা পর্যান্ত—এই ধারাগুলির দ্বারা অভিযুক্ত হবে, তাদের বেলায় প্যারোল প্রযুক্ত হবে না। চেপ্টার ৬ ও ৭ এই চেপ্টারগুলিতে যে ধারাগুলি রয়েছে, তার যে কোন একটী ধারায় অভিযুক্ত হলে, প্যারোল পাওয়া যাবে না।

আপনি জানেন স্যার, এই চেপ্টার ৬ ও চেপ্টার ৭এ বলা হচ্ছে—Chapter 6 বলছে—Offence against the State আর Chapter 7এ বলা হচ্ছে—Offences relating to the Army, Navy and the Air Force. ওরা যে ধারায় অভিযুক্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের ভেতর এই ৩৯২ ধারা থেকে ৪০২ ধারার প্রায় সকলেই এই কয়েকটী ধারাতে অভিযুক্ত হয়েছে। কাকদ্বীপ বসিরহাটের যাঁরা কয়েদী রয়েছেন তাঁরা এই সূত্রে প্যারোল পেতে পারেন না। অথচ নিরঞ্জন বাবু সব সময় বললেন—আইন যখন আছে—এদের ছেড়ে দেবেন না কেন? সেদিক থেকে এই আইনে আমাদের হাত-পা বাঁধা আছে। এই আইনকে ওভাররুল করে দিয়ে আমি নিজে প্যারোলে ছেড়ে দিতে পারি এই রকম আইনের অপপ্রয়োগ অন্ততঃ কোন মন্ত্রীপক্ষে সম্ভব নয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি জানাতে পারি মাত্র ২৬ খানা দরখাস্ত আজ পর্য্যন্ত আমরা পেয়েছি। এই ২৬ খানি দরখাস্তের ভেতর যদি ঐ কয়েকটী ধারায় অভিযুক্ত হয়েছে, এমন কয়েদী থাকে—তাহলে তার দরখাস্ত আইনসঙ্গতভাবে এই আইনের প্রতি মর্য্যাদা দিয়ে নাকচ করে দিতে হয়েছে। ৬ জনের কেসে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি সকলের সম্মতি নিতে হয়। আর সিউরিটিতে যে ব্যবস্থা এই আইনের বলে দেওয়া হয়েছে—যে ছাড়তে হলে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সিউরিটি নিতে হবে। এটা সরকার কোন রুল করে করেন নি। আইনের ধারাতে সে কথা বলা হয়েছে। এই কাকদ্বীপ ও বসিরহাটে যে সমস্ত কয়েদী রয়েছে, যদিও তারা দীর্ঘ-

মেয়াদী কয়েদী হয়ে ঐ ধারায় অভিযুক্ত হয়েছে বলে প্যারোল থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তবুও মানবিক দিক বলে একটা কথা আছে; অবশ্য একটু আগে সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন মানবিকতা বলে কিছু নাই, তবু মানবিক দিক থেকে কাকদ্বীপ বসিরহাটের কয়েকজন অভিযুক্ত কয়েদীকে তাদের বাড়ীর আত্মীয়স্বজনকে বিশেষ করে অসুস্থ আত্মীয়স্বজনের শয্যাপার্শে উপস্থিত হবার সুযোগ দিয়েছি—তবুও প্যারোলে একথা বলে করতে পারি নি। আইনে বাধা আছে, তবে যদি প্রশ্ন করেন আইনে বাধা আছে—তবে করলেন কেন? নানা কারণে আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোথাও কিছু রুল রিল্যাক্সড করলে যদি সে তার আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুশয্যা পার্শে গিয়ে দাঁড়াতে পারে—এই হিসেবে তাকে যেতে দেওয়া হয়েছিল।

সত্যেন মজুমদার মহাশয় বলেছেন তাদের চা কেন দেওয়া হয় না? বাংলা দেশের কয়টা লোক কম্পানসারী চা খান্ বাড়ীতে? এর একটা ষ্টেটিসটিক্স বা খতিয়ান নিলে দেখা যাবে পার্বত্য অঞ্চলের জেলগুলিতে ঠাণ্ডা জায়গা বলে চা দিতে হয়। শিলিগুড়ি কি পার্বত্য অঞ্চল? শিলিগুড়ি নিম্নভূমিতে অবস্থিত। যদি শিলিগুড়িতে চা দেবার ব্যবস্থা হয়, তাহলে কেন বাংলা দেশের সব জেলখানায় চা দেওয়ার ব্যবস্থা হবে না? যদি বাংলা দেশের সব জেলে চা দিতে হয়, তাহলে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেকে চা খেতে অভ্যস্ত কিনা—এবং সেখানে জোর করে সরকার থেকে চা খাওয়ান অভ্যস্ত করবেন কিনা—টীবোর্ড সে পরিকল্পনা নিতে পারেন।

তিনি আরো বলেছেন নন-অফিসিয়াল ভিজিটরের টার্ম শেষ হবার পরে দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হবার অসুবিধার কথা। অনেক এম. এল. এ-র ধারণা তাঁরা এম. এল. এ. হলেই যে কোন জেলখানায় গিয়ে পরিদর্শন করার একটা ইনহেরেন্ট রাইট পেয়ে যাবেন। তা মোটেই নয়। সেটা আর একবার তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

[5-30—5-40 p.m.]

ডিভিসন্যাল কমিশনার অনেক সময় পাঠাতে দেরী করে ফেলেন। এই রকম একটা কেস এক মাস দেরী হয়েছিল। যতক্ষণ না তিনি আইনসংগতভাবে ভিজিটার না হচ্ছেন, ততদিন তিনি সেখানে ঢুকতে পারেন না; আইনসংগতভাবে সেখানে যেতে পারেন না। স্বাধীনতা পত্রিকা সম্বন্ধে নিরঞ্জন সেন মহাশয় বলেছেন। স্বাধীনতা যেমন দিই না, তেমনি জনসেবক ও লোকসভাতে আমরা জেলের ভিতর দিই না। কোন পার্টির মুখপত্রকে জেলখানায় দেওয়া হয় না। এখানে তিনি বলেছেন আমি বলেছি এই ব্যাপারে অপারগ, কারণ, বর্তমানে সরকারের নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ী দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেছেন যে আমি সাফাই জবাব দিয়ে দিয়েছি আমার কিছু করবার নেই, ডাঃ রায়ের কাছে বলতে পারেন। নিশ্চয় যদি কোন সদস্য আমাকে বলতে পারেন যে এই কথা চিফ মিনিষ্টারকে জানাবো, সেখানে আমি কি কখনও তাঁকে বলতে পারি যে না, না, আপনি তাঁর কাছে যাবেন না? আমাদের যে কোন দপ্তরের, যে কোন কথা নিয়ে যে কোন সদস্যের অধিকার আছে চিফ মিনিষ্টারের কাছে যাবার এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার। তবে তার ফলাফল কি হয়েছে তা আমি জানি না। কারণ চিফ মিনিষ্টারের কাছ থেকে তিনি এমন কোন আশা পেয়েছেন কিনা সেটা অন্ততঃ আমার জানা নেই। আমরা কোন পার্টির মুখপত্র জেলখানার ভিতর যেতে দিতে প্রস্তুত নই। (Shri Jatindra Chandra Chakravorty: একবারও দিয়েছিলেন।) যতীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলছেন একবার দেওয়া হয়েছিল। ঐ রকম বড় লিডার বা হবু লিডাররা যখন জেলখানায় যান, তখন আমাদের সমস্ত জেলখানার চেহারাটা একেবারে উল্টে পাল্টে ফেলবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এবং এঁরা সবাই সেখানে সাংঘাতিক কথা বলেন, যেন একটা বিপ্লব করে ফেলবেন। এইরকমভাবে অনেকে হুমকী দিয়ে অনেক বে-আইনী জিনিষ সেখানে দেবার চেষ্টা করেন।

স্পেশাল কন্‌সিডারেশানে এই বেঞ্চের যাঁরা যাঁরা গিয়েছিলেন, সেই কয়জন এম. এল. এ. সদস্য যাঁরা জেলখানায় ছিলেন তাঁদের আমি এইটা দিয়েছিলাম। এম. এল. এ-রা অনেক কিছু স্পেসাল প্রিভিলেজ এন্‌জয় করেন। কিন্তু জনসাধারণ তা এন্‌জয় করতে পারে না। এ সম্বন্ধে আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। আমার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এখানে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে আমি তার প্রায় সবগুলিরই জবাব দিয়ে দিয়েছি।

[The Hon'ble Syama Prasad Barman :

মাননীয় সভাপাল মহাশয়, ডাঃ সুনীল দাস, বলেছেন আবগারী কর্মচারীদের আর্মস দেওয়া হয় না। আমি আপনার মাধ্যমে তাঁকে জানাতে চাই যে আবগারী কর্মচারীরা যখন কোথাও সার্চ করতে বা রেড করতে যায় তখন তাদের উপযুক্ত পুলিশ সাহায্য দেওয়া হয়। যদি আর্মড পুলিশের সাহায্য চান, তাহলে আর্মড পুলিশ দেওয়া হয়, আর যদি এমনি অর্ডিনারী পুলিশ চান, তাহলেও সেই পুলিশ সাহায্য দেওয়া হয় তাঁদের। কাজেই আবগারী কর্মচারীদের অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ প্রত্যেক জায়গায় তারা পুলিশের সাহায্য চাইলে, তাদের সেই পুলিশ সাহায্য দেওয়া হয়। মুরারি ঘোষালের মৃত্যুর পরে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা প্রস্তাব এসেছে যে আমাদের যারা সাব-ইনস্‌পেক্টার ও ইনস্‌পেক্টার আছেন তাদের রিভলভার দেওয়া যায় কিনা? সেটা সরকার বিবেচনা করছেন। যদি দেখা যায় যে তাদের দেওয়া উচিত তাহলে আমরা তাদের আর্মস দিতে পারি। তারপর শ্রীমিহিরলাল চ্যাটার্জী মহাশয় বলেছেন যে এই ডিপার্টমেন্টের কোন উন্নয়ন হয়নি অথচ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি তাঁকে বলতে চাই যে এই যে টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে ৩১ হাজার টাকা, আফিং এর দাম, এবং সেলস্‌ ট্যাক্স হিসাবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট পাবেন, সেটা পূর্ববর্ত্তী বছরের বাজেটে ধরা হয়নি।

আমাদের জানা ছিল না কত টাকার বিল থাকবে, কত টাকা দিতে হবে সেজন্য বাজেটে ধরিনি। সেইজন্যই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করতে হয়েছে। তারপর আমাদের যিনি কমিশনার ছিলেন তাঁর চাকুরির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে ৩১শে ডিসেম্বর। তাঁর জায়গায় আমাদের একজন স্পেশাল অফিসার আণ্ডারষ্টাডি হিসাবে আই. এ. এস. অফিসারকে নিতে হয়েছে, তাঁর মাইনে রয়েছে, সেই বাবদ কিছু টাকা লাগল, কবে সুপারঅ্যানুয়েটেড হবে সেটা আগে জানতে পারিনি। তাই বাজেটে টাকা ধরা ছিল না। তাছাড়া এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে খুব শক্ত করার জন্য ডিষ্ট্রিক্টে কতকগুলি অফিসার সি. ডি. ডি. ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়ে এসেছে এবং তার ট্রান্সফার বর্দ্ধিত হারে টি. এ. ইত্যাদিতে প্রায় ২০ হাজার টাকা লেগেছে এবং যে ব্যারাক তার জন্যও টাকা লেগেছে—এগুলি আগে থাকতে জানতে পারিনি বলে বাজেটে ধরা হয়নি। প্রধানতঃ এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[The Hon'ble Prafulla Chandra Sen :

আমাদের প্রত্যেক বছর ফেমিন খাতে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট-এ কিছু কিছু টাকা ধার্য্য করা হয় এবং মাননীয় সদস্যরা বলেন আগে থাকতে কেন বেশী করে টাকা ধার্য্য করেন না। আমাদের ফেমিন খাতে টাকা বেশী ধার্য্য করতে হয়েছে শেষ পর্য্যন্ত, আগে তা করিনি একথা ঠিক। একজন সদস্য অভিযোগ করেছেন যে ফেমিন খাতে ধার্য্য করা মানে হচ্ছে দেশের কৃষকরা খুব দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে না এবং ফেমিন কনডিশান দেশে উপস্থিত হয়েছে। মাননীয় সদস্য নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুন সত্যই কি দেশে ফেমিন কনডিশান হয়েছে? টেষ্ট রিলিফ সম্বন্ধে যাই বলুন সকলেই জানে যে বছরে বার মাস চাষীরা কাজ পায় না। কেউ কেউ ৬ মাস বসে থাকে এবং ধানী ফসল যেখানে একমাত্র ফসল সেখানে ৯ মাস পর্য্যন্ত বসে থাকে। সেই সময় যারা আণ্ডারএম্প্লয়েড থাকে তাদের প্রত্যেককে সরকারের কাজ দেওয়া উচিত—বিশেষ করে যে সরকার ওয়েলফেয়ার ষ্টেট বলে দাবী করে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই দিয়ে থাকে। কাজেই সেখানে টেষ্ট রিলিফ-এর কাজ তারা করে—পুকুর ইত্যাদি কাটান হয়। একটু আগেই দেখছিলাম—১১২টি এবছর কাটিয়েছি, ৬০ হাজার মাইলের উপর রাস্তা মেরামত করেছি এবং

৮০০ মাইলের উপর রাস্তা নূতন করেছি। [A voice : মজুরীর হার কি ?] আমাদের দেশের লোকের মজুরীর হার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রকম। কোন জায়গায় ১৲ টাকা, কোন জায়গায় ১।০, কোন জায়গায় ১॥০। ১৸০। আমাদের কাছে অনেক বন্ধুরা এসে বলে থাকেন মজুরীর হার ॥৶০। ৸০ হয়ে গিয়েছে। আমরা কিন্তু তাদের কোন জায়গায় ১৲, টাকা, কোন জায়গায় ১।০ দিই। কাজেই মজুরীর হার যা থাকে তার চেয়ে একটু বেশীই দিয়ে থাকি। একটা কথা—আমরা যে সময় লোকের কাজ থাকে না সেই সময় কাজ দিয়ে থাকি। আবার অনেক সময় এমন হয় কাজ দিতে পারি না। যেমন জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এর মাঝামাঝি কাজ দিতে পারি না। তখন ডোলের ব্যবস্থা করে থাকি। আমাদের দেশে এই যে রিলিফ-এর কাজ বেশী হচ্ছে এতে এটাকে ফেমিন খাত বলাই তো ভুল, নামটাই তো ভুল—আমাদের যে এই খাতে টাকা বেশী বরাদ্দ করা হচ্ছে—বিরোধী দলের লোক শুনলে হয়ত হাসবেন—লোকের জন্মহার বাড়ছে, মৃত্যুহার কমছে তাই রিলিফ দিতে হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আছেই। বন্যা হচ্ছে, অনাবৃষ্টি হচ্ছে এবং ও পক্ষের বন্ধুদের জন্যও কিছু কিছু দিতে হচ্ছে। তাঁরা বলছেন আশ্রয়প্রার্থীদের বাইরে যেতে দেবো না, এজন্য তাদের কিছু কিছু টাকা দিতে হচ্ছে।

[5-40—5-50 p.m.]

জমি নেই, সব জমি চাষ করছি। আর যে জমি আছে সে জমিতে চাষ করা অন্যায়। কাজে কাজেই তাঁরাই সৃষ্টি করছেন এবং আমাদের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাচ্ছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে এবং তা ঐ পক্ষের বন্ধুদের জন্যই হচ্ছে। আমাদের এখানে এক বন্ধু বললেন, হাঁ মশায়, কনটিন্‌-জেন্সিতে এত খরচ কেন হচ্ছে। বারবার বলেছি কন্‌টিনজেন্সি মানে দোয়াত কলমের খরচ নয়, পেন্সিলের খরচ নয়, কাগজের খরচ নয়, কন্‌টিন্‌জেন্সি মানে এখান থেকে দূর গ্রামে আমাদের আটা, গম, চাল পাঠাতে হয়, কম্বল পাঠাতে হয়, বাচ্চাদের জন্য দুধ পাঠাতে হয়। পশুর খাদ্য বন্যার সময় পাঠাতে হয় এবং এই টাকা দিয়ে আমরা ভাল বীজ দিই, এমনিতেই তা দিই, এর যাতায়াতের খরচ আছে। ট্রেনে পাঠান হয়, ট্রাকে পাঠান হয়, নৌকায় পাঠান হয়, মাথায় করে মুটে দিয়ে পাঠান হয় এবং এরোপ্লেনেও আমরা পাঠাই। তার জন্য আমাদের এই কন্‌টিন্‌জেন্সিতে বিশেষ খরচ হয়। এবং এটাই একমাত্র সরকারী বিভাগ যাতে এসট্যাব্লিসমেণ্টের ব্যয় সবচেয়ে কম। আমি এই বিভাগের একটা হিসাব করে দেখেছি শতকরা ২৲ টাকা, অর্থাৎ শতকরা ১॥৶০ থেকে ১৸০ এসট্যাব্লিসমেণ্টের জন্য খরচ করে থাকি। এর কারণ এই টাকা দিয়ে আমরা দেশের লোককে সাহায্য করে থাকি। এবং সকলেই এতে সাহায্য করে। বিরোধী দলের লোকেরাও করে এবং আমাদের দলের লোকেরা ত খুবই করে। এমন কি রিলিফ কমিটির মেম্বার হবার জন্য সবাই আগ্রহ দেখান। আমাদের তরফের এম. এল. এ. তাঁরা সবাই রিলিফ কমিটির মেম্বার। কাজ কাজেই সকলে মিলে কাজ করি বলে, দেখাশুনা করি বলে, এখানে এষ্ট্যাব্লিস-মেণ্টের ব্যয় কম। এবং এটাই একমাত্র সরকারী বিভাগ যেখানে এসট্যাব্লিসমেণ্টের খরচ সবচেয়ে কম। কাজে কাজেই ৫ কোটি কয়েক লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। এবং তাতে অনেকে বলেছেন, আগে থেকে বেশী করে নেওয়া হয় না কেন। অনাবৃষ্টি হবে কিনা, বন্যা হবে কিনা এটা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। কাজে কাজেই আগে থেকে বেশী টাকা ধার্য্য না করা ভাল। আমাদের গভর্নমেন্ট ষ্ট্যাটিক গভর্নমেণ্ট নয়, ডাইনামিক গভর্নমেন্ট। তাই যখন যেমন দরকার হবে তখন সেই রকম খরচ করবো।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, every year we discuss budget estimates and supplementary estimates. We try to explain various points and we try to show why we have put in certain figures against particular items. But my friends won't listen—they will repeat the same thing. I will give you an example. But before I do that, I

would like to say that my friend Shri Ganesh Ghosh is an important member of the Communist Party and if there is an Estimates Committee formed at any time, he is bound to come to the Estimates Committee. But let him understand the estimates first before he goes to the Estimates Committee. Every time I have put in the same thing, but he will either not see it or after seeing it, he will not appreciate it or even after appreciating it, he will again come back to the same charge because that is the only way in which the Opposition think they can make themselves effective.

Sir, the first point that I want to make out is that if he had only seen the budget of 1960-61 and the revised budget, he would have found that the budget estimate was for Rs. 146 crores 52 lakhs and revised estimate is for Rs. 149 crores 18 lakhs and yet it would be surprising that we have come forward with a demand for Rs. 12 crores. Why? The point is that although the actual deficit, according to the revised estimate, would not be more than Rs. 2½ crores, we have asked for Rs. 12 crores because on a particular item the amount that was provided in the budget estimate of 1960-61 has been exceeded although it has not been exceeded on other counts. This is a matter which I have been trying to explain year after year, but as I said before, it falls on deaf ears.

The next point that I want to deal with is the very favourite argument of Shri Ganesh Ghosh about Durgapur. I have said repeatedly that there are two aspects of the Durgapur industries that he has put forward. One is why appoint Kuljian Corporation as the agency—লক্ষ লক্ষ টাকা যাচ্ছে, বাপ রে বাপ!

If I do not take proper care you blame us. If I do take proper care then also you blame us. এগোলেও নির্বংশের বেটা পিছালেও নির্বংশের বেটা।

This is what it comes to. What is the point? Let us take the Kuljian Corporation. The Kuljian Corporation were appointed to serve as consultants in Bokaro; they serve in the Durgapur Thermal Station of the D. V. C. and they have also been appointed to serve in the Bandel project. When we appoint persons as consultants, we appoint them for various purposes; in the first instance, to have a preliminary report. They have to think of the preliminary report. They prepare a schedule of estimates. Any persons who are appointed consultants prepare estimates; they ask for tenders; they go into the details of the tenders and recommend one or the other of the tenderers as suitable to be accepted by the authority. Then their duty is to see that the erection is properly made according to design. They have to prepare complete details of the design and to see that erection is made according to the design. They have also got to see that the coal arrangement is all right; that the water arrangement is all right, and so on and so forth. All these details have to be looked into. It sometimes happens that the authority may appoint one party or two parties to do the job. In the case of Bokaro they appointed the I. G. E. to do part of the job and Kuljian Corporation to do part of it. They paid to I. G. E. 4.25 per cent and to Kuljian Corporation 2.5 per cent—total about 6.75 per cent of their total estimate of 12 crores. In the case of Durgapur

Thermal Power Station, barring the preliminary report, they called foi competitive tenders and they found that the Kuljian Corporation hac quoted 3.88 per cent, A. C. E. London 4 per cent. Montecartini, Italy 4.8! per cent and Ebasco 7.85 per cent. The Kuljian Corporation were giver this work without being asked to do the preliminary report which take! certain amount of money. In the case of Bandel, for all the work—from preparing the report up to the end, to see that the construction i: according to design and erection is properly done and so on and so forth we have paid them only 3.25 per cent. Therefore, what is the difficult) in our accepting the Kuljian Corporation; they have given us the whole service for 3.25 per cent whereas similar industries have paid mucl more for the whole project.

My friends waxed very eloquent about foreigners. They said that w are giving the Americans preference.

[5-50—6 p.m.]

Sir, may I tell him—I have said before and I repeat again—that today i is not the question that every country is self-contained so far as al industrial projects are concerned. It cannot be. The know-how may b borrowed. Even the USSR has to borrow know-how from Japan i certain matters. Czechoslovakia may help them and the Netherland may help them. Does it condemn them? Everybody does not deserv to be an expert and you cannot be an expert from the beginning—fron the first A, B, C, in every particular line of industry and in the whole thing You have got to borrow from other countries. Personally I will say as I have said before, that there is a difference between control and th collaboration. Sir, with regard to a thermal power station if the know how comes from Russia, or Japan or any other country, it makes n difference to me. Then I must have the foreign exchange. It does no matter whether it comes from one or the other place. There shoul be a collaboration subject to this that they will not control our managemen of the industry. Sir, today the Central Government exercises a grea deal of supervision not merely on the question of as to how to develo the industry, but also they exercise a great deal of supervision as to wit whom we are collaborating, what is the royalty that you want to pay and how do you propose to give them the money—the foreign exchang and so on. A great deal of control and supervision by the Centra Government on the State Government has been introduced. I am no allergic to foreign knowledge. Sir, when we were very young we use to hear a song—"দেশ দেশান্তে যাও রে আনতে নব নব জ্ঞান". I hope Ganesh Babu will remember that. Probably he was not born when this particula song was used to be sung in our young days.

Now I take some other point. They have said that Ministers hav increased. There were not two Ministers. There has been only a chang in the status of one of the Ministers. The Minister was a Deputy Minister He becomes a State Minister and an additional Minister is there name Shri Syamadas Bhattacharyya. Sir, the point is my friend, Shri Bima Singh, has been asking me over and over again for giving him help because his work has enormously increased. The two great Departments now under the Land Revenue, viz., the Settlement Department on th one hand and the Compensation Department on the other, are dealin with not one thing but with lakhs and lakhs of intermediaries. It require a very close supervision, not merely from the officers but also fron

the Ministers who lay down the policy. Little things which come up may require a revision of the policy or a revision of the methods of approach. I was hoping that it would not be necessary for increasing the number of Ministers before the next election, but as you are aware, Sir, and we are very sorry to inform that Bimal Singh is now in a very delicate condition of health. We cannot afford to let that Ministry remain without being properly attended to during this crucial period, especially with regard to the mrtter of compensation in the year 1961-62. Sir, I am not one of those who believe that you can carry out everything in this world merely be spiritual method. We want human effort. We want human beings to look after the projects that have to be carried out, and the larger the number of projects or the greater the number of concerns, the more we will have to take interest and the more we will have to look after their protection. The work has increased so much that it may be necessary to have some change.

On the other hand, let me tell my friends that after all the Ministers are not such grabbing people as they seem to think. Since 1956-57 ten per cent of their salaries have been given back to the Consolidated Fund of India, and I have a report here from the Accountant-General with regard to the voluntary cuts in the emoluments of the Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and their adjustment towards contributions for the Five-Year Plans under the Head "Major Miscellaneous" so that it is not that we the Ministers are out here tograb money. It is true that those who do not earn in this world—it so happens—or earn very little, cannot afford to see another man earning a little and those who cannot go in a motor car cannot see another man travelling in a motor car. These are small matters, these are small outlooks in life which one comes across.

Now, Sir, my friend has said that we have created a permanent class of beggars. Sir, that is a great charge against the Government. At any rate, one thing the Government have done—if they have created a class of beggars, they have helped-my friends opposite in having the fodder for their processions. These are the men that form the processions on which the Opposition parties always depend in times of difficulty.

Now, I would answar my friend Shri Chatterjee about the Publicity Department. Just now I heard two remarks. One was that publicity is not given to the electoral rolls and the other one—which another friend said—was that 'you do not let the Scheduled Tribes people know what help they ought to get or can get'. Sir, the Publicity Department has grown enormously. I have already spoken about it when we were discussing the main budget and therefore I do not want to take the time of the House by speaking at length about the Publicity Department. But I can only say this that a welfare State depends a great deal upon letting the people know what the Government is doing and desires to do and proposes to do in future. Sir, various types of advertisements, campaigns, publications of literature, film shows and exhibitions have been made for the purpose. Sir, you must have seen the exhibition at Taratola and exhibitions at other places also where our people go and

hold exhibitions. Why do we do that? You could have said, 'Why do you spend lot of money on these ?' Sir, I say exhibitions are important means of conveying to the people what the people are capable of doing and in what manner they can develop themselves, and it is a good thing that there are exhibitions where people from different parts of the country can gather together, exchange ideas and thus develop the country as a whole.

[6—6-10 p.m.]

On the other hand great emphasis has been laid on the Publicity Department to look after the song and drama. Personally I feel that you might give a man education, you might give him many things which are important but also you must develop his mind, and there are certain aspects of this type of achievements which require to be developed in this country. Sir, I remember, once Shri Bipin Chandra Pal criticised the movement of Gandhiji because he said that this movement has not producbd literature and songs as was produced in the anti-partition days. I mean, that was his point of view, but there is a great deal of truth in it. A man has got a mind and we have got to develop it. Whatever resources there are in the State, it is the bounden duty of the State to try and develop the mind of the man. We have, therefore, developed a Folk Entertainment Section, and I may tell my friends that the Mobile Drama Units and the Tarja Units have 300 performances which were attended by 6 lakh 30 thousand people last year. They also arranged for 30,000 group gathering and 40,000 medium and large public meetings, where besides 12,000 cinema shows by the Mobile Unit, the total attendance had been 1 crore 35 lakhs. We daily get requests from various quarters, not from political parties, but different quarters, which are anxious to develop the country in their own way, to help them by arranging exhibitsons and in various other ways. Already we have had the request from Asansol and Kalimpong for developing State level exhibitions. Then again, there are documentaries which are produced by the State Government for the film trade. You are all aware of the service rendered to the cinema film industry through the efforts of the Publicity Department of the Government. I do not want to go any further on this. All I say is that the Publicity Department has a great service to perform in the matter of development of the country.

There are certain questions that have been asked by some of my friends here. One of them is about Kakdwip. My friend Shri Sen Gupta had said that I had given an undertaking that as soon as Shri Kangsari Halder's case was finished the question of releasing the others will be taken up seriously. I think he has misquoted me. What I said was that Shri Kangsari Halder was then being prosecuted for the same type of offence and belonged to the same group of culprits for which the Judges of the Court have already given a certain amount of imprisonment to them. If, however, I said, Kangsri Halder is not guilty of the acts or his associates were wrongly associated or arrested and convicted, the question of whether we should reorientate our ideas regarding Kakdwip prisoners would arise. But not before that. The argument in those days was that Shri Kangsari Halder received the approval of the local people by being elected as a member of Parliament. Why should we convict him or proceed against him ? My answer was that

if for the same crime those who have been arrested remain in prison, how can you say that because a man has run away and avoided arrest, he should not be proceeded against?

The second point raised by Shri Sen Gupta is about the rules obtained in giving parole to the convicted prisoners. My colleague Mrs. Purabi Mukherji has already given the answer.

Now a question has arisen about the electoral rolls and I think it is better I should let my friends know about it because they have made certain complaints. The position is this. Remember, everything in the matter of election is controlled by the Election Commission and the Commissioner. Although one or two of our officers act as the local agent of the Election Commission, they are not the entire authority—the authority is in the Centre. The Election Commission do not consider it necessary to give publicity to the day-to-day progress made in the preparation of electoral rolls. They feel that it would be premature to give such publicity before the rolls are ready for draft publication. When the draft rolls are ready, apart from publishing them as required under the rules, due publicity is given through newspapers and the All India Radio regarding the places where it would be available for inspection by the general public, regarding the period during which claims and objections should be filed and the authorities before whom they should be filed.

In regard to Calcutta constituencies, rolls are being prepared this year beginning from December, 1960. A complete set of electoral rolls of the last year was sent to all the political parties for scrutiny so that cases of omissions, defective entries or any other entry that might be required to be deleted could be brought to the notice of electroral roll officers for appropriate action. About a week before a house-to-house enumeration was due to start a Press Note was issued in all important newspapers of Calcutta on the 28th January, 1961, indicating therein the hours and the period during which investigators would visit the houses and requesting co-operation and assistance of all concerned. Contents of the Press Note were broadcast from the Calcutta Station of A.I.R. Copies of the same were also sent to all political parties asking them to extend their co-operation. A day before the enumeration work started, another advertisement mentioning the fact was displayed prominently in all the newspapers of Calcutta. The Electoral Registration Officer, Calcutta, has once again informed the political parties that enumeration in about half the streets of Calcutta has been completed and they have been requested to bring to his notice cases of omissions, etc., if any, by the end of this month so that the draft rolls may be published within the seheduled time fixed by the Election Commission.

Sir, my friend Shri Chatterjee has complained, look to the villages—only Rs. 58 lakhs or Rs. 38 lakes have been allotted for the cultivators! Sir, if he had read the Red Book he would have seen that the total amount provided for cultivators in the year 1960-61 (Revised Estimate) including the crop loan was only Rs. 5 crores. Therefore, I do not think that he can claim that he has proved the point that the cultivators are being neglected.

Sir, my friend Shri Mazumdar has said about কর্মহীনতা. Mrs. Mukhopadhyay has answered on this point and I need not go into that matter again.

With regard to the suggestion made by Mr. Prasad about developed areas of Kalimpong, the position is this. We have recently gone into the details of the cases and we have found that all the 173 or 174 persons to whom developed areas have been allotted were asked to do two things. They were asked to pay a certain sum of money to be paid by them every year as fixed and it was also stipulated that if they do not utilise the lands within a certain period then the Government may resume the lands.

[6-10—6-20 p.m.]

It appears that a very large number of the allottees have instead of building houses for which the allotment was made handed over the lands to be cultivated by the local cultivators. Naturally the Government have informed the cultivators that it is not possible to recognise these cultivators, because the land belongs to the Government and the land has been given over for a certain purpose, and if the purpose is not served, then the land would have to be resumed. As a matter of fact, I understand that the Central Government is now considering the question of resumption of some parts of the land.

I do not understand what Shri Satyendra Mazumdar said about 'Rabindra Rachanabali'. It is possible that the amount of Rs. 10 lakhs is meant for the purpose of meeting the deficit as between the cost of publication and the cost of sale. I am giving you a general layout about the cost of publication, payment of royalty to Visva Bharati, etc. The copyright for the 'Rachanabali' belongs to Shri Rathindranath Tagore up to a certain date after which it has been handed over to Visva Bharati. Therefore, we propose this as a matter of contribution towards the Centenary Celebration of Rabindra nath that we would take over the printing and publication of a certain number of copies from Visva Bharati paying royalty both to Visva Bharati as well as to Rathindranath. We could do it because we found that the amount charged for this Rachanabali by Visva Bharati people was very high, something like Rs. 250. We wanted to reduce that in order that it might be available to all types of people. Although our cost will be about Rs. 90/- we desire to sell that at Rs. 75/-. This Rs. 15/- is the contribution towards the Centenary Celebration of Rabindranath. I do not know whether there is any other point that I have not dealt with.

One of my friends has said about the land on which the rail road was constructed. I think it was Kalighat-Falta Road. I may tell him that I have approached the Government of India for allowing us to utilise that road, because I agree with him and I believe that that road would very well serve our purpose with a little enlargement, but the Government of India has not yet seen its way to accept our suggestions. I think I have tried to meet almost all the points raised. My attempt is not to try and criticise any particular person or party, but I am trying to give our own information as it is possible for me to give within a limited period of time.

Sir, I oppose all the cut motions and I support my own motion.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 8,000 be granted for expenditure under Grant No. 1, Major Head

"4—Taxes on Income other than Corporation Tax and Estate Duty" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda that the demand of Rs. 47, 00.000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Rama Shankar Prasad that the demand of Rs. 47,00,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the demand of Rs. 47,00,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 47,00,000 for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Syamadas Bhattacharyya that a sum of Rs. 47,00,000 be granted for expenditure under Grant No. 2, Major Head "7—Land Revenue" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 1,24,000 for expenditure under Grant No. 4, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Syama Prasad Barman that a sum of Rs. 1,24,000 be granted for expenditure under Grant No. 3, Major Head "8—State Excise Duties" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Jagannath Kolay that a sum of Rs. 89,000 be granted for expenditure under Grant No. 6, Major Head "11—Registration" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Chitto Basu
" " Ganesh Ghose
" " Dasarathi Tah
" " Sunil Das
that the demand of Rs. 22,21,000 for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum Rs. 22,21,000 be granted for expenditure under Grant No. 14, Major Head "25—General Administration" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Jagannath Kolay that a sum of Rs. 5,51,000 be granted for expenditure under Grant No. 15, Major Head "27—

Administration of Justice" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Niranjan Sengupta
" " Ajit Kumar Ganguli.
that the demand of Rs. 6,07,000 for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Purabi Mukhopadhyay that a sum of Rs. 6,07,000 be granted for expenditure under Grant No. 16, Major Head "28—Jails" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Bhupal Chandra Panda
" " Ajit Kumar Ganguli
" " Ganash Ghosh
" " Dasarathi Tah
" " Sunil Das
that the demand of Rs. 30,96,500 for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

[6-20—6-30 p.m.]

The motion of the Hon'ble Kali Pada Mookerjee that a sum of Rs.30,96,500 be granted for expenditure under Grant No. 17, Major Head "29—Police" during the current year, was then put and a division taken with the following result :

AYES—119

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Sankar
Das Abhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutt, Dr. Beni Chandra
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Haldar, Shri Mahananda
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaqul, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar

Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumder, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mandal, Shri Umesh Chandra
Mardi, Shri Hakai
Masiruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, hri Bhikari
Mondal, Shri Dhawajadhari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Pramanik, Shri Sarada Prasad
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad
Zia-Ul-Huque, Shri Md.

NOES—35

Abdulla Farooquie Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhaduri, Shri Panchugopal
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Shyama Prasanna
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Gobardhan
Elias Rasi, Shri
Ganguli, Shri Ajit Kumar
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Ramanuj
Halder, Shri Renupada
Hansda, Shri Turku
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Jamadar
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurbalal
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal, Shri Haran Chandra
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Sen, Shri Deben
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 119 and the Noes 35, the motion was carried.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 1,46,000 be granted for expenditure under Grant No. 18, Major Head "30—Ports and Pilotage" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that a sum of Rs. 6,000 be granted for expenditure under Grant No. 19, Major Head

"36—Scientific Departments" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,04,27,000 for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year be reduced by Rs. 100, was put and lost.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that a sum of Rs. 2,04,27,000 be granted for expenditure under Grant No. 20, Major Head "37—Education" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 43,94,000 for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries—72 Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 43,94,000 be granted for expenditure under Grant No. 27, Major Heads "43—Industries—Industries—72—Capital Outlay on Industrial Development outside the Revenue Account" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 6,00,000 for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Wefare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 6,00, 00 be granted for expenditure under Grant No. 32, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Welfare of Scheduled Tribes and Castes and other Backward Classes" during the current year, was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that a sum of Rs. 6,55,000 be granted for expenditure under Grant No. 33, Major Head "47—Miscellaneous Departments—Excluding Fire Services and Welfare of Scheduled Tribes, etc." during the current year, was then put and agreed to.

Instructions For The Press :

Please insert the following wherever the rider 'X' occurs below :—

X that the demand of Rs. 14,69,000 for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50—Civil Works" during the current year be reduced by Rs. 100, was then put and lost.

The motion of Shri Niranjan Sengupta X
" " Bhupal Chandra Panda X
" " Ajit Kumar Ganguli
" " Phakir Chandra Ray

The motion of the Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta that a sum of Rs. 14,69,000 be granted for expenditure under Grant No. 34, Major Head "50—Civil Works" during the current year was then put and agreed to.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 5,35,41,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Ajit Kumar Ganguli that the demand of Rs. 5,35,41,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Saroj Roy that the demand of Rs. 5,35 41,000 for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" during the current year be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that a sum of Rs. 5,35,41,000 be granted for expenditure under Grant No. 35, Major Head "54—Famine" during the current year was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 16,000 be granted for expenditure under Grant No. 36, Major Head "54B—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers" during the current year was then put and agreed to.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 2,11,000 be granted for expenditure under Grant No. 37, Major Head "55—Superannuation Allowancess and Pensions—83—Payment of Commuted Value of Pensions" during the current year was then put and agreed to.

The motion of Shri Chitto Basu that the demand of Rs. 2,78,000 for expenditure under Grant No 38, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of Shri Sunil Das that the demand of Rs. 2,78,000 for expenditure under Grant No 38, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year be reduced by Rs. 100 was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Bhupati Majumdar that a sum of Rs. 2 78,000 be granted for expenditure under Grant No. 38, Major Head "56—Stationery and Printing" during the current year was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 39

Major Head : 57—Miscellaneous—Contributions.

The motion of the Hon'ble Jagannath Kolay that a sum of Rs. 11,35,100 be granted for expenditure under Grant No. 39, Major Head "57—

Miscellaneous—Contributions" during the current year, was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 40

Major Head: 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 1,25,80,000 be granted for expenditure under Grant No. 40, Major Head "82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account" during the current year, was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 47

Major Head : 82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account.

The motion of Shri Ganesh Ghosh that the demand of Rs. 2 for expenditure under Grant No. 47, Major Head: "82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year be reduced by 1 Naya Paisa, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 2 be granted for expenditure under Grant No. 47, Major Head: "82B—Capital Outlay on Road and Water Transport Schemes outside the Revenue Account" during the current year, was then put and agreed to.

DEMAND FOR GRANT NO. 50

Major Head : Loans and Advances by State Government

The motion of the Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy that a sum of Rs. 94,72,000 be granted for expenditure under Grant No. 50, Major Head: "Loans and Advances by State Government" during the current year, was then put and agreed to.

The West Bengal Appropriation (No.2) Bill, 1961

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy: I beg to introduce the West Bengal Appropriation (No.2) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill)

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy: I beg to move that the West Bengal Appropriation (No.2) Bill, 1961, be taken into consideration. I have nothing to add.

The motion was then put and agreed to.

CLAUSES 1, 2 and 3

The question that clauses 1, 2 and 3 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

SCHEDULE

The question that the Schedule do stand part of the Bill was then put and agreed to.

PREAMBLE

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy: I beg to move that the West Bengal Appropriation (No.2) Bill 1961, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Adjournment

The House was then adjourned at 6-28 p.m. till 2-30 p.m. on Friday, the 24th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

XXIX—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

(The 22nd, 23rd, 24th, 25th, 27th, 28th and 29th March, 1961)

(Parts 3)

(24th March, 1961)

ublished by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedur and conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Price—Indian Rs. ·82 ; English, 1s 2d per copy

Vol. XXIX—No. 3

Assembly Proceedings

Official Report

West Bengal Legislative Assembly

Twenty-ninth Session

(February—March, 1961)

(The 22nd, 23rd, 24th, 25th, 27th, 28th and 29th March, 1961)

(Parts 3)

(24th March, 1961)

Published by authority of the Assembly under Rule 353 of the Rules of Procedur and conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly.

Unstarred Questions

(to which written answers were laid)

Remission of rents in the areas of Pingla police-section affected by floods in 1958

46. (Admitted question No. 151.) **Shri Ananga Mohan Das:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, গত ১৯৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম দোবাকী ও পাচখুপী নদীর বন্যাতে পিংলা থানার ৮নং ও ৯নং ইউনিয়নের অধিকাংশ গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় ব্যাপক শস্যহানি হয়; এবং

(খ) সত্য হইলে, সরকার উক্ত দুইটি ইউনিয়নের ঐ বৎসরের খাজনা মকুবের কথা বিবেচনা করেন কিনা?

The Minister for Land and Land Revenue (The Hon'ble Bimal Chandra Sinha):

(ক) উল্লিখিত বৎসরের বন্যায় পিংলা থানার ৮নং ও ৯নং ইউনিয়নের কতকগুলি গ্রাম প্লাবিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে উক্ত ইউনিয়ন দুইটিতে আংশিকভাবে শস্যহানি হইয়াছিল।

(খ) ইহা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Repair of the embankment of Polta canal of Baduria police-station, 24-Parganas.

47. (Admitted question No. 162.) **Shri Muhammad Ishaque:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation and Waterways Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৫৯ সালের প্রবল বন্যায় ২৪-পরগনার অন্তর্গত বাদুড়িয়া থানার নিকটবর্তী পোলতা খালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উক্ত অঞ্চলের গ্রামবাসিগণ ও কৃষকগণ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন; এবং

(খ) সত্য হইলে, সরকার উক্ত বাঁধ মেরামতের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

The Minister for Irrigation and Waterways (The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji):

(ক) হাঁ।

(খ) বাঁধ মেরামতের জন্য একটি এস্টিমেট প্রস্তুত করা হইতেছে।

Construction of a Jeepable road in Rangli-Rangliot police-station, Darjeeling district

48. (Admitted question No. 43.) **Shri Bhadra Bahadur Hamal:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state—

(ক) দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত রংলী-রংলীয়ট থানার সোবেন বস্তির বড়ডোবা হইতে রবিঝোড়া পর্যন্ত জীপ চলাচলের রাস্তা নির্মাণের কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

(খ) থাকিলে, এই পরিকল্পনা কবে কার্যকরী করা হইবে ?

The Minister for Public Works (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Friday, the 24th March, 1961, at 2-30 p. m.

Present :

Mr. Speaker (THE HON'BLE BANKIM CHANDRA KAR) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 9 Deputy Ministers and 171 Members.

[2-30 2-40 p.m.]

Statement made by a Minister.

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Sir, with your permission I beg to make a statement, under rule 346 of the Assembly procedure Rules, regarding reconstruction of the bridge over the river Raman in the district of Darjeeling.

There was a bridge across the Raman River connecting Singla Bazar in the district of Darjeeling and Naya Bazar in Western Sikkim It is reported by the Deputy Commissioner, Darjeeling, that the bridge was constructed by the Sikkim Durbar at the cost of the Durbar and with the contribution made from the Darjeeling Improvement Fund, Darjeeling, with no future commitment. The bridge was also maintained by the Sikkim Durbar, necessary cost being borne sometimes by the Durbar and sometimes by the Darjeeling. Improvement Fund, Darjeeling. It was reported that the bridge was damaged by heavy rain on the 9th July, 1959, when the decking of the bridge gave way due to the fall of a big tree on it.

This bridge, it is reported, was of benefit to the people of Singla Bazar and the surrounding Tea Estates in Darjeeling It may be stated that this bridge is not the only link between West Bengal and Sikkim and there are other alternative routes.

Representations for the reconstruction of the bridge were received by the Deputy Commissioner, Darjeeling, from the local people. Commissioner, Presidency Division after due consideration of full facts of the case, has recommended that the matter of reconstruction of this bridge may be taken up with the Sikkim Durbar. Public works Department have accepted this recommendation and propose to act upon it

Message.

Secretary (Shri A. R. Mukherjea): Sir the following Message has been received from the West Bengal Legislative Council, namely :—

Message

The West Bengal Appropriation Bill, 1961, was considered by the West Bengal Legislative council at its meeting held on the 24th March, 1961, and is returned herewith to the Assembly with the intimation that the Council has no recommendations to make.

Calcutta,
The 24th March, 1961.

Suniti Kumar Chatterji
Chairman,
West Bengal Legislative Council."

Government Bills

The Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1961.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir I beg to introduce the Rehebilitation of Displaced persons and Eviction of persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill).

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir I beg to move that the Rehabilitation of Displaced persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration.

আমার এই বিলের যে সংশোধনী তা খুব ছোট্ট। আমি তাতে এই কথা বলেছি এই বিলের আয়ু মেয়াদ আরো কিছুদিন বাড়িয়ে দেওয়া হোক্। অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ, ১৯৬১ সালে এর আয়ু শেষ হতে চলেছিল। সেটা আমরা বাড়িয়ে ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যন্ত এর আয়ু বৃদ্ধি করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন যে এই বিলের উদ্ভব কি করে হয়েছে। ১৯৫০ সালে বিশেষ করে আমাদের এখানে যখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক আশ্রয় প্রার্থী ভাই বোনেরা আসেন, তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে অনেক জমি, অনেক বাড়ী, জবর দখল বলে বে-আইনী করে দখল করেছিল। তারপর আমাদের কাছে বাড়ীর ও জমির মালিকরা এসে বললেন আমরা কোথায় যাব? কেন? না, অনেক মুসলমানের বাড়ী তখন অধিকৃত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে যে গোলযোগ হয়েছিল, যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গাম হয়েছিল, তাতে করে অনেক মুসলমান ভাইবোনেরা বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল তখন তাদের ঘর দুয়োর এই আশ্রয়প্রার্থীরা দখল করেছিল। তারা আবার অনেকের পতিত জমিও দখল করেছিল, বাগান, বাগান বাড়ী ইত্যাদি ও অনেকে দখল করেছিল। সেইজন্য ১৯৫১ সালে আমরা একটি আইন আনি। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তখন মালিকদের কি করে এই সব জায়গা জমি ঘর ইত্যাদি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। সেই সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে—আমাদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে একটি সম্মেলন হয় এবং আমরা আপোষ আলোচনা করে ঠিক করি শুধু মালিককে কি করে তাদের জমি বাড়ী প্রত্যর্পন করা হবে, ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। আর যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীরা সে সব জবর দখল করেছে, তাদের কি করে Protection দিতে পারি, রক্ষা করতে পারি। তখন এই বিলের নামকরণ বদলে গেল, তাদের eviction এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল আশ্রয়প্রার্থীদের rehabilitation কি করে দেওয়া যেতে পারে।

যখন মোটামুটি metamorphosis হয়ে গেল, তখন আমরা ঠিক করলাম কিছু দিনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবো যাতে আমরা জবর দখলকারীদের alternative accommiodation করে দেবো এবং বাড়ীর মালিকদের গৃহ ও জমি প্রত্যর্পন করতে পারবো। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। এবং এরজন্য প্রত্যেক জেলাতে ডিষ্ট্রিক্ট জজ্‌কে competent authority করা হয় এবং কলকাতা ও ২৪পরগণার জন্য একজন বিশেষ কম্‌পিটেন্ট অথারিটি নিয়োগ করা হয়। কারণ, কলিকাতা ও ২৪ পরগণা থেকে ৪৪৬১টি আবেদন পেয়েছি। হাওড়াতে ৭৬৭ টি, এবং অন্যান্য জেলায় হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, এই সব জায়গায় সামান্য কয়েকটা ছিল। এই সমস্ত জেলায় কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া জেলার কাজ কম্‌পিটেন্ট অথারিটি শেষ করেছেন। কিন্তু কলকাতায় এবং হাওড়ায় কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। এই জন্যই আমরা সর্বক্ষেত্রে alternative accommodation দিতে

পারিনি। তার মানে হচ্ছে, আমরা যে জমি তাদের offer করিনি, তা নয়। আমরা বলেছিলাম তোমরা জমি পাবে, কিন্তু কলকাতা থেকে একটু দূরে পাবে। তাঁরা বললেন আমরা কলকাতায় থেকে কোন রকমে রোজগার করে খাচ্ছি, আমাদের যদি দূরে জমি দেন তাহলে আমাদের পুনর্বাসন হবে না। আমাদের জমি নেই বাড়ী নেই, কিন্তু আমরা এখানে থেকে কোনরকম ভাবে উপার্জন করে জীবনধারণ করছি। সেই জন্য বহু চেষ্টা করেও আমরা এই কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারিনি, তা অসম্পূর্ণ আছে। এখন সম্প্রতি যিনি পুনর্বাসনমন্ত্রী কেন্দ্রের খান্না সাহেব এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় ও আমি, সকলে মিলে এসম্বন্ধে একটা আলোচনা করি এবং সেই আলোচনায় এটা ঠিক হয় যে সমস্ত জবরদখল বাড়ী ও জমি আমরা ভাল করে survey করবো। মালিকের সেখানে জমির দাম কত হতে পারে, বাড়ীর দাম কত হতে পারে এবং যে সকল পরিবার যেখানে squat করে, জবর দখল করে বসে আছে, সেখানে তাদের বসবাস করিয়ে রাখতে পারি কিনা, এই সমস্তগুলি ভাল করে বিবেচনা করে দেখবো। অবশ্য এখানে প্রশ্ন হতে পারে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রনালয়, তাঁরা সমস্ত মূল্য দিতে রাজী হবেন না। কারণ তাঁদের একটা ceiling আছে ধার্য্য করা. তার চেয়ে বেশী মূল্য দিতে তাঁরা রাজী হবেন না। তাই আমরা বলেছি, তাঁরা যতটা দেবেন দিন। বাকীটা আমরা যে slum clearance scheme এর টাকা আছে, তা থেকে নিয়ে ম্যানেজ করবো কাজে কাজেই নূতন একটা জিনিষ উদ্ভব হয়েছে, এবং তারজন্য নূতন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এবং সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করতে পারবো কখন ! যখন আমরা আরও একটু সময় পাবো।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে আমি হাউসের কাছে এই জন্য এসেছি যে, আমাদের আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হোক। এই সময়টা বাড়িয়ে দেওয়া হলে পর আমরা এই সমস্ত কাজগুলি সুসম্পন্ন করতে পারবো। যেখানে ওঁরা আছেন, তাঁদের অধিকাংশকেই সেখানে রেখে দিতে পারবো; এবং আমি ও বাড়ীগুলি কিনে নিতে পারবো; এবং যারা মালিক, তাদেরও কোন অসুবিধা হবে না। ৯।১০।১১।১২ বছর ধরে এই সমস্ত মালিকরা বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন, অনেকে নিজেদের—ঘর, বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁরা ফিরে আসতে পারছেন না। অনেকের মূল্যবান জমি দখল করে রাখায় তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা সেইজন্য সময়ের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে চাই। এতে যাঁরা আশ্রয় প্রার্থী আছেন তাঁরা protection পাবেন আরও কয়েক বছরের জন্য, যতদিন পর্য্যন্ত তাঁদের সুব্যবস্থা না হয়, এবং যারা মালিক আছেন, তাঁদের জমিগুলিও তাঁবাদি হয়ে যাবে না।

[2-40—2-50 p. m.]

এদের ১০।১১ বছর হয়ে গেল—১২।১৩। ১৪ বছর যদি মালিকের জমি দখল করে থাকে তো মালিকের বিপদ। উভয় দলকে রক্ষা করবার জন্য protection দেবার জন্য এ বিলের মিয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। এটা খুব সামান্য জিনিষ যদিও বিরোধী দলের বন্ধুরা সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন। এই সংশোধনীর অধিকাংশই circulationএর জন্য বাড়ীটা—সামান্য একটা জিনিষ। এটা পাশ করতে বেশী সময় লাগা উচিত নয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হতে পারে, এর জন্য ৩ ঘণ্টা ৩৷৷০ ঘণ্টা লাগা উচিত নয়। বোধ হয় শ্রীগনেশ ঘোষেরও এই মত।

Shri Jyoti Basu: এই যে মামলাগুলি হয়ে আছে, এই Decreeগুলির কি হবে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: এই decree গুলি তো compensation এর টাকার জন্য। এখন তো এটা হচ্ছে protection এর জন্য, eviction করতে

পারবে না। Competent Authority একটা rent ধার্য্য করেছে তাদের তো সেই Compensation দিতেই হবে। আমাদের এই যে আইন এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই। মাননীয় সদস্যরা দেখবে। জ্যোতিবাবুও নিশ্চয়ই দেখেছেন এই যে Compensation এটা তো দিতেই হবে, কেন না—মালিকের বাড়ী কিংবা জমি দখল করে থাকলাম আর তার Compensation দেব না এটা হতে পারে না, এ জিনিষ এর মধ্যে আসে না।

. **Mr. Speaker:** Amendments to the motions Nos. 1, 2 and 3 are out of order. Amendments Nos. 4-6, 7, 8 and 9 are technically correct I accept these amendments and they are taken as moved.

Shri Niranjan Sengupta: Sir, I beg to move that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendments) Bill, 1961, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 29th March, 1961.

Shri Suhrid Mallick Chowdhury: Sir, I beg to move that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1961, be circulated for tbe purpose of ef eliciting opinion thereon by the 28th of March, 1961

Shri Samir Mukhopadhyay: Sir. I beg to move that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill. 1961, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 27th of March, 1961.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মূল কথাগুলিই বলবো। এই যে Act এটা পাশ করা হয়েছিল ১৯৫১ সালে। এই Act এর উদ্দেশ্য ছিল যে ৩ বছরের মধ্যে এই সমস্ত জবর দখল করে যারা কোন বাড়ীতে বা জমিতে আছে তাদের alternative Rehabilitation এর ব্যবস্থা করা, কিন্তু এই Act ১৯৫৪ সালে ১ বছরের জন্য extend করা হল, ১৯৫৫ সালে দুবছর extend করা হল এবং ১৯৫৮ সালে ৩ বছর করা হল। ১৯৬১ সালে আবার ৩ বছর করতে হচ্ছে। এ সমস্ত থেকে অন্ততঃ বুঝা উচিত যে উদ্দেশ্য আইনটা করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় নি। সুতরাং একটা thorough renew করা উচিত ছিল। তা না করে দেখছি বছর বছর Act টাকে বাড়িয়ে চলেছেন এতে আইনের যে অন্যতম উদ্দেশ্য alternative rehabilitation এতে সেটা নাকচ—হয়ে যাচ্ছে। এই Act এর Provision অনুযায়ী সেটা জ্যোতিবাবুও জিজ্ঞাস করলেন compensation এবং Eviction এর ব্যাপারে ঘটে থাকে। আজকে ১৯৫১ সালের Act টাকে ১৯৬১ সালে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে আরও ৩ বছর extend করতে হবে। Act এ প্রথমে যে উদ্দেশ্য ছিল ৩ বছরের মধ্যে কাজটা complete করা সেটা হয়নি তাই ১৯৬১ সালেও Squatters familyর উপর certificate করতে হচ্ছে এবং তারা eject হয়ে যাচ্ছে। প্রফুল্লবাবু জানেন বরানগরে কয়েকটি family কে এরূপ eject করা হয়েছে এবং পাইকপাড়ার অসংখ্য লোকের উপর notice দেওয় হয়েছে eject করার জন্য।

এখন এটা ভেবে দেখুন—তারা কি করে rehabililation পাচ্ছে, কারণ তাদের compensation দেবার ক্ষমতা নেই। এই compensation তাদের ঘাড়ে পড়ছে যেহেতু Government র এই Act fail করেছে। কারণ যদি ৩ বৎসরের মধ্যে এই কাজটা করে দিতেন তাহলে এই compensation র বোঝা তাদের ঘাড়ে পড়তো না। Government র এই বোঝা তাদের প্রতিটি family র উপর এসে পড়ছে এই

compensationর জন্য। আজকে এই refugeeদের provision হতে পারতো কিন্তু Government সে ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছেন। এখন এখানে Government ৫৩ সালে নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে এই Squatters Colonyগুলিকে আমরা regularise করবো। ১৯৫৩ সালে সেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু আজ এই ১৯৬১ সাল, এখন পর্য্যন্ত এই regulariseর কাজ শেষ হয়নি। এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, এই regularisation র কাজ এত delay হচ্ছে কেন তার কোন explanation এখানে দেননি ১৯৫৭ সালে যখন এর amendment হল এখন ১৯৫৭ সালে একটা figure দিয়েছিলেন তাতে দেখছি—Government র হিসাবে বলেছেন, 89 Squatters colony regularise হয়েছে; 50 under operation, 8 not to be regularised. এই ছিল 1957 এর position। আর 1960 তে Government যে হিসাব দিয়েছেন তাতে দেখছি লেখা আছে,—Central Governmentর হিসাব - 90 Squatters colony regularised. অর্থাৎ 1957 এ হল 89 আর 1960 তে হল 90 এবং এই বৎসর খান্না সাহেবের দপ্তর আমাদের কাছে যে তথ্য দিয়েছে তাতে upto March 1961 95 regularised হবে। এই যদি rate of progress হয় তাহলে আমার বিশ্বাস আজীবন এই Act extend করে চললেও এই জিনিষের Solution হবে না। on the other hand এই compensation এর জন্য যেভাবে certificate জারী করা হচ্ছে সেটা ভীষণ ব্যাপার যারা যে শুধু political purpose এ compensation দেয় না তা নয়, তাড়া দেবে কি করে। Government এই family গুলিকে কোন Camp এ রাখেনি, তাদের dole দেয়নি, এই colony Government র কাছে কোন benefit নেয়নি, আপনারা তাদের কোন house building loan দেয় নি, আপনারা শুধু বলেছেন alternative accomodation র ব্যবস্থা করবো। কিন্তু তারা Government র উপর burden হয় নি। তারা নিজেরা আজকে জলাজমি যা পড়েছিল। সেই সমস্ত জমি জবরদখল করে, উন্নত করে বসতি স্থাপন করেছে, তারপর Government র ব্যর্থতার জন্য আজকে তাদের উপর certificate compensationর rate যা ধরা হচ্ছে তা developed land র দাম অনুসারে। যারা জমি জবর দখল করে, পতিত, জলা, জমি develop করলো, তাদের উপর আজকে developed land র দাম ধরা হচ্ছে। Government তাদের Act অনুযায়ী জমির মালিককে তোষণ করার ব্যবস্থা করছেন। Government এই Act এ করছেন 1946 এর acquisition price এর অনেক বেশী দাম তাঁরা নিচ্ছেন। এখানে কতকগুলি plot র কথা বলছি যে সেখানে কিভাবে দাম পড়েছে। আমার কাছে একটা chart আছে। টালিগঞ্জে বৈষ্ণব ঘাটি-তে plot No. ১৬৪, transaction হয়েছে ১২ কাঠা জমি ৩৯১০ টাকা total price, rate of cotta ৩২৫ টাকা plot No. ৩৭৯ এ ৫৫ কাঠা জমি transaction হয়েছে ২৬৮ টাকা কাঠা এইভাবে ৬০নং, ৭৪ নং ৪৫নং plot বিক্রি হয়েছে। ৬০ নং plot এ ১৬০, টাকা বিক্রি হয়েছে। সব চেয়ে highest price দেখছি ৭৪ নং plot এ ৩৪৩ টাকা কাঠা। এখানে তাহলে যে সব paddy field আছে তার গড়ে দাম পড়লো কাঠা ১৫৭ টাকা।

[2-50—3 p. m]

অথচ Government land acquire করলেন প্রতি ৪৭০ টাকা করে এবং এটা squatters colony গুলির উপর loan হিসাবে charged হল। সুতরাং ১৯৫৭ সালের জায়গায় তারা price দিলেন ৩ গুণ, দাম বাড়িয়ে দিলেন, অর্থাৎ মালিকদের সুবেভাতে তোষণ করার বন্দোবস্ত করছেন। এই সমস্ত squatters colony কিভাবে গড়ে উঠেছিল? বাস্তুহারাকে এজন্য জীবন দিতে হয়েছে এবং শেষপর্য্যন্ত আন্দোলনের চাপে Government স্বীকার করেছিলেন তারা

squatters colony গুলি তারা regularise করবেন। The whole purpose of the Act হচ্ছে এই সমস্ত বাস্তহারাদের rehabilitation এর সুযোগ না দিয়ে কি করে জমির মালিকদের টাকা পাইয়ে দেওয়া যায়। যারা এই জমিগুলি develop করেছে টাকা পয়সা খরচ করে পরিশ্রম দিয়ে তাদের তৈরী করা এই সব জমির জন্য আজকে মালিকেরা competent authorityর মাধ্যমে একটা high rate এ compensation দাবী করছে। এই নিয়ে Assembly তে কয়েকবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং ডাঃ রায় বলেছিলেন এই ব্যাপারটা বিবেচনা করবেন এবং এজন্যে ডাঃ রায়ের ঘরে একটা conferenceও ডাকা হয়েছিল—সেই conference এ জ্যোতিবাবু, হেমন্ত বাবু ডাঃ ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন আমিও উপস্থিত ছিলাম তখন ডাঃ রায় এই assurance দিয়েছিলেন compensation এর ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখবেন। কিন্তু কিছুই করা হল না। এখন large number plot holders দের উপর certificate আসতে আরম্ভ করেছে, এবং কি করে জমির মালিকদের compensation এর টাকা পাইয়ে দেওয়া যায় তার চেষ্টা চলছে এবং compensation এর offensive large scale এ এই সমস্ত মানুষের উপর শুরু হবে। আজকে rehabilitation এর basic problem হচ্ছে কি করে squatters colonyর squatter house এর বাসিন্দাদের কি করে life এ rehabilitate করে দেওয়া যায়। কিন্তু আজকে আইন দেখিয়ে প্রফুল্লবাবু বলছেন compensation দিতে হবে, সুতরাং তার জন্য যদি আবার এইসব মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় তাহলে তার দায়িত্ব তাদের থাকবে না। এই যদি হয় তাহলে সমাধান কিছুই হল না। Police এর সঙ্গে clash হবে, আন্দোলন হবে, নতুন করে resistance সৃষ্টি হবে এবং আপনারা তাদের ডাণ্ডা পিটিয়ে খুন করবেন। এই Act এর ভিতর জমির মালিকদের guarantee দিচ্ছেন এবং squatter colony র বাস্তহারাদের ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন। তাহলে পর আবার Government এর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। বরাবর আমরা বলেছিলাম আমাদের বক্তব্যগুলি একটু বিবেচনা করে দেখবেন এবং compensation ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করে ফেলুন এবং যত তাড়াতাড়ি পারেন squatters colony গুলি regularise করার ব্যবস্থা করুন। কিন্তু আজকে বাস্তহারাদের definition restrict করে দিয়ে rehabilitation এর কাজটা খুব difficult করে দেওয়া হয়েছে। এবং আর একটা কথা, যারা ১৯৫০ সনের পরে এসেছে তাদের দেওয়া হবেনা। এবং আপনারা যেসব দলিলপত্র চাচ্ছেন সে সব দলিলপত্র দেওয়া সম্ভব নয়। compensation এর ব্যাপারে Government এরই জিম্মা নেওয়া উচিৎ এবং এই আইনটা আরো liberalise করা দরকার। এগুলি যদি আপনারা করতেন তাহলে আমরা বলতে পারতাম আপনারা এই problem solution এর জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু বার বৎসর পরেও এখন আপনারা বলছেন এই বাড়ী ও জমিগুলির উপর certificate করবেন। সুতরাং আজকে এমন একটা অবস্থায় এনে তাদের হাজির করেছেন যাতে আমরা এই intension এ কিছুতেই সম্মতি দিতে পারিব না। তা সত্ত্বেও আমি আমার amendment এ ১০ বৎসর time দিতে চেয়েছি যেহেতু আজকে যদি এই আইনটা lapse করে করে যায় তাহলে যাদের protection পাওয়া দরকার আছে যেসমস্ত জমির regularisation এখনো হয়নি, তাদের উপর double compensation এবং ejection এর order আসবে। সেজন্য আমি এক বৎসর দিতে রাজী আছি। এই একবৎসরের ভিতর সমস্ত জিনিষ complete করতে হবে। তা না হলে জেনে রাখুন আবার একটা প্রচণ্ড বিরোধ সৃষ্ট হবে। আপনারা যদি সত্যই এর solution চান তাহলে এই Act এভাবে বজায় না রেখে এর মধ্যে compensation এর provision রয়েছে তার একটা ফয়সালার ব্যবস্থা করতে

হবে—এবং সমস্ত restriction তুলে দিয়ে Squatters collonyর Squatters house ও জমি regularise করে তাঁদের স্বত্ব দেবার ব্যবস্থা করুন, এটা যদি না করেন তাহলে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হবে কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।

Shri Haridas Mitra : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে Act এসেছে তা আলোচনা করতে গিয়ে এর পটভূমিকার কথা আমার মনে পড়েছে। প্রফুল্লবাবু তার বক্তৃতায় বললেন যে ১৯৬০ সালে দাঙ্গার সময় লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল বাংলাদেশে এসেছিল পাকিস্থান থেকে। তখন সরকারের কোন plan ছিল না, কোন pragramme ছিল না। আমরা জানি সরকার সে সময় নিস্ক্রিয়। এবং এই নিস্ক্রিয় থাকার ফলে বাস্তুহারারা শিয়ালদহ ষ্টেসনে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা বসেছিল এবং তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পরিশ্রমে তারা অনেকগুলি উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল কোন রকম সরকারের সাহায্য না নিয়ে। কিন্তু বড় বড় জমিদাররা তারা এই সমস্ত বাস্তুহারাদের উপরে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছিল এবং সরকার এই সমস্ত জমিদার লালালকা, আর ডাওয়ালকাদের agent হিসাবেই কাজ করেছিল। কিন্তু এই সমস্ত বাস্তুহারাদের সাব ৪জ ছিল অটুট তারা এই সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে উপনিবেশগুলি গড়ে তুলেছিল এবং আমরা দেখেছি এই উপনিবেশগুলি আজ কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক লীলভূমিতে পরিণত হয়েছে।

[3—3-10 p. m.]

নূতন পরিবেশের মধ্যে নূতন ভাবে বাঁচবার তারা চেষ্টা করছে। আমার মনে আছে সেই সময়—অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে যে বিরাট গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। সেই দুর্বার অবরোধ আন্দোলন দেখে বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার সেদিন মাথা নীচু করেছিলেন। এই গণআন্দোলনের চাপে সেদিন তাদের ভাবতে হয়েছিল এই রিফ্যুজিদের কিছু কিছু প্রোটেকশন দেওয়া দরকার। সেজন্য এদের জন্য প্রোটেকশানের কথা হল এবং এ বিষয় বহু প্রচার পত্র কংগ্রেসের তরফ থেকে করা হল। অর্পনপত্র সম্বন্ধে বহু কথা বলা হয়েছে। আমি এসেম্বলীতে বহুবার আলোচনা করে দেখিয়েছি যে প্রতিটা কলোনীতে কটা প্লট আছে এবং কটাকে অর্পনপত্র দেওয়া হয়েছে। আপনাদের আইনের প্ল্যান বহুদিন থেকে আসছে কিন্তু টালিগঞ্জ অঞ্চলে আজপর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমরা কিছুই দেখছি না। অথচ দেশের লোকের সামনে বর্ত্তমান কংগ্রেস সরকার এমন একটা পোজ করছেন যে সমস্ত কলোনী রেগুলারাইজ হয়ে গেছে, স্কুল কলেজ তৈরী হয়েছে। অর্থাৎ সমস্ত জায়গায় নূতন সাংস্কৃতিক পেছনে তার যে কোন সরকার এসে দাঁড়িয়েছেন এবং এই পোজ দিয়ে তাঁরা দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। আমরা দেখলাম ১৯৫১ সালে যেটুকু সুযোগ সুবিধা এই আইনের মারফৎ উদ্বাস্তু আন্দোলনের ফলে সরকারকে দিতে হয়েছিল, ১৯৫৭ এই আইন যখন এমেণ্ড করা হয় তখন সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাদের বন্ধ করে দেওয়া হল। আমার আজও ১৯৫৭ সালের ১০ই জুলায়ের কথা মনে আছে। উদ্বাস্তুরা সেদিন বিধানসভার দিকে অভিযান চালিয়েছিল হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষ সেদিন বিধানসভার বাহিরে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ক্ষোভে ও গর্জনে সেদিন ২ বার করে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। বিধানসভা বন্ধ রেখে সন্ত্রস্ত ও ভীত ডাঃ রায় সেদিন আমরা যখন উদ্বাস্তুদের সঙ্গে থাকি তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ঘরে এবং আমাদের সঙ্গে হাউস য়্যাডজোর্ণ করে আলোচনা করেছিল এবং তখন ডাঃ রায় আমাদের বলেছিলেন প্রফুল্লবাবু ও বিমলবাবু সেই সময় উপস্থিত ছিলেন যে য়্যামেণ্ডমেণ্ট করেছি সেটার ইম্‌প্লিমেণ্টেশনের বেলায় আমরা কড়াকড়ি করবনা ও এই রকম করে আমরা উদ্বাস্তুদের ক্ষতি করবনা। কিন্তু বিগত দিনের সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে মুছে ফেলে

দিয়ে তাঁরা আজকে নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছেন। কম্পেনসেসানের কথা বলেছিলেন যে নমিন্যাল একটা করা হবে। আমি ২১১টা কম্পেনসেশানের কেস নং এর টাকার এমাউন্ট আপনাদের সামনে হাজির করছি। টালিগঞ্জের সূর্যনগর কলোনীর শ্রীছায়া সেনগুপ্তের উপর, কেস নং ৩৪১১।৫১, অর্ডার নং ২০৩, হুকুম হল ১-১-৫০ সালে। ৮-১-৫৫ সাল পর্যন্ত ১৩১৮ ৩৪ নঃ পঃ তাঁকে কম্পেনসেসান দিতে হবে চম্পকলাল মোহনলালকে—তাঁর জমি হচ্ছে পৌনে ৩ কাঠা। ৮-১-৬১ সাল পর্যন্ত সেই টাকা করেছিলেন ১৩৮ টাকা ৫ বৎসরের জন্য এবং আরও ৬ বছরের জন্য কনসিডারেসান হল এখানে কম্পেনসেসান আর কনসিডারেশান মিলিয়ে ২১৫০ টাকা দিতে হচ্ছে। কিন্তু আসলে সেই জমির দাম সরকার ঠিক করেছেন highest ceiling price—১৮৭৩ এর কম্পেনসেসান নিয়ে তাঁর দাঁড়াচ্ছে ২৯০০ টাকার উপর। তারপর আর একটি কেস শ্রীঅমর রায় ঐ কলোনীতে থাকেন কেস নং ৩৪১১।৫১ তাঁকে ঐ চম্পকলাল মোহনলালকে টাকা দিতে হবে ২০০২ টাকা up to Feb. 1961 ঐ কম্পেনসেসান ও কনসিডারেসান মিলিয়ে। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়কে ঐ কেসে ২০০২ টাকা দিতে হবে। অবনী সরকার, ঐ কলোনীর কেস নং ৩৪১১।৫১, ঐ চম্পকলাল মোহনলালকে ২০০২ টাকা দিতে হবে। খুদীগোপাল পানকেও ঐ একই কম্পেনসেসান দিতে হবে। অথচ এদের প্রত্যেকের জমির highest ceiling হচ্ছে ১৮৭১ টাকা।

২০০০ টাকার উপরে কম্পেনসেসন দেওয়া মানে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি হওয়া। স্যার, গত নভেম্বর মাসে নেতাজী নগরে প্রায় ১০০০টি কম্পেনসেসনের কাজ হয়েছে এবং সেই মামলায় উদ্বাস্তুদের তরফ থেকে অ্যাপিলিয়েট কোর্টে হাজির হয়ে আমি যে আর্গুমেন্ট করেছিলাম তাতে দেখেছি যতগুলো কম্পেনসেসনের কেস হচ্ছে তাতে একমাত্র টালিগঞ্জের নেতাজী নগরেই কম্পেনসেসন্ বাবদ ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা পাওনা হয়েছে এবং এই টাকার জন্য এখন পুলিশী হামলা চলছে। যদিও আমাদের এ্যাসিউরেন্স দেওয়া হয়েছিল যে এখন আর পুলিশ দিয়ে হামলা করা হবেনা। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে দেখেছি যে জমিদার এবং পুলিশ একসঙ্গে মিলে আজাদ গড় কলোনীতে কম্পেসেসনের টাকা আদায় করতে গেছে। তবে আমি সেখানে হাজির হয়ে দেখেছি যে উদ্বাস্তুদের এমনই অবস্থা যে ঘটি বাটি, কাথা কম্বল প্রভৃতি বিক্রি করলেও তাদের এক একজনের কাছ থেকে ১০ টাকাও আদায় করা যাবে না এবং যার জন্যই পুলিশ বলেছিল যে এঁদের কাছ থেকে কি আর নেব—এযে দেখছি কিছুই নেই। অথচ এঁদের এক একজনের উপরেই ৪৫০।৫০০।৭০০।৮০০ টাকা পর্যন্ত কম্পেনসেসন দাবী করা হয়েছে। স্যার, এবারে আমি ১৯৫৭ সালে যখন এই বিলের অ্যামেণ্ডমেন্ট পাশ হয় তখন বিমলবাবু এই কম্পেনসেসন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার কিছুটা অংশ ১২.৭.৫৭ তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ থেকে আপনার সামনে পড়ে শোনাচ্ছি। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে Shri Bimal Chandra Sinha announced that the Chief Minister was consulting the centre on the question of giving financial assistance to those refugee squatters who were unable to pay compensatton. কাজেই কম্পেনসেসন সম্বন্ধে যখন বিমলবাবু ৪ বছর আগে একথা বলে গেছেন তখন এই ৪ বছর পর সরকার এই কম্পেনসেসন সম্বন্ধে কি বলতে চান সেটা আমাদের শোনা দরকার। তবে ওটা যদি আপনাদের মনের কথা হয়ে থাকে তাহলে এখন পুলিশ নিয়ে গিয়ে সেখানে হামলা করছেন কেন! কাজেই আমার মনে হয় সেদিন যখন উদ্বাস্তুরা বিধান সভা আক্রমণ করেছিল তখন তাদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ এবং হামলা দেখে ভয় পেয়ে আপনারা এই অসত্য উক্তি করেছিলেন এবং তাই আজ তাদের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা করছেন। তবে এখানে একটা কথা বলতে চাই যে, আজ যদি কম্পেনসেসনের দায়ে উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ হতে হয় তাহলে তারা যখন পতিত জমি উদ্ধার করে পয়সা খরচ করে রাস্তাঘাট এবং নগর গড়ে তুলেছে তখন সরকার তাদের কি কম্পেনসেসন দেবেন? সেটা বলুন। স্যার, এঁরা আজ জমিদারদের কম্পেনসেসন দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে উদ্বাস্তুরা এইসব জমির জন্য এবং অন্যান্য

কাজের জন্য যে টাকা খরচ করেছে তারজন্য তাদের কম্পেনসেসন দেবেন কিনা সেটা বলুন। বিমলবাবু বলেছেন যে কম্পেনসেসনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কম্পেনসেসনের সমস্ত দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। যাহোক, এখন কথা হোল টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে যদি এষ্টেট অ্যাকুইজিসন এর মধ্যে রাখতেন তাহলে আজকের দিনে এই লায়লকা, ভাঙ্গর এবং পোদ্দার প্রভৃতিরা কম্পেনসেসন নেবার সুবিধা পেতনা, অথবা কলোনী হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি অর্ডিন্যান্স জারী করে সেগুলো এ্যাকোয়ার করবার ব্যবস্থা করতেন তাহলে এই বিপুল পরিমাণ কম্পেনসেসনের ভার তাদের ঘাড়ে আসত না। স্যার, আমি আজাদগড় কলোনীতে দেখেছি যে তাদের ঘটি বাটি, ঘরের টিন, জানালা কপাট প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে এবং তারপর তাদের ধরে নিয়ে সিভিল জেলে জেল খাটান হচ্ছে। এই হচ্ছে উদ্বাস্তুদের অবস্থা, অথচ গতবারে ১৯৫৭ সালের আমেণ্ডমেণ্ট অনুসারে বলেছিলেন যে পাবলিক ডিমাণ্ড রিকভারি এ্যাক্ট অনুসারে এঁদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা হবে।

[3-10—3-20]

সরকারের টাকা লায়লকা, ভাওয়ালকা, পোদ্দার Public Demands Recovery Act অনুযায়ী আদায় করবে কোন অধিকারে? আপনারা ল্যাণ্ড স্পেকুলেটর দালালি যদি করেন—তাহলে আপনারা একমাত্র এই কাজ করতে পারেন, তাহলে আপনারা সর্বহারা মানুষদের কথা বলতেন না। একথা বলা আপনাদের সাজে না। স্যার, কম্পেনসেসান সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করছি আগে যিনি কম্পিটেণ্ট অথরিটি ছিলেন শৈলেন সেনগুপ্ত মহাশয় তিনি বিমলবাবুর প্রফুল্লবাবুর ডজন সেক্রেটারিকে তা নিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি পরিষ্কার একথা লিখেছিলেন যে এইভাবে কম্পেনসেসান চালু করলে উদ্বাস্তুরা সম্পূর্ণরূপে আবার গৃহহীন হয়ে যাবে। সেই চিঠি আপনারা এখানে হাজির করুন। কমপিটেণ্ট অথরিটির চিঠি আমরা শুনতে চাই। স্যার, আর একটা কথা অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করি। কম্পেনসেসন ছাড়া এই বিলে আর একটা ধারা আছে যে ধারা হচ্ছে কনসিডারেসান। আমি প্রফুল্লবাবুর দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করি। আমি কোন সেকসান সম্বন্ধে আলোচনা করছিনা কেবল কনসিডারেসানের সেকসান ৪ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। কম্পেনসেসান হচ্ছে যেদিন থেকে এরা জমি দখল করবে, মনে করুন ১৯৫০ সালে ১লা জানুয়ারী যদি কেউ জমি দখল করে আর ১৯৫৫ সালে কম্পিটেণ্ট অথরিটি যদি রায় দেন তাহলে ১৯৫০ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে টাকাটা ধার্য্য হবে সেই টাকার নাম হল কম্পেনসেসান। ১৯৫৫ সালে যত রায় দিয়ে দেওয়া হচ্ছে—তারপর হতে আজ পর্য্যন্ত যে টাকা ধার্য হচ্ছে তার নাম কনসিডারেসান। এই বিলেতে মন্ত্রী মহাশয় যেটা বলেছেন রিফিউজিদের প্রোটেকসান দেওয়া যদি তার উদ্দেশ্য হয় তাহলে কনসিডারেসানের টাকা না দেওয়ার ফলে এক একজনের কনসিডারেসানের হাজার হাজার টাকা জমেছে এবং সেই কনসিডারেসানের টাকা না দেওয়ার ফলে আজকে বহু পরিবার উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। গত বিলেতে যেটা ছিল, কমপিটেণ্ট অথরিটির হাতে সেটা স্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে নিয়ে নিয়েছেন। আমি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে কলকাতা এবং ২৪ পরগণায় ৪ হাজার ৪শো ৬১ টাকা কেস জমা হয়ে আছে এবং কেসগুলিতে লক্ষ লক্ষ ফ্যামিলি ইনভেন্ডর হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের দেয় বলে সরকার দাবি করছেন। ১৯৫৭ সালে যখন এ্যামেণ্ডমেণ্ট হয়েছিল মন্ত্রী মহাশয়ের নিশ্চয়ই মনে আছে, তিনি তখন এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আমি Statesman থেকে বলছি Mr P. C. Sen the Rehabilitatiou Minist r said there was no cause for apprebension that the squatter, would be evicted. এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারা কারা এভিকটেড হয়েছে এবং কি জন্য এভিকটেড হয়েছে এবং এখানে বলা সত্ত্বেও এই এভিকসনগুলি বন্ধ হয়নি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : There has been no eviction for unauthorised occupation.

Shri Haridas Mitra : *But for nonpayment of consideration money* that is also within the Bill.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : I am not aware of any such eviction.

Shri Haridas Mitra : আমি বলছি যে কনসিডারেসানের টাকা না দেওয়ার ফলে কমপিটেন্ট অথরিটি যে ইণ্টারপ্রিটেসান করছেন তার ফলে যে পরিবার আজকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে তাদের নাম Subal Chandra Saha and others, Calcutta five families case no 1831/51 তারপর Manindra Mitra and other 9 families Nahati, case No 1831/51। এই দুটোতে অন্ততঃ ১৪টা কনসিডারেশনের টাকা না দিতে পারার জন্য আজকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

এ্যাকুজিকিউটিভ ডিক্রী, এভিকসনের ডিগ্রী যাদের বিরুদ্ধে রয়েছে পুলিশ দুদিন সেখানে যাওয়া আসা করছে এবং আমি তাদের কেস নম্বর এবং ঠিকানাও বলে দিতে পারি। হেরম্ব সেন, ১৯টা ফেমেলী এক জায়গায় আছে, কেস নং ১৪৪।৫১ এখানে হয়ে গেছে এভিকসন। রাখাল সাহা এণ্ড ব্রাদার্স কেস নং ৫৭।৫৩ ১৬ টা ফেমেলী রয়েছে। মহেন্দ্র ভৌমিক, ২৫টা ফেমেলী আছে। কেস নং ১৩০।৬০ সমস্ত টু বি এভিকটেড। এদের কাছে পুলিশ হামলা করছে। বিজয় ভূষণ দাসগুপ্ত ৯ ফেমেলীজ এভিকসন কেস নং ৮৬।৬০ আপনি প্রত্যেকটা খোঁজ নিয়ে দেখবেন। এখানে আপনি বলেছেন এভিকসনের মামলায়। আমি যে ১৪টা ফেমৌ বল্লাম তারা এভিকটেড বা এভিকটেড ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এত ফ্যামিলী এভিকসনের সামনে এসে তিনি বলেছেন স্যার, আমি আগে একবার বলেছিলাম, আবার বলছি যে ১৯৫৬ সালে শংকর মিত্র মহাশয় যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন তার ১৪২৯৮ রেফারেন্স১৬-৮-৫৬ সালে একটা সার্কুলার দিয়াছিলেন সেই সার্কুলারে তিনি বলেছেন যে সমস্ত কলোনী ইত্যাদি প্রোসেস অব রেগুলারাইজেশন।

[At this stage the red light. was lit.]

স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে।

Mr. Speaker : আপনার টাইম হয়ে গেছে আপনি বসুন।

Shri Haridas Mittra : স্যার আমি এমন যায়গা থেকে এসেছি যেখানে ১৪৭টা কলোনীর মধ্যে ৮০টা কলোনী আছে। যাহোক এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি টালিগঞ্জে শান্তিনগর কলোনিতে সেখানে ডেপুটী মিনিষ্টার কাজেম আলী মির্জা সাহেবের জমি থেকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা হল—অনেকদিন আগে ফেব্রুয়ারী মাসের ২১শে তারিখে সেখানে কোর্টের পিয়াদা গিয়া সেই ব্যবস্থা করেছেন। যদিও গভর্ণমেণ্টর ১৯৫৬ সালের সার্কুলার রয়েছে ইনদি প্রোশেসন অব রেগুলারাইজেসন কলোনি ২টি উচ্ছেদ করা যায় না কিন্তু সেখানে দেড় ঘণ্টার মধ্যে কনষ্ট্যাণ্ট অথোরিটি উচ্ছেদের নোটিশ সহি করেছিলেন। ১২টায় নোটিশ দিলেন, ১॥০ টার মধ্যে চলে গেল।

[At this stage the Speaker having reached time limit resumed his seat.]।

Shri Apurba Lal Majumdar মাননীয় স্পীকার মহাশয়, যে সংশোধনী বিল আমাদের কাছে এসেছে সেই বিল সম্পর্কে প্রথমে আমাকে মন্তব্য করতে হয় যে ১৯৪৮ সালে, যখন মন্ত্রী বিমল সিংহ মহাশয় এই বিল উত্থাপন করেছিলেন তখন তিনি এই হাউসে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের মধ্যে কম্পিটেন্ট কোর্টের বা এই আইনের

আর প্রয়োজন হবে না। এর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করে দেবেন। ৩ বছর পরে প্রফুল্ল সেন মহাশয় আবার আবার নূতন করে যে সংশোধনী বিল আনলেন তাতে তিনি বলছেন যে আমাকে আরো তিন বছর সময় দেওয়া হোক্। এর মধ্যে আমরা এই সমস্যার সমাধান করে দেব। যাহোক আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটা কথা বলতে চাই যে, এই আইনের বাংলাদেশের উদ্বাস্তু সমস্যার অতি নগণ্য একটা অংশের উপর তার হাত প্রসারিত হতে পারে। যেমন ধরুন পশ্চিমবাংলায় এই আইনের আওতায় আসে বড় জোর ৪০০০ মামলা,—এর বেশী নয়।

[3-20—3-30 p. m.]

হাওড়া জেলার কথা আমি বলছি, গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে যে কেসগুলি করা হয়েছিল—, হাওড়ার রেষ্ট ক্যাম্প সম্পর্কিতগুলো বাদ দিয়ে, হিসেব করে দেখেছি ১৮৫টা মামলা competent কোর্টে খালি করা হয়েছে। তার মানে আটশো ফ্যামিলী তার মধ্যে involved. আমি সরাসরি মিষ্টার সেনকে প্রশ্ন করতে চাই—কারণ তিনি উদ্বাস্তু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী—এই যে আট শো পরিবার in all maximum, ১৯৫১ সালে যখন এই আইন পাস হলো, আর আজ ১৯৬১ সালে এই দশ বছরের মধ্যে আট শো পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা তিনি করতে পারলেন না কেন? কোথায় তার বাধা সৃষ্টি হলো? তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বললেন এই আইন এই জন্য তৈরী হয়েছে যে এতে বাড়ীওয়ালাদেরও উদ্বাস্তুদের সুবিধা হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—মুসলমান বাড়ীওয়ালা ও উদ্বাস্তুরা মিলিত ভাবে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তৎসত্ত্বেও এই আট শো ফ্যামিলীকে হাওড়া জেলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেননি কেন? তার কারণ কি? আমি মিঃ সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর একটি কথা বলবো। গত দশ বছরের মধ্যে মধ্যে কত লোককে তিন কাঠা করে জমি দিয়েছেন? হাওড়ার আশেপাশে সহরতলি এলাকায়? ১৯৬০ সাল পর্যন্ত হিসেবে দেখা যায়—২২০০ লোককে হাওড়ার আশেপাশের কলোনীতে তিন কাঠা করে Land ও House Building Loan দিয়েছিলেন। এই ২২০০ লোককে হাওড়ার আশেপাশে দিতে পারলেন, আর ৮০০ লোকের পুনর্বাসন হ'ল না। যারা মুসলমানদের বাড়ীতে আছে উদ্বাস্তু, যারা কাজ করবার করে খাচ্ছে, সহরাঞ্চলে ও শিল্পাঞ্চলে তাদের একটা ব্যবস্থা হতো, কিন্তু তিনি তা না করে কেন এই সমস্যাকে জিইয়ে রাখছেন? একদিকে মুসলমান বাড়ীওয়ালা, আর একদিকে উদ্বাস্তু এদের নিয়ে খেলছেন কেন? এর পরিষ্কার জবাব আমি দাবী করছি। যেহেতু তিনি উদ্বাস্তু দপ্তরের মন্ত্রী, সেদিক থেকে ও সরাসরি তাঁর কাছ থেকে এর উত্তর আশা করছি।

যখন ১৯৫০ সালে আইন করেছিলেন, তখন তিনি এই সহজ পদ্ধতি নিয়েছিলেন—যাতে উদ্বাস্তুরা সেই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়, তার জন্য Section ৩তে মামলা দায়ের করা হয়। আর Section 4 তারা protection পাবে। বুঝলাম। এখন কি section-3 চালু আছে—যা কোর্টে enforce করা যায়! সকলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন—এই section ও এখন enforce করা চলে না। অর্থাৎ নূতন করে আর এই আইন উদ্বাস্তুকে protection দিতে পারে না। এই উদ্বাস্তুদের এখন টাইটেল স্যুট করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আর এঁরা এই আইন বাঁচিয়ে রাখছেন! কাদের স্বার্থে? নিশ্চয়ই মালিকদের স্বার্থে—। যাতে compensation এর টাকা আদায় করা যায়, তারজন্য ঐ Section 4 বাঁচিয়ে রাখছেন, Section-3'র অপমৃত্যু ঘটিয়ে দিয়ে। আর আগে ছিল—এ Section-3 তে, চার পাঁচ বছর হলো এই ব্যবস্থা হয়েছে

Competent Court এ কোন নুতন মামলা দায়ের করা চলে না, কোন উদ্বাস্তু তার দ্বারা আর protection পেতে পারেনা। এই আইন উত্থাপন করেও এরা বিচারকের কাছে কোন protection পায় না। কারণ তিনি স্পষ্ট বলে দেন Section-3 র legal force গভর্ণমেণ্ট থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। এই আইনটা চালু আছে—যে কয়টি কেস পাঁচ বছর আগে—হয়ে গেছে—, এদের রায় চালু হয়ে গেছে—, শুধু সেই মামলার রায়কে কার্য্যকরী করবার জন্য এই আইন বাঁচিয়ে রাখছেন। তার মানে বাংলাদেশের কয়েক হাজার মাত্র পরিবার—চার হাজার সাড়ে চার হাজার বা এমনি সংখ্যক পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আপনি গত দশ বছরের মধ্যে করতে পারেন নি। তারজন্য আবার আপনি মেয়াদ বৃদ্ধির সময় চাচ্ছেন তিন বছর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই Rehabilitation Deptt. কেন্দ্রীয় সরকার তুলে দিচ্ছেন, তাতে আপনারাও একমত যে এই Rehabilitation Deptt. বাঁচিয়ে রাখবেন না। যদি তাই হয়, তবে এই আইনের জীবনীশক্তিকে আরো তিন বছর টেনে দিয়ে—উদ্বাস্তু সমস্যাকে আরো তিন বছরের জন্য বাঁচিয়ে বা জিইয়ে রাখছেন। গত দশ বছরে যদি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতে পেরে থাকেন, তবে তিন বছর ঐ আইনকে বাঁচিয়ে রেখে কি করবেন? এর একমাত্র পথ খুলে দিচ্ছেন যে পথ দিয়ে উদ্বাস্তুদের সর্বনাশের চেষ্টা করবেন।

একমাত্র পথ খোলা আছে, যে পথ দিয়ে উদ্বাস্তুর সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করবেন সেটা হল consideration, Section 4 এ কি বলে! তারা থাকতে পারে on condition. আপনারা protection যা দিচ্ছেন সেটা on condition of payment of consideration.

আজকে on payment of consideration এ যারা consideration দিতে পারছেন না—এত বছরের পুরাণ মামলা, তার তিন বছরের consideration পাওনা হয়ে গিয়েছে, compensation পাওনা হয়ে গিয়েছে, তারপর এই তিন বছরের টাকা যদি এক সঙ্গে execution করলে আরও দু-বছর চলে যায়; তাহলে এই পাঁচ বছরের compensation এক সঙ্গে পাওনা হয়। তখন সে Competent Court এ গিয়ে যদি আবেদন জানায় যে আমি উদ্বাস্তু—, এক সঙ্গে পাঁচ বছরের consideration ও compensation এর টাকা দিতে পারছি না, আমি যাতে এই টাকা instalment এ দিতে পারি তার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু কোর্ট যদি সেই instalment এর ব্যবস্থা না করে, বলেন সমস্ত compensation এর টাকা তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে জমা দিতে হবে, তা না হলে সে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। যারা consideration এ মালিক হয়েছেন, তাঁরা যখন সামান্য এক মাসের টাকা নিয়ে যায়, তা নিতে জমিদার, মালিকরা অস্বীকার করেন; এবং যখন তিন চার বছরের পাওনা হয়, তখন তাঁরা সেই সমস্ত টাকা একসঙ্গে পাবার জন্য কোর্টে মামলা দায়ের করেন; এবং সেই টাকা তারা না দিতে পারলে, Competent কোর্ট তাদের জমি থেকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন।

১৯৫১ সালের আইন সংশোধন করেছিলেন, তানাহলে জমিদারদের অসুবিধা হবে, যারা ল্যাণ্ডলর্ড তাদের অসুবিধা হবে। এবং টাকা আদায় করতে অসুবিধা হবে উচ্ছেদ কারীদের কাছ থেকে, তার জন্য—সরাসরি টাকা আদায়ের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু গত দশ বছরের মধ্যে পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে পারলেন না। ১৯৫১ সালের আইনের পর অনেক বছর কেটে গেল, তার মধ্যে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারলেন না।

অথচ ঐ আইন সংশোধন করে উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে যাতে সমস্ত টাকা আদায়

করে নেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করলেন। গরীব উদ্বাস্তু—তাদের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে টাকা যাতে আদায় করা যায় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করলেন। কাজেই. এই যে আইনকে আবার সংশোধিত করতে যাচ্ছেন, সেই সংশোধিত আইনের দ্বারা উদ্বাস্তুদের কোন protection দিতে পারবেন না। তারা এই যে নূতন ভাবে উচ্ছেদ হতে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আপনি বলতে পারেন যে তারা protection পেতে পারে এই আইনে? উপরন্তু দেখা যাচ্ছে—এই আইনের দ্বারা বর্তমানে কিছু সময় কাটাবার ব্যবস্থা হচ্ছে, এবং জমিদারকে টাকা আদায় করবার সুযোগ দিয়ে উদ্বাস্তুদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করছেন। তাই উদ্বাস্তুদের স্বার্থরক্ষাকল্পে গভর্ণমেণ্টের যে মুখস, তাদের সর্বনাশ করবার যে প্রচেষ্টা তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি পুনরায় হাউসের সামনে এই কথা বলবো—যে এটা তাঁদের একটা মুখস, hypocrisy ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

Shri Ananga Mohan Das: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে যে বিল হয়েছে, এটা একটা বিশেষ আইন; এবং এই আইনের দ্বারা সমস্ত লোকের স্বার্থ জড়িত, তা নয়, উদ্বাস্তুদের ও একটা ক্ষুদ্র অংশ এর সাথে জড়িত রয়েছে। যে সমস্ত লোকের পতিত জমি পড়ে রয়েছে, বা জঙ্গল হয়ে রয়েছে, বা এমনি আলগা হয়ে পড়ে রয়েছে, সেখানে উদ্বাস্তুরা ঘর তৈরী করে কলোনী তৈরী করে বসবাস করছেন। এই সমস্ত কলোনীগুলিকে regularise করবার জন্য উদ্বাস্তুদের তরফ থেকে যেরকম চেষ্টা হচ্ছে, সরকারের তরফ থেকেও সেইরূপ চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য আমি একথা তুলছি না যে পরের জায়গা জোর করে দখল করে নেওয়া ন্যায়সঙ্গত কি অসংগত। এ প্রশ্ন আমি তুলতে চাই না, কারণ যখন এই সম্পর্কে কোর্টে যাবেন, যখন এই ব্যাপার আদালতের সামনে পৌছবে, তখন আদালত নিষ্পত্তি করে দেবে কোনটা ঠিক হয়েছে আর কোনটা ঠিক হয়নি। এই সমস্ত গোলমেলে ব্যাপারের জন্য কিছু সময় আবশ্যক। যে সমস্ত জায়গায় কলোনী তৈরী হয়েছে, তা regularise করবার জন্য সরকারের তরফ থেকে যে দশ বছর সময় নেওয়া হয়েছিল তা যথেষ্ট বলে আমি মনে করি। কিন্তু একটা আইনের ব্যাপারে, মীমাংসার জন্য ঐ সময়ের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করতে দেরী হয়। কিন্তু দেরী হলেও আজকে আবার এই আইনের তিন বছর মেয়াদ বাড়াবার জন্য যে সময় চাওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত বেশী বলে আমি মনে করি। কারণ, যখন অন্য জায়গায় এই আইন প্রয়োগ হবে, তখন সেখানকার কর্মচারীরা এই আইনকে তাড়াতাড়ি implement করবার চেষ্টা করবেন। কাজেই অল্পে অল্পে পর্য্যালোচনা করলেই চলবে। আমি সরকারকে অনুরোধ করবো আর তিন বছর সময় নেবেন না। এই যে দশ বছর সময় নিয়েছেন, তার মধ্যে বিভিন্ন কলোনীর ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করে ফেলেছেন। যে সমস্ত কর্মচারীরা এই সমস্ত কলোনীর কাজ ঠিকভাবে করেন না তাদের সরিয়ে, যারা ভাল করে কাজ করবেন, তাদের হাতে এই কাজের ভার দেওয়া উচিত। দশ বছরেই বুঝতে পারা গিয়েছে যে কোন কলোনী regularise করা যাবে, আর কোন কলোনী regularise করা যাবে না, এবং এর নিশ্চয় একটা ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় আমার মনে হয়, আর দু-বৎসরের মধ্যেই, এ সম্পর্কে যা করণীয় তা করতে পারবেন। এইটা আমার ধারণা। কাজেই ১৯৬৩ সাল পর্য্যন্ত সময় নিন। এইটাই আমার বক্তব্য।

[3-30—3-40 p. m.]

Shri Subodh Banerjee: মি: স্পীকার স্যার, বিলের wordingটা দেখার দরকার আছে। Provision করা হয়েছে কারা displaced persons আর কারা displaced persons নয়। আইন অনুসারে তাদের দুজনকেই conpensation দিতে হবে। Displaced person যারা বা section 4 of the act protected. আর যারা displaced

person নয় তারা কিন্তু protected নয় তাদের সরাসরি প্রশ্ন উঠে যাবার প্রশ্ন আসবে এখন দাঁড়াল কি? Displaced personsকে যখন থেকে squatters, competent authority রায় দেওয়া পর্যন্ত certain amount of consideration money দিতে হবে আর সেই consideration competent authorityই ঠিক করবে। এরপর competent authority রায় দিলে পর তাদের উচ্ছেদ করতে পারেন না; alternate accommodation দেওয়া পর্যন্ত। এই রায়ের পর থেকে একটা compensation money displaced persons কে দিতে হয়। এই money না দিলে পর উচ্ছেদ করে দিতে পারেন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন। প্রায় ৮ হাজারের মত case আছে। মোটামুটি হাওড়া জেলার অধীনে, আমাদের যে হিসাব, ৯২১ কি ৯২৩ এরকম case, এরকম familyর প্রশ্ন আছে। কারণ এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছিল, West Bengal Govt এর অধীনে Acquisition, derequisition Board যেটা আছে সেই বোর্ডের আমি সদস্য। আমাদের সমস্যাটা কি দেখছি? হাওড়ার বড় বড় লোকের বাড়ী যেমন দখল করেছে তেমনি গরীব লোকের বাড়ীও দখল করেছে—যার মালিক হচ্ছে গরীব মুসলমান। এখানে এদের protection দেওয়া দরকার আছে। গরীব refugeeদের protection দেওয়া হয়, দরকারও, কিন্তু গরীব মুসলমানদের কিন্তু protection দেওয়া হয়না। যেখানে বড় লোকের বাড়ী নিয়েছে I am for acquisition অনেকদিনই নিয়ে নেওয়া দরকার আমি বলবো।

Mr Speaker : How can you discriminate in law.

Shri Subodh Banerjee : আমি discrimination এর কথা বলছি না, অন্য কথা বলছি না আমি জানি ইশাক সাহেব বোধহয় জানেন ২৪ পরগণার গরীব মোক্তার টালিগঞ্জে plot নিয়েছিল সেখানে refugee বসে গিয়েছে, বাড়ী কোথাও নাই ফলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনাদের যদি refugeeদের জায়গা দিতে হয়, alternative accommodation দিতে হয় তাহলে তাড়াতাড়ি করে দিন আর তা যদি না দিতে পারেন, গরীব লোকগুলির যাদের বাড়ী দখল করে আছে ব্যবস্থা করে দিন। তাদের তো alternative accomodation দেননি, compensation দেননি বাড়ী করার ব্যবস্থা করে দেননি, তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখছেন না? এটা দেখা দরকার। আমি তো discrimination এর কথা বলছি না, বলছি proper implementation এর কথা। ১০ বছর সময় নিলেন ৯২৩টি পরিবারের কি position তা নিলেন না। আমি বোর্ডে resolution move করি। হাওড়ার মুস্লিম পরিত্যক্ত বাড়ীগুলিতে যে refugee রয়েছে তাদের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা অন্য জায়গায় সরে যেতে পারে কিনা, যাদের ঐ বাড়ী তাদের আর্থিক সঙ্গতি কেমন, কতজন এখানে আছে, কতজন পাকিস্তানে গিয়েছে, ফিরে আসেনি—এসব হিসাব নেওয়া দরকার।

স্পীকার মহোদয়, আশ্চর্যের কথা যে suggestion দিয়েছিলাম, আজ তিন বৎসরের বেশী হয়ে গেল, আজও তা হয়নি। সম্প্রতি শুনেছিলাম, প্রফুল্লসেন মহাশয় এখানে rehabilitation directorate এ order দিয়েছিলেন, এটা করার জন্য একজন বিশেষ officer নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু এখন শুনছি এই officer transfer হয়ে ২৪ পরগণার zonal office এ চলে যাচ্ছে। তিন বৎসরের মধ্যে আমি যে suggestion দিয়েছিলাম তার কিছুই করতে পারেন নি। অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে। তাহলে কি বুঝবো আপনার Rehabilitation দপ্তর যেসব মুসলমান, যারা বাড়ী পরিত্যাগ করে গিয়েছে। আর যেসব refugee সেখানে গিয়ে বসেছে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে চায়। তা যদি হয় তাহলে সেকথা খোলাখুলি বলুন। আর না হলে আমি যে suggestion করেছিলাম, আমি যা move করেছিলাম, আজকে সেই কাজ করতে নিশ্চয়ই এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং সে কাজ হওয়া দরকার ছিল। হওয়া দরকার ছিল Act অনুসারে তাদের alternative accommodation দিন এবং বাড়ী গুলি যাদের তাদের দিয়ে দিন, না হয় তারা যেসব গরীব মুসলমানদের বাড়ী নিয়েছে তাদের alternate ব্যবস্থা করে দিন। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই রকমভাবে ঝুলিয়ে

রাখা অন্যায়, এই হল একদিকের সমস্যা। অন্যদিকের সমস্যা কি? অন্যদিকের সমস্যা হল টালিগঞ্জে, সেখানে আনন্দিলাল পোদ্দারের জমি আছে, তা আপনারা দখল করবেন না। কেন করবেন না? পোদ্দার নগর বলে নূতন refugee colony হয়েছে, সেই আনন্দিলাল পোদ্দারের হাজার হাজার বিঘা জমিতে হাত দেবেন না। আইন কিসের জন্য। এই জায়গা গুলিতে আগে শেয়াল ডাকতো, এক কোমর জল ছিল, উদ্বাস্তুরা তা develop করেছে, সেখানে সুন্দর কলকাতা সহর গড়ে তুলেছে। এখন এই উন্নত জমিগুলি তাঁরা ফেরত চা ছেন। আনন্দিলাল পোদ্দারের মত বড় বড় লোকের যে সমস্ত জমিতে colony হয়েছে সেই জায়গাগুলি regu'arise করে নিন। এই দুইটি সমস্যাকে আপনারা এক করে দেখাতে চাচ্ছেন কিন্তু এই দুইটি সমস্যা আলাদা। এক দিকে ধনী লোকদের হাজার হাজার বিঘা জমি এবং বড় বড় বাগানবাড়ী, আর একদিকে গরীব মুসলমানদের বাড়ী, এই দুইটিকে মিলিয়ে দিলে বুঝতে হবে আপনাদের উদ্দেশ্য সৎ নয়—অসৎ উদ্দেশ্য জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। হাওড়ার সমস্যা এক, মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীর সমস্যা এক, আর এই পোদ্দারদের জমি এবং বড় বড় লোকের বাগানবাড়ীর সমস্যা আর এক। তারপর তাদের যদি compensation money দেন, তারপর যদি alternative accommodation দেন তাহলে যেরকম দাম মনে করবেন সেইরকম জমির দাম নেবেন, সে জমি refugeeরা select করবে। এবং তারপর তারা সরকারের কাছ থেকে house building loan নিয়ে বাড়ী করবে তারপর তারা সে টাকা শোধ দেবে। তাহলে ত এটা ২০ পা জলের তলে। একি হবে? এখানে সরকারকে নিজে এগিয়ে আসা দরকার। তাছাড়া alternative accommodation যদি তাদের অন্য জায়গায় দেওয়া হয়, তাদের যেখানে রুজী রোজগার সেই জায়গা থেকে যদি তাদের সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ত তারা বেকার হয়ে যাবে এবং এতে ত আরো বেকার সমস্যা বেড়ে যাবে। এটা বিবেচনা করা দরকার। টালিগঞ্জে যেসব refugee বাস করে সেই সমস্ত জমি acquire করে নিন এবং যাদের জমি তাদের সে দাম দিয়ে দিন। যদি মনে করেন ১৯৪৬ সালের দাম দিলে বেশী হবে, তাহলে আইন সংশোধন করুন এবং acutal যে দাম হবে তা দিন, এতে আমি একমত। আগে ত এখানে হোগলা বন ছিল। এই হোগলা বন পরিষ্কার করে refugeeরা সুন্দর জায়গা করেছে। সেই জমির দাম ধার্য্য করা হচ্ছে, আজকের এই সুন্দর অবস্থা দেখে। এ হতে পারে না। যে দাম সেখানে ছিল তাই থাকা উচিত। নাগতলায় যেখানে ২ শত টাকা বিঘা ছিল আজকে সেখানে কাঠা ৮ শত টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সেখানে সরকার চুপ করে বসে আছেন। এখানে এরজন্য যদি আইন সংশোধন করার দরকার হয় তাহলে তা করুন। এই দুইটি সমস্যাকে আলাদা করে দেখা দরকার। ২৪ পরগণায় যে সমস্ত বাগানবাড়ী আছে ও ধনী লোকদের জমি আছে তা acquire করুন এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করুন। আর হাওড়ায় যে সমস্ত মুসলিম পরিত্যক্ত বাড়ী আছে সেই গরীব মুসলমানদের সমস্যা আলাদাভাবে দেখা দরকার।

কিন্তু কোন servey হল না, একটা complete survey হওয়া দরকার। এটাকে ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। যাতে দুই মাসের মধ্যে একটা ফয়সালা হয় তার ব্যবস্থা করুন। তারজন্য administration কে clear up করতে হবে। আমি বলি আপনাদের যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে এই সামান্য সমস্যাটাকে আপনারা বহু পূর্ব্বেই সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তা আপনাদের উদ্দেশ্য নয় এটাই আমি দেখতে পাচ্ছি।

[3-40—3-50 p. m.]

Shri Khagendra Nath Naskar: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৫১ সালে এই আইন করা হয়েছিল যারা প্রকৃত refugee তাদের উপকারের জন্য। কিন্তু এই আইনের সুযোগ নিয়ে এমন অনেক refugee আছে যারা সত্যিকারের সাহায্য পেতে পারেনা, তারা কলকাতায় চাকরী বাকরী করে এবং আত্মীয় স্বজনের নামে জমি নিয়ে speculation

করে। এমন ঘটনাও আছে যেক্ষেত্রে Squatters colony তে ঘর তৈরী করে দিয়ে তা থেকে ভাড়া নিচ্ছে। আমি মনে করি যারা এভাবে পরের জমি দখল করে আছে তাদের উপর যদি সরকার levy করেন তাহলে সেটা অন্যায় হবে না। হাসনাবাদ ইউনিয়নে এমন অনেক মুসলমান পরিবার আছে যারা সম্পূর্ণ ভিখারী হয়ে গিয়েছে কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্য সরকার তাদের এই আইনকে কোন রকম compensation দিতে পারেন নি। অবশ্য এটা কোন কৃতিত্বের কথা নয়। এমন অনেক refugee আছে যারা ১০।১২ টি plot নিয়ে রেখেছে এবং survey বা মধ্যে ত্রুটি ও দুর্বলতা থাকার দরুণ তারা Squatter's colony তে একাধিক প্লট নিয়ে বেনামে ব্যবসা করছে। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে অনুরোধ জানাব এটা ভাল করে দেখা দরকার, এবং যারা evicted হয়ে গিয়েছে তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব compensation দেওয়া দরকার। আমি আরেকটা কথা বলব—সরকারের শুধু এক তরফা দেখলেই হবে না, উভয় পক্ষই সরকারের দেখতে হবে। আমি একটা ঘটনা জানি যে ক্ষেত্রে আত্মীয়ের নামে, স্ত্রীর নামে জমি দখল করে তার উপর পাকা বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। একটা ঘটনার কথা এখানে আমি বলব, এক ভদ্রলোক, তার ঢাকার বাড়ী, তিনি একজন retired magistate, তিনি তার বাড়ী পেলেন না। সেজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে বলব, তিনি যেন cheap popularity র জন্য এই সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত নহেন, এবং তাদের প্রতি যেন অবিচার না হয়। শুধু refugeeদের সুযোগ সুবিধা দিলেই চলবে না। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Niranjan Sen Gupta : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, উদ্বাস্তু কলোনী এবং Squatters colonyর অবস্থা সম্পর্কে এই বিধান সভায় বহুবার বহু আলোচনা হয়েছে। আমার মনে হয় তিন বছর আগে এই আইনের মেয়াদ প্রফুল্লবাবুর তরফ থেকে বাড়ান হয়েছে এবং এবার আরও তিন বছরের জন্য বাড়ান হচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে এর আগেও আমি বহুবার বলেছি যে এই Act 16 এর সুবিধাটা কার? পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সুবিধা হবার কথা বাস্তুহারাদের। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে সেই জায়গায় বড় বড় land ownerদেরই সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে। এটাই পরিষ্কার করে এখানে আলোচনা হওয়া দরকার। Act 16 আরও তিন বছরের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বলছেন এবং তার কারণ হচ্ছে land owner এর land-grablersদের আরও টাকা compesition দেবার জন্যই এই আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি চাচ্ছেন। সেই জন্যই আমি প্রশ্ন করছি এতদিন কেন squatteri colonyগুলি regularise হল না—সরকারের হাতে যখন আইন ছিল। যে সব জমি বাস্তুহারারা নিজেদের চেষ্টায় নিজেদের পরিশ্রমে নিজেদের পয়সা খরচ করে, উন্নত করল, সেগুলি কেন এতদিন সময় পেয়ে regularise করলেন না! কারণ হিসেবে প্রফুল্লবাবু বললেন যে তারা সময় পান নি। আমি বলি ১০ বছরের মধ্যে যখন এই সমস্যার সমাধান করতে পারলেন তখন আসলে আপনাদের যে উদ্দেশ্য—বড় বড় land ownerদের land grabbersদের সুবিধা করে দেওয়া সেটাই স্পষ্ট করে ঘোষণা করুন।

[3-50—4 p. m.]

স্কোয়াটার্স কলোনীর সংখ্যা সরকারী তথ্য অনুযায়ী কোলকাতায় ৫৬টি আছে এবং তাদের পরিবারের সংখ্যা ১১ হাজার ৯৬০। তারপর সরকারী গণনার বাহিরে approximately আরও ৬০টি স্কোয়াটার্স কলোনী আছে, আর তার পরিবারের সংখ্যা ৫৫৯০। এ ছাড়া বিভিন্ন কলোনী যে সবকে স্কোয়াটার্স কলোনী হিসাবে গণনা করা হয়নি তার পরিবারের সংখ্যা ৫৮০ কোলকাতার বাহিরে বাংলা দেশে ১০০টি স্কোয়াটার্স কলোনী আছে, তার পরিবারের সংখ্যা ১৮ হাজার—২৭২ সরকারী গণনার বহিরে আরও ১৭টি আছে, তার পরিবারের সংখ্যা ১ হাজার ৯৫০ এবং বিভিন্ন কলোনীর যে সব পরিবারের সংখ্যা গণনা করা হয় নি তার সংখ্যা ২ হাজার ৫৮০। এই টোটাল সংখ্যার ভিতরে ২৪শে জানুয়ারী মেহেরচাঁদ খান্না যে হিসাব দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে ৯০টা স্কোয়াটার্স কলোনীকে তারা রেগুলারাইজ করেছেন এবং তিনি একটা কথা বললেন—সেটা খুব লক্ষ্য করার বিষয়—এই সব আমি করছি ব্যক্তিগত সম্পত্তি

উদ্ধার করার জন্য। অর্থাৎ পোদ্দার বাবুর ইত্যাদি সব বড় বড় জমির মালিক যারা ল্যাণ্ড স্পেকুলেশান করে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করছেন তাদের সম্পত্তির পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য এটা তিনি করছেন। আমাদের চক্ষে সেখানে সরকার আইন কাদের স্বার্থে প্রয়োগ করছেন সেটা বোঝা দরকার। এই আইন প্রয়োগ করছেন তাদের স্বার্থে যারা জমির একচেটিয়া মালিক, যারা জমির স্পেকুলেশান করে গরীবের ঘাড় ভেঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা করে। তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আইন করছেন, অথচ গরীবদের পবিত্রতা রক্ষা করার দরকার নেই। তারপর আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কম্পিটেণ্ট অথরিটি কোর্ট সম্বন্ধে। এই মেয়াদ বৃদ্ধির পরিকল্পনা কাদের স্বার্থে হচ্ছে তা আমরা জানি। তারা বাস্তুহারাদের কিরকম হায়রানি করে, তারা এক একটা বৎসরের পর বৎসর ঝুলিয়ে রেখে কিরকম করে তাদের সর্বনাশ করে, তাদের বিরুদ্ধে ডিক্রি দেয় সেসব আমরা জানি। কম্পেনসেসান এওয়ার্ড'এর কথা যখন বলি কম্পিটেণ্ট অথরিটি কোর্টের কথা যখন বলিবার তার উত্তর চাই তখন প্রফুল্ল বাবু কোন কথা বলেননি। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ৩ বছরের সময় চাচ্ছেন এটা কেন চাচ্ছেন? . তাঁদের হাতে ক্ষমতা আছে আইন আছে—সেই আইনের বলে তাঁরা এই জমি গুলো দখল করে রিফিউজিদের ভেতরে বণ্টন করতে পারেন। সুতরাং সময় মুখার্জি মহাশয় ৩ বৎসরের জায়গায় ১ বৎসরের যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা গ্রহণ করে এই সময়ের মধ্যে এই কেস গুলোকে মিটিয়ে ফেলুন। আপনারা জানেন বাস্তুহারা কত আছে, স্কোয়াটার কলোনী কত আছে, আপনাদের হাতে কত সময় আছে সেইসব দেখে এই জিনিষ গুলো আপনারা করুন। আর একটা কথা আমি রেগুলারাইজেশন সম্বন্ধে বলব। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে একটাও উদ্বাস্তু পরিবার জমির সত্ব পায়নি। অর্থাৎ কেউ title right of the land আজ পর্যন্ত কেউ পায়নি কেননা তাদের প্রত্যেকের পেছনে কম্পিটেণ্ট অথরিটি কম্পেনসেসান ধার্য্য এমন করে রেখেছেন যে প্রফুল্লবাবু হয়ত বলবেন—ঐ টাকা না দিলে জমি সত্ব দেওয়া হবে না। কিন্তু টাকা কেন তারা দিচ্ছে না সেটা কি খোঁজ নিয়েছেন। আপনি এই কয় বৎসরে কেন কলোনী গুলোকে টাইটেল রাইট দিয়ে দায় মুক্ত করেন নি? আপনি যদি বলেন যে কম্পেনসেসান না দিলে তাহলে title right দেওয়া হবে না তাহলে সেটা কি অন্যায় নয়? আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছি এই যে হাজার হাজার টাকা কম্পেনসেসান ধার্য্য হয়েছে এই ধার্য্য হবার পেছনে কার গাফিলতি রয়েছে—সরকারের, না বাস্তুহারাদের? সরকারের যদি গাফিলতি হয় তাহলে কেন তাঁরা এই টাকা দিয়ে বাস্তুহারাদের টাইটেল রাইট দিচ্ছেন না এর জবাব আমরা চাই।

তারপর কম্পেন্‌সেসন্‌ কি ভাবে ধার্য্য করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় বন্ধুরা অনেকে অনেক কথা বলেছেন এবং আমিও তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনার কাছে কিছু বলছি। যেমন ধরুন, টালিগঞ্জের নেতাজী নগরের প্রহ্লাদ চন্দ্র ঘোষ স্যাল্‌পে কম্‌পেনসেশন ১৫·৬২ নয়া পয়সা পার মান্‌থ ফ্রম ১. ৫. ৫০। তারপর হরকুমারী মজুমদার স্যাল পে কম্‌পেনসেসান ৯·৩১ নয়াপয়সা পার মান্‌থ ফ্রম ৩০, ৫·৫০। তারপর নিলকান্ত গুপ্ত স্যাল্‌পে কম্পেনসেসন অব্‌ রুপিস্‌ ৮·৭৫ নয়া পয়সা পার মান্‌থ ফ্রম ১. ৪, ৫০. স্যার, এই রকম ধরণের প্রায় ২০০ কেস্‌ আমার কাছে রয়েছে যেগুলোর কথা সময় অভাবের জন্য বলতে পারছি না। তবে এই ভাবে এক একটি রিফিউজী পরিবারের পেছনে ১ হাজার, ২ হাজার টাকা করে কম্পেন্‌সেসন ধার্য করা হয়েছে এবং সেই কম্পেন্‌সেসনের টাকা দিতে না পারলে তাদের সার্টিফিকেট দিয়ে এভিক্‌সন্‌ করে পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছে। তারপর ১৬-র আসল উদ্দেশ্য ছিল অল্‌টারনেটিভ

এ্যাকোমোডেসন্ না দিয়ে কোন রিফিউজীকে উৎখাৎ করা হবে না—অথচ এখন তাই করা হচ্ছে। তবে একটা জিনিস দেখে খুবই আশ্চর্য হচ্ছি যে, যেখানে কম্‌পেনসেসনের দায়ে রিফিউজীদের তুলে দিচ্ছেন, পুলিশ দিয়ে অত্যাচার করছেন এবং টাকা না দিলে জমি থেকে উচ্ছেদ করছেন সেখানেই আবার আইনে বলছেন যে তাদের রক্ষা করছি এবং অল্‌টারনেটিভ এ্যাকোমোডেসনের ব্যবস্থা করছি। কাজেই এসব বিষয় এই সভায় আলোচনা হয়ে তার বিধান হওয়া দরকার এবং প্রফুল্লবাবু যে কথা বললেন যে সময় বাড়িয়ে দিয়ে তাদের সাহায্য করছি সেখানে আমরা দেখছি সময় বাড়িয়ে দিয়ে কম্পিটেণ্ট অথরিটির মারফৎ রিফিউজীদের হয়রান করবেন, তাদের ঘড়বাড়ী তুলে দেবেন এবং তারফলে তারা রাস্তায় রাস্তায় হাহাকার করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় এই কম্‌পেনসেসন এবং এভিক্‌সন-এর ব্যাপারে মন্ত্রীমণ্ডলীর নীতি পরিবর্ত্তিত হওয়া দরকার বলে মনে করি।

Shri Chitto Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য খগেনবাবু আপনার মাধ্যমে যে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করেছেন তাতে তার কাছে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বলেছেন যে সমস্ত দরিদ্র মুসলমানের বাড়ী দখল করা হয়েছে সেই দখলীকৃত বাড়ীর মালিকদের প্রটেক্‌সন দেবার ব্যবস্থা করা উচিত এবং সেই প্রটেক্‌সন দিতে হলে এই আইনের মেয়াদ আরও ৩ বছর বাড়িয়ে দিলেই তা সম্ভব হবে। তবে আমরা জানি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলেছেন যে তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিতে পারব কিনা জানি না, তবে যাতে তামাদি না হয় তার ব্যবস্থা করছি অর্থাৎ আরও ৩ বছর যাতে তাদের মামলার জীবন থাকে তার জন্য একটা আশ্বাস তিনি দিলেন। তারপর তিনি বলেছেন যে এমন অনেক নন্ রিফিউজী আছে যারা এই আইনের সুযোগ নিয়ে জমির ফাটকাবাজী করছে এবং নানাভাবে অন্যায় সুযোগ নিচ্ছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা যে তিনি আইন পড়েছেন কিনা, তবে যদি পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে কম্পিটেণ্ট অথরিটি বলে যে জুডিসিয়াল অথরিটি আছে তাঁরাই ঠিক করে দেবে যে কে উদ্বাস্তু এবং কে উদ্বাস্তু নয় এবং যদি তাঁরা উদ্বাস্তু হয় তাহলে তাঁদের থাকবার অধিকার দেওয়া হচ্ছে আর যদি তা না হয় তাহলে তাঁদের উচ্ছেদের অর্ডার দেওয়া হচ্ছে। তবে তিনি কি একথা মনে করেন যে, যে সমস্ত নন্ রিফিউজী জমি দখল করে আছে তাতে এই আইনের মেয়াদ আরও ৩ বছর বাড়িয়ে দিলেই তাঁদের ওখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া যাবে?

[4-4—10 p. m.]

সেইজন্য আমি বলছি যে এই আইনের মেয়াদ আরও ৩ বছর বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। যারা দরিদ্র মুসলমান যাদের বাড়ী দখল করা হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক এবং যারা সেখানে বসবাস করছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবি নিশ্চয়ই আমরা সমর্থন করি। বিগত ১০ বছর ধরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগের দ্বারা আমরা যে অভিজ্ঞতা পেয়েছি তাতে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় যদি চাইতেন যে দরিদ্র মুসলমানরা ক্ষতিপূরণ পাক এবং প্রকৃত উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ না করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক যেটা নাকি এই আইনের মূল উদ্দেশ্য তাহলে তিনি এই সামান্য সংশোধন না এনে নতুন সংশোধন আইন আনতেন। শুধুমাত্র এই আইনটাকে এই অবস্থায় জিয়িয়ে রাখবার চেষ্টা তিনি করতেন না। এই উদ্বাস্তুদের যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ জমি, কম্‌পেনসেসান মানি এবং তদুপরি কন্‌সিডারেসান মানি দিতে না পারি তাহলে তাদের উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে। আইনের মূল উদ্দেশ্য হল rehabilitation of displaced persons—যারা আইনে displaced persons বলে স্বীকৃত হল যারা displaced persons বলে

কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে যার পেল তাদের কি ভিত্তিতে কম্পেনসেসনের টাকা কম্পিটেন্ট অথরিটি নির্ধারিত করে দিলেন তা আমরা জানিনা। আমি জানি অনেক জায়গায় কম্পেনসেসনের টাকা অস্বাভাবিকভাবে বেশী নির্ধারিত করা হয়েছে। তারা যতদিন পর্যন্ত অপর জায়গায় উঠে যাচ্ছে না ততদিন পর্যন্ত এই অস্বাভাবিক কম্পেনসেসান এবং বিরাট পরিমাণ কনসিডারেসান মানি দিয়ে সেখানে থাকতে পারে না এবং প্রকৃত প্রস্তাবে এই আইনের মধ্য দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করবার একটা পথ সুগম করা হচ্ছে। কাজেই স্পীকার মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে যদি এই আইনের উদ্দেশ্য এটাই হয়ে থাকে যে দরিদ্র মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ী যারা নাকি দখল করে আছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে তাহলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য শুধু সেখানে মিয়াদ বৃদ্ধি করলে হবে না, সেই সঙ্গে সরকারকে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যে ব্যবস্থার কথা সুবোধবাবু বলে গেছেন। বিগত ১০ বছর কাজ করার মাধ্যমে দেখেছি যে আইনের মূল ত্রুটির আঘাতে পড়ে উদ্বাস্তু আবার উদ্বাস্তু হতে চলেছে—বর্তমান আইনে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই। সেই প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং বর্তমান আইনের তীব্র প্রতিবাদ করছি।

Shri Jyoti Basu: স্পীকার মহাশয়, শ্রীপ্রফুল্ল সেন এই আইনটার জন্য আরও সময় চেয়ে যে বক্তৃতা দিলেন আমি সেই বক্তৃতা বুঝতে পারলাম না। সেইজন্য আমার একটু বলতে হচ্ছে; আশা করি উনি পরে জবাবটা দেবেন কারণ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা বোধ হয় শ্রীপ্রফুল্ল সেনের মনে আছে যে ১৯৫১ সালে যখন এই আইনটা হয় তখন আমরা এর ঘোরতর প্রতিবাদ করেছিলাম এবং এ্যাসেম্বলির বাইরে এ নিয়ে বহু আন্দোলনও হয়েছিল। পরে অবশ্য সরকার এই আইনের নাম পরিবর্তন করেন এবং এর ৪ নম্বর ক্লজটা পরিবর্তন করেন। ফলে একটা দিক হয়। এই আইনটা আগে এভিক্ট করবার জন্য ছিল, সমস্ত রিফিউজীরা যেখানে দখল করে আছে সেই জায়গা থেকে তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য এই আইনটা ছিল। পরে আন্দোলনের ফলে এই আইনের সঙ্গে rehabilitation of displaced persons এটা যোগ দেওয়া হয় এবং যে পরিবর্তন আনা হয় তার মধ্যে আমি অপোজ করেছিলাম। কারণ, আমি বলেছিলাম যে এতে অসুবিধা আছে বাস্তুহারারা থেকে গেল। যা হোক, তারপর আইন পাশ হয়ে গেল এবং এটা পাশ করবার সময় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আইনটা এনেছিলেন। আমি দেখছি তিনি বক্তৃতায় বলেছিলেন আমাদের মনে আছে, যে The other object of the Bill is to provide alternative land to the refugees who are in unauthorised occupation of other people's land, so that they may be rescued from their present precarious position and may be rehabilitated on a stable basis ওদের পুনর্বাসন দেবার জন্য এটা হচ্ছে আইনের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় কথা উনি বললেন I would call this Bill charter for rehabilitation of the refugee. এবং তিনি বোধ হয় আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন আজকে দু'একজন যেমন কংগ্রেস দিক থেকে বললেন যে Only those persons who are pseudo refugees, who are not real refugees, who are in unauthorised occupation on other's land, who have committed criminal trespass and described themselves as refugees. আমি অবশ্য আমার বক্তব্যে বলেছিলাম যে এই যে charter for rehabilitation of refugees এটা আমি মানতে পারছিনা। আমি এখন শ্রীপ্রফুল্ল সেনের বক্তৃতা বুঝতে পারছি না। ১০ বছর আগে এই সব কথা হয়ে গেল—এই ১০ বছরের যে উদ্দেশ্য ছিল সেটা কোন কিছু করতে পারলেন না তাঁরা। এই উদ্দেশ্য সফল হবে কি হবে না এটা বাস্তুহারাদের উপর নির্ভর করে না।

এটা নির্ভর করছে সরকার থেকে বিকল্প কোন ব্যবস্থা কোন জমি, লোন ইত্যাদি এদের দেয়া যায় কিনা। মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি চিঠি পড়েছিলেন। এই বিল আনার সময় কোন একজন বিধবার চিঠি পড়েছিলেন, একজন রিটায়ার্ড ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি পড়েছিলেন— এই রকম কয়েকজনের চিঠি উনি পড়েছিলেন, আমার যতদূর মনে আছে। উনি অবশ্য যাঁরা বড় বড় লোক, বড় বড় জমিদার তাঁরা যে চিঠি লিখেছিলেন সরকারের কাছে জমি ছেড়ে দেবার জন্য তাঁদের একটা চিঠিও পড়েন নি। যাহোক আমি জানি এই রকম যাঁরা গরীব মানুষ তাঁদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, সেখানে মুসলমানদের জমি বা ঘর ফিরিয়ে দিতে হবে, তাল প্রত্যেকে নিশ্চয়ই জানবেন, বা তাদের একটা অন্য ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু আমি বলছি এটা নির্ভর করে সরকার বাস্তুহারাদের জায়গা দেবেন কিনা এটার উপর। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম শ্রীসেন যখন এই বিলটা টাইম চেয়ে আনলেন তখন তিনি কেন আমাদের কোন লিষ্ট দিলেন না? এই যে ৪ হাজার কেস কোলকাতায় আছে, হাওড়ায় ৭ শো কেস আছে, ২৪ পরগণায় আছে, এভাবে একটা লিষ্ট দিতে পারলে, সার্কুলেট করতে পারতেন একটা বই যে এই লোকের জমি এই লোক কম্পিটেণ্ট অথোরিটির কাছে গেছে। তার যদি একটা ডেসক্রিপসন দিতে পারতেন তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম তাঁরা কি ধরণের লোক, তাঁদের কি সত্যিই জমি কিছু নাই। তাঁরা কি ল্যাণ্ডস্পেকুলেশন করার জন্য জমি চাচ্ছেন, না কি ব্যাপার? একজন মুসলমানের জমি তারা জবর দখল করে আছে বাস্তুহারারা। সেই মুসলমানরা বেশীর ভাগ শতকরা ৯ ভাগের উপর তো গরীব যারা হয়ত অন্য ব্যবস্থা না করলে মারা পড়ে যাবে। এমন কোন তালিকা কেন আমাদের দিলেন না। কোন একটা নূতন আশার কথা বল্লেন অথচ আমাদের কাছে সেটা পরিষ্কার হল না। আগে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন তাঁর ঘরে যে এখন ওঁরা আছেন কেন্দ্রের সংগে আলোচনা করে সে কি ভাবে এই সব জমিদার অনেকের বাড়ী ভাল ওঁরা কিনে নিতে পারেন যাতে রেফিউজীরা যেখানে আছেন সেখানে বাস থাকতে পারেন। ৫ জন রেফিউজী যদি এক জায়গায় থাকেন সেই যে মুসলমান বা হিন্দু যাঁর জায়গায় বসেছেন তাঁদের একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থার সুযোগ করে দিয়ে কিনে নিয়ে সেই রকমভাবে টাকা দিয়া ব্যবস্থা করা যায় কি না—এটা মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছিলেন। আজকেও উনি বল্লেন যে নূতন স্কীমের কথা ভাবছেন, অমুক জায়গা কিনে নেবেন এই সব কথা বল্লেন। এবং বল্লেন যে একটা বিল করা দরকার। কি রকম অবস্থা আছে দশ বছর পর একথা বলছেন। বেশ তাও মেনে নিলাম সরকারের হাতে যখন সব। আমি প্রফুল্লবাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম আপনি বলুন তো, আপনি তো একথা বল্লেন এই যে মামলা হয়েছে; ডিক্রী হয়েছে—আমার কাছে ২৫ টা কেস এসেছিল বরানগর অঞ্চলে যেটা, তাঁরা মুসলমানদের বাড়ী, অমুক বাড়ী, তমুক বাড়ীতে আছেন, বাস্তুহারাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, মানে তাদের কাছে নোটিশ গেছে; ঐ হিসাবে তারা কম্পেনসেশনের টাকা দিতে পারছেন না। আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে তাঁরা দিতে পারেন না, দেয়া সম্ভব নয়। এত যে টাকা জমেছে এটা সরকারের গাফিলতীর জন্য হয়েছে। এদের ব্যাপার যদি এক মাস, দুমাস, এক বছর, দুবছরে শেষ করতেন অলটারনেটিভ অ্যাকমডেসন দিয়ে তাহলে এত গুলা টাকা তাঁদের দিতে হত না। এখন কোথা থেকে দেবেন।

[4-10—4-20 p. m.]

তাহলে সরকারের এটাও দোষ, তাঁরা alternative accommodation দিতে পারলেন না। আবার টাকার অঙ্ক যেটা বেড়ে গেল, তার জন্য সরকারই দায়ী, আগে যদি এটা দিয়ে দিতেন, তাহলে এই অবস্থা হত না। এই যে ২৫ জনের উপর নোটিশ গিয়েছে সেটা আমি সরকারী দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রফুল্ল সেন মহাশয় বললেন এ আর আমি কি করবো? আইনে রুল আছে compensation না দিতে পারলে ডিক্রী করে তাড়িয়ে দেবে পুলিস দিয়ে। পুলিস ওদের সাহায্য করতে পারবে না। তাহলে তো অসুবিধা হলো।

আপনার কর্তব্য হচ্ছে—bonafide উদ্বাস্তু যারা তাদের rehabilitation করা। আপনি তা দিতে পারলেন না। আর একটি স্কুল যারা ও তা দিতে পারছেন না। আপনি তাকে alternative accommodation দিতে পারলেন না। অথচ আপনি আবার অন্য একটি স্কুলে তাদের তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। এটা অন্যায়। এ সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখা উচিত। আপনি বলেছেন না এ সব review করবো, তিন বছরের জন্য সময় চাচ্ছেন। এই সময়ে এমন একটা পরিবর্তন করবো আইনের মধ্যে compensation clause, status quo maintain করবো—তাদের তাড়াতে না পারে—, সেটা বলছেন না। কয়েক দিন আগে আমাদের গণেশ ঘোষ মহাশয়, তাঁর এলাকার কয়েকটি কেস নিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে—যে পুলিস গিয়ে তাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি বললেন কেন? আমরা তো আলোচনা করছি—এই বাড়ীগুলি মালিকদের থেকে কিনে নিতে পারি কিনা, তাহলে সেখানেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারবো।

আর এমন এলাকা ও আছে—যেখানে এখন হিন্দুর সংখ্যা বেশী হয়ে গেছে, মুসলমান সম্প্রদায় যারা আছে, তারা সেখানে comfort feel করছে না—, তারা সেখান থেকে চলে যেতে চায় টাকা দিয়ে দিলে অন্যত্র alternative accommodation এর ব্যবস্থা করতে পারে। সে রকম কোন sentiment মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতায় দেখলাম না। এ দিয়ে তো বাস্তুহারার স্বার্থ রক্ষা হবে না। তাহলে এখন কি করা যায়? প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে একটা legal কথা বলি। আপনি তো review করছেন, এক বছর সময় লাগবে। তার বেশী সময় লাগা উচিত নয়। তার মধ্যে decree case যেগুলো হয়ে গেছে, সেগুলি যাতে স্থগিত থাকে—, তার ব্যবস্থা করা দরকার। তা নাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে, তাদের ওরা তাড়িয়ে দেবে। এরজন্য দোষ আপনাদের। আপনারা alternative accommodation দিতে পারলেন না। তাদের throw করিয়ে দিতে পারেন না। আপনারা বলেছেন অসুবিধা আছে। আপনারা টাকা দিন। রিফিউজিরা কোথা থেকে টাকা দেবে? কেন্দ্রকে বলুন—, কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে এজন্য ৫০।৬০ কোটি টাকা বলে। যদি তাদের alternative accommodation না দিতে পারেন তাহলে বলে দিন। কেন ওদের দোষী করছেন? ওরা ঐ Compensation দিতে পারে না, সে ব্যবস্থা তাদের নাই। এটা তর্কের কোন ব্যাপার নয়। আপনি খালি বলে দিন protection কি ভাবে হবে! এ সম্বন্ধে নতুন কি চিন্তা করছেন? দশ বছরে কিছু করতে পারলেন না। তাদের protection কি ভাবে হবে—একটুকুর উত্তর যদি দিতে পারেন, তাহলে সন্তুষ্ট হব। আগে আপনার কথা শুনে নিই—তারপরে না হয় আমার বক্তব্য বলবো। এত দিনেও এই হাজার হাজার লোকের জন্য আপনারা কিছু করতে পারেন নি। আপনার দপ্তর ও নজর দেন নি এ ব্যাপারে। যে মুসলমানের বাড়ী নিয়ে নিচ্ছেন, সেই মুসলমানকে এক মাইলের মধ্যে বাড়ী তৈরী করে দেন। তা ও দিচ্ছেন না—আমরা জায়গা দেখিয়েছি, আপনারা করেন নি। আমি বলি ইচ্ছা করলে ছয় মাসের মধ্যে করা যায়। আপনারা বলুন আমাদের সঙ্গে আপনাদের অফিসিয়ালদের নিয়ে জায়গা দেখতে পারি কিনা। আমরা জায়গা দেখিয়ে দেব। আপনাদের বড় বড় স্কীম আছে, বড় বড় বস্তি তৈরী কি করে করেন। এদের আপনারা বাড়ী ফেরৎ দিতে পারেন। যে কয়টি বাস্তুহারা তাদের বাড়ী ফেরৎ দিতে পারবেন—যারা ঐ জবর দখল বাড়ীতে থেকে কলকাতায় ছোট ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য কারবার করে যাচ্ছে—, তাদের এই কলকাতারই আশে পাশে কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

Shri Suhrid Mullick Chowdhury: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মন্ত্রী মহাশয়েরা প্রতি বছর নূতন নূতন কথা আমাদের কাছে শোনাচ্ছেন। আমার কাছে এ্যাসেম্বলী প্রসিডিং রয়েছে, ১৯৬১ সালের আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়দের বক্তৃতা পড়ছিলাম এবং

তা পড়তে পড়তে ভাবছিলাম এই রকম উদ্বাস্তুদের প্রতি দরদি মন্ত্রীসভা, সত্যিই যেন দেখা যায় না। তার পরের বছর যে সমস্ত এমেণ্ডমেণ্ট হল এই এক্টের উপর, তার মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাঁদের স্বরূপটা দেখতে পেলাম। এঁরা প্রথমে যেমন বলেছিলেন উদ্বাস্তুদের কল্যাণের কথা, এবং শেষকালে আমাদের মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছিলেন ১৯৫৭ সালে যে রিফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন এর মন্ত্রী হিসাবে আমি এইটুকু বলতে পারি এই আইনের প্রয়োগ করবো যারা দুস্থ, গরীব রেফিউজী, তারা পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান হোক, আর যেই হোক, তাদের মঙ্গলের জন্য, তাদের কল্যাণ সাধনের জন্য। পড়তে পড়তে ভাবছিলাম সত্যই তাঁর উক্তিগুলি বড় সুন্দর, আমাদের মন্ত্রী সভা কত সুন্দর। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে গিয়ে দেখি এঁদের বক্তব্যের সঙ্গে এঁদের কাজের অনেক তফাৎ। যেমন ধরুন আমাদের পক্ষ থেকে শ্রীসমর মুখার্জি, তাঁর বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন—১৯৫১ সালে এই এ্যাক্ট তৈরী হবার পর ১৯৫৪,-৫৫,-৫৭,-৫৮,-৬১ সালে, প্রতি বছর বছর এক একটি করে নূতন নূতন অস্ত্র বাড়াচ্ছেন। এত কাল গেল, তার মধ্যে রেফিউজী রিহ্যাবিলিটেশন্ এর কাজ তাঁরা শেষ করতে পারলেন না। এখানে প্রতিটি বক্তা বলেছেন যে জিনিষটা তারা আদায় করছেন,—সেই কমপেনসেশান এর এমনই ব্যবস্থা করেছেন, যা অত্যন্ত আপত্তিকর। আমি ত সারা পশ্চিম বাংলায় যে সমস্ত কলোনী আছে, সেই সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াই। অবশ্য মন্ত্রী মহাশয়ের মত নয়, আমি ই, সি, আর, সির পক্ষ থেকে ঘুরি। সেখানে দেখেছি প্রতিটি জায়গায় কম্পিটেণ্ট অথারিটির গুঁতায় সেখানকার সমস্ত মানুষ ত্রাহি, ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। একটু আগে এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীজ্যোতি বোস মহাশয় এ সম্পর্কে নিদর্শন স্বরূপ বলেছেন, আমি ও বলেছিলাম গভর্ণরের স্পীচের উপর আলোচনা কালে এই রকম বহু ঘটনার কথা। এখানে যে আইন করে রেখেছেন, তাতে বিরাট, বিরাট ফাঁক রয়েছে, যার ফলে রেফিউজিদের কোন কল্যাণকর কার্য্য করা সম্ভবপর হচ্ছে না। যদি সত্যই এই মন্ত্রীসভা রেফিউজিদের কল্যাণ সাধন করতে চাইতেন, তাহলে এই রকম ভাবে দু-বছর, তিন বছর অন্তর কেবল সময় নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থাকত না। Regularised হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেক বারই বলছেন। এ বছরও এই regularised সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন যে ১৩৭টি কলোনীর মধ্যে ৭০টি regularised হয়েছে। বাকীগুলি এখনও regularised হয় নি, সেগুলি যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা চলেছে। কিন্তু এগুলি ছাড়াও, বর্ত্তমানে বহু জায়গা রয়েছে, সে দিকে কেউ দৃষ্টি দেননি। আজকে যেন মন্ত্রী সভা ভাবছেন তাঁদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবং বোধ হয় উদ্বাস্তু সমস্যা আর এক বৎসর দেখতে হবে; সুতরাং তাঁদের যে ডিপার্টমেণ্ট, তাঁদের যে দপ্তর আছে, তাই নিয়ে কাজ করছেন, যাতে করে এর সুরাহা হচ্ছে না, কোথাও কিছু হচ্ছে না। শ্রীরামপুরে বাঙ্গুর কলোনী বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জবর দখল কলোনীগুলি এখনও regularised বা বৈধ বা acquisition করা হয়নি। কারণ বাঙ্গুর সাহেবের সঙ্গে বোধ হয় এঁদের গাঁটছড়া বাঁধা আছে, তাই কিছু সেখানে করা সম্ভবপর হবে না। অর্থাৎ তাঁরা কাকে খুসী করবেন। বাঙ্গুর সাহেবকে, না সেখানকার রেফিউজিদের। এই অবস্থা সেখানে দাঁড়িয়েছে।

তারপর চন্দননগরে পিলখানা বলে একটা জবর দখল জায়গা আছে, সেখানে ৩৮টি মুসলমান পরিবার পুনর্বাসন প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের খাস মহলের জমি আড়াই কাঠা করে দেওয়া হয়েছে। সেই আড়াই কাঠা জমি দিয়ে তাদের কাছ থেকে সেলামী চাওয়া হচ্ছে ১৩০ টাকা এবং কাঠা প্রতি বাৎসরিক ৫ টাকা করে খাজনা সরকার চাচ্ছেন। এই যদি ব্যবস্থা হয়, তাহলে এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা কি করে এই মোটা হারে খাজনা দিতে পারবে, এগুলি চিন্তা করতে বলি।

এই সমস্ত মৎস্যজীবী কি করে এই মোটা হার দিতে পারে সেটা চিন্তা করতে বলি।

[4-20—4-30 p. m.]

তারপর এই উদ্বাস্তরা যারা জবর দখল জমির উপর আছে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। এই জবর দখলে অনেক বাড়ী আছে মুসলমানের বাড়ী আছে—Property আছে। আমরা প্রত্যেকবারও শুনি যে এরা গরীব মুসলমানদের জন্য দুঃখিত এবং তার জন্য ব্যবস্থা করবেন। আমরা নিশ্চয়ই দেখবো যে এই উদ্বাস্তদের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আরও বেআইনী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন কেন না যে কথাটি তারা আগে বলেছিলেন যে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন করে দিয়ে তারা মুসলমান মালিকদের বাড়ী ফিরিয়ে দেবেন সেটা কোথাও দেখছিনা। আমি এ বিষয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় একবার শুনিয়াছিলেন U.C.R.C.র বৈঠকের সভায় সমরবাবুকে বলেছিলেন যে Compensation উদ্বাস্তদের দিতে হচ্ছে এটা আমরা দিয়ে দিলেই তো হয়। এরকম উক্তি তিনি করেছিলেন। কিন্তু এঁরা কাজের লোক—যা বলেন ১ বছর বাদে আর এক রকম হয়। কিন্তু আপনি প্রফুল্লবাবু তো কাজের লোক, নিজেকে জানেন—এজন্য বলি—আপনাকেই বলি আপনাদের নীতিটা কি অন্ততঃ সেটা কাজের মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করুন। উদ্বাস্তদের জবর দখল ক্ষেত্রে এই যে বাড়ী এবং জমি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে আর প্রতি বছর এক একটা কথা শোনান হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট করে বলুন নীতিটা কি, সেটা ভাল হোক খারাপ হোক বুঝতে পারবো। কিন্তু এই যে এক একবার এক একরকম কথা বলেন এতে মন্ত্রীসভা অত্যন্ত জঘন্য কাজ করছেন বলে মনে করি। সুতরাং আমার কথা হচ্ছে ঐ সম্পর্কে একটু দৃষ্টি দেওয়া হোক্। তাদের উক্তি তারা পালন করেননি। তার বক্তব্যের মধ্যে অনেক গলদ আছে। আজকে উদ্বাস্ত সমস্যাকে একটা ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে রেখে দিয়েছেন এবং আমি মনে করি এই যে সংশোধনী বিলটা বড় লোকের স্বার্থে আনা হয়েছে উদ্বাস্তদের স্বার্থের দিকে তাকান হচ্ছে না। সে জন্য এই বিলটাকে ২৮শে মার্চ পর্যান্ত criculation এ দেওয়া হোক।

Shri Gopal Basu : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এ বিল যে আলোচনা হচ্ছে এ সম্পর্কে আমি একটা ঘটনার কথা বলবো। কিছু দিন আগে আমার বাড়ীর সামনে একটা মুসলমান পরিত্যক্ত বাড়ীতে যেখানে ৬টি উদ্বাস্ত পরিবার থাকত তাদের উচ্ছেদ করা হল কিন্তু compensation বাড়ী ভাড়া যা Compentent authority ঠিক করে দিয়েছিলেন তাও দেওয়া হল না।

এবং কয়েক বৎসর আগে থেকে যে compensation দিতে পারেনি বলে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। পুলিশ গিয়ে তাদের উচ্ছেদ করলো। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম এবং হিসাব করে দেখলাম যে এই ৬টি পরিবার যদি campএ থাকতো এবং তারা যদি ৫০ থেকে ৬০ টাকা করে মাসে পেতো তাহলে তারা Governmentর কাছ থেকে এই ১০ বৎসরে এক একটি পরিবার ৬ থেকে ৭॥০ হাজার টাকা পেতো। আর এই ৬টি পরিবারকে যদি এক সাথে জড় করা যায় তাহলে Governmentর এই ১০ বৎসরে বেঁচে গিয়েছে ৩৬ থেকে ৪২ হাজার টাকা। এই বাস্তহারারা Governmentর ঘাড়ে পড়ে না থেকে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তারা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছে। এখানে যদি compensationর প্রশ্ন উঠে তাহলে সেই Compensation দেবে সরকার। এই Compensation যদি সরকার দেয় তাহলে বাস্তহারাদের পুনর্বাসন হতে পারতো এবং মুসলমানদের ও ব্যবস্থা হতে পারতো। মুসলমানরা, তারা হয়ত অন্য বাড়ী কিনে ফেলতে পারতো। আমি জানি আমাদের ওখানে একটা বাড়ীতে এরা আছে, ৪ কাঠার উপর সে বাড়ী। সেখানে কাঠা ২ হাজার টাকার বেশী নয়,। তাহলে ৪ কাঠার দাম ৮ হাজার টাকা হয় এবং সেটা একটা খোলার বাড়ী তার দাম দু'হাজার টাকার বেশী নয়। অথচ সেখানে সেই মুসলমানদের Compensation দেওয়া হচ্ছে না এবং এদের ও পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। অর্থাৎ উভয়কেই এঁরা নষ্ট করছেন। তারপর বিজয়নগর কলোনী regularise করা হয়নি। সেখানে বেশীর

ভাগ লোককেই আপনি পত্র দেননি। তার ফলে তার উপর notice দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা বাড়ী ছেড়ে দাও। অথচ এদের কোন alternative ব্যবস্থা করলেন না বা মুসলমানদের কোন compensation দেবার ব্যবস্থা করলেন না। এইভাবে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছেন। অন্য দিকে যারা বড় বড় জমির মালিক তাদের বেশী টাকা দেবার ব্যবস্থা করে তাদের পেট ভরাবার ব্যবস্থা করছেন। এই নীতির দ্বারা পুনর্বাসন করা যেতে পারে না, এই নীতির পরিবর্তন করা দরকার। আর একটা কথা নৈহাটি municipality রাস্তার দুই পাশে বাস্তুহারারা ব্যবস্থা করছে যার ফলে রাস্তার দুই দিকে উঁচু হয়ে গিয়েছে এবং বর্ষার সময় রাস্তায় জল জমে যায়। সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এখানে টাকা দেবার প্রশ্ন নেই। তাদের জন্য যদি একটা hawkers' corner করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের পুনর্বাসন হতে পারে এবং জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে। এবং commercial ব্যবস্থা হিসাবে এইগুলি করতে পারেন। এখানে খালি সময় বাড়িয়ে দিলে হবে না, এখানে নীতির পরিবর্তন করতে হবে। আর তা যদি না করেন তাহলে আপনাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

[4-30—4-40 p. m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: স্পীকার মহোদয়, এই সংশোধনী বিলের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আরো তিন বৎসর সময় বাড়ানো ১৯৬১ সাল থেকে। সময় একদম বাড়ান উচিত নয়। একথা কেউ বলেন নি। কেউ বলেছেন এক বৎসর বাড়ানো হোক্, কেউ বলেছেন দুই বৎসর বাড়ান হোক্, কেউ বলেছেন ৩০ দিন বাড়ান হোক্। সময় সকলেই বাড়াতে চাচ্ছেন। এবং যে উদ্দেশ্য বাড়ান হচ্ছে তাতে সকলেই একমত কমবেশী করে। আমাদের এই Act যখন পাশ হয়েছিল ১৯৫১ সালে, তখন কথা ছিল যে যারা ১৯৫০ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এসে জবর দখল করেছে তাদের পক্ষে এই আইন প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যারা ১৯৫২, ১৯৫৩ সালে এসে জবর দখল করেছে তারা এই আইনের দ্বারা protection পাবে না। অর্থাৎ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সেখানে খুব বেশী গোলমাল ছিল এবং তখন যারা এসে থাকবার জায়গা না পেয়ে জবর দখল করেছিল।

একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন এত বড় লোকদের বেশী টাকা পাইয়ে দেবার জন্যই আমরা acquisition করছি না। আমরা প্রথম যখন এই বিল এনেছিলাম ১৯৫১ সালে এই L.D. Act এ acquisition হবে কিনা সেই কথা ছিল না, এমন কি ১৯৫৪ সালে ও যখন দ্বিতীয়বার এই amendment হয় তখনো এই কথা ছিল না এই Act অনুসারে acquisition হবে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত normal land acquisition আইন অনুসারেই আমরা জমি নিতাম। কিন্তু ১৯৫৫ সালে একটা ছোট্ট amendment হয়, সেই সময়তে আমরা আর কিছু বলিনি, এই কথাই মাত্র বলেছিলাম এই Act এ আমরা জমি নেব, অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের দামে, এবং এখনো আমরা সেই ভাবেই জমি নেব, জবর দখল কলোনীর মালিকদের ১৯৪৬ সালে যে দাম ছিল তাই আমরা দেব এতেও অবশ্যি অনেকের আপত্তি ছিল। চিরকালই কি আমরা ১৯৪৬ সালের দাম দেব। ইতিমধ্যে ৩।৪।৫ গুণ জমির দাম বেড়েছে—অবশ্যি এই জন্যই আমরা দিচ্ছি, বা কম দিচ্ছি, বেশী দিচ্ছি না। গত দশ বৎসরের ভিতরেও যে এই সমস্যা সমাধান হয়নি। তারজন্য আমরাও খুসি নই আমরা মনে মনে ঠিক করেছি যতশীঘ্র সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করব। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি আমার প্রাথমিক ভাবনেই বলেছি যারা হাওড়া বা হাওড়ার আশেপাশে, ২৪ পরগণা এবং কলিকাতা সহরের উপর জবর দখল কলোনীতে আছে তারা বাইরে যেতে চায়না alternative accommodation দিলে ও যেতে চায় না। কাজে কাজেই বাইরে

পাঠিয়ে ও কোন লাভ হবে না। এখন এই সমস্ত বাড়ীর ছোট, মাঝারি, ও বড় --আমরা ভাবছি আমরা নিয়ে নেব, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ceiling অনুসারে যা দেবেন, তার চেয়ে বেশী খরচ করতে হবে এবং সেটা State Government এরই খরচ করতে হবে অন্য কোন খাত থেকে, slum clearance এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে ঋণ পাওয়া যাবে, তার থেকে খরচ করব আমরা। আমরা সেই কথাই ভাবছি সমস্ত জমি ও বাড়িগুলি আমরা নিয়ে নেব। অবশ্য এটা যত সোজা মনে হচ্ছে তত সোজা নয়। কারণ, এখন হয়তো একটা বাড়ীতে ৯জন বাস করে, তারা যখন একথা শুনবে আমরা পুনর্বাসন দেব, তখন তারা বলবে আমরা কোথায় থাকব। এখন তারা নিজেদের দায়িত্বে আছে, কিন্তু যখন আবার দায়িত্ব নেবে তখন সমস্যা অন্যরূপ ধারণ করবে। আমরা survey আরম্ভ করে দিয়েছি, বোধ হয় ১২।১৪ আনা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Survey মানে, কতটা বাড়ী, যে landowner, মুসলিম owner, এবং বাড়ী কেনা, কোথাও আবার পুকুর আছে, কতটা খালি জমি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই Surveyর পর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে বসে ঠিক করব তাদের ceiling অনুসারে তাঁরা কতটা দেবেন, আর আমরা কতটা দেবো। কাজে কাজেই এই সমস্যার সমাধান করব কিন্তু অনেক অসুবিধাও আছে। মাননীয় স্পীকার মহাশয় কলিকাতায় এমন জমি পাইলে আমরা নিতে পারি। বিরোধীপক্ষ থেকে একজন মাননীয় সদস্য বল্লেন কোথায় নাকি জমি আছে, আমি সেটা জানিনা, সেটা যদি কেন্দ্রীয় সরকারের ceiling এর মধ্যে হয় তাহলে সেই জমি আমরা নিশ্চয় নেবো। ১৪৭টি Squatters colony ছিল, ১০৩টি আমরা regularise করেছি, ৪৪টি ও নিশ্চয়ই করব- তিনটি আমরা পারব না। আমরা যে নতুন নীতি গ্রহণ করছি তাতে সেই তিনটি আমরা করতে পারব কিনা সঠিক বলতে পারছি না। যে সমস্ত Squatters' colonyর দরুণ আমরা Competent authorityর কাছে গিয়েছিলাম তার সংখ্যা হচ্ছে ১,৭৭৫, তাতে ১৯,৫৯২টি পরিবার আছে, alternative accommodation দেওয়া হয়েছে ১,৩৭৯টি পরিবারকে, ঋণ দেওয়া হয়েছে যারা site এ চলে গিয়েছে -৩৮১টি পরিবারকে ৬,৩১০টি পরিবারকে দেবার ব্যবস্থা করেছি। সুতরাং বাকী আমাদের সমস্যা থাকবে ১১ হাজার ৪৬২ টি পরিবারের। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এই নতুন নীতি আমরা গ্রহণ করছি। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন আমাদের Dy. Minister শ্রীকাজেম আলী মির্জা নাকি অনেককে তাঁর জমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। মোটেই তাড়াননি—তিনি ১৯৫৭ সালের পর Competent Authorityর কাছে গিয়েছিলেন, তাঁর মৌজা হচ্ছে শিবগঞ্জ, বোধ হয় ৩২ কাঠা জমি—তিনি সময়মত দরখাস্ত করেছিলেন, competent authorityর কাছে ডিক্রী ও পেয়েছিলেন, ডিক্রী জারী করার ব্যবস্থাও তিনি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তখন বলেছিলেন, আমি পুলিসের সাহায্য নিয়ে আশ্রয় প্রার্থীদের বিতাড়িত করতে পারব না। অতএব তিনি যথেষ্ট consideration দেখিয়েছেন, মহানুভবতা দেখিয়েছেন। যাইহোক, আমরা কারুর ক্ষতি করতে চাই না। আমরা উভয় পক্ষেরই উপকার করতে চাই। বিশেষ করে নতুন যে নীতি আমরা গ্রহণ করছি তাতে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে যতবেশী লোকের উপকার করতে পারা যায়। যদি কলকাতার বাইরে, ২৪ পরগণার শহরাঞ্চলের বাইরে, হাওড়া অঞ্চলের বাইরে যেতে তারা রাজী থাকেন তাহলে আমি বলতে পারি ৬ মাসের মধ্যে এই সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব। তারপর Compensation ব্যাপার নিয়ে আমি কোন তর্ক করতে চাই না। আমার যতদুর জানা আছে, প্রায় ৯০।৯৫ ভাগ লোকই রুজি রোজগার করেন, তাহলে এই দশবৎসর টিকলেন কি করে? তাঁদের অনেকেই ২০০।২৫০ টাকা মাইনে পান। যারা evicted হয়ে গিয়েছেন তাদের আমরা কি করব এই কথা উঠেছে, আমরা এখন যে নতুন নীতি গ্রহণ করছি তাতে আর যাতে eviction না হয় তার ব্যবস্থাই আমরা করব।

Shri Niranjan Sengupta: কেন এই তিনটি colony র regularisat হবে না?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: আমি এই মাত্র জানলাম, এখন সিদ্ধ হয়েছে ঐ তিনটি ও regularised হবে, যতগুলি Colony আছে সবই regularis হবে। I oppose the motion for Circulation and I commend my moti to the acceptance of the House.

[4-40—4-50 p. m.]

The motion of Shri Niranjan Sen Gupta that the Rehabilitation Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupati of Land (Amendment) Bill, 1961, be circulated for the purpose eliciting opinion thereon by the 29th March, 1961, was then put and division taken with the following result :—

NOES—105

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shri Profulla Nath
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr Kanailal
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kaoi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhuri, Sl
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon ble Ajoy Kum
Mukhopadhyay, Shri Ananda Goj

Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

AYES—46

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basantalal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr. Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Natendra Nath
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Majumder, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mondal Shri Haranchandra
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen Gupta, Shri Niranjan

The Ayes being 46 and the Noes 105 the motion was lost.

Mr. Speaker: Other motions fall through.

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of land (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration was then put and agreed to

Clause 1.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble.

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: Sir, I beg to move that the Rehabilitation of Displaced persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of land (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly be passed.

Shri Jyoti Basu: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, প্রফুল্লবাবু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি বলে আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে। আমি তাঁকে পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম যে আপনি যখন ১০ বছর পরে একটা নূতন নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখন কতগুলো কেস্ বাকী আছে, কোন জমিতে আছে, কার জমিতে আছে, তাদের অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেসন দেওয়া যাবে কিনা, তাদের রোজগার কত, তারা কম্‌পেন্‌সেসন দিতে পারবে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো আপনাকে রিভিউ করে তদন্ত করে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, এও বলেছিলাম যে যখন এগুলো নূতন করে করছেন তখন সে সমস্ত কম্‌পেন্‌সেসনের মামলাগুলো রয়েছে এবং যার জন্য তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলোও আপনাকে দেখতে হবে। কিন্তু আপনি তদন্ত না করেই বলে দিলেন যে, আমি জানি তাদের মধ্যে ৯০ ভাগ কম্‌পেনসেসন দিতে পারবে কেননা তা নাহলে তারা বেঁচে আছে কি করে? তবে আপনার কথা অনুসারে তারা যদি এতই টাকাওয়ালা লোক হয়ে থাকে যে এই কম্‌পেনসেসন যা জমেছে তা তারা দিতে পারবে তাহলে ঐ বাড়ী কিনে তাদের বসাবার বা তদন্ত করবার কি প্রয়োজন আছে? কাজেই আমি বলছি যখন আপনি নূতন করে করছেন তখন যাদের উপর অর্ডার হয়ে গেছে সেখানে আইনের পরিবর্ত্তন করে তাদের টেম্পোরারী প্রটেক্‌সন দেবার ব্যবস্থা হতে পারে কিনা দেখুন। আপনি বলেছেন যে ঐ বাড়ী কিনে নিয়ে তাদের বসাবার ব্যবস্থা করছি--তবে একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমার কথা হোল তাহলে ইন্ দি মিন্ টাইম এই সমস্ত কেস যেমন আমার কাছে ২৫টি এবং অন্যান্যদের কাছে ৮।১০টি কেস এসেছে যে পুলিশ গিয়ে তাদের কাঁথা কম্বল নিয়ে টানাটানি করছে এবং নানাভাবে হয়রান করছে? তারপর আপনি তো না জেনেই বলে দিলেন যে তারা টাকা দিতে পারবে, কিন্তু আপনি বলতে পারেন কি যে, বরাহনগরে যারা আছে তাদের প্রত্যেকে কম্‌পেন্‌সেসন হিসেবে ১২০০, ১৫০০ বা ২০০০ টাকা দিতে পারবে বা মাসে মাসে ২০ টাকা করে দিতে পারবে? তবে যদি বলেন হাঁ, তাহলে আমি বলব কি করে আপনি তা জানলেন? আপনি তো কোন তদন্ত করেন নি। কাজেই আমি বলছি যে আপনি তদন্ত করুন এবং তারপর যদি দেখা যায় যে তারা দিতে পারে তাহলে তাদের কাছ থেকে আদায় করুন তাতে আমরা একটা কথাও বলব না বা তাদের পাশে গিয়েও কেউ দাঁড়াবে না। তারপর আপনি বলেছেন যে একটু সময় চাই কেননা একটা নূতন পলিসি নিয়েছি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে তাদের কি লিগ্যাল প্রটেক্‌সন আপনি দিচ্ছেন? তারপর উনি বলেছেন উপমন্ত্রী কাজেম আলি মীর্জা বলেছেন যে আমি পুলিশের সাহায্য চাইনা, কিন্তু আমরা দেখছি তিনি মামলায় জিতে বসে আছেন। কাজেই ও রকম তো সকলেই বলতে পারে যে, "আমি পুলিশের সাহায্য চাইনা।" কিন্তু কেউ যদি মামলায় জিতবার পর পুলিশ প্রটেকসন চায় তাহলে আপনাকে সেই সাহায্য দিতে হবে এবং তিনি গিয়ে উচ্ছেদ করবেন। যেমন, ঐ নর্থক্যালকাটায় পুলিশ গিয়ে তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দিয়েছে এবং তারপর কোর্টে decree হয়েছে। তারপর আমি যখন আপনাকে বললাম যে কি লিগ্যাল প্রটেক্‌সন দিতে পারেন বলুন, তখন আপনি বললেন "না"। কিন্তু এটা তো আপনি

করতে পারেন যে, এই যে আপনি ৩ বছর সময় নিচ্ছেন এই ৩ বছরে আপনি কাউকে অল্টারনেটিভ এ্যাকোমোডেসন্ দিলেন না—অর্থাৎ not a single refugee family has been given alternative accommodation. এটা আপনি অনায়াসে করতে পারেন এবং তাই করুন, কেন না তা না হলে ঐ যে কম্পিটেণ্ট অথরিটি-রা কেস করে বসে আছে তাতে তাঁরা হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা হোক বা যেখানেই হোক তাদের প্রত্যেককে তাড়াবেন। তাহলে এসব কথা বলার কি মানে হয় বা এসব পাওয়ার আপনাদের দেবার কি মানে হয় যে আরও ১২।১৩ বছর আপনারা এক্সটেণ্ড করুন? অবশ্য যদি অন্য কিছু আপনাদের মনে থাকে তাহলে তা বলুন, কিন্তু যেটা মুখে বলছেন সেটাই যদি আপনাদের মনের কথা হয় তাহলে সেটা পরিষ্কার করে যেন আমাদের বলছেন না বা কেন একটা লিগ্যাল ওপিনিয়ন নিচ্ছেন না যে কি করে তাদের প্রটেক্‌সন দেওয়া যায় যাতে তারা সেই বাড়ীতে থাকতে পারে বা অল্টারনেটিভ সেণ্টারে যেতে পারে?

[4-50—5 p. m.]

আমরা যখন চিঠি পাঠাচ্ছি কমিশনারের কাছে তখন এদের এভিক্ট করছে। তিনি এদের অল্টারনেট এ্যাকোমোডেশান দিতে পারছেন না। তিনি বলছেন কোথা থেকে দেব, আচ্ছা খোঁজ করি। খোঁজ করতে ভদ্রলোকের ২।৩ মাস সময় লাগবে, এই ২। মাসের ভেতর তাদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। পুলিশকে কি করে দোষ দেব যদি এ জিনিষ হয়? আমি দোষ দেব রিহ্যাবিলিটেশান কমিশনারের, আমি দোষ দেব প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের, কেন তাঁরা অল্টারনেট এ্যাকোমোডেশান দিতে পারছেন না যেটা দেবার কথা ছিল। আপনি যদি প্রপারলি তাদের অল্টারনেট এ্যাকোমোডেশান দিতেন তাহলে তারা সেখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি করতে পারত। তারপর যদি তারা না যায় তাহলে আপনার কি রেসপনসিবিলিটি আছে, কোন রেসপনসিবিলিটি নেই। আমি বলব কেন তাদের দিতে পারছেন না? দিতে না পারলে তারা যাবে কোথায়? সেজন্য বারবার একটা কথা বলছি যে এর একটা সুস্পষ্ট জবাব আপনার কাছ থেকে চাই। এটা সিরিয়াস ব্যাপার সেজন্য আর একবার বলতে হচ্ছে। আশা করি আপনি জবাব দেবেন।

Shri Apurba Lal Majumder: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, একটু আগে মাননীয় সদস্য জ্যোতিবাবু স্কোয়াটার্স সম্বন্ধে যে বক্তব্যগুলি রেখেছেন আমিও এই রকম কতকগুলি সরাসরি প্রশ্ন মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে করেছিলাম বিশেষ করে হাওড়া সম্পর্কে সেই প্রশ্ন করেছিলাম যে, যে ৮।৯ শো ফ্যামিলির বিরুদ্ধে কম্পিটেণ্ট কোর্টে মামলা চলেছে সেই ৮।৯ শো ফ্যামিলির জন্য গত ১০ বছরের মধ্যে তিনি অল্টারনেট এ্যাকোমোডেশান দিতে পারলেন না। এই যে আমাদের কাছে বলেন হাওড়া শহরের আশে পাশে ২ হাজার লোককে আপনারা জায়গা দিয়েছেন এবং যখন ২ হাজার বিভিন্ন ক্যাম্প রিফিউজীদের জায়গা দিয়েছেন তখন হাওড়ার মুসলমান যারা যাদের বাড়ী জবর দখল করে আছে তাদের এবং যারা উদ্বাস্তু তাদের তরফ থেকে জয়েণ্টলি রিপ্রেজেণ্টেসান আপনাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ৮ শো পরিবারের আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা করলেন না। আমি আশা করেছিলাম যে এদের সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই কিছু এই হাউসের কাছে বলবেন যে কবে তিনি এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমি দেখলাম তিনি বিলের জন্য আরও ৩ বছরের সময় চেয়েছেন। ৩ বছর সময় ৮ শো পরিবারের জন্য কি জন্য লাগবে? আমি এখানে বলতে পারি কোথায় কোথায় প্লট খালি আছে। চকপাড়া, রামরাজাতলা, জগাছা থানায় বহু এক্যোয়ার্ড জমি আছে। হাওড়ার মুসলমান বাড়ীতে যেসব উদ্বাস্তু আছে তাদের বিরুদ্ধে কমপিটেণ্ট কোর্টের রায় হয়ে আছে এবং ল্যাণ্ডলর্ডরা এসে এগজিকিউসান করে তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করে নিচ্ছে। তারা কম্পেনসেশান, কনসিডারেশানের টাকা দিতে পারছে না

বলে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এদের কেসগুলি আপনারা আগে দেখুন। ল্যাণ্ডলর্ডরা জোর করে পুলিশ লেলিয়ে এদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করছে। তাদের ক্ষেত্রে জমিগুলি দিন। কিন্তু তা না করে কেন বাইরে অন্য জায়গা থেকে রিফিউজী এনে বসাচ্ছেন। অথচ বলছেন হাওড়ায় জায়গা নেই হাওড়ার আশপাশে জায়গা নেই সেজন্য দিতে পারছি না। আমরা দেখেছি ১৯৬ সালের মধ্যে ২ হাজার ২ শো পরিবারের আপনারা বন্দোবস্ত করেছেন কিন্তু এই ৮ শো পরিবার এবং ল্যাণ্ডলর্ডদের তরফ থেকে জয়েন্টলি যখনই যাই তখনই একটা কথা বলেন আমরা কিছু করতে পারি না। আপনাদের নীতি কি সে সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। আপনি হাউসের সামনে পরিষ্কার করে বলুন যে গরীব ল্যাণ্ডলর্ড যারা আছে তাদের জায়গা থেকে তুলে দেব এবং উদ্বাস্তদের ৬ মাসের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে দেব যাতে কমপিটেন্ট কোর্টের রায় থেকে উচ্ছেদ তারা না হয়।

Shri Haridas Mitra: স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সুবিধার জন্য আমি একটা বিষয়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কম্পিটেন্ট অথোরিটি কোর্ট এবং ট্রাইবুনালের একটা কেস সম্বন্ধে তাদের রায় চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মুভ করা আছে, কেস নং ২৪।৫৯ এবং হাইকোর্ট থেকে রুল ইস্যু করা হয়েছে। ওঁর কাছে একটা অনুরোধ যতক্ষণ পর্যান্ত না হাইকোর্টে এই কেসের ডিসিসন হবে, ট্রাইবুনালের এগেনস্টে হাইকোর্টে যে কেস করা হয়েছে ততক্ষণ পর্যান্ত সমস্ত এভিকসন অর্ডার যাতে এক্জিকিউটেড না হয়। এটা এখনি বন্ধ রাখতে পারেন। তার পরে যে কথা জ্যোতিবাবু বলেছেন, উনিও সেটা বার বার বলেছেন যে সমস্ত গুলিকে রিভিউ করা হবে। হাইকোর্টে কেস রেফার করা হয়েছে, কেস নং ২৪।৫৯, রুল ইস্যু হয়েছে কমপিটেন্ট অথোরিটি এবং ট্রাইবুনালের অর্ডার চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মুভ করা হয়েছে।

Shri Sankardas Bandyopadhyay: রুল হয়েছে — রুল হবে, ডিসিসন যখন হবে, তার থেকে প্যানেল হবে, প্রয়োজন হলে সুপ্রীম কোর্ট হবে। কত কাল বসে থাকা যায়।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এখানে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠেছিল আজকের বিবেচ্য বিষয়ের সংগে তার কোন যোগ নেই আমি একই কথা শুনলাম মশাই, ৮০০ লোককে কেন দিতে পারেন না? আপনাকে ফাঁসি দেয়া হবে। আমরা দিতে পারব না বলেই তো তিনবছর সময় চাচ্ছি। ২০০০ লোককে দেয়া হচ্ছে, ৮শো লোককে দিতে পারলেন না। আমাদের যে বিলটা হয়েছে সেটা ডিসপ্লেসড পারসনস্ প্রোটেকসান দেওয়ার জন্য হয়েছে। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে তাদের অল্টারনেটিভ অ্যাকমডেসন দিতে হবে ধ্যার ধারে গোবিন্দপুরে নয়, আমাদের দিতে হবে until the State Government provided for him in the prescribed manner other land which, in the opinion of the Competent Authority, is situated in an area from where the displaced person will be able to carry on conveniently such occupation as he may have been engaged in for earning his livelihood.

এখানে in the opinion of the Competent Authority র বদলে হয়েছে in the opinion of the State Government. ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এত নির্বোধ নয় যে যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দেবেন। অপূর্ববাবু বা চিত্তবাবু যদি জমি দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমরা সেই জমিতে তাদের সরিয়ে দেব। হাওড়া জেলায় যে একটিও হয়নি এটা ভুল কথা। ১৭০টা পরিবারকে অল্টারনেটিভ অ্যাকমডেসন দেয়া হয়েছে হাওড়া জেলায় এবং কোলকাতা ও ২৪ পরগণায় ১২০৯ এবং ১৩৩৯ টি পরিবারকে দেয়া হয়েছে। এবাদে ৬৩১০টা পরিবারের জন্য ব্যাবস্থা করা হচ্ছে, অর্থাৎ ১৯

৫১৩টি পরিবারের মধ্যে ১১৪৬২টি পরিবার আছে। কমপেনসেসন সম্বন্ধে যা কথা উঠেছে সেটা এখানে বিবেচনার বিষয় নয়। এর জন্য আজকে আপনাদের কাছে আসিনি। অতএব এর উত্তর দেওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল যেটা আমি উপস্থিত করেছি সেটা অনুগ্রহ করে আপনারা পাশ করে দিন।

Shri Jyoti Basu : তারা তো এভিকটেড হয়ে যাচ্ছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : এভিক্ট হলে কি করবো।

Shri Jyoti Basu : কিছু প্রোটেকসন দিতে পারেন না? মুখ্যমন্ত্রী একরকম বলেন, আপনি এক রকম বলেন। স্পষ্ট করে বলুন না, বাজে কথা বলেন কেন?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : কোর্টের আদেশে যদি এভিকটেড হয় তাহলে আমি বাচার আমি কিছু করতে পারবোনা।

[5—5-25 p. m.]

The motion of the Hon'ble Prafulla Chandra Sen that the Rehabilitation of Displaced Persons and Eviction of Persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed, was then put and a division taken with the following result:—

AYES—105

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Badiruddin Ahmed, Hazi
Banerji, Shri Sankardas
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharya, The Hon'ble Syamdas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri Debendra Nath
Chatterjee, Dr. Binoy Kumar
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri, Shri Tarapada
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Sankar
Das Adhikary, Shri Gopal Chandra
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shrimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy kumar
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahata, Shri Surendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majhi, Shri Nishapati
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Mandal, Shri Sudhir

Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammed Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Sishuram
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Naskar, Shri Khagendra Nath
Pal, Shri Provakar
Pal, Dr. Radhakrishna
Panja, Shri Bhabaniranjan
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Arabinda
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Thakur, Shri Pramatha Ranjan
Trivedi, Shri Goalbadan
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

NOES—46

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Badrudduja, Shri Syed
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Gopal
Basu, Shri Jyoti
Bera, Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharya, Dr. Kanailal
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chattoraj, Dr Radhanath
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sisir Kumar
Dey, Shri Tarapada
Elias Razi, Shri
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Jha, Shri Benarashi Prosad
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Lahiri, Shri Somnath
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mandal, Shri Bijoy Bhusan
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Mitra, Shri Haridas
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Shri Jagadananda
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan

The Ayes being 105 and the Noes 46, the motion was carried.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-25—5-35 p. m.]

The West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961.

The Hon'ble Syama Prasad Barman: Sir, I beg to introduce the West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill)

The Hon'ble Syama Prasad Barman: Sir, I beg to move that the West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি এই কনেকসনে কয়েকটি কথা বলতে চাই—এর ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড থেকে।

মোলাসেস্‌ কণ্ট্রোল এ্যাক্ট ১৯৪৮ সালে পাশ হয়, এবং তারপর দু-তিন বার এর যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যায়, আমরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট করি। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এটা বলবৎ আছে। এখন আমাদের এই মোলাসেস্‌ কণ্টোল এ্যাক্টের যে কার্য্যকারিতা রয়েছে, এর পটভূমিকায় আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমাদের স্পিরিটের খুবই দরকার। এ্যালকহল প্রডাকসন ইন্‌ডাষ্ট্রি বা ডিষ্টিলারী এখানে তার চারটা আছে। এটা একটা মস্তবড় ইন্‌ডাষ্ট্রীতে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ আমাদের গরীব, বড়লোক নির্বিশেষে সকলেরই স্পিরিট্‌ দরকার হয়। যেমন বড় লোকদের স্পিরিট দরকার হয়, তেমনি গরীব লোকদেরও স্পিরিট দরকার হয়। শুধু স্পিরিট লোকে পান করে না, শিল্পের জন্য ও দরকার হয়। আমাদের এখানে হীরেনবাবু উপস্থিত আছেন, তিনি জানেন। গরীব লোকদের অসুখ করলে, তারা সাধারণত এক ডোজ্‌ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খায়। এই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তত করার জন্য স্পিরিটের প্রয়োজন হয়। শুধু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নয়, এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ তৈরী করবার জন্য এবং ফার্ণিচার এর বার্ণিশ ইত্যাদির জন্য ও স্পিরিটের দরকার হয়। আমাদের পানীয় স্পিরিট, অর্থাৎ যেটা মদ্য হিসাবে লোকে ব্যবহার করেন, সেই জাতীয় কাণ্ট্রী স্পিরিট এর প্রয়োজন হল ৭ লক্ষ ১৪ হাজার গ্যালন। আর ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল স্পিরিট, অর্থাৎ শিল্পের জন্য যেটা দরকার হয়—তার পরিমাণ হল ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার গ্যালন। এবং তার জন্যই বিশেষ করে মোলাসেস্‌ এর দরকার হয়। এবং কান্ট্রী স্পিরিটের জন্য ২ লক্ষ ৭০।৮০ হাজার গেলন আমাদের মোলাসেস দরকার হয়।

আর Industrial spirit তৈরী করার জন্য ৭ লক্ষ ৪১ হাজার মণ molasses দরকার হয় কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের পশ্চিমবাংলায় এত দিনে ২টি মাত্র sugar mill হয়েছে। একটি আছে পলাশীর কাছে রামনগরে আর একটা আছে বীরভূমে আমেদপুরে—এ ২টি থেকে আমরা আশা করছি ২ লক্ষ মণ molasses আমরা পাব। কিন্তু আমাদের ২ লক্ষ মণে পোষাবে না। আমাদের অন্য state থেকে আমদানী করতে হয়। আর ব্যাপার হচ্ছে এই যে molasses এর আমাদের এত shortage যে sugar mill এ যে molasses তৈরী হয় তা নির্দিষ্ট মূল্যে দেওয়ার জন্য Molasses Control Act পাশ করা হয়। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে ভবিষ্যতে ২।৪ বছরের মধ্যে আর এটার দরকার হবে না—কিন্তু এখনও আমরা molassesএ স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারিনি। আমাদের অন্য state থেকে আনতে হচ্ছে। এখন আমাদের দেশের যে molasses পাই তাতে যদি control না থাকে তাহলে হয়ত sugar Millগুলি খুব বেশী দাম আদায় করবে যার ফলে conntry spirit এর দাম খুব বেশী বেড়ে যাবে। সেজন্য Molasses Control Act এর মেয়াদ ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেটাকে আরও পাঁচ বছর বাড়াবার জন্য এই amendment নিয়ে এসেছি। আর এই বিলটা খুব ছোট্ট বিল এতে কোন তর্ক বিতর্কের অবকাশ নাই কাজেই আমি আশা

করছি আপনারা circulation এর জন্য যে motion দিয়েছেন তা আপনারা প্রত্যাহার করবেন এই বলে আমি এ বিল হাউসের কাছে উপস্থিত করছি।

Mr Speaker : All the amendments for circulation are out of order. Mr Mihirlal Chatterjee may please speak now.

Shri Mihirlal Chatterjee : স্পীকার মহাশয়, মাননীয় আবগারী মন্ত্রী তাঁর ভাষণের শেষ দিকে বললেন যে molasses control order আরও কিছু দিন যদি বলবৎ না রাখা হয় তাহলে country spiritএর দাম বেড়ে যাবে, উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। ভাষণের প্রথম দিকে তিনি বললেন যে molasses control Act আরও দীর্ঘস্থায়ী করা হচ্ছে Industrial spiritএর জন্য আর স্পিরিটজাতীয় ঔষধপত্রের সুবিধার জন্য ; কিন্তু শেষ দিকে তিনি আসল কথাটা বলে ফেলেছেন—The cat is out of the bag. এটা আমি বুঝি না বাংলাদেশে এমন কি অবস্থা হয়েছে যার জন্য molasses যাকে বাংলায় বলে চিটেগুড় বা ঝোলাগুড় যার তার উপর control রাখা দরকার ? আমি নিজে জানি এবং বাজারে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছি—বাজারে কণ্ট্রোল দরের চেয়ে কম দামে molasses বিক্রী হয়। মন্ত্রী-মহাশয় বললেন না—কি দামে molasses control করতে চান। মন্ত্রীমহাশয়কে আমি জানাতে পারি যে ৩।৷৹ টাকা মণ দরে বিক্রী হয় এই molasses। এই জিনিষের কোন অভাব আমাদের বাংলাদেশে নাই। এই জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রী হচ্ছে এবং দীর্ঘদিন থেকেই বিক্রী হচ্ছে। এই জিনিষের উপর Molasses Control Act দীর্ঘ দিন বলবৎ রাখবেন কেন ? যদি জিনিষের অভাব থাকে, যদি জিনিষ অত্যন্ত বেশী দামে বিক্রী হয়, যদি, জিনিষ দুষ্প্রাপ্য হয় যদি জিনিষের বণ্টন ব্যাপারে কোন অসুবিধা থাকে, যদি জিনিষের সরবরাহ না থাকে, তাহলে Molasses Control Act চালু থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনে Production regulate করতে হবে, তখন distribution regulate করতে হবে, তার Price পর্যন্ত regulate করতে হবে।

এই আইনটির প্রয়োজন এখন আর নেই, বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। কারণ বাজারে প্রচুর পরিমাণে molasses পাওয়া যায়, যত ইচ্ছা কেনা যায়। এই Houseএ কোন দিন, কোন লোকের কাছে কি আপনি, Sir, শুনেছেন যে, molassesর অভাব হয়েছে, molasses control করা দরকার, molasses পাওয়া যায় না, molassesর দাম বেশী। এই আইনের আসল মতলব হচ্ছে, মদের জন্য molasses দরকার, industrial spiritর জন্য নয়। দেশী মদের জন্য এই molasses control করা দরকার। Sir, আর একটা কথা বলি, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা, বাংলাদেশে দুইটি sugar mill আছে। Open pan processএ যদি ঝোলা গুড় তৈরী হয় তাহলে তার উপর control নেই। কিন্তু factoryতে যে molasses তৈরী হয় ; সেই molasses production, control, distribution regulate করবার জন্য এই আইন। বাংলার চিনির কলের চিনির উপর দামের control হোক, সারা বাংলাদেশ এটা চেয়েছিল। আমাদের বিধান সভায় Anti-Profiteering Act পাশ হল ১৯৫৮ সালে, কিন্তু এই Anti-Profiteering Act বাংলার মিলের চিনির দামের ব্যাপারে প্রয়োগ করা হল না। ফলে, বিহার ও U. P.র চিনি ৩৮ টাকায় বিক্রয় হয় ; আর আমাদের বাংলাদেশের চিনি ৫২ টাকায় বিক্রয় হয়।

(Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Progressing)

আমি আগেই এই সম্বন্ধে বলেছি যে আমাদের চিনির কলের উপর control নেই কিন্তু আমরা চিনির কলের molassesর উপর control করতে যাচ্ছি। এই নীতির ফলে চিনির কল আর molasses করবে না। বাজারে molasses বিক্রয় করে আর লাভ হয় না। আমি জানি বাংলাদেশের দুইটি মিলের মধ্যে একটা মিল বলেছে যে তারা আর molasses করবে না। তারা

বলেছে যে molassesর পরিবর্ত্তে ঐ জিনিষ দিয়ে এক রকম সার তৈরী করবে। আমি দেখে এসেছি আমোদপুরে শংকর বাবুদের যে মিল আছে, তারা better utilisation of molasses করবেন বলে ঠিক করেছেন কারণ একটা factoryতে molasses তৈরী করে চার আনা মণ দরে সরকারকে বিক্রী করা লোকসানজনক। Molasses দ্বারা সার তৈরী করে দেশের জমিতে প্রয়োগ করা যায় কিনা, সে কথা বাংলার মিলটি চিন্তা করছে। I congratulate them for the purpose। এই আইনের আর কোন প্রয়োজন নাই। এ জিনিষ প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে; আর control করার প্রয়োজন নেই। এই control ১২ বৎসর ধরে ছিল আবার আজকে ৫ বৎসর বাড়াতে চাচ্ছেন কেন? তাছাড়া চিনির এখন ভারতবর্ষে যে রকম অবস্থা তাতে ১০ লক্ষ টন চিনি surplus হয়ে গিয়েছে। এই বৎসর চিনি উৎপাদন হবার আগেই ১০ লক্ষ টন চিনি surplus হয়ে গিয়েছে। সেই চিনি বিক্রয়ের জন্য সারা ভারতবর্ষের বড় বড় কিকপানিরা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন কি তারা আমেরিকায় বিক্রি করতে গিয়েছিলেন ৭ শত টাকা টন দরে। কিন্তু তারা ৪ শত টাকা টন দরে অন্য দেশের কাছ থেকে চিনি পাচ্ছে। কিউবার চিনি, বার্ম্মার বাজারে বিক্রি হচ্ছে। আমাদের বাংলা দেশের মিলের চিনির উপর control দাম নেই, প্রচুর পরিমাণে চিনি ও molasses দেশে পাওয়া যাচ্ছে। গেল বৎসর এমন একটা সময় ছিল যখন বাজারে ৫২ টাকায় চিনি বিক্রয় হয়েছে আর এখন ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, any quantity you can purchase। কাজেই যেখানে চিনির এই অবস্থা, সেখানে molassesর ও কোন অভাব নেই। বাংলাদেশে বিহার U. P. থেকে প্রচুর পরিমাণে molasses আসছে। সেগুলি কম দামেই এই বাংলা দেশে বিক্রি হচ্ছে। এই আইনের পরমায়ু আর বাড়িয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আবগারী বিভাগের মন্ত্রী হয়ে কেবল মাত্র মদ যাতে সস্তায় দিতে পারেন তার চিন্তা মন্ত্রীমহাশয় করছেন। আমি আবার বলছি যে এই আইনের দায় থেকে মানুষকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করুণ। এই আইনের কোন প্রয়োজন নেই।

(5-35—5-45 p. m.)

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার পূর্ব্বে এখনি মিহির বাবু বলে গেলেন এই আইনের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। আমার মনে হয় এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে—একটা গোটা সেসন চলে গেল, অথচ একটা গোটা মিনিষ্টার একটা বিল ও move করার chance পেলেন না। তাই শেষ পর্য্যন্ত এই molasses control বিলটা তিনি নিয়ে এলেন। শংকরদাস বাবু বল্লেন এর উপর আবার কি বলার আছে, আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভুলে যাবেন না আমি চন্দননগর থেকে এসেছি, তখন তিনি বলেছিলেন, হাঁা, আপনার একটা right আছে বলবেন। তিনি একটা authority, সুতরাং তিনি বলতে পারবেন এই বিলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে কতভাবে মদচোলাই এর কারবার চলে তা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। Illicit distillation of liquor বন্ধ করার ব্যাপারে আমাদের State এর করনীয় সম্পর্কে একদিন একজন মিনিষ্টারের সংগে আমার কথা হয়েছিল, এবং এই Assembly floor এও আমি তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, একবার চন্দননগর ঘুরে দেখে আসবার জন্য। চন্দননগরে গোলকুঠি ব'লে একটা বাড়ী আছে, এই বাড়ীতে যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় যতীন চক্রবর্ত্তী abound করেছিলেন। সেই বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলা বসে দেখতে পাবেন রিকসা করে বর্ম্মণ সাহেবের manufactured, অবশ্য non-officially manufactured মদ সেখানে দিয়ে যায়। তিনি তখন আমাকে বলেছিলেন, দেখুন, হীরেন বাবু, এটা কি করে বন্ধ করব, District Highest Police Officer থেকে থেকে আরম্ভ করে constable

পর্যন্ত প্রত্যেকে মাসিক একটা কিছু পায়। এই যদি হয় তাহলে আর এই control bill করে কি হবে। আজকে যদি molasses control বিল করা প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে মদ্যপান control করার জন্যও football bladder control, carbide control, অন্যান্য মালমশলা control করার জন্য ও এগিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে Mondal Congress Committeeর ও একটা হাত আছে, তারা নিজেদের খুশীমত এই ব্যাপারে চলেন। সুতরাং যাদের উপর আপনি নির্ভর করেন তারা যদি নিজেদের কর্তব্য পালন না করেন তাহলে এই Control bill করেও কিছুই করতে পারবেন না। তাই এর কোন practical value আছে বলে মনে হয় না। সত্যই যদি আপনাদের সেই উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যদি বাস্তবিক illicit distillation, এবং spirit production control করতে হয় তাহলে পর অন্যদিকে হাত দিন, একা বর্মন সাহেবের দ্বারা হবে না, কালিপদবাবুকে ডাকুন। যেসব police officer কর্তব্যপালনে অবহেলা দেখান তাদের সম্বন্ধে enquiry করুন। এভাবে শুধু শুধু Legislative Assemblyর টাকা ও সময় নষ্ট করা নিরর্থক। আমি আগেই বলেছি molasses control করার যদি প্রয়োজন বোধ করে থাকেন তাহলে football bladder, carbide ইত্যাদি আগে হাত দিতে হবে।

Shri Fakir Chandra Roy: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আজকে যে ভাবে আমাদের দেশে মদ চোলাই হচ্ছে তা যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এই বারে কোন লাভই হবে না। আমাদের এখানে আখ মাড়াই হয় এবং প্রত্যেক জায়গাতে Molasses তৈরী হচ্ছে। কিন্তু এই Molasses থেকে মদ চোলাই হচ্ছে। Molasses control করে শুধু Industrial Purpose এ Molasses যদি ব্যবহৃত হয় তাহলে কিছু উপকার সত্যিই হবে। কিন্তু তা কি হচ্ছে? সর্বত্র চোলাই মদের জন্য Molasses ব্যবহৃত হচ্ছে। কংগ্রেস সরকারের ঘোষিত নীতি Prohibition করা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি সেই পথে চলেছেন। তাই দেখছি সেই নীতি উপেক্ষা করে এই Molasses control বিল এখানে আনা হচ্ছে। আজকে যে ঘরে ঘরে মদ চোলাই হচ্ছে তা যদি বন্ধ না করেন তাহলে শুধু শুধু এই control করার কোন মানে হয় না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Basanta Kumar Panda: Mr. Speaker, Sir, all the important points have been already covered by the honourable members who have spoken before me. Originally the Bill was meant for a short life. It was introduced in 1949. Then after 5 or 6 amendments it has been brought up to 1961 and now an attempt has been made to extend it up to 1966. We are committed to introduction of prohibition though it is not obligatory still it is within the four chapters of the Constitution it is the directive principle of the State. Some other States have made some attempts to honour it but in our State perhaps for the fear of losing revenue which is perhaps the second largest of the State, i. e., about Rs. 6 crores, we are not introducing this prohibition. We may not be able to, introducing this prohibition. We may not be able to, introduce this prohibition throughout the State at a time but a beginning shall be made somewhere or at some stage. Anybody who is aware of the condition of the mofussil at the present time knows that molasses has been a cheap and easy source of production of country liquor. These things are available in abundant quantity in the market and this is the cheapest ingredient for manufacturing of the country liquor. There is no police or anybody to control when the molasses

is converted into country liquor. By this Bill it has been sought to control the production, distribution and sale of molasses. But when it is converted into country liquor there is no one to look after it. The result of this control over the molasses has been a source of easy production of liquor. Wherever there is control—total or partial—there is chance of misuse of it of this molasses for the production of country liquor. It has given incentive to the production of molasses to the owners of mills specially sugar mills who manufacture molasses for a particular purpose. Ordinarily this commodity has got a very low value in the market but when it is channelised for the preparation of the country liquor by known, unknown or spurious distilleries, these things are apt to bring sufficient quantity of profit—illicit profit to the hands of the owners of the sugar mills.

5-45—5-55 p. m.]

The position, therefore, is that retention of this Act is an incentive to illegal production and illegal distribution of a commodity which we are constitutionally bound to abolish within a certain time. The Constitution gave us the time-limit of ten years for this purpose. The Constitution was introduced on the 26th January, 1950. So, ten years have elapsed, but no attempt has been made in any sub-division or in any thana in this State for its prohibition. Of course, I can quite understand that in this deficit State of ours, we cannot easily disturb our second source of revenue. But we cannot possibly disobey the directives of the Constitution. Therefore, we have to find out some compromise somewhere for the purpose of putting into effect the directive of prohibition by prohibiting the manufacture and sale or easy availability of this commodity by the spurious manufacturers of drugs.

The Hon'ble Syama Prasad Barman: মাননীয় সভাপতি মহাশয়, অপোজিশানের সভ্যগণ আমাদের মি'হিরবাবু হীরেন বাবু যে আর্গুমেণ্ট দিলেন তাতে আমার কেস আরও বেশী করে সমর্থিত হয়, কারণ তাঁরা বলেছেন বাজারে এত বেশী চোলাই হয় যে তাতে কণ্টোল থাকা দরকার। ডেফিনিসান অফ মোলাসেস আমি বলেছি। হীরেনবাবু ও মিহিরবাবু বোধ হয় জানেন না যে মোলাসেস আর গুড় দুটোতে তফাৎ আছে। হীরেন বাবুর কনষ্টিটুয়েন্সিতে যে ইললিসিট ডিষ্টিলিশনে তৈরী সেটা গুড় থেকে তৈরী হয়। গুড় এবং মোলাসেসে তফাৎ আছে। মোলাসেসের ডেফিনিসান হচ্ছে Molasses' means the final residual by-product of factories manufacturing sugar from cane, or by refining **gur**, by means of vacuum pans, but does not include convertible molasses which are the final residual by-product of factories operating on the open pan system."

আমাদের ফকির বাবু যে কথা বলেছেন সেটা ঠিক কথাই বলেছেন যে চয়ত যেখানে মাড়াই হচ্ছে আখ থেকে সেখানে স্পিরিট তৈরী হতে পারে। কিন্তু বাজারে সেটা ইললিসিট ডিষ্টিলিশান হচ্ছে সেটাকে আমরা অনেক কণ্টোল করার চেষ্টা করেছি। এই কণ্টোল যদি না থাকতো তাহলে এখন গুড় থেকে করছে সেই গুড়ের দাম ১০ টাকা করে মণ হোত। কিন্তু মোলাসেসের দাম Re-1 per maund ex-mill, including cost of loading into tank wagons. তারপর সেটা আহামেদপুরের

সেটা ৪ আনা মণ, আর বিহার থেকে যেটা নিয়ে আসে তার দাম ১'৯ নঃ পঃ। আমরা যদি মোলাসেস কণ্টোল তুলে দিই তাহলে সস্তাদরে তারা নিয়ে আসবে। অন্য জায়গা থেকে যদি মোলাসেস আনতে হয় তাহলে without permit কোন ষ্টেট থেকে মোলাসেস আনতে পারবে না।

আমাদের যে দুইটি সুগার ফ্যাক্টরী আছে তাঁদের আমরা নোটিশ দিয়ে বলে দিয়েছি যে, তোমাদের যা মোলাসেস্ প্রোডাকসন হবে তা উইদাউট দি পার্মিট অব দি Government অন্যকে বিক্রী করবে না—আমরা যাকে বলব তাঁদের কাছে বিক্রি করবে। তারপর গ্রামে গ্রামে আখ থেকে যে গুড় তৈরী হয় সেগুলো কণ্টোল করা সম্ভব নয় এবং তা আমাদের ডেফিনেসনের মধ্যে পড়েও না। তবে মিঃ চাটার্জ্জীর জেলায় হয়ত গুড় থেকে করছে, কিন্তু সেটা আমার জানা নেই।

Shri Mihir Lal Chatterjee : সুগার মিল থেকে ৪ আনা দরে যা নিচ্ছে সেটা মদ তৈরী করবার জন্য নেওয়া হচ্ছে এবং এক্সাইস কমিশনার যেখানে যেখানে দেবার জন্য হুকুম দিচ্ছেন সেখানে সেখানে দেওয়া হচ্ছে—বাজারে নয়।

The Hon'ble Syama Prasad Barman : আমিও সে কথা বলেছি যে বাজারে নয়। যা হোক্, আমাদের এখানে যে ৩টি ডিষ্টিলারি রয়েছে তাদের মোলাসেস্ সাপ্লাই করবার জন্যই এটা কণ্টোল করেছি এবং যদিও তাদের ১০ লক্ষ মণ দরকার কিন্তু আমরা তা দিতে পারছি না কেননা আমাদের মাত্র ২ লক্ষ মণ তৈরী হয় কাজেই তাঁদের একটা fixed রেটে সাপ্লাই করতে হয় কেননা তা না হলে যেমন হীরেনবাবুর ঔষধ তৈরী হবে না ঠিক তেমনি মিহির বাবুর বাড়ীরও ফার্ণিচার তৈরী হবে না এবং তার কারণ হোল কণ্টোল রেটে না দিলে অনেক দাম পড়ে যাবে।

তারপর ফকিরবাবু এবং পাণ্ডাবাবু বলেছেন যে প্রহিবিসন্ কেন করা হচ্ছে না? তার উত্তরে বলতে চাই যে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস এবং আমাদের আল্টিমেট গোলও হচ্ছে ঐ প্রহিবিসন্, তবে এই প্রহিবিসন যে করতে পারছি না তার কারণ হোল আমাদের first and 2nd পরিকল্পনায় প্রচুর টাকার দরকার হয়েছে এবং 3rd পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও প্রচুর টাকার দরকার হবে। তবে এই প্রহিবিসন যদি করি তাহলেও আমাদের ডিষ্টিলারি রাখতে হবে এবং মোলাসেস্ কণ্টোল করতে হবে, কারণ আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি খুব ডেভলপ্ করেছে এবং এ সম্পর্কে আমি একটা ফিগার দিয়ে দেখাচ্ছি যে "রিসরাতে" যে পালিথিন্ ফ্যাক্টরী হয়েছে তাদের বছরে ৫৬ লক্ষ এল. পি. গ্যালন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্পিরিট লাগে তবে আমরা তাদের সেই পরিমাণ দিতে পারছি না কারণ আমাদের সেই রকম মোলাসেস্ নেই এবং আমাদের যে ডিষ্টিলারি আছে তার অতটা ক্যাপাসিটি ও নেই এবং সেই কারণে তারা অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসছে। তারপর আমাদের যেখানে ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার এল্. পি. গ্যালন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্পিরিট দরকার সেখানে আমরা মাত্র ১ লক্ষ ৫৬ হাজার এল. পি. গ্যালন করছি, কাজেই বাকীটা হয় বিহার উত্তর প্রদেশ অথবা অন্যান্য ষ্টেট থেকে ইম্‌পোর্ট করতে হয়। সুতরাং এটা কান্‌ট্রি স্পিরিটের জন্য নয়—এটা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্পিরিটের জন্য দরকার এবং দমদমে যে আর একটা ফ্যাক্টরী হয়েছে তার জন্য দরকার। তাই আজ যদি আমরা হিসেব করে দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের ৫৬ লক্ষ এবং ১৮ লক্ষ অর্থাৎ এই মোট ৭৪ লক্ষগ্যালন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্পিরিট লাগছে এবং সেইজন্যই এটা আমাদের কণ্টোল করা দরকার এবং আরও একটা কারণ আছে যেটা হোল আমাদের এমন কোন চিনির কল নেই যেখান থেকে এটা আমরা পেতে পারি। যা হোক্, আমি সমস্ত কাট্‌মোসন অপোজ করে আমার মোসন্ গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

The motion of the Hon'ble Syama Prasad Barman that the West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clause 1

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Shri Basanta Kumar Panda : I move that in clause 2, line 3, for the figure "1966" the figure "1963" be substituted. I want that the life of the Bill be restricted to two years. I think two years is sufficient time.

[5-55—6-7 p. m.]

Shri Mihirlal Chatterjee : I will not move. I will speak in the third reading.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 2, line 3, for the figure "1966" the figure "1963" be substituted, was then put and lost.

The question that Clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that for clause 3, the following be substituted, namely :—

"3. In sub-section (1) of section 3 of the said Act, for the words 'or prohibiting' the words 'or stopping' shall be substituted."

Sir if you look at sub-section (1) of section 3 you will find it seeks to omit the words "or prohibiting'. It that is done what will be the result ? The result will be that the State Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient for maintaining or increasing the supply of molasses or for securing the equitable distribution or availability of molasses at fair prices, may, by notified order, provide for regulating the production, supply and distribution thereof and the trade therein within West Bengal. The front portion of this clause and the latter portion are inconsistent. In the front portion what is provided is that it is necessary or expedient for maintaining or increasing the supply of the the molasses and in the latter portion it is found—by notified order provided for regulating or prohibiting the production and supply. So in the same clause in the first portion there is an incentive to production and increasing the molasses, and in the latter portion it will be found prohibition and regulation of molasses. Now by the amendment if the word 'prohibiting' is taken away, then what remains is—providing for regulating the production and supply. It is not a question of either increase or decrease. It is for channelising the production and channelising the supply. It may be for more production, it may be for loss production.

Therefore, Sir, in order to maintain the continuity of the idea of lesser production of the commodity, I have stated or stopping the production of supply or distribution.

Mr Speaker : The amendment of Mr. Sunil Das is out of order.

The Hon'ble Syama Prased Barman : স্পীকার মহাশয়,এখন মাননীয় সদস্য শ্রীপাণ্ডা যে কথা বললেন সে সম্বন্ধে বলতে চাই যে আগে যেটা রয়েছে সেটার সাথে একটা আয়গায় গরমিল আছে। সেজন্য প্রহিবিটিং কথটা তুলে দিয়েছি এবং তুলে দিয়ে আমরা বলেছি provided for regulating the supply and distribution thereof and trade therein within West Bengal। আমাদের দরকার হচ্ছে রেগুলেট করা। কার কাছে বিক্রি করবে, কত রেটে বিক্রি করবে সেটা আমরা রেগুলেট করব। আমরা চাই যাতে মোলাসেস এর প্রোডাকসান ইনক্রিজ করে, আমরা এটা প্রহিবিট করতে চাই না। সে জন্য প্রহিবিটিং দি প্রোডাকসান এর প্রোডাকসান থাকবে, প্রহিবিটিং কথাটা তুলে দিচ্ছি।

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that for clause 3, the following be substituted, namely :—

"3. In sub-section (1) of section 3 of the said Act, for the words 'or prohibiting' the words 'or stopping' shall be substituted."

was then put and lost.

The question that Clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Syama Prasad Barman : Sir, I beg to move that the West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed.

Shri Mihirlal Chatterjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় আমাদের সমালোচনার উত্তরে বলেছেন যে মোলাসেস কন্ট্রোল আরও কিছু দিন চালান উচিৎ। তার কারণ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল পারপাসে এই জিনিসের প্রয়োজন আছে। স্পিরিট তৈরী করার প্রয়োজন আমরা কেউ অস্বীকার করি না। ভারত বর্ষের বর্তমানে যা অবস্থা তাতে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল উদ্দেশ্যে বেশী পরিমাণে স্পিরিট তৈরী করা উচিৎ। কিন্তু আমরা এ কথা মোটেই মানতে রাজী নই যে, এই মোলাসেস কন্ট্রোল এ্যাক্টের সুবিধা নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সস্তায় মদের ডিসটিলেসান করবেন এবং মদ বিক্রী করে দেশের লোককে মদ খাইয়ে খাইয়ে সর্বনাশ করবেন। এই অনুমতি দিতে আমরা মোটেই প্রস্তুত নই। তবে, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল পারপাসে চিটেগুড়ের যদি প্রাইস কন্ট্রোল হয়, তার মার্কেট রেগুলেটেড হয়, ট্রেড রেগুলেট করা হয় তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে একটা এ্যাসিওরেন্স চাই যে, তিনি মোলাসেস কন্ট্রোল এ্যাক্ট অনুযায়ী যে মোলাসেস গ্রহণ করবেন কিংবা সরকারী ডিষ্টিলারিতে ব্যবহার করবেন সেই মোলাসেস থেকে প্রস্তুত যে স্পিরিট সেই স্পিরিট বাজারে মদের জন্য চালু করা হবে না, সেই স্পিরিট মাত্র ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল পারপাসে ব্যবহার করা হবে।

স্যার, আমি আবগারী সংক্রান্ত বাজেটে একটা য্যামেণ্ডমেন্ট রেখেছিলাম কয়েক বছর যাবৎ আমি য্যামেণ্ডমেন্ট দিই। আমাদের দেশে দেখি চালের অত্যন্ত অভাবটা ২৪।২৫ টাকা চালের মণ। মানুষ চাল খেতে পায় না, ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। মানুষ তার ছেলেপিলেদের চাল খেতে দিতে পারছে না, রুটি খাওয়াচ্ছে—সেখানে আমাদের দেশে চাল কেন মদের জন্য ব্যবহার হবে? আমরা দেখছি মন্ত্রীমহাশয় এই জিনিষে কর্ণপাত করলেন না, ফুড মিনিষ্টার কর্ণপাত করলেন না। মদ তৈরী করার হাউসের য্যাণ্ডআয়াস ইনগ্রিডিয়েন্ট যখন আছে; আরো বহু জিনিষ থেকে যখন মদ তৈরী করতে পারা যায় তখন চাল থেকে

মদ তৈরী করতে দেখা যায় কেন? যে জিনিষ না হলে মানুষের চলে না সেই চাল দিয়ে মদ তৈরী হয়, আর চালের জন্য কোথায় রাশিয়া, আমেরিকা, বার্মা, ইন্দোচীন, মালয়ে আমাদের মন্ত্রীরা ঘুরে বেড়াবেন, পাতীল সাহেবের মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে—এটাতো আমরা কল্পনা করতে পারি না। এটা বাংলাদেশের পক্ষে চরম কলংকের কথা কেন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা। তজ্জন্য আমি বলি বাংলাদেশের মানুষ চাল খেতে পায় না, চাল বিক্রী হবে মদের জন্য, আর ঐ আবগারী কি তাদের মন্ত্রী এবং তার বিভাগ সেই মদ বাজারে বিক্রী করে বাংলা দেশে একটা পিকিউলিয়ার অবস্থা সৃষ্টি করবেন। বাংলাদেশে স্পিরিটের প্রয়োজন আছে—সুগার মিল গুলিতে মোলাসেস তৈরী হচ্ছে এই সুগারমিলে মোলাসেস দিয়া কোথায় ইনডাষ্ট্রীয়াল স্পিরিট তৈরী করা হবে তা নয়, তা নিয়ে কান্ট্রী স্পিরিট করে মানুষকে মদ খাইয়ে জাহান্নমে দেয়া হবে। আমি স্যার, অত্যন্ত খুসী হব মন্ত্রীমহাশয়ের যদি বুকের পাটা থাকে, যদি তিনি একথা বলতে পারেন ইণ্ডাস্ট্রীয়াল স্পিরিট ছাড়া কান্ট্রী লিকার বাজারে যেন মদ বিক্রী করার জন্য মোলাসেস থেকে যে মদ তৈরী হবে সেই বাজারের জন্য আমরা কোন মোলাসেস দেব না এবং আমাদের ডিষ্টিলারীতে তা ব্যবহার করবো না।

The Hon'ble Syama Prasad Barman : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মিহিরলালবাবু যে কথা বললেন যে এই Excise Budget থেকে এটা তুলে দিলে ভালো হতো। মদের সঙ্গে চালের কি সম্বন্ধ আছে—আমি জানি না। Molasses control দরকার। আপনার সবাই মদ চোলাই হচ্ছে বলেছেন। আমরা যদি এটা তুলে দেই তাহলে আরো বেশী করে চোলাই হবে। সস্তা দরে পাবে বলে আমরা Prohibition করছি, কবে করবো জানি না। যত দিন তা না করছি, ততদিন এই country spirit এর supply দিতে হবে। তা যদি হয়, তাহলে distilleryকে একটি fixed rate এ এই molasses দিতে হবে। তা যদি না দেওয়া যায়, তাহলে illicit distillation এর রেট বাড়িয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য চন্দন নগরের লোকের খুব সুবিধা হবে। সেই জন্য Controlled rateএ molasses দেওয়া প্রয়োজন; তাতে cost of production কমবে। লোককে আমরা কিছু রিলিফ দিতে পারবো। আমি যদি বলি distilleyকে—তোমরা অন্য জায়গা থেকে নিয়ে এসো at any price, তাহলে সেই price তাদের দিতে হবে। সে জন্য দাম বেড়ে যাবে, cost বেশী পড়বে। আপনাদের সুবিধা হবে না। সেই জন্য আমি এর প্রতিবাদ করছি।

The motion of the Hon'ble Syama Prasad Barman that the West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

Mr Speaker : The House stands adjourned till 9 a. m. tomorrow.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 6—7 p. m. till 9 a. m. on Saturday, the 25th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Saturday, the 25th March, 1961, at 9 a.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 10 Deputy Ministers and 158 Members.

Non-official Resolutions

[9—9-10 a. m.]

Mr. Speaker : Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : Sir, I beg to move that in view of the fact that the maintenance of industrial peace and the speedy settlement of industrial disputes required the encouragement of collective bargaining between the Workers, Trade Union Organisations and the Employers ;

And also in view of the fact that in this State there is as yet no provision for enforcing the recognition of Workers' Trade Unions by the employers concerned ;

This Assembly is of opinion that steps should be immediately taken by the Government for the compulsory recognition by the employers of the most representative Registered Trade Unions of the workmen and employees in their employment, the representative character of the Union being determined as provided in the Code of Discipline ratified in the Tripartite Labour Conference held in 1958.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এবং দীর্ঘকাল যাবৎ এই এসেম্বলীতে বারবার এটা আনয়ন করবার চেষ্টা হয়েছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে আমার দুটি মূল বক্তব্য আছে একটি হল Trade Union-গুলিকে স্বীকৃতি দানের প্রয়োজন আছে। সেটা resolution-এর মধ্যে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে for maintenance of industrial peace. শিল্পে শান্তি সংরক্ষণের জন্য Trade Union-গুলিকে স্বীকার করা আজকের দিনে একান্ত জরুরী।

দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে শিল্পের মধ্যে দৈনন্দিন কাজের মধ্যদিয়ে যে সমস্ত বিরোধ শ্রম সম্পর্কে দেখা দেয় সেই বিরোধের দ্রুত মীমাংসার জন্য এই Union-গুলিকে স্বীকৃতিদানের একান্ত প্রয়োজন। এই হল প্রস্তাবের মূল অভিব্যক্তি। Union গুলিকে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি যে বক্তব্য রাখলাম আমি মনে করি যারাই Trade Union movement-এর মধ্যে আছেন তারাই স্বীকার করবেন এটা শুধু শ্রমিকদলের স্বার্থেই নয় দেশ এবং জাতির স্বার্থে শিল্পে শান্তি সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন, দেশের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে শিল্পে শান্তি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন, দৈনন্দিন কাজের মধ্যদিয়ে যাতে শ্রমিকদের সম্পর্কে কোন বিরোধ উপস্থিত না হয়। এটা একান্ত জরুরী সেজন্য শিল্প যথোপযুক্তভাবে যাতে শান্তি রক্ষা হয় এ প্রশ্ন বারবার আলোচিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে ধনপতি এবং পুঁজিপতিশ্রেণী মধ্যযুগীয় মনোভাব নিয়ে চলেছে তারা শ্রমিকদলকে শোষণযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। আজকে এই যে Union-কে স্বীকৃতি দেওয়া এটা পুরানো দিনের বক্তব্য, এটা সবক্ষেত্রে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। দেশে

আজকে নব নব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেখানে শ্রমিকদলের ভূমিকা শোষণযন্ত্র হিসাবে নয় দেশের অধিবাসী হিসাবে জাতির একটা বিশিষ্ট অংশ হিসাবে তাদের ব্যবহার করা দরকার সেজন্য উচিত হল Union-গুলিকে স্বীকৃতিদান করা।

অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে সেটা দিনের পর দিন ব্যাহত হচ্ছে। Sir, বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি; বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, পশ্চিমবঙ্গের কথায় দেখা যাচ্ছে, জুটে হোক, cotton textil -এ হোক, engineering-এ হোক, অথবা অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে হোক, কোন ক্ষেত্রেই মালিকরা আগে থেকে এসে তাদের দেশের এই শ্রম শ্রেণীর যে ভূমিকা রয়েছে সেটা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ তাদের এই মনোভাবের জন্য বহুলাংশে শ্রমদপ্তর দায়ী। সুতরাং সেই দিক দিয়ে এই দাবী করি, occasion demands-র ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর হিসাবেই নয়, দেশের ও জাতির দাবী হিসাবে এটা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক। Sir, সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে Trade Union সংস্থাগুলির সঙ্গে পরামর্শ করে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মালিকরা forced না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা Union-গুলির মর্য্যাদা দিতে চায় না। ফলে বহু বিরোধিতার যে কারণ সেই কারণগুলি অনায়াসে দূরীভূত করা সম্ভব হোত সেইগুলি আজকে বহুলাংশে শ্রমবিরোধের মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে যখন এই মধ্যযুগীয় মনোভাব মালিকের মধ্যে রয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারের যে ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত ছিল তা পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। Sir, আপনি জানেন, নৈনিতালে গত ১৯শে মে তারিখে যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তগুলির মূল কথা যেগুলি ছিল তা শুধু শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে নয়, দেশের মেহনতি মানুষ যারা আছে তাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত একটা landmark বিশেষ। সেইজন্য সারা দেশ এটাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম আজ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে বিন্দুমাত্র এগুতে পারেন নি। তারপর Sir, এর মধ্যে কতকগুলি জিনিষ ছিল যা obligatory, মালিকদেরও সেটা মানতে হবে এবং যে সমস্ত Code of discipline ছিল সেইগুলি যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে তার কিছুটা অংশ মালিকদের পক্ষে obligatory, কিন্তু সরকার শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে সেগুলি মালিকদের মানতে বাধ্য করাতে পারেন নি। সারা ভারতবর্ষে Trade Union সংস্থার যে ত্রি-দলীয় সম্মেলন হয়েছিল তাকে honoured করা বা মর্য্যাদা দেওয়ার দায়িত্ব ছিল সরকারের। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা এখানে যতবার আলোচনা করেছি কিন্তু বার বার সাত্তার সাহেব আমাদের বলছেন যে এ জিনিষ Industrial dispute-র মাধ্যমে হবে না, মালিকদের হৃদয়ের পরিবর্তন হলে তারপর নাকি এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হিসাবে তিনি মনে করেন কিনা সে চুক্তিতে তারা স্বাক্ষর দান করেছেন, সেই চুক্তির অংশ হিসাবে তারাও একটা Party এবং ১লা জুন থেকে সেটা চালু করা হয়েছে বলে মনে করা হয়েছিল, সেই চুক্তি কার্যকরী করার পথে তিনি কোন কোন পথ অবলম্বন করেছেন। যদি দেখতাম তিনি মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি যারা এখানে রয়েছে তাদের নিয়ে দেখে পথ অবলম্বন করা দরকার তার যদি ব্যবস্থা করতেন তাহলে বুঝতাম যে সেদিক দিয়ে তাঁর একটা চেষ্টা ছিল।

[9-10—9-20 a. m.]

Conference থেকে ফিরে আসবার পর যখন বিভিন্ন শ্রমিক Union-এর তরফ থেকে দাবী উঠতে আরম্ভ হল ঠিক সেই সময় সরকারের তরফ থেকে আর কোন সারা শব্দ পাওয়া গেল না। মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক প্রতিনিধিরা যে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তাকে honour বা মর্য্যাদা দিতে বাধ্য—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মালিকশ্রেণী পুঁজিপতিরা সেখান থেকে ফিরে আসার পর সেই চুক্তি ছেঁড়া কাগজের টুকরার মত ফেলে দিলেন। সেই চুক্তি বিন্দুমাত্র কার্য্যকরী করতে

রাজী হলেন না। এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম আমাদের সরকারের তরফ থেকে কিছু করা হল না। মালিকরা মনে করেন শ্রমিকরা মেসিন এবং Tool ছাড়া আর কিছুই নয়, শোষণের যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেইভাবে তাদের treat করে এসেছেন এবং এখনও তার বেশী তারা কিছু মনে করতে পারেন না। Production-এ এবার শিল্পে শান্তি রক্ষার জন্য শ্রমিকদের যে ভূমিকা সেটা মালিক পক্ষ বুঝতে পারে না, তাদের money bag ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এই জন্যই তারা সেই চুক্তি মানলেন না। আমি শ্রমমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি তাদের মানানোর জন্য কোন চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশে Trade Union-এর ক্ষেত্রে তাঁর যে ভূমিকা তিনি কি তা পালন করেছেন? সেইজন্য আমার resolution-এর মূল কথা হচ্ছে কলকারখানার মালিক ও শ্রমিক যে সমস্ত বিরোধ উপস্থিত হয়—শিল্পে শান্তির জন্য Union-এর দ্বারা যাতে দ্রুতগতিতে ঐ বিরোধগুলি মীমাংসা করা যায় তার জন্য কলকারখানার Union-গুলিকে স্বীকৃত দেওয়া। এটা দয়ার দান হিসাবে নয়। আজকে শ্রমিকরা আন্দোলন করে মালিকদের বাধ্য করেছে তাদের যথাযথ মর্য্যাদা দিতে। শুধু যন্ত্র হিসেবে শ্রমিকদের দিয়ে Production poket করা আজ আর সম্ভব নয়। আজকের দিনে অনেক উঠতি পুঁজিপতিরা একথা ভাবতে শিখেছে, তাদের কিছু কিছু দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবর্তন হয়েছে। আমরা দেখছি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে দৈনন্দিন বিরোধ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখানে আমি Jay Engineering-র কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা জানি সেখানে দৈনন্দিন বিরোধ নেই বললেই চলে। এবং সেই ৪।৫ বছরের মধ্যে একবারও labour commissioner অফিসে যাওয়া প্রয়োজন হয় নি। সেই রকম India Fan তারাও তাদের যোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল Union-কে স্বীকার করে নিয়ে। কিন্তু তারপরে সেখানে বিরোধ দেখা গেল মালিকদের নিজেদের মধ্যে। এবং সেখানে ৫৪ দিন অবস্থান ধর্মঘট করতে হয়েছিল এবং শ্রমিকরা বলেছিল যে কারখানা তারা ধ্বংস হতে দেবেন না। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপ এবং সাহায্য করার ফলে শুধু Production নয় self imposed discipline পর্য্যন্ত enforce করেছিল। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি বিড়লার কোন Factory-তে কি এই রকম হওয়া সম্ভব? সেখানে মূল বিরোধ তো দূরের কথা দৈনন্দিন বিরোধেরই কোন মীমাংসা হতে পারছে না। সেইজন্য দৈনন্দিন Production পর্য্যন্ত সেখানে hamper হচ্ছে এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। Code of discipline শুধু শ্রমিকদের বেলায় প্রযুক্ত হতে পারে না। Code of discipline-এ মালিকদের যে অংশ তারা যদি তা না মানেন তাহলে সরকার কি তাদের ভূমিকা পালন করবেন না? আমি বলছি Code of discipline কখনও one way traffic হতে পারে না। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব যে, আমি যে প্রস্তাব এখানে রেখেছি আশা করি মাননীয় সদস্যগণ যেন বিবেচনা করে দেখবেন এবার যাতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তার জন্য দাবী উপস্থিত করবেন।

Dr. Maitreyee Bose:

Sir, I beg to move that for the words beginning with "the speedy settlement" in line 2, and ending with the words 'held in 1958" at the end, the following be substituted, namely :—

"Speedy settlement of industrial disputes require encouragement of collective bargaining between Trade Unions and Employers;

And in view of the fact that in this State it is necessary to recognise registered Trade Unions by the employers;

This Assembly is of opinion that the agreement arrived at 16th Tripartite

Labour Conference at Nainital in 1958 and ratified at 17th Tripartite Labour Conference in Madras be given effect to by the Government."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই যে resolution এখানে move করা হয়েছে union recognition সম্বন্ধে—যাঁরা trade union-এ কাজ করেন এবং যারা trade union-কে কিছুটা মহত্ব দেন তারা এর সম্বন্ধে একমত। তবে আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যারা নিজেদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে কিছু দেখাতে চান অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে keeper of the soul—এই ভূমিকা নিতে চান। তারা মনে করেন শ্রমিকদের জন্য তারাই সবকিছু করে থাকেন আর কারো কিছু করবার নাই বা করতেও পারবেন না। তারা বলছেন যে একটা legislation-এর মধ্যে দিয়ে বাধ্য করা recognition-এর জন্য। আমার মনে হয় এটা হচ্ছে ঘোড়াকে জল খাওয়ানর জন্য বাধ্য করার মত ব্যাপার। এই যে resolution এটার element আমি বুঝতে পারছিনা। Agreement যেটা হয়েছিল নৈনিতাল Conference এবং এবার Madras-এ যেটা ratify করা হয়েছিল সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজকে যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না। সেই জন্যই আমি একটা amendment দিয়েছি। তারপর রবীনবাবু যে দুটো কারখানার কথা উল্লেখ করেছেন Jay Engineering আর India Fan সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। তিনি বলেছেন Jay Engineering-এ union-এ খুব ভাল কাজ হয় কিন্তু সেখানে আমি বলতে চাই সেই Company-র সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টীর কি সম্বন্ধ তা আমি জানিনা। তবে এটা সকলেই জানে যে সেখানে কি ভাবে ruthlessly rationalise করে শ্রমিকদের আয় বাড়ান হয়েছে। এতে employment potential কতটা থাকবে সেটাই বিবেচনা করা দরকার। rationalise ভাল, production বেশী করা ভাল এবং শ্রমিকদের আয় বাড়ানও ভাল কিন্তু employment potential যদি কমিয়ে করা হয় সেটা আমাদের দেশের পক্ষে ভাল কী না সেটাই আমাদের বিবেচনা করা দরকার।

[9-20—9-30 a. m.]

আমি সে দিন যখন ডাঃ রায়ের ঘরে গিয়ে দেখলাম যে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর মালিকরা বসে আছেন। তখন আমি ওঁকে বললাম যে এঁরা হচ্ছেন স্ট্যাণ্ডারওয়াইট মুভমেণ্টের পক্ষপাতী। এই স্ট্যাণ্ডারওয়াইট মুভমেণ্ট সম্বন্ধে এই হলের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়েছে, প্রশ্নোত্তর হয়েছে। এখানে এসম্বন্ধে কথা বলতে গেলে—অন্য কথা বলা চলেনা—বলতে হয় যে এ জিনিস আমাদের দেশে আজকে প্রয়োজন আছে কিনা সেটা বিশেষ করে বিবেচনা করতে হবে। ইণ্ডিয়া ফ্যান সম্বন্ধে আমি আপনার সামনে সেই কথাই বলতে চাই যে ইণ্ডিয়া ফ্যান গভর্ণমেণ্ট আজ নিয়েছেন তাতে রবীনবাবুর কতটা কৃতিত্ব আছে এবং আই. এন. টি. ইউ. সি-র লোকেদের কতটা কৃতিত্ব আছে সেটা চিঠিপত্র দেখলেই বোঝা যাবে। ইণ্ডিয়া ফ্যানের মত দুর্বোধ্য ইউনিয়ান সেখানে একটা লোককে যেন কৌশলে পুড়িয়ে ফেলে। তারপর আবার এই ঘটনা যখন হল তখন আস্তে আস্তে সেটাকে আমরা গভর্ণমেণ্টের হাতে আনতে পেরেছি। এইসব আমরা প্রমাণ করতে পারি এবং রবীনবাবু যদি আজকে আমাদের সঙ্গে বসেন তাহলে তাঁকে দেখাব যে সেখানে তাঁর ইউনিয়ানের কৃতিত্ব খুব বেশী নেই। তারপর আমি আপনার সামনে বলতে চাই যে এই এগ্রিমেণ্ট কাজে না লাগানোর জন্য বাংলা সরকারকে দোষ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দোষ কিছুটা আছে, কিন্তু তাঁরা মোটেই চেষ্টা করেননি scrap of paper বলে ফেলে দিয়েছেন এ কথাটা যে সত্য নয় সেটা আমি আপনার কাছে প্রমাণ করব। একটা চিঠি আমার কাছে রয়েছে সেটার নম্বর এত বড় যে পড়লে অনেক সময় লাগবে। ১৭ই নভেম্বর ১৯৬০ সালে লেবার ডাইরেক্টোরেট থেকে প্রত্যেক সেণ্ট্রাল অরগ্যানিজেশন কি এই চিঠি দিয়েছেন—এর Subject-হচ্ছে verification of strength of membership of trade union for purposes of recognition। এই চিঠির মধ্যে তাঁরা

বলেছেন যে প্রত্যেক সেন্ট্রাল অরগ্যানিজেশন থেকে একজনকে সদস্য নিয়ে একটা কমিটি তৈরী হল—নাম ভেরিফিকেশান কমিটি ও তার চেয়ারম্যান হলেন লেবার কমিশনার। বাংলাদেশে যে সমস্ত ইউনিয়ান রেকগ্‌নাইজ দাবী করবেন, তাদের যদি কোন ডিসপিউট হয় নিজেদের ভেতরে—ইন্টার ইউনিয়ান ডিসপিউট হয়—তা হলে সেগুলো ঠিক করবে এই কমিটি। কাজেই যদি আমরা আজকে দাবী করি আমাদের এই ইউনিয়ান রেকগ্‌নাইজ করা হোক তাহলে সেটা ঠিক করেন লেবার কমিশনার, কিন্তু তাতে যদি আমরা সন্তুষ্ট না হতে পারি তাহলে সেখানে এই কমিটি থাকলে সে সব বিচার করবে। সুতরাং আমরা মোটেই বলতে পারিনা যে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট কোন কিছুই করেননি—নৈনিতাল এগ্রিমেণ্টকে তাঁরা কাগজের টুকরো হিসাবে ফেলে দিয়েছেন। আমাদের রেকগ্‌নিশান না থাকার দরুণ যে সমস্ত অসুবিধা হয় সে সব আমরা জানি। জুট ইউনিয়ান, ন্যাশন্যাল ইউনিয়ন অব জুট ওয়ার্কাস—যেটা আই এন. টি ইউ সি-র য়্যাফিলিয়েটেড ত তাদের মেম্বারশিপ হচ্ছে ৫৪ হাজার। এই ৫৪ হাজার মেম্বারশিপ থাকা সত্বেও শিল্পপতিরা এটাকে রেকগ্‌নাইজ করতে রাজী নন। সেখানে মালিকদের এই অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে আমরা যতটা লড়াই করেছি আমার মনে হয় আমাদের সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা ততটা লড়াই কোন দিন করেননি। একবার বোনাস আন্দোলন হলে সারা ডালহৌসী স্কোয়ার তারা ঘিরে ফেললেন, কিন্তু তাঁরা তারপর কোথায় গেলেন জানি না। কিন্তু আমাদের দিক থেকে আমরা প্রতিটা দিন ধাপে ধাপে আন্দোলনের পথে নিয়ে গেছি এবং মালিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার পথে আমরা যে আসল লোক সে কথা আমাদের সামনে যারা বসে আছে—trade unionist তাঁরা সে সব ভাল করে জানেন।

সেই সমস্ত প্রমাণ বাইরে দেখা যাবে এবং যদি কেউ জানতে চায় এবং মাননীয় স্পীকার মহাশয় সময় দেন তাহলে নিশ্চয়ই জানাব। এখন কথা হচ্ছে রিকগ্‌নিশান করবার যে সমস্ত বিল আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন সেগুলো আরও তাড়াতাড়ি কার্যকরী করা দরকার এবং সেই জন্যই শ্রমমন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব এই যে কমিটি বসেছে এবং তাঁরা যে পথ খুলে দিয়েছে সেটা তাড়াতাড়ি কার্যে পরিণত করে যাতে শুধু জুট নয়, চা বাগান এবং অন্যান্য যে সমস্ত বড় বড় ইউনিয়ন এবং বিশেষকরে ইণ্ডাষ্ট্রি ওয়াইস্ ইউনিয়ন আছে তাঁরা তাঁদের রিপ্রেজেন্‌টেটিভ পায় তার ব্যবস্থা করুন এবং তা করলে এটাই প্রমাণিত হবে যে তাঁদের চিন্তাধারা যথাসম্ভব শীঘ্র রিকগ্‌নাইজ করবার দিকেই যাচ্ছে। রিকগ্‌নিশান যে ভাল জিনিস এটা সকলেই স্বীকার করবেন এবং সেইজন্যই আমরা এটা নানারকমভাবে চেয়েছি। তবে পাবলিক সেক্টরে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমরা দেখেছি যে রিকগ্‌নাইজ করান এক হিসেবে সোজা বটে কিন্তু সেখানে আর একটা জিনিস করা হয় এবং সেটা হচ্ছে ২।৩ টি ইউনিয়নকে একসঙ্গে রিকগ্‌নাইজ করে রাখা হয় এবং তারপর যেটা রিপ্রেজেন্‌টেটিভ ইউনিয়ন তাকে রিকগ্‌নিশান দেওয়া হয় এবং অন্যদের দেওয়া হয়না। এ সম্বন্ধে লবিতে এবং অন্যান্য জায়গায় এরকম মন্তব্য শুনেছি যে ভেরিফিকেশান যদি হয় এবং সেই হিসেবে রিপ্রেজেন্‌টেটিভ ক্যারেকটার ঠিক করে যদি রিকগ্‌নিশান হয় তাহলে আমরা নাকি আই. এন টি. উ সি-রা হেরে যাব। কিন্তু আমি বলি হারবনা, কারণ ভারতসরকার যে ভেরিফিকেশান প্রথা চালু করেছে এবং যেটা প্রতি বছর হচ্ছে সেই ভেরিফিকেশান অনুযায়ী আজ কারা সব চেয়ে বড় সেটা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ এ বছর ভেরিফিকেশান এর পরে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে যেখানে আই. এন্ টি. উ. সি. ১ লক্ষ ৯০ হাজার ভেরিফাইড মেম্বার পেয়েছে সেখানে এ আই. টি. উ. সি. পেয়েছে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার। কাজেই কারা বেশী সেটা দেখুন, স্যার আমি সেদিন কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে কথা বলছিলাম যে ভেরিফাইড লিষ্ট এত বেশী কেন? অবশ্য রাস্তায় দেখলে মনে হবে যে ওঁরা সংখ্যায় অনেক বেশী কারণ ওঁরা নানা রকম গোলমাল করে। তবে সেটা আমরা করিনা এবং সেইজন্যই আমরা যখন

নিয়মতান্ত্রিকতা এবং শান্তির মধ্য দিয়ে চলি তখন যদিও সেটাকে অনেকে আমাদের দুর্বলতা বলে মনে করেন কিন্তু দেখা যাবে তা নয় এবং ইন্ দি লং রান ভারতবর্ষের মানুষ দেখবে যে এই পন্থাই ঠিক এবং এর সাহায্যেই এগিয়ে যাওয়া যায়। তবে আমেদাবাদ, বোম্বে এবং ইন্দোর প্রভৃতি জায়গায় কোথায় কারো বেশী এবং কাদের ইউনিয়ন চলেছে সেটা সকলেই জানেন এবং এও জানেন যে, বোম্বেতে কটন টেক্সটাইল মিলে যখন ৩ মাস ধরে স্ট্রাইক চলেছিল তখন ঢিল মেরে আই এন. টি ইউ. সি-র অফিস ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল, তবে এসব করা সত্ত্বেও তাঁদের তেমন কোন সুবিধা হয়নি। তবে বাংলাদেশে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, পশ্চিম ভারতে ওঁরা যে ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে আমরা এখানে তা পাইনি। তার কারণ হোল যেখানে ইণ্ডিজেনাস্ ক্যাপিটাল আছে সেখানে যারা ট্রেড ইউনিয়ন করে তাঁদের সম্মান আছে, কিন্তু যেখানে ইণ্ডিজেনাস্ ক্যাপিটাল নেই বা ইণ্ডিজেনাস্ ক্যাপিটাল হলেও তা বাংলাদেশের বাইরের ক্যাপিটাল সেখানে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নকে মূল্য দিতে রাজী নয় এবং সেটাই বাংলাদেশে আমাদের ভাগ্যে হয়েছে। যেমন অনেক কারখানা এবং চা বাগান ভারতীয়দের হাতে এসেছে, কিন্তু তাঁরাও ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। আমি অবশ্য এসব তুলে ধরে বা কারুর নাম করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে চাই না তবে এই কারণেই বলছি যে এরকম একটা অবস্থার মধ্যে এত কাল ধরে কাজ করতে হয়েছে বলেই আমাদের পক্ষে এগুনো সম্ভব হয়নি, যেমন ধরুন, শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জীর মত লোককে ট্রেড ইউনিয়ন করবার জন্য হাতে হাত কড়া দিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে গেছে। তবে এ জিনিস কিন্তু পশ্চিম ভারতে কখনও হয়নি। যা হোক্, এবারে আমি বাংলাদেশের একটি বিশেষ সমস্যা—অর্থাৎ শিল্পপতি, ক্যাপিটালিষ্ট এবং বিশেষ করে ভারতীয়দের হাতে ব্যবসা-বাণিজ্য আসার পর তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কি রকম খারাপ ব্যবহার করছে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে জানাতে চাই যে পশ্চিম ভারতে এই জিনিস নেই, কারণ তাঁদের লজ্জা সরম আছে।

[9-30—9-40 a. m.]

কিন্তু এখানকার মালিকদের বিশেষ করে জুট মালিকদের গায়ের চামড়া সাদা হোক আর কালোই হোক কোন লজ্জা-সরম নেই। চা বাগানের শিল্পপতিরা পিছনে ছুরি মারেন বটে কিন্তু সামনে ঠিক এই রকমভাবে খারাপ ব্যবহার করেন না। তাঁরা সামনে খানিকটা ভদ্রতার সঙ্গে ব্যবহার করেন কিন্তু পিছনে ছুরি মারাটা তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে খুব বড় একটা অংশ। সেখানে artificial crisis create করা হয় যেমন আজকে জুটের মধ্যে করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে চা-বাগানে artificial crisis create করা হয়েছিল। এই artificial crisis create করার জন্য আমাদের যে অবস্থা হয় সেটা আমি সবার সামনে তুলে ধরছি। এই artificial crisis-এর বিরুদ্ধে আমি বলেছি যে buffer stock create করা হোক এবং 'র'জুট কিনে রাখার জন্য মালিককে গভর্ণমেন্ট ধার দিন। কিন্তু শিল্পপতিরা কিছুতেই তা শুনেননি। আজকে তাঁরা বলছেন কাঁচা মাল পাওয়া যাচ্ছে না। কেন তাঁরা buffer stock create করেননি, কেন তাঁরা গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে ধার নেননি এই সমস্ত কথা জানতে চাই? সেজন্য বলছি buffer stock create করার জন্য ধার দেওয়া হোক এবং শিল্পপতিদের সেটা নিতে বাধ্য করা হোক। শ্রমিকরা যাতে deprived, retrenched, laid-off না হয় তার জন্য সেখানে total wage bill-এর উপর levy করে shock absorbing fund করুন এবং shock absorbing fund করে তাদের যেন protection দেওয়া হয়। যদি ভারতবর্ষের শ্রমিককে বাঁচাতে হয়, যদি বাংলার শ্রমিককে বিশেষ করে বাঁচাতে হয় তাহলে তাদের জন্য shock absorbing fund তৈরি করতে হবে। Dock Industry-তে যদি সেই levy system

সম্ভব হয় তাহলে অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রিতে কেন সম্ভব হবেনা ? Dock and Port-এ যেমন total wage bill-এর উপর levy করে dock labour scheme চালু করা হয়েছে সেইরকমভাবে অন্যান্য শিল্পে সেটা কেন হবেনা ? আমি plantation চালকদের সামনে বলেছি যে আপনারা যে বোনাস দেন সেই বোনাস শুধু যারা নাকি প্রফিট করেছে সেই শ্রমিকদের দেওয়া হবে, অন্যান্য শ্রমিক যারা নাকি প্রফিট করেনি তারা বোনাস পাবে না এমন কেন হবে ? আমি যত ভাল করে আর্গুমেন্ট করতে পারতাম তার চেয়ে ভাল করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আর্গুমেন্ট করে বলেছেন যে এ সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা উচিত। যে গার্ডেনের শ্রমিকরা প্রফিট করেনা সেই গার্ডেনের শ্রমিকরা তো কম কাজ করেনা ! বোনাস কি ? বোনাস তো শুধু প্রফিটের উপর দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর delayed payment to people who are not getting subsistence allowance। কাজেই সেখানে যারা কাজ করছে তারা বোনাস পাবে ; যে attendance-এ আছে সে বোনাস পাবে ; প্রফিট হয়েছে বলে বোনাস পাবে এমন কথা হতে পারেনা। তাহলে কোন দেশের ইকনমি চলতে পারেনা, এই সমস্ত জিনিস সফল হবেনা যদি ট্রেড ইউনিয়ন রেকগ্‌নাইজড্‌ হয়। সাত্তার সাহেব যে কমিটি তৈরি করেছেন সেই কমিটির কাজ যদি expedited হয়, ভাল করে করা হয়, সত্তার সঙ্গে করা হয় তাহলে লেজিসলেশানের কোন প্রয়োজন হবেনা, কম্‌পালসানের কোন প্রয়োজন হবেনা, একনায়কত্ব যেটা ওরা চাইছেন সেটারও প্রয়োজন হবে না। স্পীকার মহাশয়, আপনি লাল বাতি জ্বালাননি, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Hemanta Kumar Basu :

স্যার, শ্রমিক এবং মালিকের যে প্রশ্ন এবং শ্রমিকদের ইউনিয়ন রেকগ্‌নেশানের যে প্রশ্ন এটা একটা গুরুতর প্রশ্ন। বহুদিন ধরে এই প্রশ্ন আমাদের সামনে রয়েছে। ডাঃ মৈত্রেয়ী বোস মহাশয়া মালিকদের চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা বল্লেন যে তাঁরা কোন কিছুই মানতে চাননা, তাঁরা শ্রমিকদের দাবী মানতে চান না, শ্রমিকদের সঙ্গে সমঅংশীদারভাবে কথা বলতে চান না। কাজেই তাঁদের এই চরিত্র থেকে বেশ পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে এগ্রিমেন্ট হয় সেই এগ্রিমেন্ট তাঁরা ভঙ্গ করেন। কাজেই এমন কি উপায় আছে যার দ্বারা সে এগ্রিমেন্টকে ঠিক কার্যকরী করা যায়। সুতরাং সেটাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন দরকার। এ পর্যন্ত যেসমস্ত লেবার ল' করছে, আইন করছে সেই আইনের বলে শ্রমিকরা তাদের কিছু কিছু দাবী পেতে পারে—মালিকরা শ্রমিকদের কোন দাবী এ পর্যন্ত স্বীকার করতে চাননি। যেটুকুন আইন হয়েছে সেটার ডিসপিউট অ্যাক্ট বা লেবার কোড্‌ সেটা শ্রমিকদের ষ্ট্রাগ্‌লের ফলে হয়েছে এবং মালিকরা যেটুকুন আজকে মানতে বাধ্য হন সেটুকু শ্রমিকদের সংগ্রামের ফলে হয়েছে। মালিক যদিও অনেক সময় বাধ্য হয়ে এগ্রিমেন্ট করেন কিন্তু সেই এগ্রিমেন্ট তাঁরা রাখেন না। যদি সেই এগ্রিমেন্ট না রাখেন তাহলে সেই এগ্রিমেন্টকে কার্যকরী করার কি উপায় আছে ? সেদিক থেকে আইন ছাড়া এর কোন পথ নেই। এটা ঠিক যে গভর্ণমেন্ট মালিক এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। সিক্সটিনথ্‌ লেবার কনফারেন্স, সেভেনটিনথ্‌ লেবার কনফারেন্স রেকগ্‌নিশান নিয়ে তাঁরা কথাবার্তা বলেছেন। মালিকরা কথা দেন কিন্তু সেই কথা তাঁরা রাখেননা। তাহলে কি উপায় আছে যাতে করে সর্ববাদীসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্ত করা হয় সেটাকে কার্যকরী করবার ? কাজেই সেদিক থেকে নিশ্চয়ই একটা লেবার লেজিসলেশন আসা উচিত এটা আমি মনে করি। যদিও গভর্ণমেন্ট সার্কুলার দিয়েছেন যে সমস্ত সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন থেকে এক এক জনকে নিয়ে কমিটি করার যাতে করে এই রেকগ্‌নিশান ব্যাপারটার সমাধান করা যায় কিন্তু মালিকদের যে চরিত্রের কথা ডাঃ বোস বলেছেন তাতে ভলাণ্টারী রেকগ্‌নিশান বা এগ্রিমেন্টকে কার্যকরী করা কতখানি

সম্ভব হবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। তার কোন সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না। সেজন্য আমি মনে করি এবিষয়ে ভেবেচিন্তে একটা আইন আনা উচিত। আমি স্যার, জানি এখানে যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আছে যার সঙ্গে আমি যুক্ত আছি সেই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে মালিক মানতে চান না। বি. এল. এলিয়াস. ওয়ার্কস ইউনিয়ন. আমি তার সভাপতি। সেখানে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মালিকরা অস্বীকার করেন। সেই ইউনিয়নে এমন অবস্থা ঘটেছে যে সেই ইউনিয়নের সঙ্গতভাবে কাজ করার পক্ষে খুব বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত ইউনিয়ন আছে সেই ইউনিয়নগুলিকেও সরকার স্বীকার করেন না, মানেননা। যেমন ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এংপ্রয়ীজ ইউনিয়ন যেটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেসন হয়ে গেছে—সেই ইউনিয়নকেও বর্তমান মালিক সেভাবে স্বীকার করেন না। আমরা যেহেতু প্রেসিডেণ্ট আছি, এম. এল. এ, আছি -সেহেতু আমাদের সঙ্গে তারা কথাবার্তা বলেন কিন্তু ঠিক ইউনিয়ন রেকগনাইজ করতে বা শ্রমিকদের দাবীদাওয়া নিয়ে কথা বলতে তাঁরা রাজী হন না। হসপিটাল কর্মচারীদের ইউনিয়ন আছে কিন্তু তাঁদের কথা শোনা হয় না কাজেই সরকারের অনেক গলতি এবং ত্রুটী আছে। সেদিক থেকে আমি মনে করি রবীনবাবুর যে প্রস্তাব তা খুব সঙ্গত এবং খুব প্রাকৃটিকাল কারণ এটা ঠিকই যে কম্পালসারী রেকগ্‌নিশান ছাড়া কোন উপায় নেই। গভর্ণমেন্টের যে সমস্ত আইন আছে সেই আইনানুসারে রেপ্রেজেনটেটিভ এংপ্রয়ীজ ইউনিয়ন হওয়া সত্বেও যখন তাঁরা কোন কিছু মানেন না তখন এটা করা দরকার, কারণ এটা শ্রম অন্দোলনের পক্ষে, দেশের সাধারণ শান্তির পক্ষে, দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে এবং উৎপাদনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। শ্রমিকরা যে আমাদের দেশের সম্পদ এবং শ্রমিকের সাহায্য ও শক্তি ছাড়া যে আমাদের বাংলাদেশের শিল্প বাড়তে পারে না, উৎপাদন বাড়তে পারে না এবং দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হতে পারে না এটা তো সকলেই জানেন। কাজেই সেই শ্রমিকদের যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাদের দাবীদাওয়া যদি উপেক্ষা করি এবং তাদের ইউনিয়নকে যদি মালিকদের দ্বারা স্বীকার না করাতে পারি তাহলে আমরা এবং গভর্ণমেণ্ট যেকথা সবসময় বলেন যে ট্রেড ইউনিয়নে একটা পিস্ থাকা দরকার সেই পিস আর থাকবে না। আমরা সকলেই পিস্ চাই কিন্তু এরকম পিস্ চাই না যে পিসের মধ্যে শ্রমিকদের দাবী উপেক্ষিত হবে, শ্রমিকদের স্বার্থের ক্ষতি হবে—অপর পক্ষে মালিকদের সুবিধা হবে, তাঁদের উপকার হবে এবং তাঁদের স্বার্থ রক্ষা হবে। কাজেই এই পিসের কোন মূল্য নেই। সেদিক থেকে আমি মনে করি রবীনবাবুর প্রস্তাব অত্যন্ত সঙ্গত প্রস্তাব—ডাঃ মৈত্রেয়ী বোস যে প্রস্তাব এনেছেন তার সঙ্গে এর পার্থক্য কমই, তিনি বলছেন ভলাণ্টারী বেসিসে, এটা হচ্ছে কম্পালসারী বেসিসে।

[9-40—9-50 p. m.]

ইউরোপীয়ান কান্ট্রীতে যে সমস্ত ট্রেড্ ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে—সহজে সেখানকার মালিকরা তাদের মেনে নিল। কিন্তু আমাদের এখানে এ সম্পর্কে একটি আইন না করলে কিছুতেই আর মালিকরা এদের মেনে নেবেন না। এখানে অনবরত কোন না কোন দাবীদাওয়া নিয়ে গোলমাল হচ্ছে—সে সব দাবী মালিক কিছুতে স্বীকার করেন না—মিটমাটের পক্ষে। তখন শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের রাস্তা নিতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয়ান কান্ট্রীতে শ্রমিকদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী মালিকরা মেনে নেন, সরকারও তা মেনে নেন। হয়ত কখনো কখনো বড় বড় ষ্ট্রাইক সেখানে হয়। বিলাতেও বাস ষ্ট্রাইক হয়েছিল, পোর্ট ষ্ট্রাইক হয়েছিল। ষ্ট্রাইক যে একদম সেখানে হয় না, তা নয়। কাজেই যে কোন সঙ্গত দাবী মালিক অস্বীকার করেন না। তারজন্য শ্রমিকদেরও ষ্ট্রাইকের পথে যেতে হয় না। আর এ বিষয়ে আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে চাই না।

তারপর বর্তমানে যে আইন আছে—ট্রাইবুনালে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে—শ্রমিক মালিক বিরোধকে। সেই ট্রাইবুনালের ডিসিসানও মালিক মানে না। ঐ আইনে এমন কোন প্রভিশান নাই—যার দ্বারা গভর্ণমেন্ট মালিককে বাধ্য করতে পারেন ট্রাইবুনালের ডিসিশান মেনে নিতে। গভর্ণমেন্টকেও মালিকরা অগ্রাহ্য করে। সেদিক থেকে যদি একটা Comprehensive আইন এ সম্বন্ধে না করা হয়, তাহলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে একটা শান্তি বা পীস রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। শ্রমিকদের অসন্তুষ্ট রেখে কোন কাজই হতে পারে না। সেইজন্য আমি, যে প্রস্তাব রবিবাবু করেছেন তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravarti: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, শ্রীরবীন্দ্র মুখার্জী যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে দাঁড়িয়েছি। স্যার, কিছুদিন আগে যখন লেবার গ্রান্ট নিয়ে এখানে আলোচনা হয়, সেই সময় শ্রমমন্ত্রীমহাশয় আমাদের সামনে একটি পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন। তারমধ্যে একটি তথ্য তিনি দিয়েছিলেন। গতবছর যে disput ছিল, সেই dispute-এর 84 percent শ্রম দপ্তরের কাছে গিয়েছে এবং সেখানে গিয়ে সেই বিরোধের কিছুটা নিষ্পত্তি হয়েছে বা তার ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। বাকী রইল ১৬ পার্সেন্ট। এই ১৬ পার্সেন্টের মধ্যে কেবলমাত্র ২ পার্সেন্ট, তারা একটি collective bargaining-এর মাধ্যমে Bipartite Negotiation-এর মাধ্যমে সেই বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে আর বাকী ১৪ পার্সেন্ট কালীবাবুর হাতে ছেড়ে দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে যেভাবে হোক তারা নিষ্পত্তি করেছেন, এদিকে সরকার চান যে এই শ্রমিক-মালিক বিরোধ তারা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে বা collective bargaining-এর মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নেবেন। এই হলো সরকারের ঘোষিত নীতি। সেই নীতি তারা কতটুকু কার্যতঃ সফল করেছেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি,—তার শোচনীয় ছবি। পশ্চিমবাংলায় 2 percent বিরোধ collective bargaining-এর মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হয়েছে।

কেন এটা হচ্ছে? তার প্রধান বাধা হল মালিকরা এই ইউনিয়নগুলি স্বীকার করেন না, recognise করেন না। অথচ এই recognition সম্পর্কিত ব্যাপারে ১৯৫৮ সালে যখন নৈনিতালে লেবার কনফারেন্স হয়, সেখানে মালিকের প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্যে দুইজনেই আমি ও শ্রদ্ধেয় মৈত্রী বোস তাঁর প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে সেখানে যে চুক্তি হয়, তাতে সই করেছিলাম। স্যার, আমরা আশা করেছিলাম সেই চুক্তি সম্পন্ন হবার পর মালিক পক্ষ সেটা মেনে নেবেন। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখছি? বাংলাদেশে আজকে আমরা দেখছি industrywise মালিকরা কোন ইউনিয়ন মানেন না। চারটা কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে? শ্রমমন্ত্রীমহাশয় হয়ত জবাব দেবেন আপনাদের মধ্যে দলাদলি আছে, চারটা কেন্দ্রীয় সংগঠন ও তিন, চারটা করে ইউনিয়ন, কাকে মানা হবে? কিন্তু আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি industrywise দুটি একটা ইউনিয়নকেও কি তাঁরা মেনেছেন? Plantationএর কোন ইউনিয়নকে কি তাঁরা মেনেছেন? কোন ইউনিয়নকে তাঁরা মানতে চান না। Cotton textile, Engineering প্রভৃতি ইউনিয়ন,—কাকে তাঁরা মেনে থাকেন? তাঁরা ত মানেন না। Coal mines এর industrywise representative unionকে তাঁরা মানেন না। অথচ representative ইউনিয়নের যে সংজ্ঞা, সেটা ঠিক হয়েছিল, সেটা ছিল "a union may claim to be recognised as a representative union for an industrial local area, if there is a membership of at least 25 percent of the workers of that industry in that area". বহু জায়গায় শতকরা ২৫ ভাগ শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করবার ইউনিয়ন আছে, তা সত্ত্বেও তা মানা হয় না।

স্যার, বাংলা দেশে একটা peculiar 'situation' উদ্ভব হয়েছে। যতই কেন্দ্রীয় সংগঠনের মধ্যে দলাদলি থাক, কিন্তু major problem শ্রমিকদের যেখানে, সেখানে আমরা দেখেছি সমস্ত দলাদলি ভুলে গিয়ে, একত্রিত হয়ে, in one voice মালিকদের কাছে ত্রিদলীয় সম্মিলনে তারা সকলে এক সাথে আওয়াজ তুলেছে। যখন জুটমিলের মালিকদের কথা মৈত্রি বোস বলেছিলেন, তখন জুট মিলের মালিকরা শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বলেছিলেন—আমরা কি করবো, কার সাথে চুক্তি করবো? এমন কেউ ত লোক নেই। সেই সময় বিরোধী শ্রমিক ইউনিয়ন B.P.N T U C-র সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালী মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন, তিনি মালিককে জবাব দেন সত্তার সাহেবের সামনে এই বলে যে আগে আপনি স্বীকার করুন আপনার সাথে আমরা যে চুক্তি করবো, তা আপনি মেনে নেবেন। আমরা চারজন প্রতিনিধিকে এখানে উপস্থিত করবো, তাদের সাথে চুক্তি করুন। আমি বলছি যে শ্রমিকদের পক্ষ থেকে, কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাতে কোন প্রতিবাদ হবে না। কিন্তু আপনার তাতে রাজী আছে কি? তখন আই, জে, এম,-এর প্রতিনিধিরা পিছিয়ে গেলেন, সেই কথা হল যখন, আজকে আমাদের এখানকার মালিকদের যে psychology, mental attitude, সেটা বদলাতে হবে। আজকে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে যে সকল প্রগতিশীল দেশ আছে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সব থেকে উঁচু ধাপে উঠেছে। সেই সব দেশের মালিকদের psychology, approach আমাদের এখানকার মালিকদের থেকে অন্য রকম। তাঁরা সেখানকার ইউনিয়ন গুলি মেনে নিয়েছেন। সুতরাং সেখানে প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল মালিক, পুঁজিপতি দেশে যেটুকু ইউনিয়নকে মেনে নেন, আমাদের দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে মালিকরা প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে নিজেদের adjust করে খাপ খাওয়াচ্ছেন না। সেখানেই হ'ল আসল কথা।

শুধু তাই নয়, সরকারের তরফ থেকে যে কথা ঘোষণা করা হয় যে, আমাদের এখানে গণতন্ত্র আছে। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে, democracy-র সঙ্গে তাঁদের খাপ খাওয়ানর যদি মনোভাব থাকত তাহলে নিশ্চয়ই তারা ইউনিয়নকে recognise করতেন।

স্যার, সত্তার সাহেব এ সম্পর্কে জবাব দেবেন, যেটা মৈত্রী বোস বলেছেন, verification করে কমিটি recognitionএর জন্য; সে কথা তিনি বললেন। কিন্তু এই কমিটি দিয়ে সেই recognition হবে না। তার terms of reference কি?

[9-50—10 a.m.]

Terms of reference হচ্ছে that it was agreed that in case of dispute concerning the strength of membership for the purpose of recognition. সেই সময় কমিটি বুঝবে কিন্তু তার আগে মালিককে রাজী হতে হবে, union-কে মানতে হবে। মালিক union-কে মানবে এই মনোবৃত্তি যতদিন এক না হয় ততদিন বিরোধ থাকবেই, কেননা union কে মানা আপনারা বাধ্যতামূলক করতে পারছেন না। সেজন্য মৈত্রেয়ী দেবী ভুল করেছেন, এই কমিটির মাধ্যমে মালিককে union মানান যাবে না। সরকার অবশ্য আজকে চেষ্টা করছেন বিরোধ যাতে না হয়, আমরাও সহযোগিতা করছি কিন্তু যে প্রস্তাব এনেছেন তার মাধ্যমে হচ্ছে না। তারপরের কথা হচ্ছে মৈত্রেয়ী দেবী যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমার পক্ষে মানা একটু মুস্কিল হয়ে যাচ্ছে, কেননা প্রথমে আমি ভেবেছিলাম প্রস্তাবটা ভাল, আমি দেখছি এখন compulsory step যদি না নেন তাহলে বাধ্যতামূলক agreement হবে না। তিনি Jay Engineering-এর কথা বলেছেন কিন্তু সেখানে by collective bargaining, by agreement, union-কে মেনে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও তো সেখানে প্রবল আপত্তি আছে। তিনি তথ্য উপস্থিত করেছেন Rationalisation, আমি সে union এর সঙ্গে জড়িত নই, মাঝে মাঝে আমাদের তাকে বিশেষ কিছু খবর রাখি না। সেখানে মালিকদের যে National

Productivity Council করেছেন তাতে Rationalisation-এর ব্যবস্থা এমনভাবে করেছেন উৎপাদন বাড়াতে গেলে Retrench করতে হয়। সেই union যেখানে আগে ২১ হাজার লোক ছিল তার সংখ্যা কমে গেছে। By agreement মানা হয়েছে তা সত্ত্বেও আপত্তি উঠেছে। তাছাড়া আরও কয়েকটি জায়গা দেখুন Calcutta Tram Co-র কি অবস্থা দেখুন। তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নাই, আজও সেটা মানা হয়নি. Phillips Union-এ আমি আছি সেখানে আজও মানা হয়নি, State Transport-এ মানা হয়নি আরও দেখা সরকার—স্বয় মহাশয় যে দলের সদস্য, তিনি যে দলের প্রতিনিধি সেই দলের union I. N. T. U. C.-কে মানেননি। যদি সেখানেও মানতেন তাহলেও বুঝতে পারতাম। কাজেই আজ বাধ্যতামূলক আইন যদি তৈরী না হয় তাহলে recognition হবে না, recognition মানবে না সেজন্য friction হবে, waste of time and energy হবে, উৎপাদন ব্যাহত হবে, অশান্তি বাড়বে সেজন্য আজকে এরকম আইন করা দরকার যাতে মালিক পক্ষ Provident fund-এর প্রশ্ন ইত্যাদি মেনে নেয় কিন্তু আইনে যতদিন পর্যন্ত না বাধ্যতামূলক recognition না করতে পারেন ততদিন তা হবে না। সেজন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। মৈত্রেয়ী দেবীর যে প্রস্তাব তাতে আমার আশঙ্কা হয় by agreement হলেও সকল মালিক সকল union-কে unitwise মানেনা। সেজন্য union-এর স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক হওয়া চাই এবং সদস্য সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করে representative union হওয়া চাই।

Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ডাঃ মিসেস্ মৈত্রেয়ী বোস এখানে যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে গিয়ে আমি আপনার সামনে আমার বক্তব্য রাখতে চাই। আপনি জানেন, এই Trade Union-র বর্তমানে একটা গুরু দায়িত্ব আছে এই শিল্পে শান্তিরক্ষার জন্য এবং শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার জন্য এবং একথা সর্বজনস্বীকৃত। Trade Union-র এই যে ভূমিকা এটা যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার আগে এবং আজকের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখি তাহলে দেখবো তার মধ্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার আগে আমরা দেখেছি, বা ইতিহাস পড়লে দেখা যাবে যে এখানে Trade union গড়ে উঠে ছল কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীর নেতৃত্বে, আর কয়েকজন সমাজসেবীর নেতৃত্বে ছাড়াছাড়িভাবে, বম্বেতে, কলকাতায়, জামসেদপুরে. এর পিছনে যে আদর্শ ও ঐতিহ্য আছে। তারা ব্যক্তিগতভাবে মালিকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতো এবং শ্রমিকদেরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে পারে, দেশের অগ্রগতির জন্য যে শ্রমিকশ্রেণীর একটা ভূমিকা থাকতে পারে সেটা সেদিন তারা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আমি প্রফেসার আবদুল বারির নাম করছি। তাঁর চেষ্টায় coal industry, iron industry-তে ভারতবর্ষে শ্রমিকদের ভাতা ও মজুরীর এবং তাদের কাজের সুবিধা হয়েছে, একটা মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আজ শ্রম আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর যেভাবে গড়ে উঠেছে এবং সরকার স্বাধীনতার পর যে সমস্ত labour lagislation করেছেন, তার থেকে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে trade union-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কোন জায়গায় অস্বীকার করা হয়নি, এবং অস্বীকার না করার দরুণ আজকে সুষ্ঠুভাবে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে trade union প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আজকে মালিকদের যেরকম দায়িত্ব আছে maximum production দিক দিয়ে তেমনি শ্রম আন্দোলনের ভূমিকারও এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে শ্রমিক ও দেশের স্বার্থে কিন্তু দুই এর মাঝে সঙ্গতি রাখবার জন্য আজকে trade union-কে যেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত সেইভাবে দেওয়া হয়নি বলে মনে করি। এটা যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখবো ভারতবর্ষের যেটা বৃহৎ industry, coal, সেই coal industry-তে, কি স্বাধীনতার আগে, কি স্বাধীনতার পরে যেসব progressive labour

legislation হয়েছে তাতে আজকে শ্রমিকদের মজুরী এবং অন্যান্য সুবিধা প্রচুর পরিমাণে হয়েছে কিন্তু এতে বাংলাদেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন ১৯৪৮ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত যখন Conciliation Bo rd হয়নি তখন পর্যন্ত trade union যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই ভূমিকা শ্রমিক স্বার্থের ক্ষতি করেছে। আমরা দেখেছি Conciliation Board-র award হবার আগে এই trade union-এ বিশেষ করে আমাদের সর্বজননেতা দেবেনবাবু, Mining Federation, Mining Association-র সঙ্গে rate নিয়ে যে রফা করেন তাতে প্রতিদিন প্রতি মজুর চার আনা কম পাচ্ছে। এর ফলে তারা প্রায় ৫০-৬০ হাজার টাকা লাভ করেছে। ১৯৫০ সাল থেকে এই agreement implemented থাকবে যতদিন পর্যন্ত না নূতন award হয়।

[10—10-10 a. m.]

সেখানেও trade union-এর ভূমিকা ছিল, আমরা মনে করি সেটা শ্রমিক স্বার্থে হয়নি, মালিকের স্বার্থেই গিয়েছে। এই trade union-এর আরেকটা দিক দেখা যায় সেটা হচ্ছে যারা trade union আন্দোলন করবেন তারা যেমন শ্রমিক স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য চেষ্টা করবেন তেমনি সেটা মালিক স্বার্থের সঙ্গে এক করে দেখলে কখনোই মালিকদের স্বার্থ বজায় রাখতে পারবেন বলে মনে করিনা। আসানসোলে ২০০টি কোলিয়ারী আছে। সেখানে যে মজদুর কংগ্রেস আছে সমস্ত মালিকই তা recognise করেছেন, সুতরাং অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানই সেখানে যাবে মালিকপক্ষ তাদের জবাব দেবেন, আপনারা recognise হলেও আমরা আপনাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে চাই না। ১৯৪৬ সাল থেকে নতুন award পর্যন্ত এই অবস্থা চলছে মালিকদের তারা কত বড় দরদী আরেকটা ছোট উদাহরণ দিলেই দেখতে পাবেন Associated for supply, Shibpur, এই একটা প্রতিষ্ঠান, দেবেনবাবু এর president ছিলেন—সেই প্রতিষ্ঠান দেবেনবাবুর য়ুনিয়নকে recognise করেছিল, সেই recognition এখনো continue করছে। সেখানে যে শ্রমিকসংখ্যা তাদের ৫জন বাদ দিয়ে বাকী সকলে joint meeting ডেকে president পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। Registered trade union verification-এর সময় এটা স্থির হয়ে গিয়েছে। অথচ মালিকপক্ষ ধরে বসে আছেন দেবেনবাবুকে, তাঁর য়ুনিয়নকে, তাঁকেই আমরা recognise করি। লজ্জার কথা, অত্যন্ত ঘৃণার কথা, তাঁর একটা standing order করেছেন এবং বলেছেন registered trade union হলেও যারা এই standing না মানবে তাদের তারা recognise করবেন না। এই standing order-এর দ্বারা তাঁরা য়ুনিয়নের সঙ্গে agreement করে রেখেছেন, সেই য়ুনিয়নের সঙ্গে settlement-এ এসেছে সুতরাং তাঁরা কিছুতেই rate of wage পরিবর্তন করবেন না, কারণ দেবেনবাবু তাদের blank cheque দিয়ে বসে আছেন, a blank cheque in a bank in which he has n account। যদি শ্রমিকেরা মালিককে চাপ দেয় তাহলে মালিকপক্ষ ছোটেন দেবেনবাবুর কাছে। 10th August এবং 20th January তারিখে যে য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট দেবেনবাবু সেই য়ুনিয়নের লোকেরা গত দশবৎসর ধরে কোন পয়সা পায়নি। তাঁরা মনে করেন এখনো বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব বজায় আছে—এভাবে দেবেনবাবু তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির বন্ধুদের বলতে চাই, তারা recognition-এর আরেকটা নতুন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—যদি তোমরা আমাদের recognise কর তাহলে ৫ বৎসরের গ্যারান্টি দেবো, আন্দোলন হবে না, বেতনবৃদ্ধির দাবী হবে না, কোন অশান্তির সৃষ্টি হবে না। এভাবে এক চুক্তি করে তাঁরা সব থেকে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে শ্রমিকদের প্রতি। সুতরাং তারা এর থেকে সাবধান না হয় তাহলে তাদের সমূহ সর্বনাশ হবে, এবং শিল্পক্ষেত্রে trade union-এর ভূমিকা ও অবদান নষ্ট

হবে। Trade union আন্দোলনে আজকে যে নতুন চিন্তাধারা এসেছে এবং শিল্পক্ষেত্রে যে অগ্রগতি আমরা অব্যাহত রাখতে চাই, মানুষের প্রকৃত মূল্যমান করতে চাই, আমি জানি বাংলাদেশের শ্রমমন্ত্রী expert committee বসিয়ে সেই চেষ্টাই করছেন। বিভিন্ন শিল্পকারখানায় যে শ্রমিক একই কাজে নিযুক্ত আছে তাদের যদি uniform wage ও grade না হয় তাহলে শিল্পে কখনো শান্তি রক্ষিত হতে পারেনা। বাংলাদেশের Labour Minister এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত আছেন। নৈনিতাল conference-এ যে tripartite agreement হয় Madras conference-এ সেই সব aspects ractified হয়। বাংলাদেশের Labour Directorate তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত দেবার জন্য একটা কমিটি গঠন করেছেন সেই কমিটি শীঘ্রই সিদ্ধান্তে আসবেন। এসম্পর্কে আমি দেখছিলাম, যে circular দেওয়া হয়েছে, circular-এর মধ্যে ৮টা general party আছে recognition-এর যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হবে। আমি শ্রমমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব যেন তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা trade union-এর ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক সূচিত হবে। আজ progressive labour legislation করে শ্রমিককে সমাজে স্থান দেওয়া হচ্ছে। এবং এভাবে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্বন্ধ গড়ে উঠে দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে বলে আশা করি।

Dr. Ranendra Nath Sen শ্রী: স্পীকার স্যার, আমি ডা: মৈত্রেয়ী বসু মহাশয়ার বক্তৃতায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম—এবং দু:খিতও হয়েছি কারণ রবীনবাবুর প্রস্তাবের মধ্যে এমন কিছু নাই যাতে কোন একটা বিশেষ trade union সংগঠন সম্পর্কে কোন রকম ইঙ্গিত করা হয়েছে বলা যেতে পারে। আমরাও চাই—এবং এই প্রস্তাবটাও সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে যাতে করে সামগ্রিক ভাবে trade union-এর স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে—কার কত শক্তি আছে, কোন প্রতিষ্ঠানে কত সভ্য আছে এসব প্রশ্নের মধ্যে আমরা যেতে চাই না। যেসব স্বীকৃতির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুক্ত আছেন সেই স্বীকৃতিগুলি কেন অবহেলিত হচ্ছে এই হচ্ছে একটা প্রশ্ন—নিশ্চয়ই Govt. এর নীতির মধ্যে কোন দুর্বলতা আছে। নৈনিতাল conference-এর 24 বৎসর কেটে গেল, কেন সেগুলি কেন এখনো কার্যকরী হলো না? নিশ্চয়ই কোন দুর্বলতা আছে সরকারী নীতির মধ্যে। মালিকপক্ষের প্রভাব, তাঁদের চাপ তার মধ্যে অনুভূত হয়। ডা: বসু, আনন্দবাবু নিশ্চয়ই জানেন কি কারণে মালিকপক্ষ সেগুলি মানতে চান না। ব্যোমকেশবাবু হিন্দুস্থান মোটরস্ ইউনিয়নের কথা বলেছেন।

[10-10—10-20 a. m.]

আমি বলেছিলাম মানব না। সুতরাং এটা ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থ না কি আই, এন, টি, ইউ, সি, কি হিন্দ মজদুর সভা কারুর স্বার্থ নয়। এটা প্রত্যেকের স্বার্থে আনা হচ্ছে—ট্রেড ইউনিয়নে যাঁরা আছেন তাঁদের সকলের স্বার্থে। রবীনবাবু সব ট্রেড ইউনিয়নের স্বার্থে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। সুতরাং এখানে অন্য যুক্তি তুলে লাভ নেই, কারণ তাতে গভর্ণমেন্টের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এবং মালিকপক্ষ আজকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকার না করার সব রকম যে ষড়যন্ত্র করছে সেটাকে আরও শক্তিশালী করা হবে। সেজন্য আমি বলছিলাম যে ডা: মৈত্রেয়ী বোসের বক্তৃতায় আশ্চর্য হলাম ও দু:খিত হলাম। এখানে প্রশ্ন উঠেছে জবরদস্তি করে আইনের দ্বারা কেন ব্যবস্থা করা হবে? এখানে এ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কি পথ আছে তা কি কেউ বলবেন? কেউ কেউ হয়ত বলবেন যে সাত্তার সাহেব

যে কমিটি করেছেন সেই কমিটির মারফত হবে। এ বিষয়ে আমি একটা উদাহরণ দেব এবং ডাঃ বোসও নিশ্চয় স্বীকার করবেন। ধরুন নৈনিতাল কনফারেন্সের পরে আমাদের বাংলাদেশে একটা Evaluation and Implementation Division এর অন্তর্গত একটা সেল হল। ওদের কাজ হল যে মালিক কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন যে সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিষ্ট্রীবিউট এওয়ার্ড বা এগ্রিমেণ্ট যাতে মানেন সেগুলি দেখ এবং হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টে না যান সেটা দেখা। ডাঃ বোস তার প্রতিনিধি, সেখানে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছেন মালিক কিছুই মানবে না। সুতরাং ভালমন্দ কি একটা কমিটি করলেন তার প্রশ্ন নয়। আজকে এটা বুঝতে যাব না মালিকরা সুনির্দিষ্ট যে একটা নীতি ধরে তারা চলেছেন সে নীতিতে তারা ছাড়া আর কেউ ট্রেড ইউনিয়ানকে স্বীকৃতি দেবে না এবং গভর্ণমেণ্টের এখানে প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে এবং তাঁরাও ভয়ে কথা বলেন না। গভর্ণমেণ্ট গণতন্ত্রের কথা বলেন, কিন্তু আমরা যখন শান্তিপূর্ণ পথে চলি তখনই দেখি প্রিভেণ্টিভ ডিটেনসান য়্যাক্ট, কিন্তু মালিককে বলা যেতে পারে যে representative union হলেই তাকে মানতে হবে। Industrial Disputes Act-এ শ্রমিক ষ্ট্রাইক করলে তাকে বেআইনী ঘোষণা করা যেতে পারে, তাকে জেলে পাঠানো যেতে পারে এবং তাতে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয় মালিককে যদি বলেন যে তোমার কারখানায় যে ইউনিয়ান সর্বাধিক শ্রমিকভুক্ত তাকে স্বীকৃতি দাও। আবার কোন আইনসভার সদস্যকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করলে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, ক্ষুণ্ণ হয় মালিককে গ্রেপ্তার করলে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন যাঁরা করেন তাঁরা এসব জানেন। নৈনিতালে যে কনফারেন্সে যে কমিটি মিটিং হয়—ডাঃ বোস, আমি এবং যতীনবাবু তাতে ছিলাম তাতে মালিকদের বলা হয় যে শ্রমিককে বাসস্থান দিতে হবে, কিন্তু দেশী বিদেশী মালিক তাঁরা সবাই সেই কমিটিকে বললেন যে তাঁরা করবেন না। সেই সময় একজন সেক্রেটারী সুব্রমানিয়াম একট রেজোলিউশান ড্রাফট করে বললেন যে এ না করলে মালিকদের সাজা দেওয়া হবে এবং এটাই গভর্ণমেণ্টের stand। এতে আমরা এবং I. N. T. U. C. রাজী হলাম। তারপর মালিকরা মাদ্রাজে কনফারেন্সে গিয়ে বললেন যে আমরা শ্রমিকদের বাসস্থান দেবনা এবং তারা সুপ্রীমকোর্টে গেল। ওই ব্যাপারে সুপ্রীমকোর্টের রুলিং হল যে মালিকদের কিছু করতে হবে না।

সুতরাং এটা বুঝে মালিকদের সম্পর্কে আই. এন. টি. ইউ. সি. বন্ধুদের বলব যে তাঁদেরও যখন অভিজ্ঞতা আছে এবং আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে তখন সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন যদি দাঁড়িয়ে করতে পারে তাহলে হবে। আজ কলেকটিভ বার্গেনিং প্রশ্ন উঠেছে, কিন্তু জুট মালিক, কটন টেক্সটাইল মালিকরা কি কখনও কলেকটিভ বার্গেনিং-এর মধ্যে আজ পর্যন্ত এসেছে? অবশ্য কয়েকটা জুট মিলে হয়েছে, কিন্তু তাতে গভর্ণমেণ্ট প্রতিনিধিরা বলেছেন যে আমাদের কোন কথা শুনতে চায় না। কাজেই আজ জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আইন করলে বা জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করলে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হয় না মালিকদের কথামত চললে গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়?

তারপর ডাঃ বোস যে সব কথা বলেছেন সেগুলো তাঁর কাছ থেকে আশা করিনি—অর্থাৎ তিনি জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা সম্বন্ধে বলেছেন যে সেখানে ইউনিয়নের সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট হওয়ার ফলে র‍্যাসনালাইজেসন এ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট পোটেনসিয়ালিটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার কথা হোল অপরকে যখন আক্রমণ করা হয় তখন একবার নিজের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় যে তাঁদের আই. এন. টি. ইউ. সি-র প্রেসিডেণ্ট মাইকেল জন জামসেদপুরে কি করছেন? স্যার, আমরা কাউকে আক্রমণ করিনা এবং রবি গুহবাবুও তাঁর বক্তৃতার মধ্যে কারুর নাম করে কিছু বলেন নি—তবে আনন্দবাবু কথাগুলো তুললেন বলে বললাম। যা হোক, এটা অনেক সময় দেখেছি যে যখন কোন এগ্রিমেণ্ট হয় তখন শ্রমিকরা সে ব্যাপারে কিছুই জানতে

পারে না, পরে যখন খবরের কাগজে বেরোয় তখন তারা জানল যে এই রকম একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। তারপর র‍্যাসনালাইজেশন স্কীম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন থেকে এই স্কীমের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আই. এন টি. ইউ সি-র কোন কোন সেক্সসন নেতা বহু জায়গায় এই স্কীম চালু করেছে। অবশ্য বোম্বে এবং আমেদাবাদের কথা আমি বলছি না এবং বলা উচিতও নয় যে সেখানে ডাঃ বোসের মত লোক চালু করেছে, তবে কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তারপর ভেরিফিকেসন-এর খুব মহিমা করা হচ্ছে দেখছি, কিন্তু এই ভেরিফিকেসন সম্বন্ধে একটু জানিয়ে রাখা দরকার যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার লেবার ইন্সপেক্টর ফ্যাক্টরীতে গিয়ে শ্রমিককে বলেন যে, "তুম্ কোন্ ঝাণ্ডা কা মেম্বার হায়?" কিন্তু স্যার, এটা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে যেখানে চাকুরীর বিন্দুমাত্র স্থিরতা নেই সেখানে শ্রমিক যে ইউনিয়নের মেম্বার সেই ইউনিয়ন যদি মালিকের সুনজরে না থাকে তাহলে সে ভীত হতে বাধ্য। আনন্দবাবু আজ ভেরিফিকেসনের প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু আমি একটা কেন্দ্রীয় সংগঠনের মধ্যে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে দেখেছি যে ডেপুটি মিনিষ্টার আবিদ আলী জাফরভাই একবার ঘুরে যাওয়ার পরে দেখা গেল যেখানে তাঁরা ৪ হাজার চেয়েছিলেন সেখানে সেটা ৮ হাজার হোল। স্যার, এরপরেও কি বলব যে এই ধরণের ভেরিফিকেসনের প্রয়োজন আছে? কাজেই আসল কথা হোল ঠিক মত ভেরিফিকেসন করার পর যে ইউনিয়ন রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেক্টারের হবে তাকে রিকগ্‌নাইজ করা হোক এবং মালিকরা যদি তা না করে তা হলে গভর্ণমেণ্ট তাদের আইনতঃ এটা করাতে বাধ্য করুন এবং আমার মনে এটা করলে পর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক মানুষ এবং ট্রেড ইউনিয়ন তা মেনে নেবে। এই কথা বলে আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[10-20—10-30 a. m.]

Sri Deben Sen : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি, ডাঃ বোস তাঁর এ্যামেণ্ডমেণ্টের পক্ষে কি বলেছেন যদিও তা শুনিনি তবে দেখছি যে মূল প্রস্তাব এবং এমেণ্ডমেণ্ট উভয়েই ট্রেড ইউনিয়ন রিকগনাইজড্ হোক এটা চাইলেও উভয়ের মধ্যে একটু তফাৎ আছে এবং সেটা হোল মূল প্রস্তাব বলছে যে, যেখানে ভেরিফিকেসনের পর মালিকরা রিকগ্‌নাইজ করবেনা সেখানে তা আইন করে করা হোক।

গভর্ণমেণ্ট বলছে ভেরিফিকেসান হয়ে গেল তারপর মালিক রেকগ্‌নাইজ করল না, সুতরাং তখন একটা এগ্রিমেণ্ট করবার চেষ্টা কর। আমি এটার যুক্তি বুঝতে পারি না। ভেরিফিকেসান হবে according to the 17th Labour Conference's proviso. Mrs Bose সেটা মেনেছেন। সুতরাং ভেরিফিকেসান হয়ে যাবার পর মালিক যদি না মানে তখন যদি আইন না করা হয় তাহলে ভেরিফিকেসান করার দরকার কি? ভেরিফিকেসান কেন—প্রুফ যে কোন্ ইউনিয়ন এখানে majority, representative character. তারপর যদি মালিকরা না মানে তাহলে আইন করতে বাধা কি আমি বুঝতে পারি না। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোলিয়ারীতে ১৯৪৬ সালে আমার একটা ইউনিয়ন হয়। তারপর সেখানে যে কত ইউনিয়ন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে কংগ্রেসের ৩।৪টা ইউনিয়ন আছে—জগদীশ পাণ্ডে কংগ্রেসীর নামে, ডাঃ বোস কংগ্রেসীর নামে, ইন্দ্র দেব সিং কংগ্রেসীর নামে এবং একটা supported by INTUC, আর গুলি supported by Atulya Ghosh. বেনামে যেমন দোকান খোলা হয়, ম্যানেজিং এজেন্সি খোলা হয়, INTUC তেমনি বেনামে সমস্ত ইউনিয়ন, এজেন্সি খুলে রেখেছেন। আমি কোন জায়গায় বাধা দিইনি, কোন জায়গায় আমি মালিককে বলিনি যে কারোর সঙ্গে আলাপ

কোরোনা, আমি বলি সকলের সঙ্গে আলাপ কর. by competition তোমরা সকলের সঙ্গে আলাপ কর। সেখানকার India Government-এর ভেরিফাইড ফিগার হচ্ছে আমার ইউনিয়ন পেয়েছে ১৮ হাজার মেম্বারসিপ, INUC পেয়েছে ১০ হাজার। ১০ হাজার যা পেয়েছে সেটা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু শ্রীপুর কোলিয়ারীর লিকার সাহেব সেটা খাতা দেখে ৮ হাজার মেম্বার লিখে দিয়েছেন। সুতরাং ১০ হাজার আর ১৮ হাজারের ভেতর নিশ্চয়ই ১৮ হাজার ম্যাজরিটি। সেটাকে আইন করে রেকগ্‌নাইজ করা কেন হবে না আমি বুঝতে পারি না। আনন্দবাবু অনেক কথা বলেছেন, আমি জানি না, এই প্রস্তাবের ভেতর তা আসে কিনা। দুর্গাপুরে আমি গিয়েছিলাম সেখানে আনন্দবাবুর একটা ইউনিয়ন আছে। যদি এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বাই পোষ্ট আসে তাহলে পিয়ন সেগুলি আনন্দবাবু এবং তাঁর লোকের কাছে পৌঁছে দেয়, সেই সমস্ত লোকের কাছে যায় না। আমি এখানে ঘোষণা করছি আনন্দবাবুর লোক লাবণ্য ঘটকের বাড়ীতে তা পৌঁছে দেয়। কারণ লোককে সেখানে গিয়ে ৩ টাকা চাঁদা দিয়ে আনন্দবাবুর ইউনিয়নে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিতে হয়। তিনি আপোস করুন, তিনি বলুন যে এটা সত্য নয় তাহলে এই হাউস থেকে এনকোয়ারী পাঠাবার জন্য বলব। আমার কোলিয়ারী মজদুর কংগ্রেস বলে একটা ইউনিয়ন আছে। সেই নামে আর একটা মজদুর কংগ্রেস ইউনিয়ন জগদীশ পাণ্ডের ওখানে ১০ বছর ধরে আছে। তারা এ্যানুয়াল রিটার্ণ দেয় না, হিসাব দেয় না কিছু দেয় না, কিন্তু তাকে ব্যাক করছে।

Dr Maitreyee Bose : সে আপনার লোক।

Shri Deben Sen : আমি বহুদিন আগে তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছি, তার মেম্বারসিপ নেই, ভেরিফিকেশানে এবার সে আসেনি, তাকে লেবার ডিপার্টমেণ্ট রেকগ্‌নাইজ করে। পুলিশ মন্ত্রী আসানসোলে গেলেই প্রথমে পাণ্ডেকে ডাকেন। সেই পাণ্ডে একজন ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, ওয়াগন ব্রেকার।

[Loud noise and interruption]

আমাকে যদি কেবল ফিল্ডের মালিকরা ইচ্ছা করে না মেনে নেয় তাহলে আমি ইচ্ছা করে কারোর রেকগনিশান চাই না, চ্যালেঞ্জ করে রেকগ্‌নিসান নিই—তোমরা না মানলে স্ট্রাইক হবে এবং সেই স্ট্রাইকের ভয়ে দেবেন সেনকে মানে। এবারে দুটো কোলিয়ারীতে ৪।৫ দিন আগে ৪ হাজার লোকের স্ট্রাইক করে এসেছি। এই ইস্যুতে ১০।১২ জন পাণ্ডার লোক backed by INTUC আমার একজন লোককে ½ মাইল টেনে নিয়ে যায় মারতে মারতে, তারপর ফেলে দিয়ে তার মাথা এবং বুকের উপর ৪ জন লোক লাথি মারে, তার chest, abdomen সমস্ত ইন্‌জিওর্ড, তাকে হাসপাতালে রেখে এসেছি। তার প্রতিবাদে আমি মালিককে গিয়ে বলি যে তুমি তাদের সাসপেণ্ড কর। মালিক বলে তোমাকে রেকগ্‌নাইজ করিনা। আমি বললাম কাকে তুমি রেকগ্‌নাইজ কর? মালিক বললে আমি জগদীশ পাণ্ডেকে রেকগ্‌নাইজ করি। আমি তখন বলি তাকে রেকগ্‌নাইজ কর আমাকে করনা তোমার ওখানে স্ট্রাইক হবে। সেই কোলিয়ারীতে কমপ্লিট স্ট্রাইক হয়েছে।

নূতন বিপদের সৃষ্টি হয়েছে—এই সব নূতন যে মারোয়ারী কোং আসানসোল যাচ্ছে তারা যেয়ে গুণ্ডাদের আরো বেশী উস্কানী দিচ্ছে এবং আই. এন টি ইউনিয়ন সেখানে খাড়া করবার চেষ্টা করছে। ফলে সেখানে তারা স্ট্রাইক করতে বাধ্য হয়েছে। স্ট্রাইকের আর একটা কারণ আছে যে ওখানে শ্রমিকদের পেনসন রাইট ছিল। জগদীশ পাণ্ডের ইউনিয়নের সভ্য মিলে ৪০ জন লোককে ডিসমিস করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকেই পেনসনের অধিকারী কিন্তু তাদের কাউকে পেনসন দেওয়া হয়নি এবং গুণ্ডা লোকদের এনে এক এক জনকে ২।৩ শো টাকা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। মিসেস বোস বা আনন্দবাবু বা লেবার মিনিষ্টার জিনাই করুন। আজকে এই কোম্পানী পার্টিকুলার নিজ ইণ্ডিয়ান ওনার্স তারা আমাদের সমস্ত রাইট ক্ষুন্ন করবার জন্য চেষ্টা

করেছেন। তারা নূতন নূতন ইউনিয়ন সৃষ্টি করে, আনন্দবাবু নূতন ইউনিয়ন সৃষ্টি করে পোস্টঅফিসের কাগজ গায়েব করে লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আই. এন. টি. ইউ.-সির মেম্বারসিপ করান। কোলকাতায় সি মেনদের ইউনিয়ন আছে, আই. এন. টি. ইউ. সির ইউনিয়ন। সেখানে গুণ্ডামি করে ১লক্ষ টাকা জমিয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত তারা কোন হিসাব দেয়নি। মিসেস বোস তার সঙ্গে যুক্ত, তিনি জানেন যে একটা টাকারও হিসাব দেয়নি এবং তার জন্য আবার পরে আমাদের বাধ্য হয়ে কোর্টে যেতে হয়েছে সেই হিসাবের জন্য এবং তাদের উপর ইনজাংসন আনবার জন্য। কোন মেজোরেটি তাদের নেই, কোন ভোট তারা করেনা। বাংলাদেশের কোন জায়গায় কোন বিগ সেক্টরের মালিক কোন ইউনিয়ন রেককনাইজ করেনি—জুটে রেককনাইজড্ ইউনিয়ন নেই, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ রেককনাইজড্ ইউনিয়ন নেই, টি গার্ডেনে রেককনাইজড্ ইউনিয়ন নেই, কোলিয়ারিতে রেককনাইজড ছিল বলে এতদিন জানতাম কিন্তু আজকে তাঁরা বলছেন, তোমাকে আমরা রেককনাইজ করিনা, অবশ্য না করলেও আমরা তা ভ্রূক্ষেপ করি না। আনন্দবাবু জীবনে কোন দিন স্ট্রাইক করেছেন, না দালালী করে এসেছেন বলবেন। উনি শিবপুর পাওয়ার হাউসের কথা বলেছেন। কোলফিল্ডে আমাদের সঙ্গে একটা এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। আমার দোষ ছিল, তখন আমি কংগ্রেসে ছিলাম এবং আনন্দবাবুও মিসেস বোস আমার সঙ্গে ছিলেন। এইটুকুই ত্রুটী, তাছাড়া কোন ত্রুটী নেই। কোলফিল্ডে সব মিলিয়ে ৪৫ টাকা ছিল এখন সেটা ১০২ টাকা হয়েছে। কোলকাতার উপর চটকলে তাঁরা আদায় করবেন না, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আদায় করবেন না—আমরা কোলফিল্ডে জেনারেল স্ট্রাইক করে ৪৫ টাকা যেখানে ছিল সেটাকে ১০২ টাকায় এনেছি এবং সেজন্য আনন্দবাবুর গাত্রদাহ। তাঁর বন্ধু মালিকরা সকলেই আজ বিরক্ত, ও এক কাণ্ড দেবেনবাবু করলেন, ১০২ টাকা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলেন। সেই মালিকদের আমি নাম করে বলতে পারি তাঁরা কংগ্রেসের সাপোর্টার ও আনন্দবাবুর সাপোর্টার। তারপর আনন্দবাবু কি রকম ভাই জানিনা কালী ব্যানার্জী তাঁর একটা রিফ্রাক্টরী ফ্যাক্টরী আছে। সেই রিফ্রাক্টরী ফ্যাক্টরীতে আনন্দবাবুর ইউনিয়ন ছিল—ইয়ার মহম্মদ, জানিনা তাঁর কি রকম ইয়ার।

[10-30—10-40 a. m.]

তিনি সেখান থেকে টাকা পয়সা খাওয়ার পরে পালিয়েছেন। আমাদের ইউনিয়ন হয়েছে, ট্রাইবুনাল হয়েছে; ট্রাইবুনাল মালিকরা মানেন না। তারপর এগ্রিমেণ্ট হয়েছে, সে এগ্রিমেণ্টও মালিকরা মানেন না। ১৪ জন লোককে ছাঁটাই করেছে, পরে আরো লোককে ছাঁটাই করেছে, মালিক কিছুই রেকগনাইজ করেন না। সাত্তার সাহেব জানেন, তাঁর লেবার ডাইরেক্টরেটও তা জানেন, কোন প্রতিকার হবুও নাই। তাই আমি আবারও বলি এই লেবার ডাইরেক্টরেট তুলে দেওয়া উচিত। সেদিনও একথা বলেছি। লেবার ডাইরেক্টরেটের কাছে গেলে তাঁরা বলেন—কন্‌সিলিয়াশন্; এই কন্‌সিলিয়াশনের কোন মানে হয় না। তারপরে ট্রাইবুনালে দেয় তো দু-বছর ধরে সেই ট্রাইবুনাল চলে। শেষপর্যন্ত তার রায় মালিকরা মানবেন না। আবার লেবার ডাইরেক্টরেটে যাবে। যদি এটা compulsory recognition হয়, তাহলে বাংলাদেশে কোন রকম ভাবে ট্রেড্ইউনিয়ন মুভ্মেণ্ট হতে পারে। I. N. T. U C-র যে ডিউটি, যে মিশান, সব জায়গায় তাঁরা ইউনিয়ন করেন। এইসব বড় বড় কথা মিসেস বোস বলেছেন, আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি, তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই—এমন একটি জায়গা কি তিনি দেখাতে পারেন, যেখানে I. N. T. U. C. কোন rival union করেনি। আমি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করছি—তিনি বলুন যে গত বছরের মধ্যে H. M. S. ও A. U. T. U. C. কোথাও rival union করেছে! তারা একটা কোড মানে, ভদ্রতা মানে, তারা শ্রমিক স্বার্থকে দেখতে চায়। আমি চ্যালেঞ্জ করি কি

ভাবে rival union-এর কথা বলি, যখন একটা settlement বা negotiation হয়, সেখানে rival union-এর বলি, সেখান তিনি। Calcutta Electric Supply-এর কথা বলছি, একটা বড় কোম্পানীর সঙ্গে তিন চার বছর negotiation আমাদের চলে। সেখানে highest paid এই Electric Supply-এর শ্রমিকরা। আগে ৫০ টাকা ছিল minimum dearness allowance, এখন সেখানে every worker get cent percent dearness allowance অর্থাৎ একশো টাকায় একশো টাকা। Middle-class একশো টাকা pay যেখানে ১১০ টাকা পায় dearness allowance তারা highest paid। তারপর revision of scales আরম্ভ করলে—চক্রীরাম পুরী দিয়ে তাঁরা rival union করলেন। Revision of pay scales সেখানে করছে শুনে তাঁরা গিয়ে আর একটা rival union করছেন। সুতরাং এটা কার স্বার্থ যে rival union করতে হয়? আপনারা ঠিক negotiation-এর মুখে এটা করেন কেন? যাতে মালিক আমাদের না দেয়—সেই জন্য আপনারা এই rival union করেন। তারপর শিবপুর Electrical Power House-এর কথা বলেছেন আনন্দবাবু। সেখানে আড়াইশো লোকের ভেতর ২০ জনকে অতুল্য ঘোষ হাত করেছেন টাকা দিয়ে।

Shri Ananda Gopal Mukherjee : একথা এখানে না বলে শিবপুরে গিয়ে বলে আসুন না।

Shri Deven Sen : সেদিন আপনার বাড়ীতে গিয়ে বলে এসেছি। আবারও আপনার বাড়ীতে যাচ্ছি—এ কথা বলতে যে আপনার আসানসোলে ঢোকার রাস্তা বন্ধ করে দিতে পারি। আপনি আসবেন কোথা থেকে? প্রত্যেকটা রাস্তা আপনার বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা মারপিটে যাব না।

[A voice : আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন ?]

[Noise and interruptions]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : আপনি ও রকম করে হাসছেন কেন?

Mr. Speaker : I warn you Mr. Chakravorty.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : Sir, while Shri Deven Sen was speaking Shri Ananda Gopal Mukherjee addressed him direct and began to speak.

Mr. Speaker : No member should address the other member. He should address me and through me any other member.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : I would request you to ask everybody on the other side to do that.

Shri Deven Sen : আমি challenge করছি—মিসেস্ বোস এবং আনন্দবাবুকে—গত Central Government employees-দের strike-এর সময় মিসেস বোসের I. N T. U. C.-র লোকেরা পুলিসের ক্লিপে করে, chase করে গিয়ে আমাকে arrest করিয়ে ছিলেন কি না! I was arrested at Ishapore Gun and Shell Factory। কারা আমাকে arrest করেছিল? পুলিশ আমাকে arrest করতে চায়নি। পুলিশ বলেছে দেবেনবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, আমরা তাঁকে arrest করতে পারি না। তখন ওঁরা গিয়ে পুলিশকে খুব ধমকে দেন। তারপর পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করেছে। কারণ, আমি সেখানকার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট।

গবর্ণমেণ্ট নয়, পুলিশ নয়, I. N. T. U C. তিন জন মেম্বার, কাগজ চালাত দিতে পারি। সেই তিনজন লোকের complaint-এ সেখানকার একজন ওয়ার্কারের চাকরী চলে গিয়েছে। তাঁরা এই সমস্ত role করে থাকেন। They are gangrene, cancer in the trade union

movement. They must be wiped out. তাদের আমরা বরদাস্ত করবো না। আজকে বাঁকনাড়ায় ৯ জন Central Government employees-কে dismiss করা হয়েছে। যাঁরা dismiss হয়েছেন, তাঁদের সেই dismissal-কে support করে I. N. T. U. C. pressure দিচ্ছেন কিনা? কোন জায়গায় I. N. T. U. C. declare করেছেন যে Central Government employees-দের শাস্তি দিও না? আনন্দবাবু নগণ্য লোক, তাঁকে বলার কোন মূল্য নেই। আমি মিসেস বোসকে জিজ্ঞাসা করছি এই যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে এই রকম ঝঞ্ঝা চলে গেল স্ট্রাইকের, on principle বলতে পারেন কোন স্ট্রাইকে অংশ গ্রহণ করার জন্য যাঁরা শাস্তি পেয়েছে, তাদের রক্ষার জন্য কখনও কোন কথা বলেছেন? তবে আপনার labour union করেছেন কেন? I. N. T. U. C. কি জন্য labour movement করেছে? আনন্দবাবু কি handbill দেননি colliery-তে general strike-এর বিরুদ্ধে? মিসেস বোস তাঁর ইউনিয়নের তরফ থেকে কি strikers-দের one day's general strike-এর বিরুদ্ধে দাঁড়াননি? তিনি সেখানে বাজারে গিয়ে বলেছেন যে striker-দের কেউ একটি পয়সাও দেবে না, চাল দেবে না, ডাল দেবে না। যদি কেউ কিছু দেয়, তাকে ধরিয়ে দেওয়া হবে। এই সমস্ত কথা কি তিনি সেখানে বলেননি? দুঃখের বিষয় তাঁরা স্ট্রাইক করেননি। তাঁরা স্ট্রাইক যখন করেন ভাঁওতার স্ট্রাইক করেন। কালীবাবুর একটা নূতন ফন্দি দেখলাম। পেট্রোল কোম্পানীর বোনাস্ মেরে, চটকলের কাছ থেকে তিনটাকা চার আনা নেন্। তারপর সেখানে পদযাত্রা করেন মিসেস বোস। স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে স্লোগান নিয়ে। আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হই এই সামান্য তিন টাকা, চার আনা নেওয়াতে। এবং তার ফলেতে সমস্ত negotiations বন্ধ হয়ে যায়। আজ বাংলাদেশের all collective bargaining stopped হয়ে গিয়েছে; এর জন্য affected হচ্ছে। তারা বলছেন তিন টাকা, চার আনা নাও, এর বেশী আমরা দেবো না।

কংগ্রেসের আই. এন. টি. ইউ. সি আর কংগ্রেস সরকার একই জিনিস। এই একটা জিনিসের তিনটা face থাকবে কেন? আই এন. টি. ইউ. সি. যদি মনে করেন শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তাঁরা কি সেটা সরকারী লেভেল্ এ করতে পারেন না? তাঁরা যদি মনে করেন তাদের wages কম আছে, তাহলে তাঁরা সেটাকে কি governmental level-এ করতে পারেন না! তাঁরা এই যে একটা নূতন managing Agency খুলেছেন, তার দ্বারা যদি শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবার চেষ্টা না করেন, তাহলে এটা করবার দরকার কি? সেই জন্য আমি এই এ্যামেণ্ডমেণ্টের গুরুতর বিরোধিতা করছি; এবং আমি বলছি I. N. T. U. C-র ভারতবর্ষে থাকবার কোন অধিকার নেই; কারণ, তারা আছে শুধু মালিকের স্বার্থে, মালিকের প্রয়োজন।

Dr. Maitreyee Bose : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, দেবেনবাবু আমাকে অনেক কথা challenge করে জিজ্ঞাসা করেছেন। ·····

Shri Ganesh Ghosh : মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কি ওঁর বক্তৃতা হচ্ছে?

Mr. Speaker : উনি personal explanation-এ বলছেন।

Shri Ganesh Ghosh : She cannot speak—she has already spoken.

Mr. Speeker : She can give personal explanation. What is your personal explanation?

Dr. Maitreyee Bose : আমি personal explanation করবো, বক্তৃতা দেবো না।

তিনি বলেছেন আমি ওখানকার ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত এবং সেখানে যে ১ লাখ টাকা তুলেছি তার হিসাব দিই নি। এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। তারপর উনি একটা জাল মামলার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে তারা একটা জাল মামলা রুজু করেছেন, এবং তার সঙ্গে আমাকে জড়াতে চেয়েছেন। ওটা তাঁর সম্পূর্ণ ভুল কথা। এ রকম কোন কথা সেখানে ওঠেনি। এক লাখ টাকা কেন, ঢের বেশী টাকা আছে তাদের।

তারপর তিনি বলেছেন আমরা rival ইউনিয়ন করে বেড়াই। দেবেনবাবু দশ বছর ধরে রাইভ্যাল ইউনিয়ন করেছেন, আমরা তা বন্ধ করছি।

[10-40—10-50 a. m.]

Shri Satyendra Narayan Mazumdar: স্যার, আমি রবীনবাবুর প্রস্তাবসমর্থন করছি। এর পক্ষে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। আমি শুধু কয়েকটি তথ্য দেব। আনন্দবাবু আজকে TradeUnion-এর ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাতে দেখছি যে আলোচনা মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত ছিল সেই আলোচনাকে সুকৌশলে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে devert করেছেন, এ থেকেই প্রমাণ হয়ে গেল আনন্দবাবু কি চান, আলোচনাকে এভাবে ঘুরিয়ে দেবার দায়িত্ব আনন্দবাবুর। আমি এবার কিছু তথ্য দিচ্ছি। চা বাগানে আমরা দেখছি সেখানে সাহেব মালিক Union-কে Recognition তো দূরের কথা, কথা পর্যন্ত বলেন না। আমি একবার দেখা করতে গেছলাম M L. A. হিসাবে, সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে। M. L. A.-র সঙ্গে আলাপ না করে উপায় নাই তাই তিনি আলাপ করতে রাজী হন কিন্তু আমার সঙ্গে যারা ছিলেন তাদের উপস্থিতিতে কথা বলতে রাজী হন না। তারপর I. I. A.-এর Secretary-কে চিঠি লিখে জানলাম তাদের সামনে কথা বলা মানে প্রকারান্তরে তাদের স্বীকার করে নেওয়া। তিনি Assistant Labour Commissioner-এর কথা বলেন কিন্তু মালিক কোন concilliation-এর মধ্যেই আসেন না। শ্রমমন্ত্রীকে বারবার জানিয়েছি তিনি বলেছেন তিনি অসহায়। তারপর দেখছি কিছু লোক তারা চা বাগান কিনছে তারা কোন concilliation মানে না, চুক্তি মানেন না, আইন মানেন না। দুদিন পরে বিক্রী করে চলে যাবে তখন নূতন মালিক এসে বলবে আমরা কি করবো নূতন কিনেছি আগের দায়িত্ব নিতে পারি না। এ নিয়ে গণ্ডগোল হয়, case করতে হয়। এ সমস্ত শ্রমমন্ত্রীর নজরে এনেছি। তিনি বলেন কি করবো আমি অসহায়। যদি তাঁর শ্রমদপ্তর এত দুর্বল বলে ভাল করে জানেন তাহলে তাঁর এই অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে দেননা কেন? শ্রমমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তরের এই অসহায় অবস্থা দেখে আবার সাহেব মালিকরা জঙ্গলের রাজত্ব চালাবার চেষ্টা করছে। ত্রিদলীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত veolate করে যাচ্ছে। যখন আগে জঙ্গলের রাজত্ব ছিল ইউনিয়ন শ্রমিকদের ধৈর্যের যদি বাঁধ ভেঙ্গে যেত তখন Tribal Labour-রা মালিককে মেরে ঠিক করতো। শ্রমমন্ত্রী অনেক বড় বড় কথা বলেন যদি সৎ সাহস থাকে তো এ বিষয়ে ব্যবস্থা করুন। আর যদি মালিকদের কিছু করতে অসহায় হন তাহলে বলে দিন চা বাগানের শ্রমিকরা সংগ্রাম করে তারা তাদের অধিকার আদায় করে নেবে।

আমি আর একটা জিনিস বলতে চাই যে সরকার বলেছেন Joint Council of management শিল্পে করবেন তার মধ্যে চা বাগানকে include করে নেবেন। এই Joint Council of manag ment এটা মালিকদের স্বার্থ যদি দেখে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ যদি না দেখে, Union-কে স্বীকার না করে—কেউ স্বীকার করে না—তাহলে Council-কে দেখিয়ে দিয়ে মালিক যদি যা খুশী করে যেতে পারে তাহলে এ জিনিস কি করে চলতে পারে?

কাজেই এখানে বাধ্যতামূলকভাবে Union-কে স্বীকৃতি দেবার যে প্রশ্ন এসেছে সেটাই মূল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে। শ্রম আইনে যে নীতির কথা বলেছেন সরকার যে নীতি ঘোষণা করেছেন সেই অনুযায়ী যদি কাজ করতে হয় তাহলেও এই জিনিসটা আসছে যে, Union-কে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকার করে নিয়ে তবে তার ভিত্তিতে আলোচনা চলতে পারে। এখানে

সাত্তার সাহেব একথা স্বীকার করে নিন, আর তা না হলে এখানে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে না থেকে, আমাদের সামনে এবং শ্রমিকদের সামনে বলুন যে আমার কিছু করার নেই তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।

The Hon'ble Abdus Sattar: অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কক্ষ তাপনিয়ন্ত্রণ হওয়া সত্ত্বেও কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছে, সেইজন্য আমি আর তাপ বৃদ্ধির দিকে মোটেই যাবো না। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে বাধ্যতামূলক recognition-এ কথা কারা recognition চায় না? এমন কি সরকারও চান না যে recognition হবে না। Recognition আমরাও চাই। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে সেই recognition কোন পন্থায় হবে। আমাদের Labour Budget আলোচনার সময় এই কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, আমরাও চাই collective bargaining হোক্। আমরা চাই দুইপক্ষ পাশাপাশি, মুখোমুখি বসে তাদের বিবাদের মীমাংসা করে নিক। এখানে যে শান্তির কথা বলি, সেই শান্তি সামনে রেখে এই recognition চাওয়া হচ্ছে। এখানে এই recognition-র ফলে শান্তি আসবে কি না আসবে এ কথা, অধ্যক্ষ মহোদয়, বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে একটু পূর্বে এই কক্ষে বলা হয়েছে এই ব্যাপার নিয়ে নৈনিতালে কিছু কিছু formula গৃহীত হয়েছে এবং মাদ্রাজে তা স্বীকৃত হয়েছে। সরকার পক্ষ কিছু করেনি একথা ঠিক নয় Agreement-র সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে শান্তি আমরা চাই, যে সম্প্রীতি আমরা চাই, এবং মালিক শ্রমিকের যে সম্পর্ক তার উন্নতি আমরা চাই, তার মধ্যে বাধ্যতামূলক কতটুকু আছে। এইজন্য ত্রি-দলীয় সম্মেলনে এই agreement করা হয়েছে, এর মধ্যে কতটুকু বাধ্যতামূলক এবং কতটুকু voluntary basis-এ হবে তা এই ত্রি-দলীয় labour conference-এ ঠিক হতে পারে। এই ত্রি-পক্ষীয় labour conference, সেটা highest policy making body, যার প্রত্যেক বৎসরে বৎসরে অধিবেশন হয়, এই বৎসরেও হবে, আমি মনে করি এটা একটা ক্ষেত্র। এই conference-এ এই সব কথা আলোচনা হতে পারে এবং সেখানে পূর্ব সিদ্ধান্ত যা গৃহীত হয়েছে তার পরিবর্তন হতে পারে। আইন কখনও করা হবে না, একথা আমি বলি না; laws are made to meet social demands। আমরা দেখেছি কিছুদিন আগেও যে আইনের কথা মানুষ চিন্তা করতে পারতো না, যে আইন করতে গেলে অনেক বিপদের কথা বলতেন, এমন কি আকাশ থেকে পড়বার মত কথা বলতেন, সেই সব আইনও পর পর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং আইন কোন সময় হবেনা তা নয়। আজকে recognition-র কথায় বলতে চাই, Trade Union-গুলিকে তাদের অধিকার সম্পর্কে নূতন করে জানাতে চাই, যে নৈনিতালের পর মাদ্রাজের conference-এর পর, কোথায় কোথায় তারা এই recognition দাবী করেছিল এবং এই দাবী সেখানে করতে হলে কোথায় কোথায় সেই দাবী স্বীকৃত হবে সে কথা মাদ্রাজ conference-র গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে। আমরা সেই সিদ্ধান্ত সমস্ত পক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং আমরা তাদের মতামত চেয়েছিলাম কিন্তু সেই তথ্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় নি। যার থেকে বলা যেতে পারে যে এটা চলছে না, এর জন্য আজকে আইন করতে হবে। আমি আজকে এখানে বিনীতভাবে একটা suggestion করছি সমস্ত Trade Union প্রতিষ্ঠানের কাছে। এই suggestion সাহস করে করছি এইজন্য যে, আমরা দেখেছি যে তাদের মধ্যে হয়ত বিরোধ থাকতে পারে কিন্তু শ্রমিক স্বার্থে তাঁরা এক হয়ে কথা বলেন।

[10-50—11 a. m.]

আমি দেখেছি ওটা বড় প্রতীক ধর্মঘট হয়ে গিয়েছে, পাটকলে, কাপড়ের কলে, সেখানে সমস্ত দলমত নির্বিশেষে সকলে যোগদান করেছে—তারা নিজেদের মধ্যে একটা আচরণবিধি ঠিক

করুন। আমি বিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না শুধু পুনরুক্তি করছি, যদি rival union হয় তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি—এই recognition একবার হয়ে গেলে চিরদিনের জন্য হয়ে যাবে না, ২ বৎসরের মধ্যে নড়চড় হবে না একথা সত্য, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি আজ যারা minority তারা কি majority হবার চেষ্টা করবে না? সেজন্য আমি বলছি পরস্পরের মধ্যে বসে আচরণ-বিধি ঠিক করুন, এইরকম করুন যে, একটা একটা registered recognised trade union থাকলে সেখানে অন্য কোন Union করা হবে না। আমি অনেকদিন আগেকার কথা বলছি, Burnpur Iron & Steel Factory-তে recognised union থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের একটা পাল্টা য়ুনিয়ন করতে হয়েছে, এবং সেই union ধর্মঘট করেছে। কিন্তু আমি নির্ভয়ে একথা বলব যে, আমরা আমাদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছি যে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করিনি—যে কোন দলই তাদের দাবী দাওয়াসম্বলিত প্রস্তাব আমাদের কাছে উত্থাপন করুক না কেন, তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে আসুক না কেন, তাই আমরা বিচার করে থাকি। আমি যে য়ুনিয়নের কথা বলছি সেই য়ুনিয়নের ব্যাপার আমরা tribunal-এ দিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন যে tribunal-এ দিয়ে কিছু হয় না। আমি একথা বলব, tribunal-এর দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থই রক্ষিত হয়—train ধর্মঘটের কথা, আশা করি এত শীঘ্র কেউ ভুলে যায়নি, tribunal দ্বারা কি শ্রমিকদের কোন বৃদ্ধি হয়নি, তাদের দাবীদাওয়া কি কিছু কিছু পূর্ণ হয়নি? সুতাকলে, কাপড়ের কলে, Omnibus tribunal, Engineering tribunal—এগুলিতে কি শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি? আমরা যদি পক্ষপাতিত্ব করতাম তাহলে পাল্টা Union-কে কখনোই স্বীকার করতাম না, tribunal-এ দিতাম না। আমি সেজন্য বলছি, যে ৪টা trade union সংস্থা আছে তারা একসঙ্গে বসে একটা আচরণবিধি ঠিক করুন, এবং একমত হোন recognition-এর criterion কি হবে। আমি স্বার্থহীনভাবে বলছি, আমি সর্বশক্তি দিয়ে বলছি, সর্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত আমরা কার্যকরী করব, প্রয়োজন হলে আইন করব। যেসব বন্ধু বলেন এবং মনে করেন labour দপ্তরের কোন প্রয়োজন নাই, তাঁরা যেন নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা প্রমাণ করে দেন যে শ্রমদপ্তরের প্রয়োজন নাই। স্যার অধ্যক্ষ মহোদয়, এই উপলক্ষে আমি আরেকটা কথা বলতে চাই, কারণ এখানে শুধু recognition নিয়েই আলোচনা হয়নি, বহু বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়েছে। Tribunal-এ যেতে অনেক সময় আমরা we are coerced to—এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, W. M. S, তারা শুধু দাবিই করল না, tribunal দাবি করে অনশন ধর্মঘটও করছিল, এবং বিপন্ন স্ত্রী স্বামীর জীবন রক্ষা করতে Writers' Building-এ ছুটে এল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, আমার কাছে, যদিও এটা tribunal-এ দেবার ইচ্ছা আমাদের ছিলনা। সুতরাং যাঁরা বলেন tribunal শ্রমিকদের মামলাবাজ করে তোলে, যদি তারা tribunal না চান তাহলে আমি খুশীই হবো। Recognition দেওয়ার ব্যাপারে আমি collective bargaining-এর পক্ষপাতী—collective bargaining-এর দ্বারা কি কতগুলি বৃহৎশিল্পে কি মালিক-শ্রমিক বিরোধের মীমাংসা হয়নি?—Jay Engineering-এ যদি সম্ভবপর হয়ে থাকে, যদি India Fan-এ সম্ভবপর হয়ে থাকে, যদি Sen Ralley-তে সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে অন্যজায়গায় কেন সম্ভবপর হবে না? আমি বলতে চাচ্ছি মাদ্রাজে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাকে fair deal দেওয়া হোক, এবং এই fair deal দিতে আমাদের শ্রমদপ্তর যথাসাধ্য সাহায্য করবে। ইউনিয়ন স্বীকৃতি সম্পর্কে যে সংখ্যার কথা বলা হয়েছে এই সংখ্যা ঠিক নয়—এই সংখ্যা নিরূপণের জন্য শ্রমদপ্তর সাহায্য করবে, Labour Commissioner নিজে দেখে একটা রায় দেবেন। যদি মনে হয় Labour Commissioner-এর রায় ঠিক নয় তাহলে একটা verification কমিটি হবে যার মধ্যে সমস্ত union-এর লোক থাকবে, এই verification committee যে রায় দেবে তা আমরা মানব। কিন্তু recognition বাধ্যতামূলক করলে কার্যকরী কেমন করে করবেন? আমি বলি recognition দিতে হবে এই নিয়ে কোন বিরোধ নাই। Code discipline মানবার জন্য

যদি আমরা বাধ্যতামূলক আইন করি, সেই আইন evade করারও বহু যন্ত্র আছে এবং সেই evasion-এর কথা শুধু মালিকপক্ষই ভাবেন না, শ্রমিকপক্ষও ভাবে। মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সম্প্রীতিই হচ্ছে বড় কথা। স্যার অধ্যক্ষমহোদয়, যে সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে তা আমি গ্রহণ করছি, যদিও এই প্রস্তাব পড়ে ধারণা হতে পারে যে সরকার ইতিপূর্বে এগুলি কার্যকরী করার কোন চেষ্টা করেনি। শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় যে circular-এর কথা বল্লেন সেই circular মাদ্রাজের সিদ্ধান্তের বাইরে—১৯৫৮ সালের September মাসে সমস্ত মালিকের কাছে পাঠান হয়েছে। আমরা তাতে suggest করেছি কোথায় কোথায় recognition চাই সেই কথা মালিকপক্ষের কাছে উপস্থাপিত করুন—এবং তারা একটা আচরণবিধি নিজেদের মধ্যে ঠিক করুন, এবং এও ঠিক করুন যে, একটা recognised union থাকলে অন্ততঃ কয়েক বৎসরের মধ্যে অন্য Union করার চেষ্টা করবেন না। Recognition দিতে আমাদের আপত্তি নাই। যে ৫টা Union আছে তার সঙ্গে একটা independent জুড়ে দিলেই ৬টা Union হবে। আমাদের এখানকার Trade Union Act অনুসারে registration দিতে আমরা বাধ্য।

[11—11-15 a. m.]

ট্রেড ইউনিয়ন য়্যাক্ট অনুসারে আমরা রেজিষ্ট্রেশান দিতে বাধ্য। আমরা ট্রেড ইউনিয়ান করতে চাই, তাকে বাধা দিতে আমরা চাই না।—সেখানে আইনের কোন বাধা নেই। তবে ট্রেড ইউনিয়ন আইনকে সংশোধন করে একথা বলি যে রেজিষ্টার্ড ইউনিয়ন থাকলে সেখানে অন্য কাউকে রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া হবে না এবং আমরাও সেটা মেনে নেবো ও তাকেই আমরা রেজিষ্ট্রেশান দিতে বাধ্য হব। কিন্তু এইরকম মাল্টিপুল ইউনিয়ন আজকে অনেক সময় শিল্পে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়। আসানসোল কোলফিল্ডে যে অশান্তি দেখা যাচ্ছে এবং সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট আমরা পড়েছি—তাতে rivalry among themselves. এই রাইভ্যালরি আজকে দূর করতে হবে। সেজন্য আজকে আমার ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধুদের কাছে বিনীত সাজেশান হচ্ছে যে তাঁরা একত্রিত হয়ে তাঁদের আচরণবিধি ঠিক করে নিন এবং তারপর সরকার চিন্তা করবেন আইন করার সময় এসেছে কি আসেনি ; তার পূর্বে আইনের কথা উঠতে পারে না। ডাঃ বোস যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি।

[At this stage the House was adjourned for 10 minutes.]

[After adjournment]

[11-15—11-25 a. m.]

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : স্পীকার মহাশয়, ইস্যুটা হচ্ছে recognition of the union কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বলা যায় এই ইস্যুটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে যে অবান্তর কথাবার্তা ও নানারকম পরস্পর গালিগালাজ হল তাতে কিন্তু কিছুই হল না। প্রশ্নটা খুব আর্জেন্ট। প্রশ্ন হচ্ছে যে আজ সরকার একথা মনে করেন কিনা যে নৈনিতাল কনফারেন্সে যেটা সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহীত হয়েছিল সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এটা অবলিগেটারী বলে স্বীকার করা হয়েছিল সেটাকে কার্যকরী করার জন্য কোন চেষ্টা করা হয়েছে ? ৩ বছর পার হয়ে গেল আজ পর্যন্ত সেদিকে সময় ক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে মন্ত্রীমহাশয় আজ এখানে মালিকদের হয়ে ওকালতি করা ছাড়া আর কিছুই করলেন না। ইউনিয়নদের রেকগনাইজ করার কথায় তিনি

ইন্টার ইউনিয়ন রাইভ্যালরীর কথা বললেন। আমি তাঁকে একথা বলব যে যদি কোন establishment-এর মাধ্যমে, ভেরিফিকেশানের মাধ্যমে এটা ঠিক হয় যে I N T. U. C.—ডাঃ বোসের ইউনিয়ন সেখানকার representative character-এর স্টেটকেই মানা হবে তাহলে তাতে আমরা অন্যায় বলে মনে করি না। আবার ভেরিফিকেশানের মাধ্যমে এটা যদি ঠিক হয় যে I. N. T. U.-র ইউনিয়ন সেখানকার representative character তাহলে তাকে মানা হোক আপত্তি নেই।

২ বছর পর নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গ উঠবে যে সেই ইউনিয়ন এখনও রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেকটার-এর ইউনিয়ন আছে কি না। তারপর যখন অনেক পদ্ধতি আছে এবং সরকারের বিভিন্ন এষ্টাবলিস্মেণ্টে আছে তখন সেটা এখানে কেন হবেনা বা ব্যালিট ইলেকসনের যে ব্যবস্থা আছে এ ক্ষেত্রে শিল্পের ভিত্তিতে কেন সেই ব্যালিটের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত করা হবে না যে কোনটা রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেক্টারের ইউনিয়ন আর কোনটা নয়? তবে কি এই জিনিসই বুঝব যে এখানেও ঐ মালিকরা বা আই. এন. টি. উ সি বাধা দিচ্ছে বলে এটা হচ্ছে না? স্যার, কোনটা রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়ন সেই সিদ্ধান্ত করা আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু শুধু পাশ কাটিয়ে যেতে হবে বলে আজকে ভলাণ্টারী এগ্রিমেণ্ট ইত্যাদি নানা কথা বলে পরস্পরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। তবে আমরা মেনে নিতে রাজী এবং মনে হয় ব্যালিটের মাধ্যমে এলে রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেকটারের ইউনিয়নকে মেনে নিতে আপনাদেরও কোন অসুবিধা হবে না, তা সে আই. এন. টি. উ. সি., এইচ. এম্. এস্. বা ইউ. টি. সি যেটাই হোক না কেন, তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি মালিকরা যেটা চায় সেটাই সাত্তার সাহেবের মুখ দিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে—অর্থাৎ তাঁরা চাননা যে ইউনিয়ন রিকগনাইস্ হোক এবং সেই জন্যই এই সমস্ত ইন্টার ইউনিয়ন এর কথা বলে আজ তাঁরা আসল পদ্ধতিতে এলেন না। তারপর আনন্দবাবু রিকগ্নিসনের বিপদের কথা বলেছেন এবং সেই বিপদ কি সেটাই ছিল তাঁর বক্তৃতার প্রধান কথা। তবে এই ধরনের বক্তৃতা তিনি যদি শ্রমিকদের মধ্যে গিয়ে করেন তাহলে তারা তাঁকে একটি উঠতি দালাল ছাড়া আর কিছু বলবে না। যা হোক্, এবারে আমার বক্তব্য হচ্ছে এবং যেটা পূর্বেও বলেছি যে, এটা যেমন শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ঠিক তেমনি দেশের পক্ষেও একান্ত প্রয়োজন এবং শুধু যে শ্রমিকের দাবী পূরণের জন্য প্রয়োজন তা নয়, শিল্পে শান্তি সংরক্ষণের জন্য এবং ইজি সেটেলমেণ্ট অব ডিস্পুট-এর জন্যও এটা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। কাজেই ঐ ধরনের গালাগালি করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তারপর ডাঃ বোস বলেছেন বলে আমি উদাহরণস্বরূপ বলছি যে, যে কারণেই হোক বা তাঁর পছন্দে বা অপছন্দেই হোক জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় তাঁর যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য পরে দু-একবার তাঁরা ঐ জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় আবার নাক গলাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানকার শ্রমিকরা তাঁদের নাক ঘসে দিয়েছে। তারপর স্যার, এসব কথা বলার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না কিন্তু দুঃর্ভাগ্যক্রমে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি কেননা তিনি ইণ্ডিয়া ফ্যানের কথায় বলেছেন যে সেখানকার ইউনিয়নের তিনি প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং সেই কারখানাকে বাঁচাবার জন্য তিনি অনেক কিছু কাজ করেছেন, আমরা কিছুই করিনি। কিন্তু আমরা তো এটাই জানি যে, এইসব কাজ করার ফলে সেখানকার শ্রমিক এবং কর্মচারীরা তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করছে। (Dr. Maitreyee Bose: I am still the President of the Union) তবে তাঁর বিতাড়ণের ব্যাপারে যদিও আমরা দোষী নই, কিন্তু একথা বলতে পারি যে, ডাঃ বোস যদি কাশীবাবুর সমস্ত পুলিশ নিয়ে ইণ্ডিয়া ফ্যানে যান তাহ'লেও তিনি সেখান থেকে ৫% ভোট পাবেন না। যাহোক্, আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু ঐসব কথা তুলে আমাকে এ কথাই বলতে বাধ্য করা হচ্ছে যে, দালালী করারও একটা লিমিট আছে। তবে ইউনিয়ন সম্বন্ধে উনি যে সব কথা বলেছেন তাতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যেখানে যেখানে তাঁদের ইউনিয়ন আছে সেগুলো রিকগনাইজড্ হয়ে তার ভিতর

দিয়ে যদি তাঁরা অগ্রসর হন তাতে আমরা খুশীই হব। শুধু তাই নয়, আমরা জানি বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একটা জায়গা রয়েছে কাজেই সততার ভিত্তিতে রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেকটারের ইউনিয়ন হয়ে যদি তার মধ্য দিয়ে তাঁর ইউনিয়ন বা আই. এন টি উ. সি.-র রিকগ্‌নাইজড হয় তাহলে আমি বলব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি হবে।

তার মধ্য দিয়ে ট্রেড ইউনিয়নের অগ্রগতি হবে। আমি বলতে পারি যদিও আমাদের সঙ্গে তাদের বিরোধ আছে তবুও সেখানে ব্যালটের মধ্য দিয়ে যদি আই. এন. টি. ইউ. সি. রেকগ্‌নাইজড্ হয় তাহলে সেই ইউনিয়নের মধ্যে আমাদের লোকেরা কাজ করবে। গ্যারান্টি চান, আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি। আজকে আসল ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে কেন সেটা অন্য পথে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছেন। কার স্বার্থ আছে? সেই স্বার্থটা আজকে সরকারের স্বার্থ এবং মালিকের স্বার্থ এবং আই. এন. টি ইউ. সি. র স্বার্থ। এই কারণে এই কথা উঠেছে, না হলে এই কথার প্রয়োজন ছিল না। ভেরিফিকেসানের কথা বলেছেন ডাঃ রণেন সেন আমার থেকে তিনি কম জানেন না। মালিক তাদের খাতাপত্র তৈরী করে দেয়, রোল পাঠিয়ে দেয়। বহু ক্ষেত্রে আনঅর্গানাইজড্ জায়গা রয়েছে, আমরা সেখানে কাজ করব যদি তারা ব্যালটের ব্যবস্থা করতে রাজী হয়—প্রতিটি শিল্পে, প্রতিটি এস্টাবলিসমেন্টে আই. এন. টি. ইউ. সি. ব্যালটের মধ্য দিয়ে উপস্থিত হন, এ. আই. টি. ইউ. সি. রাজী আছে। যে ইউনিয়নকে স্বীকার করা হবে সেই ইউনিয়ন রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বলে ঠিক হবে, এ. আই. টি. ইউ. সি. সেখানে কাজ করবে। ২ বছর পরে ব্যালট যখন হবে তারপর তারা ব্যালটের মধ্য দিয়ে এটা স্থির করতে পারবে। প্রতিটি কারখানায় ওয়ার্কস কমিটির ইলেকসান হচ্ছে—কোন্ ইউনিয়নকে শ্রমিকরা একান্তভাবে চায়, তার উপর আস্থা আছে এটা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার নয়। এই কয়েকটা কারণে আমি বাধ্য হয়ে একথা বলছি যে এ ক্ষেত্রে পরস্পরকে আক্রমণ করার দরকার ছিলনা, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যার যেরকম দৃষ্টিভঙ্গী থাকুক না কেন মালিক বিরোধিতা করতে চায়, তাঁরা চান সকলের মধ্যে শান্তি বজায় থাকুক, তাঁরা চান বিরোধের সেটেলমেন্ট হোক, তাঁরা এই বিরোধের মধ্য দিয়ে কিছু ব্যবস্থা করে নিতে চান না। তাঁরা নিশ্চয়ই রাজী হয়ে যাবেন যে একটা আচরণ বিধি এই রকম ব্যালটের মধ্য দিয়ে স্থির হয়ে যাক এবং তার মধ্য দিয়ে যেটা রিপ্রেজেনটেটিভ ক্যারেক্টার হবে তাকে মানা হোক। এই কারণে ভোলান্টারি এগ্রিমেন্টের মানে হচ্ছে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং সেটা এ্যাবলি ক্ল্যারিফায়েড হয়ে গেছে ডাঃ ঘোষের মধ্য দিয়ে, আনন্দগোপাল মুখার্জীর মধ্য দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত সেটাকে খুব ভালভাবে মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে মালিক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই রকম ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন। তাঁরা শুধু বিরোধের জন্য কিছু করে উঠতে পারেন না এত বড় মিথ্যা নির্লজ্জ ওকালতি বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কাছে উপস্থিত হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকে মন্ত্রী মহাশয় সেই ভূমিকা অবলম্বন করলেন এই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। এই বলে আমি এ্যামেণ্ডমেন্টের বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker: If the Hon'ble Minister likes, he can give a short reply.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: On a point of order, Sir. It is a non-official resolution. So, I do not think the Minister can again claim a right of reply—he has already given a reply.

Mr. Speaker: The Minister can reply—he can say a few words again.

Dr. Prafulla Chandra Ghose: Excuse me, Sir. In a non-official resolution, it has never been the custom here for the Minister to reply a second time after he has given a reply. It is not the custom here. It is not an official resolution. It is a non-official resolution in which the Minister has got as much right as any

other member of the House. He replies in his capacity as a member of the House and not as Minister.

Mr. Speaker : Do you refer to the custom or do you refer to the rules ?

Dr. Prafulla Chandra Ghose : If you can point out to me any rules, I will bow down to your ruling.

Mr. Speaker : Yes, Mr. Sattar.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : Sir, what is your ruling ?

Mr. Speaker : Yes, the Minister can reply. I will show you the rule afterwards.

Dr. Prafulla Chandra Ghose : It may or may not be right. So, what is the good of showing it afterwards. I do not think the Minister can speak again.

Dr. Jnanendra Nath Majumdar : So far as I remember, it is the mover who has the last say in the matter.

Shri Jyoti Basu : একটা কথা বলছি, উনি কেন বলছেন ? উনি তো মালিকের কথাই বলবেন, এতো আমাদের মার্কাস সাহেব, লেনিন সাহেব সব বলে গেছেন যে ওঁরা যাঁদের হয়ে রাজত্ব করছেন তাঁদের কথাই তো বলতে হবে। সাত্তার সাহেব বেচারী কি করবেন ?

[11-25—11-35 a. m.]

Mr. Speaker : Dr. Ghose is not right. I read rule 333(3) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the West Bengal Legislative Assembly, "A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion is moved by a private member, the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied."

Shri Ganesh Ghose : The Minister did not ask for the permission of the Speaker. It is you, Mr. Speaker, who asked him to speak.

Mr. Speaker : He was looking at me—obviously for my permission.

The Hon'ble Abdus Sattar : মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। অতি সংক্ষেপে আমি বলতে চাচ্ছি এবং আমি দৃঢ়ভাবে বলছি যে আমি মালিকপক্ষের কোন কথা বলছি না। আমি বলেছি যে, যেমন জয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মালিক তাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে আমরা রেকগ্নাইজ করিয়েছি ইউনিয়নকে। এমন মালিক কিছু আছে, সে সব জায়গায় চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন আমরা করতে প্রস্তুত আছি। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন এ নিয়ে নূতন বিরোধের সূচনা হবে। আমি আবার বিনীতভাবে বলছি তাঁরা একত্রিতভাবে কোড্ অব কনডাক্ট ঠিক করে দিন ফর মাই ওন গাইডেন্স।

The motion of Dr. Maitreyee Bose that for the words beginning with "the speedy settlement" in line 2, and ending with the words "held in 1958" at the end, the following be substituted, namely :—

"Speedy settlement of industrial disputes require encouragement of collective bargaining between Trade Unions and Employers ;

And in view of the fact that in this State it is necessary to recognise registered Trade Unions by the employers ;

This Assembly is of opinion that the agreement arrived at 16th Tripartite Labour Conference at Nainital in 1958 and ratified at 17th Tripartite Labour Conference in Madras be given effect to by the Government."
was then put and a division taken with the following result :—

AYES—85

Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Banerjee, Shrimati Maya
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bhattacharyya, The Hon'ble Syamadas
Blanche, Shri C. L.
Bose, Dr. Maitreyee
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Chaudhuri Shri Tarapada
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Shri Mahatab Chand
Das, Shri Radha Nath
Das, Shri Sankar
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, Shri Parimal
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Gupta, Shri Nikunja Behari
Gurung, Shri Narbahadur
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hoare, Shrimati Anima
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahanty, Shri Charu Chandra
Mahato, Shri Debendra Nath
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Misra, Shri Monoranjan
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Mukhopadhyay, The Hon'ble Purabi
Murmu, Shri Jadu Nath
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pemantle, Shrimati Olive
Pramanik, Shri Rajani Kanta
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Sinha, Shri Durgapada
Sinha, Shri Phani Chandra
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing
Yeakub Hossain, Shri Mohammad

NOES—46

Abdulla Farooquie, Shri Shaikh
Banerjee, Dr. Dhirendra Nath
Banerjee, Shri Subodh
Basu, Shri Amarendra Nath

Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bhagat, Shri Mangru
Bhandari, Shri Sudhir Chandra
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Das, Shri Durgapada
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Dr. Prafulla Chandra
Ghosh Shri Ganesh
Ghosh, Shrimati Labanya Prova
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Konar, Shri Hare Krishna
Majhi, Shri Lodu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Dr. Jnanendra Nath
Mazumdar, Shri Satyendra Narayan
Modak, Shri Bijoy Krishna
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Mullick Chowdhury, Shri Suhrid
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Panda, Shri Bhupal Chandra
Prasad, Shri Rama Shankar
Rai, Shri Deo Praktsh
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Jagadananda
Ray, Shri Rabindra Nath
Sen, Shri Deben
Sen, Shrimati Manikuntala
Sen, Dr. Ranendra Nath
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 85 and the Noes 46, the motion was carried.

The motion of Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay, as amended, namely, that in view of the fact that the maintenance of industrial peace and speedy settlement of industrial disputes require encouragement of collective bargaining between Trade Unions and Employers ;

And in view of the fact that in this State it is necessary to recognise registered Trade Unions by the employers ;

This Assembly is of opinion that the agreement arrived at 16th Tripartite Labour Conference at Nainital in 1958 and ratified at 17th Tripartite Labour Conference in Madras be given effect to by the Government, was then put and agreed to.

PRIVATE MEMBERS' BILLS

The West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1961.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg leave to introduce the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1961.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : Sir, I oppose the motion for leave to introduce the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1961.

Shri Subodh Banerjee : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ৩ নম্বর পরিচ্ছেদে বর্গাদার সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই তিন নম্বর পরিচ্ছেদের ১৬ নম্বর ধারায় লেখা আছে—

The Bargadar shall deliver to the person whose land he cultivates the share of produce due to him within the prescribed period.

১৬ নম্বর ধারায় বর্গাদারকে—তার দ্বারা কর্ষিত জমির ফসল মালিককে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—এটা mandatay. মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি এও জানেন, যে ক্ষেত্রে

বর্গাদার যদি এই ধান দিতে অক্ষম হয়, তাহলে ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়। অথচ গত কয়েক বছর ধরে সারা বাংলাদেশে—বিশেষ করে সুন্দরবন অঞ্চলে একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে—সেই সমস্যা হচ্ছে মালিকপক্ষ জোরজবরদস্তি করে ফসল জোর করে কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে—যে বর্গাদার—তার অংশও তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই—সমস্ত ধানই মালিক তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আইনে বলা হচ্ছে যে ধানের অংশ মালিককে বর্গাদার জমা দেবে! কিন্তু মালিক পক্ষ সব ধান জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার বর্গাদার সে ধান মালিককে জমা দিতে না পারায়—আইনের ঐ ১৭ নম্বর ধারায় উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বর্তমান Land Reform Act বর্গাদারকে কোন Protection দিতে পারে না। যেখানে মালিক জোর করে বর্গাদারদের ধান তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে ভাগচাষ কোর্টে দরখাস্ত করেছি, application করেছি; কিন্তু সেখানে ভাগচাষ কোর্টের অফিসার আমাদের জানালেন বর্গাদার আইন বর্তমান ক্ষেত্রে যা আছে, সে ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। এই আইনের সংশোধন করা দরকার। এ ব্যাপার সম্পর্কে আমি ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিমল সিংহের সঙ্গেও আলোচনা করেছি। সেখানে ভূমিরাজস্ব বিভাগের অফিসারবৃন্দ ছিলেন, তাঁরাও স্বীকার করেছেন, নীতিগতভাবে—তাঁরাও সে জিনিস সমর্থন করেন। সেখানে বর্গাদারদের Protection দেওয়া দরকার, যেখানে মালিক জোর করে ধান নিয়ে যাচ্ছে—তারা সেটা মানেন। আইনের ১৮ নম্বর ধারায় যে Protection রয়েছে—, তা কার্যকরী হচ্ছে না। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ভাগচাষ কোর্টের রায় থেকে দেখেছি—বর্গাদার Protection পাচ্ছে না। এই disputed point—আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—Certified copy of the Judgement—আমি দাখিল করবো। সেই Certified Copyর জন্য দরখাস্ত করেছি। এই Certified Copy পেতে দেরী হয়। আমি তা এখনো হাতে পাই নি। আমি নিজে মামলা পরিচালনা করেছি—আমি জানি বর্তমান Land Reforms Act বর্গাদারদের Protection দিচ্ছে না। বাংলা দেশের সরকার যদি মনে করেন—এই রকম একটা জিনিস থাকা উচিত, তাহলে তাঁদের এটা মেনে নেওয়া উচিত। এটা কি ব্যাপার! সমস্ত ধান মালিক জোর করে নিয়ে যাবে—আর শেষে বর্গাদার মালিককে তাঁর অংশের প্রাপ্য ধান দিতে পারলো না বলে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। আমার এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করতে এখন যদি আপনার অসুবিধা হয়, যদি আমি Certified copy of the Judgement of the Bhagchas Court produce করতে পারি তাহলে নিকট ভবিষ্যতে এই আইনের পরিবর্তন করবেন। এই আশ্বাস চাই এই বলে এই বিল আমি introduce করতে চাই।

[11-35—11-45 a. m.]

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্য সুবোধ ব্যানার্জি মহাশয় যে বিল এনেছেন, তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ একমত।

বর্গাদারদের অধিকার ক্রমশঃ নিরাপদ এবং সুরক্ষণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বর্গাদার আইনগুলি রচনা করেছি। যদি দেখি বর্গাদারদের স্বার্থহানি হচ্ছে, বর্গাদারদের প্রাপ্য ফসল জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তাহলে অবশ্য প্রয়োজন হলে এই আইন সংশোধন করবো। বর্গাদারদের সম্পর্কে বর্তমানে যে আইন রয়েছে, তাতে বর্গাদারদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য সম্পূর্ণ বিধান রয়েছে। যদি ১৮ ধারা ১৯ ধারা এবং ১৯ (ক) ধারা সুবোধবাবু একটু ভাল করে পড়ে দেখেন তাহলে আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন বিলের বর্তমান

ধারাগুলির মধ্যে দিয়ে বর্গাদারদের বঞ্চিত অভিযোগ থেকে রক্ষা করা যেতে পারবে। এবং যদি বর্গাদারদের যদি কারও প্রাপ্য ফসল জোর করে মালিকরা কেড়ে নেয় তাহলে ১৯ (ক) ধারায় আছে—মালিকের শুধু জরিমানা নয়, ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হতে পারে। সুবোধবাবু তাঁর অঞ্চলের বর্গাদারদের সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেছেন যে সেখানে ভাগচাষ অফিসাররা এমন কতকগুলি রায় দিয়েছেন, যার ফলে সেখানকার বর্গাদারদের খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। তিনি যদি সেই রায়গুলি সম্পর্কে কিছু কিছু করে প্রমান দিতে পারেন, তাহলে আমি সেগুলি আইনের দিক দিয়ে বিচার করে দেখবো। ওতে দেখি যদি বর্গাদার আইনের সংশোধন করা প্রয়োজন, তাহলে আমি তাঁকে আশ্বাস দিতে পারি, তা আমি নিশ্চয় উপযুক্ত ভাবে সংশোধন করবো।

The motion of Shri Subodh Banerjee for leave to introduce the West Bengal Land Reforms (Amendment) Bill, 1961, was then put and lost.

Mr. Speaker : The time for non-official business is over.

GOVERNMENT BILL

The Paschim Banga Ayurvedic System of Medicine Bill, 1960.

Mr. Speaker : Now, we take up the Third Reading of the Paschim Banga Ayurvedic System of Medicine Bill, 1960. Dr. Narayan Chandra Ray will please speak.

Dr. Narayan Chandra Ray : শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, এ বিলের তৃতীয় দফার আলোচনার সময় এই বিলের সমর্থনে কয়েকটি কথা আমি আপনার মারফৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সামনে রাখছি। এ বিল অবশ্য অনেক আগেই আনা উচিত ছিল এবং যেভাবে এসেছে সেভাবে না এসে উন্নত ধরণে আসা উচিত ছিল কেননা এই যে সকল আয়ুর্বেদিক আছে তাদের মুখ থেকে শোনা কথা-যে ইংরেজ আমলে যতটা সুযোগ সুবিধা ছিল তাও অনেকখানি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যে টাকাটা কমে গিয়েছে সেটা আমি আমার বক্তব্যে রাখছি। এর বিরোধিতা আমি করছিনা এজন্য যে এরকম বিল একটা আসুক সেটা চাইছিলাম কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অনেকগুলি খারাপ জিনিষ-এর মধ্যে আছে এবং সেগুলির দরকার আছে—এ বিল যখন চালু করবেন একথা স্মরণ রাখবেন। এ বিলের মধ্যে দুটি জিনিষ একসঙ্গে জড়িত। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শিক্ষা এবং আয়ুর্বেদ চিকিৎসক এবং ঔষধ তৈরী। এই বিলের মধ্যে আয়ুর্বেদ ঔষধ তৈরীর জন্য লাইসেন্সের কথা - বলেছেন, ফলে অনেক কবিরাজ আছে যারা ঔষধ বাজারে বিক্রী করে তাদের কতগুলি অসুবিধা হবে। কতকগুলি জায়গায় কবিরাজরা pasent তৈরী করে বাজারে বিক্রী করেন তাদের পক্ষে ঔষধ তৈরী করার, standardise করার অনেক অসুবিধা হবে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের কি কি দাবী হওয়া উচিত। সেটা হল medical Education, Pharmacy, medicine-Practitioner. এখানে একটা কথা বলি কোন কোন কবিরাজকে Registration, renewal-এর জন্য বার বার fee দিতে হবে। এটা ঠিক নয়। বাস্তবিক বার বার কোন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে টাকা পাঠিয়ে নিজের চেষ্টায় Registration renewal করার চেষ্টা অন্যায়। এটা নাকি অন্যান্য প্রদেশে নাই। এ সম্বন্ধে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরও কতকগুলি জিনিষ আছে। আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আয়ুর্বেদ হাসপাতালের যা প্রয়োজন কাজের জন্য, প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম আছে। সরকার থেকে কৃপণহস্তে যা দেওয়া হয় তাতে অভাব ঘোচেনা—ফলে অপ্রাচুর্য, অসচ্ছলতার গ্লানি এসে পড়ে। এই গ্লানি এখানে আলোচনার মাধ্যমেও ফুটে উঠেছে।

[11-45—11-55 a. m.]

কিন্তু এখানে যদি এই বিলের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষন প্রতিষ্ঠান করেন তাহলে আরো অর্থের দরকার হবে। আমাদের দেশের আয়ুর্বেদ, আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে মর্যাদা লাভ করে তা যদি করতে চান তাহলে কার্পণ্য করলে চলবে না। তাদের সেইভাবে মর্যাদা দিতে হবে যাতে তারা মানুষের মাঝে থেকে জনসেবা করতে পারে। এই বিল সমর্থন করতে উঠে সে সব প্রশ্নগুলি রাখলাম আশা করি তা বিবেচনা করবেন এবং সেই মনোভাব নিয়ে এ জিনিস করবেন। এই বিল আগেই আসা উচিত ছিল, এটা already দেরী হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে অনেক জিনিষ নেই সেগুলি আলোচনার মাধ্যমে উপস্থিত করলাম সে দিকে দৃষ্টি দিলে এই বিল সর্বদাই সুন্দর হবে এবং এই বিলের যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে। এই বলে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Panchanan Bhattacharjee: মাননীয়, স্পীকার মহাশয়, এই আইন পাশ হবার মধ্যে মকরধ্বজের কথা উঠেছে। স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের মধ্যে স্বর্ণ হচ্ছেন আমাদের Lt. General চক্রবর্ত্তী, তিনি থাকবেন। তাঁর নূতন extension হয়েছে। তাঁর আমলে এই Ayurvedic General Council-র যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই বজায় থাকবে বলে মনে হয়। এর কোন দিনই বাৎসরিক সভা ডাকা হয় না। এবং আগামী দিনে নূতন যে পরিষদ হবে তারও কোন সভা সমিতি হবে না। কারণ Lt. General Chakrabarty সেখানে আগেই যে আদেশ দিয়ে পাঠাবেন সেটাই endorse করে দিয়ে Council পাঠাবে এবং Ad Hoc Committee-তে তা পড়ে থাকবে। এবং সেখানে Registrar যিনি আছেন তিনিই বোধ হয় বাহাল থাকবেন। আমি যতদূর জানি তিনি কংগ্রেসে চাকরী করেন, এবং এই Council-র যিনি Registrar তিনি Congress Parliamentary Party-র Secretary। আয়ুর্বেদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেখবেন, যে লোক কংগ্রেসের একজন officer তাকে Ayurvedic Council-র Registrar করে রাখা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা। এখানে Lt. General Chakrabarty এবং এই Registrar-র আমলে, ৪ বৎসর আগে যারা পাশ করেছে তারা এই ৪ বৎসর ধরে চিঠির পর চিঠি লিখেছেন—এই রকম বহু চিঠি আমার কাছে আছে—Council-এ registrar-কে দেওয়া হয়েছিল তাদের registration certificate-র জন্য কিন্তু সে চিঠির কোন জবাব দেওয়া হল না। এমন কি পরীক্ষার দিন সেটা ধার্য হয় সেটা তাদের পরীক্ষার এক দিন আগে time-table জানিয়ে দেওয়া হয়। তারপর এখানে হিসাব অবশ্য হয় কিন্তু auditor বলে কোন কিছু নেই। আজ অবধি কোন auditor-র কাছে কোন হিসাব পেশ করা হয় নি। এই গেল একদিক। দ্বিতীয় কথা হল, সব কিছু করা হবে, কিন্তু বাংলায় প্রচলিত এক প্রবাদ আছে যে ৭ মণ তেলও পুড়বেনা, রাধার নৃত্যও দেখা যাবে না, কারণ আয়ুর্বেদ পরিষদ যেটা হবে তার টাকা দেবে কে? আয়ুর্বেদ সম্পর্কে, কলকাতায় দেখেছি, শ্যামাদাস কলেজে, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ সহ, সেখানে ধার করে এবং দল নিয়ে নানা ভাবে টাকা সংগ্রহ করে চালাতে চেষ্টা করেছেন। তাদের অধ্যাপকের জন্য ৩০।৪০ টাকা মাহা খরচ দিয়ে এবং কর্মচারীদের সর্ব নিম্ন বেতন ১৫ টাকা মাসিক, মাগ্গীভাতাসহ, দিয়ে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাদের একটা ভেষজ উদ্যানও আছে কিন্তু fund অভাবে তা চালান সম্ভব হচ্ছে না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ, যেটা যামিনীবাবুর হাসপাতালে T. B. রোগীদের জন্য ২০০টি seat আছে কিন্তু গত বৎসর সেখানে গিয়ে শুনলাম যে সে হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে কারণ অর্থ ভাণ্ডারে একটা টাকাও নেই। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় ও কলেজগুলি চলিয়াছে। তাছাড়াও আরো কতগুলি কলেজ আছে যারা অনেক আগে থেকে চেষ্টা করছে কিন্তু তাদের নাম পর্যন্ত এই আইনের মধ্যে

নাই—এই কলেজগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। হরিশমুখার্জী রোডে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানকার ছাত্ররা নানাজায়গায় practise করেন। কাঁথিতে এক ভদ্রলোক স্বোপার্জিত অর্থে একটা বৈদ্যপাঠশালা চালাচ্ছেন, নবদ্বীপেও একটা এমনভাবে একটা আয়ুর্বেদীয় বিদ্যালয় চলছে। এগুলি উঠে যাবে। এগুলিকে বাঁচানোর জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। এদিকে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর, আয়ুর্বেদীয় ঔষধের standardisation-এর জন্য একটা প্রস্তাব এসেছে। নরেন সেনমহাশয় জীবন মরণ ইত্যাদির কথা বলছিলেন—এই জীবন মরণ প্রক্রিয়া বুঝবার মত লোক আমাদের সরকারী দপ্তরে একজনও পাবেন না। তাই একটা অসম্ভব ব্যাপার হবে। কত রকম গাছগাছড়া দেওয়া হয় কাঁচা অবস্থায় তাদের একরকম গুণ, পক্ক অবস্থায় আরেক রকম গুণ—সেই গাছগাছড়া দিয়ে আয়ুর্বেদীয় বটী তৈরী হবে, তখন তার মধ্যে কি দেওয়া হয়েছে, না দেওয়া হয়েছে, কি মোটেই দেওয়া হয়নি ধরবার উপায় নাই, কারণ কোন মানযন্ত্র নাই যার দ্বারা সেগুলি খুঁজে বার করতে পারেন। আগেকার দিনে এগুলি সব কবিরাজ মহাশয়রা নিজেরাই করতেন, লৌহ ছিল তাঁদের trademark. আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দুইটি system, একটা সুশ্রুত, আরেকটা চরক। চীনে এই দুই পদ্ধতির চিকিৎসকই আছেন, এবং সেখানে রোগীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে কোন পদ্ধতিতে চিকিৎসা চায়। আমি চীনের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সমর্থক নই, এসম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে। তারপর, টাকার কথা আমি আগেই বলেছি, এখনও বলছি—অন্যান্য প্রদেশের দিকে তাকালে আমরা দেখি, ১৯৫৮।৫৯ সালে উত্তর প্রদেশে ৪৭ লক্ষ, রাজস্থানে ৩২ লক্ষ, উড়িষ্যায় ৪ লক্ষ, কেরালায় ১৮ লক্ষ, দিল্লীতে ৩৯ লক্ষ, বোম্বেতে ৪ লক্ষ, আসামে ১৯ লক্ষ বরাদ্দ ছিল। আর আমাদের পশ্চিমবাংলায় এই খাতে বরাদ্দ হল ৭২ হাজার টাকা। এমতাবস্থায় আমাদের পশ্চিমবংগের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আয়ুর্বেদীয় উন্নতির জন্য কি করতে চান সেটা তিনি যদি আমাদের জানিয়ে দেন তাহলে আমরা খানিকটা আশ্বস্ত হতে পারি।

[11-55—12-5 p.m.]

Shri Chitta Basu : মাঃ অধ্যক্ষমহোদয়, এই বিলের প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনার সময় এবং দ্বিতীয় বার আলোচনার সময়ও আমি পশ্চিমবংগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করার জন্য তাকে আধুনিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিকীকরণ করার জন্য বক্তব্য রেখেছিলাম। এইজন্য যে Council গঠিত হবে সেই Council-কে আরো গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রসারিত করার জন্যও আমি তখন বলেছিলাম। তখন আমি একথাও রেখেছিলাম যে, renewal fee দাবি না করে এই সব গরীব মধ্যবিত্ত চিকিৎসক সম্প্রদায়কে রক্ষা করা হোক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারপরেও দেখছি এর মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি। এই বিলটা যে আকারে এসেছে তাতে কবিরাজী চিকিৎসার উন্নয়নের প্রচেষ্টা সার্থক হবে না এবং কবিরাজদের যে মর্যাদা দানের কথা বলেছিলাম তা দেওয়া হবে না। এই বিলের দ্বারা পশ্চিমবাংলা যে আয়ুর্বেদীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চান আমার মনে হয় তারজন্য এই আইন তৈরীর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এই হাউসের সময়ও অর্থ নষ্ট না করে সরকার নিজে থেকেই এই ধরণের প্রতিষ্ঠান করতে পারতেন। এরজন্য আইন করার প্রয়োজন ছিল না, executive order দিয়েই তা করতে পারতেন। তাই আমি মনে করি এই আইনের দ্বারা কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ ও বৈজ্ঞানিকীকরণ সম্ভব হবে না। এজন্য আমাদের পশ্চিমবংগের জনসাধারণের তরফ থেকে বহুদিনের একটা দাবি ছিল, এবং সেদিক থেকে আপনাদের সামনে একটা বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। এসম্পর্কে একটা কমিটির রিপোর্টের প্রতি

আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই report Government of India, Ministry of Health তৈরী করেছিলেন—তাঁরা পশ্চিমবংগ সম্পর্কে কতগুলি মন্তব্য করেছেন, The Committee was constrained to note that all was not well for Ayurveda in West Bengal in spite of the fact that it was the home of Ayurveda for a long time past. There was no Government Ayurvedic teaching institution or hospital in the State nor was there any Government research institute. Training in Ayurveda was confined to a few Government-aided or private institutions. তারপর আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, যেখানে আয়ুর্বেদের উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের অপরাপর রাজ্যে technician আছেন, Directorate-এর একজন বিশিষ্ট অফিসার আছেন, যেমন, অন্ধ্র আসাম, বিহার, বোম্বে, জম্মু, কাশ্মীর, কেরল, মধ্যপ্রদেশ—এসব প্রদেশে একজন বিশিষ্ট অফিসার আছেন, কিন্তু পশ্চিমবংগে এসম্পর্কে কোন superior official রাখা হয়নি এর নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি বিধান করবার জন্য। আমি জানি এই বিভাগে ২৯ জন Deputy Director ও Assistant Director আছেন, if I am wrong, please correct me, অথচ আমরা দেখছি এই প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কোনরকম সক্রিয় প্রচেষ্টা হয়নি।

এই প্রসঙ্গে আমি কমিটির রিপোর্টের মন্তব্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৬৫ পাতায়, তাতে বলেছেন—There are separate Directors, Joint or Assistant Directors of Ayurveda in ten States. In some of them the Directors of Ayurveda deal directly with the subject without the intermediate stage of Director of Health Services. Take for example Kerala, Madhya Pradesh, Bombay, Rajasthan and Punjab. Maximum attention is being devoted to the schemes of Ayurvedic education and research in these States, while in West Bengal and Madras, the control mainly vests with Directors of modern medicine who are naturally inclined to look down upon Ayurveda. "Who are naturally inclined to look down upon Ayurveda" এটা আমার কথা নয়। স্যার, আমি দেখলাম পশ্চিমবাংলার অবস্থা কি? ইউ. পি.-তে যেখানে আয়ুর্বেদের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ১১২, বম্বেতে ৭২১, সেখানে বাংলায় মাত্র ৯। আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয় হয় যেখানে সর্বভারতীয় গড় হচ্ছে ৭·৭৮ নঃ পঃ, বাংলার ক্ষেত্রে সেখানে ·০২। বাজেটের দিক থেকে যদি দেখি তাহলে দেখব যে সেখানে অপরাপর প্রদেশে ১০% পর্যন্ত খরচ করা হয়। আধুনিক উপায়ে মেডিসিন তৈরীর জন্য, কবিরাজদের সম্পর্কে, সেখানে বাংলাদেশে ·০৮৭% খরচ করা হয়। সময় শেষ হওয়াতে আমি বেশী বলতে পারলাম না। সর্বশেষে, এই অনুরোধ করব যে বাংলাদেশে যার জন্ম, বাংলাদেশে যার উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে সেখানে কবিরাজী শাস্ত্রকে উন্নত করার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাকে বিবেচনা করে সেইরকম কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay:

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই আয়ুর্বেদ বিলকে আমার পূর্ববর্তী বক্তা নারায়ণবাবু সমর্থন জানিয়েছেন, তার কারণ আয়ুর্বেদ বিল আমরা চাই। কিন্তু উনি সমর্থন জানিয়ে যেভাবে সমালোচনা করে গেছেন, ঠিক সেরকমভাবে সমালোচনা করতে অভ্যস্ত আমি নই। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে শিব গড়তে গিয়া বাঁদর গড়া হল। আমরা শিব চেয়েছিলাম, কিন্তু বিল যা এসেছে সেটাতে বাঁদর হয়েছে। সেজন্য এটাকে আয়ুর্বেদ বিল না বলে আয়ুর্বদ বিল বলাই ভাল। এর ব্যাক গ্রাউণ্ড কি আছে সেটা আমি জানি। কিছুদিন আগে আমার বন্ধু বিমলানন্দবাবু দুঃখ করেছিলেন যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কিছু করছেন না এবং এই

শাস্ত্রকে neglect করছেন। শেষ পর্যন্ত, অবশ্য মন্ত্রীমহাশয় একটা আয়ুর্বেদ বিল এখানে নিয়ে এসেছেন। আমার মনে হয় এটা বিমলানন্দবাবুর consolation prize হিসাবে এল। এই যে বিল এল এতে আয়ুর্বেদের সম্মান বাড়ল না কি সেটা অবোধ্য। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় নিজে হয়ত বৈদ্য হয়ে এই বিল এনেছেন, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এইরকম বিল expect করিনি। চিত্তবাবু বলেছেন যে indirectly look down upon Ayurveda, এই জিনিষটা এখানেও দেখা যাচ্ছে, কারণ ডি. এইচ. এম হয়েই ডি. এইচ. এম. ইত্যাদি কারুর আবির্ভাব এখানে নেই West Bengal Medical Council-এর মেম্বার ছিলাম সেখানেও দেখেছি আয়ুর্বেদের কোন স্থান নেই। সেজন্যই বললাম consolation prize একটা কথা অনেকে জানেন না যে আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানে যদি কোন পাশ করা লোক ডাক্তারী পড়াতে যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে disciplinary action নেওয়া হয়। West Bengal Medical Act যদি না পালটান, মেডিক্যাল ম্যাক্টের রুলস যদি না পালটান তাহলে আয়ুর্বেদকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পড়াতে গেলে—অ্যানাটমি, ফিজিওলজি পড়াতে গেলে—কোয়ালিফায়েড ডাক্তার ছাড়া পড়ান সম্ভব নয়।

[12-5—12-15 p. m.]

অথচ আমরা দেখছি এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল যার চেয়ারম্যান হলেন ক্যাপ্টেন্ পি. বি. মুখার্জী, সেখানকার একজন সভ্য হিসেবে বলছি যে সেখান থেকে অনেক ডাক্তারের কাছে এই মর্মে চিঠি গিয়েছে যে কেন তাঁরা আয়ুর্বেদ কলেজে পড়াচ্ছেন এবং তাঁদের নাম কেন কাটা যাবে না? কিন্তু আমি এটা বুঝতে পারছি না যে, যেখানে আপনারা আয়ুর্বেদ বিল নিয়ে এলেন সেখানে ডাক্তাররা পড়াতে গেলে কেন তাঁদের নাম বা রেজিষ্ট্রেসন কাটা যাবে? তারপর যদিও আপনারা আয়ুর্বেদ বিল নিয়ে এলেন কিন্তু স্থানের দিক থেকে দেখছি এ্যালোপেথিক ডাক্তাররা যেস্থানে বসে আছে সেই সম্মান আপনারা আয়ুর্বেদকে এবং হোমিওপ্যাথকে না দিয়ে তাঁদের বলছেন ফোর্থ গ্রেড এমপ্লয়ী। এ প্রসঙ্গে আমি একটা নোটিশের কথা বলে জিনিসটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি—অর্থাৎ পোর্ট কমিশনার অফিসে এই বলে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে ফোর্থ গ্রেড এমপ্লয়ী হলে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট স্বীকার করা হবে, তবে তাদের উপরে যাঁরা বসে রয়েছেন তাঁদের বেলায় কিন্তু কবিরাজ বা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হলে চলবে না। অবশ্য এটা কোন ধরণের সাম্যনীতি তা যদিও বুঝতে পারছি না তবে এথেকে দেখছি যে কংগ্রেসের আবাদি টাইপের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে আজ আয়ুর্বেদ এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তাররা হলেন ফোর্থ গ্রেডের লোক। তারপর এ্যালোপ্যাথিক সিস্টেম-এর জন্য দেখছি বেঙ্গল মেডিকেল এ্যাক্ট এবং ড্রাগ এ্যাক্ট আছে - অর্থাৎ ঔষধ এবং ডাক্তারদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিল রয়েছে। কিন্তু এই বিলে দেখছি একটা খিচুড়া তৈরী হচ্ছে—অর্থাৎ এই বিলের মধ্যে কবিরাজ এবং ঔষধ উভয়ের কথাই আছে, অথচ এই দু'টো আলাদা জিনিস। তারপর আমি দেখাতে চাই যে, বর্তমানে কবিরাজদের সম্বন্ধে যে গবেষণা হচ্ছে সেটা আয়ুর্বেদের সম্বন্ধে হচ্ছে না এবং উনি যদি সায়েন্স কলেজে যান তাহলে দেখবেন মিসেস্ অসিমা চাটার্জী সর্পগন্ধা নিয়ে যা কিছু কাজ করেছেন তার বেশীর ভাগই করেছেন সেখানে। যাহোক্, এ বিলটি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে কিলবিল করছে এবং যদিও এর সাহায্যে আয়ুর্বেদকে একটু সম্মান দেওয়া হয়েছে বা তাঁদের জাতিতে তোলা হয়েছে কিন্তু এ্যালোপ্যাথদের তুলনায় কোথায় তাঁদের বসিয়ে রেখেছেন সেটা একবার চিন্তা করুন। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যেখানে তাঁদের কল্যাণের জন্য এই বিল নিয়ে আসা হোল সেখানে এটা না করার কি লজিক বা রিজনিং আছে? স্যার, এ প্রসঙ্গে আমার অমৃতলাল বসুর "রাজা বাহাদুর" নামে একখানা প্রহসনমূলক বইর খানিকটা অংশ মনে পড়ে গেল—অর্থাৎ সেখানে রাজাবাহাদুর তাঁর স্ত্রীর আব্দার রক্ষার জন্য স্ত্রীকে বলছেন যে, "কান্দিসনা রে মনা তোর লাইগ্যা ঝুম ঝুমি লইয়া আমুম।" এও যেন ঠিক সেই রকম—অর্থাৎ বিমলানন্দবাবু

অনেক কাঁদাকাটি করেছিলেন তাই তাঁর আত্মার রক্ষার্থে একটা বিল পাশ করে ছেড়ে দেওয়া হলো, অথচ না আছে তাতে তাঁদের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা বা না আছে তাতে ঔষধের গবেষণার ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, প্রাকৃটিশনার এবং ড্রাগ-এর জন্য এক সঙ্গে বিল আসে এও বোধহয় জগতে আর কোথায়ও হয়নি। যাহোক, এই বিলের প্রতি যে ডিপার্টমেণ্টের কোন সিমপ্যাথি নেই সেটা পার্সনস্ এবং এ্যাডভাইসারদের দেখেই বুঝতে পারছি, কাজেই এই বিলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হলে বেঙ্গল মেডিকেল এ্যাক্ট এবং রুলস্ এ্যামেণ্ড করতে হবে আর তা নাহলে যেভাবে এটা জাতিচ্যুত হয়েছে সেইভাবেই থাকবে।

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বহুদিন ধরে বহু তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে আজ বহু আকাঙ্ক্ষিত আয়ুর্বেদ বিলের আলোচনা তৃতীয় পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমি অবশ্য এর পূর্বে এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছি, তবে যে সমস্ত প্রসঙ্গ এখন উত্থাপিত হয়েছে বা তার মধ্য দিয়ে যসব প্রশ্ন উঠেছে তার উত্তর দিতে চাই। তবে আমার মনে হয় এটা আজ সকলেরই জানা দরকার যে এই সমস্ত তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে একটা খুব বড় জিনিস ফুটে উঠেছে এবং সেটা হলো আয়ুর্বেদের প্রতি সকলেরই একটা অন্তর্নিহিত শুভেচ্ছা এবং সমর্থন। সকলেই একান্তভাবে চান যে একটা সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পথে আয়ুর্বেদের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা হোক।

আজকে যে প্রশ্ন উঠেছে সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে বলবার আগে আমি কয়েকটি কথা বলছি যে, যখন এই আয়ুর্বেদ বিল তৈরি হয় তখন থেকে এই আয়ুর্বেদ বিল কিছু বছর যাবৎ আমাদের জাতীয় সরকারের পরিকল্পনাধীনে ছিল এবং আজকে ঠিক উপযুক্ত সময়ে এই বিল উত্থাপন করা হয়েছে। প্রথম যখন আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টি এবং জেনারেল কাউন্সিল তৈরি হয় সেই সময় আয়ুর্বেদকে ঠিক উপযুক্ত মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হয়নি, আয়ুর্বেদের সঙ্গে এ্যালোপ্যাথির সংমিশ্রণ করে যে চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয় সেই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্ভব হয়নি। ডাঃ হীরেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন যে আয়ুর্বেদকে কেন মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। আয়ুর্বেদ, আয়ুর্বেদই এ কথা বহুবার বলেছি এবং বস্ত্রের আচ্ছাদনের দ্বারা আমাদের যে পরিধান তার মধ্য দিয়ে আমাদের যে সভ্যতা তার সঙ্গে কোট প্যাণ্টের তুলনা করা যায় না। তিনি বলেছেন আয়ুর্বেদের পুনরায় সমস্ত আইন কানুন বদল করতে হবে। আমার মনে হয় এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কল্পনা করা যায় না। আয়ুর্বেদের যে চিকিৎসা পদ্ধতি সেই চিকিৎসা পদ্ধতির স্বীকৃতির পর তার যে ভেষজ ঔষধাবলি তার জন্য এ্যাক্ট তৈরি করতে হবে। আজকে প্রথম পদক্ষেপে যদি তিনি মনে করেন যে প্রথম ধাপে উঠে তারপর একেবারে উপরের ছাদে উঠে চতুর্দিকের সৌন্দর্য উপভোগ করব তাহলে আমি যেকথা বলেছিলাম he is indulging in the imagination of a lotus eater। সুতরাং সব জিনিস আমাদের সামঞ্জস্যের সঙ্গে দেখা দরকার। আজ যদি বলেন আয়ুর্বেদকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি আমি বলব পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদের সবচেয়ে বেশী রকম মর্যাদা আজ এই বিলের দ্বারা দেওয়া হবে। অন্যান্য সমস্ত রাজ্যে দেওয়া হয়েছে, আয়ুর্বেদ বিলকে সেখানে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া সম্ভব হয়নি এই কারণে যে আয়ুর্বেদের সঙ্গে আধুনিক যে চিকিৎসা পদ্ধতি তার সংমিশ্রণ করা হয়েছিল। আজকে আমরা সেই আয়ুর্বেদকে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি যাতে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা করা যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান দরকার সেই জ্ঞান অর্জন করতে পারা যায় এবং যেসমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে সেই রোগের পার্থক্য বুঝে সেইভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারা যায়। আয়ুর্বেদকে তার নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা এই প্রথম হয়েছে এবং স্বাধীনতার পর আমাদের ভারতবর্ষের যে মৃত্তিকায় জন্ম হয়েছে সেই মৃত্তিকায় আয়ুর্বেদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করব। আয়ুর্বেদের যেসমস্ত ঐশ্বর্য সম্পদ

বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে তার আজও প্রমাণ রয়েছে—এটা মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পার ইতিহাসের কাহিনী নয়—আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ রয়েছে, সেইসমস্ত সম্পদকে একত্রিত করে আয়ুর্বেদকে পুনরায় সঞ্জীবিত করব। তার জন্য সংহতি দরকার, তার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য রয়েছে। আয়ুর্বেদকে সেইভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলে সত্যই আমরা আয়ুর্বেদকে জয়যাত্রার দিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে পারি। এই আয়ুর্বেদ থেকে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভব হয়েছে—এটা সকলেই স্বীকার করবেন একবাক্যে যে আমাদের ভারতবর্ষে তার প্রাথমিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল যেমন বেদের বাণী ভারতবর্ষে উচ্চারিত হয়েছিল। সেই বেদের সঙ্গে আয়ুর্বেদ পঞ্চম বেদ রূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে এইজন্য যে সেখানে মানুষের আয়ুর সম্বন্ধে একটা শাস্ত্র তৈরি হয়েছে। সেই যে মহাবিজ্ঞান সেই মহাবিজ্ঞান ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ হয়েছিল এবং সেই মহাবিজ্ঞানের আজ অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে।

[At this stage red light was lit]

[12-15—12-25 p. m.]

আপনি আলো জ্বালাবেন না। সদস্যরা যদি বলেন আমার ক্ষান্ত হওয়া প্রয়োজন তাহলে আমি ক্ষান্ত হব। আমার বহু কথা বলবার রয়েছে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে তার উপসংহার করা সম্ভব নয়। যাহোক প্রথম যে কল্পনায় আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল যে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব এবং পঞ্চভূতের সৃষ্টি ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ ও ব্যোম সেই পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে জন্মেছে এবং পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে তার আহার্য এবং তাই থেকে পুষ্টি বৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চভূতের লয় এই হচ্ছে আয়ুর্বেদের অন্তর্নিহিত কথা এবং এই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে তার হিতাহিত জ্ঞান, রোগের লক্ষণ এবং তার নিবারণের উপায় এই হচ্ছে আয়ুর্বেদের সংজ্ঞা। আজ পৃথিবীর কোন চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি আয়ুর্বেদে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের বাণী সকলের মংগলের বাণী, সকলের মংগল এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। তারা শুধু নিজের নয়, সমস্ত বিশ্বের মংগল তারা চেয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে সর্বেষাম্ মঙ্গলম্ভুয়াৎ সকলের যে ভদ্র ব্যবহার সেই ভদ্র ব্যবহার আয়ুর্বেদের অন্তর্নিহিত বাণী। সকলকে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। সর্বেষাম্ মঙ্গলম্ভুয়াৎ, সর্বেসন্তু নিরাময়ঃ—ভদ্র ব্যবহার, ভদ্র দৃষ্টি, ভদ্র আচরণ, ভদ্র কামনা এই হচ্ছে আয়ুর্বেদের বাণী। আমাদের ধর্ম, কর্ম, জীবনযাত্রা যা কিছু প্রণালী তা এই আয়ুর্বেদকে নিয়ে। সেই আয়ুর্বেদ স্থাপনের জন্য আমরা সকলে অগ্রসর হয়েছি। কয়েকটা কথা এখানে উত্থাপিত হয়েছে—সে সব কথা বলা হয় খুব সংক্ষেপে আমি উপসংহার করছি। প্রথমেই বলেছি আয়ুর্বেদের যে শিক্ষা, যে ব্যবস্থা তার জন্য পরিষদ তৈরী হবে এবং যে কাউন্সিল ফ্যাকাল্টী ছিল সেগুলির পরিবর্তে পরিষদ তৈরী হবে এবং বিশিষ্ট লোক নিয়ে এই পরিষদ তৈরী হবে। যেমন কার্যকাল উপস্থিত হবে সেই অনুসারে তার পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে সেটা চলতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা আয়ুর্বেদের ধারক এবং বাহক তাঁরা আয়ুর্বেদের যা কিছু দৃষ্টিভংগী এবং গুণাগুণ সমস্ত লক্ষ্য করেছেন। আজ তাঁদের জন্য অনেকে বলেছেন যে বছর বছর এসে তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। আমি একথা বলবো যে বিলের মধ্যে এই যে রয়েছে কার্যকালে যেমন দরকার হবে ঠিক সেইরূপভাবে একের পরিবর্ধিত পরিবর্তিত কিম্বা অন্য কোনরকম ব্যবস্থা এতে করা সম্ভব হবে।

আর একটি কথা বলছি। এই Standardisation সম্বন্ধে এখানে বহু বিতর্ক হয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে এই Standardisation-এর দরকার কি? আয়ুর্বেদে যে সমস্ত ভেষজ আছে, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের চিকিৎসা পদ্ধতির মিল খুব কম। তার কারণ আয়ুর্বেদের চিকিৎসা, যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে ত্রিদোষ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে সমস্ত ধাতের উপর প্রতিষ্ঠিত.

সেই জিনিষ দ্রব্যগুণের মধ্যে নিহিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনো তার মধ্যে পৌঁছিতে পারেনি সে হচ্ছে বায়ু পিত্ত, কফ। তারা এমন কতকগুলি এখানে বলেছেন—allergic, supersensitiveness ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিষের কোন অর্থ হয় না। আয়ুর্বেদে সমস্ত জিনিষ এর অর্থের ভিতর দিয়ে দ্রব্যের যে প্রভাব তার প্রভাবের ভিতর দিয়ে কি করে কাজ করে, তার মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া পদার্থের গুণাবলী এবং সেই অনুসারে রোগের ফলাফল নির্ভর করে। সুতরাং আমাদের ভেষজ, সেই ভেষজ প্রথম জিনিষ হলো নির্ণয় করা,—Identification. এই Identification আয়ুর্বেদের মধ্যে এত চমৎকার আছে যে যেকোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক আশ্চর্যান্বিত হবেন যে কিভাবে এটা সৃষ্টি হয়েছিল।

কটজ বলে একরকম গাছ আছে যা পর্বত থেকে সংগৃহীত হয়—সেটা হচ্ছে মল্লিকা পুষ্প। কোথায় পাওয়া যায়? কলিঙ্গ গিরি মল্লিকা। কলিঙ্গ দেশের যে গিরি যে পর্বত ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার মধ্যে, সেখানে কুটজ গাছে—পাওয়া যায়। আমাদের বাঁকুড়ায় সে গাছ আছে। সেই গাছ ভেষজ তৈরী হয়। এর যে কি গুণাবলী, এই সমস্ত যে ব্যবস্থা আছে—তা আয়ুর্বেদে অপূর্ব। প্রত্যেক ধাত অনুসারে ইংরেজীতে যাকে বলে Prognosis অনুসারে বহু জিনিষ আছে, যা আজ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হতে পারেনি, সুপ্ত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। আয়ুর্বেদের অনেক মূল্যবান জিনিষ বিদেশী শাসনের ফলে আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। যেটুকু আজ আয়ুর্বেদে বিদ্যমান আছে, তার যে অন্তর্নিহিত আদর্শ, তাঁর যে অন্তর্নিহিত বাণী, তা শিক্ষার ভেতর দিয়ে আজ আয়ুর্বেদকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে, তার ভাবধারা, যা হিমালয় থেকেও উচ্চ। আমাদের যে হিমালয়, সেই বরফের হিমালয় নয়। তার মধ্যে যে ঐশ্বর্য ও রত্ন নিহিত আছে, সেটা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য, ভারতের বারিধি, তার অশেষ জলরাশি, তার মধ্যে যে রত্ন আছে, সেই রত্ন হচ্ছে আমাদের ভাবধারা। আমাদের আয়ুর্বেদের মধ্যে সবচেয়ে দরকার এই যে অন্তর্নিহিত রত্ন তাকে উদ্ধার করা বিশেষ দরকার। সুতরাং আজকে আমাদের আয়ুর্বেদের স্বীকৃত হচ্ছে; এর ফলে আয়ুর্বেদকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছি, সেই ভাবে তা করা সম্ভব হবে। অনেকে একথা উত্থাপন করেছেন আয়ুর্বেদকে স্বীকৃতি দিলে কি হবে? তাকে সাহায্য দেওয়া যাবে। আমি বলবো—আয়ুর্বেদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাদের সরকার থেকে বরাবর সাহায্য করা হয়েছে। আমার বাংলাদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে ভাবে প্রচলিত হয়েছিল, এমন কি ইংরেজী ভাষা আমাদের এখানে যেভাবে প্রচলিত হয়, এই ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে সেইভাবে প্রচলিত হয় নাই, প্রতিষ্ঠিত ও হয় নাই। সেখানে এই আয়ুর্বেদ ও যত্নন ছিল। এই আয়ুর্বেদের যে সমস্ত ওষুধাবলী আমাদের ছিল, তাই নিয়ে আমারা চালিয়েছি। এই আয়ুর্বেদের জন্য পূর্বে অর্থ ব্যয় ও করা হয়েছে। এই আয়ুর্বেদকে আজ স্বীকৃতি দেওয়ার পরে, জনপ্রিয়তার পরে, তাকে আরো বেশী টাকা দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব হবে। এই বছর এর জন্য ১ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আগামী বছর এর জন্য লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। এবং আগামী ৫ বছরের জন্য যদি ১৫ লক্ষ টাকা এর জন্য দরকার হয়, তাহলে অন্যান্য খাতের বরাদ্দ টাকা পরিবর্তন করেও একে সাহায্য করতে হবে।

[12-25—12-28 p.m.]

আপনি জানেন আজকে যে সমস্ত national scheme গ্রহণ করা হয়েছে, সেই national scheme-এর মধ্যে আয়ুর্বেদ শিক্ষা একটা খুব বড় স্থান পেয়েছে। এবং family planing, পরিবার পরিকল্পনার মধ্যে ও একটা স্থান পেয়েছে। এই পরিবার পরিকল্পনার জন্য ২৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে এবং সেখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য সেই অনুপাতে খরচ করা হবে। গতকাল ভারতবর্ষের ইউনিয়ান মিনিষ্টার শ্রী ডি, পি, কারমাকার এর সঙ্গে আমার কথা

হয়েছিল, তাঁকে আমাদের আয়ুর্বেদের চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি দেখাই, তিনি এ বিষয়ে খুবই উৎসাহী এবং যাতে আমরা এ সম্বন্ধে আরও সাহায্য পেতে পারি তার ব্যবস্থা করা দরকার। সুতরাং আজকে আমাদের মধ্যে সমস্ত মত বিরোধ বিসর্জন দিয়ে, একমত হয়ে আমাদের যে নিজস্ব জিনিস, আমাদের ঐতিহ্য ; সেই ঐতিহ্য যাতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, সে দিকে সকলকে উৎসাহী হতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি নিয়ন্তা হিসাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, যার জন্য এই বিল আইনে পরিণত করা সম্ভবপর হয়েছে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় যিনি বহুদিন থেকে আয়ুর্বেদকে সমর্থন করে আসছেন, তার স্থূল গ্রহণ করেছেন এবং তিনি জ্ঞান তপস্বী, এবং তিনি তাঁর আচরণ দ্বারা বহু আয়ুর্বেদ ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। আজকে তিনি আয়ুর্বেদ বিষয়ে যে রকম উৎসাহী, আমার মনে হয় তাঁকে যদি আরও কিছুদিন আমরা পাই এবং এই ভাবে অগ্রসর হতে পারি, তাহলে আয়ুর্বেদের পুরাতন গৌরব ফিরিয়ে আনতে সমর্থন হবো। আমি পুনরায় আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ।

The motion of the Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray that the Paschim Banga Ayurvedic System of Medicine Bill, 1960, as settled in the Assembly be passed, was then put and agreed to.

Mr. Speaker: I would invite the attention of honourable members to the time-table of the House which is fixed in consultation with the Chief Whip and the different party whips. I am sorry to say that the time table has had to be changed in certain circumstances. I hope this will not happen in future.

The House stands adjourned till 3 p.m. on Monday. One hour will be allotted for questions.

Adjournment.

The House was then adjourned at 12. 28 p. m. till 3 p. m. on Monday, the 27th March 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Unstarred Questions

(to which written answers were laid)

Amount of land irrigated under Tank Improvement Scheme

49. (Admitted question No. 158.) **Shri Saroj Roy :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture and Food Production Department be pleased to state—

(*a*) the amount of land in acres irrigated in West Bengal by tanks in 1960 ; and

(*b*) the percentage of irrigated areas by tanks to total irrigated area in the State in 1960 ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : *a*) About 938,000 acres. Of this, 292,000 acres were irrigated by tanks improved under the Bengal Tank Improvement Act, 1939.

(*b*) About 29·4 per cent.

Amount of land benefited under Small Irrigation Schemes

50. (Admitted question No. 159) **Shri Saroj Roy :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state how many acres of lands are being benefited in the year 1960-61 as a result of execution of Small Irrigation Schemes ?

The Minister for Agriculture and Food Production (The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh) : 720,000 acres.

Question for Oral Answer

Jabar-dakhal shops on the Government-acquired land in Bangaon subdivision

***13.** (Admitted question No. *164.) **Shri Manindra Bhusan Biswas:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Public Works Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে—

(১) বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বাগদা থানার হেলেঞ্চা হাই স্কুলের সম্মুখস্থিত ১৩১ ও ১৩২নং জমি রিফিউজি পুনর্বাসন বিভাগের অধীনে একটি হাই স্কুলের জন্য ০০·২০ শতাংশ ও ০০·০৮ শতাংশ Works and Buildings বিভাগের অধীনে বনগাঁ-বাগদা পাকা রাস্তার জন্য সরকার একোয়ার করিয়াছেন, এবং

(২) Works and Buildings বিভাগের জন্য দখলীকৃত জমিতে দুইটি জবরদখল দোকান বসিয়াছে ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কিভাবে ঐরূপ দোকান বসিল সে সম্বন্ধে সরকার কোন অনুসন্ধান করিয়াছেন কিনা,

(২) অনুসন্ধান করিয়া থাকিলে, তাহার ফলাফল কি, এবং

(৩) ঐ দোকান দুইটি উঠাইবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

Written Reply laid on the table

The Minister for Public Works and Housing (The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta):

(ক) (১) বাগদা থানার অধীন হেলেঞ্চা মৌজায় ১৩১ এবং ১৩২নং দাগের কতক অংশ সরকার বনগাঁ-বাগদা পাকা রাস্তার জন্য একোয়ার করিয়াছেন।

(২) হাঁ।

(খ) (১) হাঁ।

(২) ২৪ পরগণা জেলা কর্তৃপক্ষ এবং বাস্তু বিভাগের যুক্ত সরজমিনে তদন্তের ফলে জানা যায় যে উক্ত দোকানঘর দুইটি এই বিভাগীয় একোয়ার জমির অন্তর্ভুক্ত।

(৩) উৎখাতের জন্য মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Monday, the 27th March, 1961, at 3 p. m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 15 Hon'ble Ministers, 8 Deputy Ministers and 173 Members.

CIRCULATION OF PROCEEDINGS

[3—3-10 p.m.]

Dr. Kanailal Bhattacharjee : স্যার, ১৯৫৮ সালের জুন-জুলাইয়ের proceedings ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের শেষে পেলাম, আর এই proceedings পাবার জন্য কি ১৯৬৫ সাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে ?

Mr. Speaker : হলেই পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে।

QUESTIONS FOR ORAL ANSWERS

Construction of a bridge over the river Rasulpur

*1. (Admitted question No. *17) **Shri Basanta Kumar Panda :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state if there was a scheme for the construction of a bridge over the river Rasulpur at Kalinagar in the district of Midnapore in the Second Five Year Plan ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) if the said scheme has been implemented ; and
(*ii*) if not, whether there is any proposal for inclusion of the said scheme in the Third Five Year Plan ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta :

(a) Construction of a bridge over the river Rasulpur at Kalinagar has been taken up as a Central Road Fund Project.
(b) (i) Not yet.
(b) (ii) Construction will be taken up after the rains.

Shri Basanta Kumar Panda : কোন্ Project plan-এ আরম্ভ করার কথা সেই Plan-এ শেষ না হলে পরবর্তী plan-এ কি সেটা Included হয় ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : আমি তো বলেছি Second Five Year Plan-এ Central Road Fund Project হিসাবে আরম্ভ করবো ঠিক করেছি।

Shri Basanta Kumar Panda : কবে আরম্ভ করবেন ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : প্রথমেই বলেছি—বর্ষার পরে।

Shri Basanta Kumar Panda : আপনি কি জানেন এটা দীঘার সঙ্গে join করা দরকার ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : জানি বলেই করা হয়েছে।

Construction of a bridge over the Haldi at Narghat

*2. (Admitted question No. *13.) **Shri Basanta Kumar Panda:** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state whether there is a scheme for construction of a new bridge over the river Haldi at Narghat in the district of Midnapore?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) whether the said scheme has been included in the draft Third Five Year Plan;

(*ii*) if not, the reasons for its not being included in the draft Third Five Year Plan; and

(*iii*) whether the said scheme will be included in the Third Five Year Plan when it will be finally published?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta:

(a) Yes.

(b) (i) Yes.

(ii) Does not arise.

(iii) Cannot be said definitely at present.

Shri Basanta Kumar Panda: নরঘাটে পুল তৈরী করার সিদ্ধান্ত কবে করা হয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: নরঘাটের সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

Shri Basanta Kumar Panda: অনেকগুলি কাগজে এটা বেরিয়েছে যেমন আনন্দবাজার ও যুগান্তর পত্রিকায় staff reporter খবর দিচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ Government তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঢুকেছে এটা সত্য না মিথ্যা?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যান এখনও finalised হয়নি Draft Plan হয়েছে, সেজন্যই বলছি সিদ্ধান্ত হয়নি।

Shri Basanta Kumar Panda: November—December-এ যে 3rd Draft Plan দিয়েছেন এর মধ্যে আছে।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: হাঁ draft নামে এর মধ্যে আছে।

Shri Basanta Kumar Panda: এটা final plan এর মধ্যে থাকবে কি না বলতে পারেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: না।

Shri Abani Kumar Basu: এটা কবে finalise হবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: এখন বলতে পারি না।

Shri Basanta Kumar Panda: এবার কত টাকার ব্যবস্থা আছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: ৫০ লক্ষ টাকা।

Shri Basanta Kumar Panda: এই পুলটা কি কাঁথি—তমলুক রাস্তার point-এ হবে নাকি আগের District Board-এর রাস্তার যেখানে meet করেছে, নদী যেখানে meet করেছে সেখানে হবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta: ঠিক Norghat-এ হবে কি আরও upstream-এ হবে সে সম্বন্ধে এখনও final decision হয়নি।

Shri Basanta Kumar Panda: এই পুলটার situation যদি না জানেন তাহলে কি করে বলছেন যে plan-র মধ্যে এসে গিয়েছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : হ্যাঁ, এটা Draft *Plan-র মধ্যে* আছে তবে final estimate যখন হবে তখন ঠিক হবে কত খরচ হবে।

Shri Basanta Kumar Panda : Draft estimate করা হয়েছে বলছেন কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় নদীর span অনুসারে খরচ কম হতে পারে, বেশী হতে পারে। তাহলে Draft estimate-টা কিভাবে করেছেন, পুরাণো রাস্তায় না নূতন রাস্তায় ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : এখানে Draft Plan তৈরী হয়েছে এবং draft estimate যা হয় তার চেয়ে পরে হয়ত তা দু' এক ফুট লম্বা হতে পারে বা কমও হতে পারে। তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না।

Shri Basanta Kumar Panda : এই পুল পুরাণো জায়গায় করলে প্রায় দেড় গুণ বা লম্বা বেশী হয়ে যাবে। সেই জন্য প্রশ্ন করছি যে, এই plan-এ যে টাকা sanction করেছেন সেটা কি সেই estimate অনুযায়ী করেছেন, না এমনিই লিখে রেখেছেন ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : বিশেষজ্ঞরা সেটা পরে ঠিক করবেন এবং Central Government-র বিশেষজ্ঞরাও সেটা দেখবেন তারপর finalise হবে। মোটামুটি একটা টাকা ধরা হয়েছে, ৫০ লক্ষ।

Construction of roads in Midnapore district during the Second Five Year Plan Period

3. (Admitted question No. '15.) **Shri Basanta Kumar Panda :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Development (Roads) Department be pleased to state whether the construction of the following roads in the district of Midnapore has been completed during the Second Five Year Plan period, namely—

(*i*) Bajkul-Bhagwanpur ;
(*ii*) Bhagwanpur-Patashpur ;
(*iii*) Heria-Rasulpur ; and
(*iv*) Heria-Mughberia ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the negative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) how far the construction work of each of the said roads has progressed ;
(*ii*) the reasons for incompletion of the said roads during the Second Five Year Plan period ; and
(*iii*) what is the time-limit, if any, during which the construction of the said roads is to be finished ?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : (a) (i) to (iv) No.

(b) (i) A statement is laid on the table.
(ii) In some cases owing to delay in getting possession of requisite lands and in others for want of sufficient funds :
(iii) Within three next plan period.

Statement referred to in reply to clause (*b*) (*i*) at staned Question No. 3.

Progress of work.

(I) **Bajkul-Bhagwanpur :** Earthwork is in progress. Construction of bridges and culverts has also been taken up. Bricks and bats required for the road have already been manufactured.

(II) **Bhagwanpur-Patashpur** . Earthwork could not be taken up as possession of required lands could not be obtained. About 75% of bricks and bats have, however, been manufactured and work on bridges and culverts has been taken up.

(III) **Heria-Rasulpur :** About 80% of earthwork has been completed. Bricks and bats are being manufactured and construction of bridges and culverts has started.

(IV) Heria-Mughberia : Earthwork has been completed on the first four miles and is in progress on the remaining length.

Shri Basanta Kumar Panda : এখানে requisite lands-র কথা বলেছেন। এই land acquisition proceedings কবে থেকে start করেছিলেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : আপনি কোন্ রাস্তার কথা বলছেন?

Shri Basanta Kumar Panda : বকুল—ভগবানপুর রাস্তা।

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : এর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে Land-র জন্য এর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে তা নয়। এর earth work আরম্ভ হয়েছে। Bridge এবং culvert-র কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য land র যা প্রয়োজন তা পাওয়া গিয়েছে।

Shri Basanta Kumar Panda : এখানে যে ৪টি রাস্তার কথা বলা হয়েছে, এর মধ্যে কোন্ রাস্তাটির land-র অভাবে কাজ দেরী হচ্ছে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : ভগবানপুর—পটাশপুর রাস্তা।

Shri Basanta Kumar Panda : এই ভগবানপুর—পটাশপুর রাস্তাটির জন্য land acuisition proceedings কবে start করেছেন?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta আমি date বলতে পারি না।

Shri Basanta Kumar Panda : আপনি বলেছেন land-র অভাবে কাজের অসুবিধা হচ্ছে। Land ছাড়া মাটির কাজ আরম্ভ করেছিলেন কি?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Land ছাড়া earth work-র কাজ কি করে হবে।

Shri Basanta Kumar Panda : এই Assemly-তে গত ৪।৫ বৎসর ধরে আমি question করেছি যে, এই রাস্তাগুলি কবে শেষ হবে এবং আপনি তার উত্তর দিয়েছেন during the Second Plan period। তাহলে এখনও কি আপনি আশা করেন during the Second Plane period এটা শেষ হবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Second Plan period-এ শেষ হবার আশা করি না। তবে Third Plan period-এ নিশ্চই হবে। তার কারণ আমি বাজেটে আমার grant যখন উপস্থিত করেছিলাম তখন স্পষ্টভাবেই বলেছিলাম।

Shri Basanta Kumar Panda : এটা কতদিন সময় লাগবে, Third Plan-র whole period-টাই কি লাগবে?

The Hon'ble Khagendra Nath Das Gupta : Third Plan period-এ নিশ্চয়ই শেষ হবে।

Death of Narayan Tamang, a school teacher in Kurseong

*4. (Admitted question No. 9.) **Shri Sunil Das** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(i) whether Government are aware that Shri Narayan Tamang, a teacher of the Pusparani High School in Kurseong, was severely assaulted by a Head Constable of Kurseong at 10 p.m. on 1st January, 1961;

(ii) that he was not admitted to the local hospital on the night of 1st January, 1961, on the ground that the injuries were of a minor nature; and

(iii) that the local citizens contacted the District Medical Officer at Darjeeling on 2nd January, 1961, who came down to Kurseong on that day and admitted him to the Hospital as his injuries were of a serious nature and that he died on 3rd January, 1961?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) if there was any post-mortem examination of the body :

(*ii*) if so, what are the findingst; and

(*iii*) what steps have been taken to punish the offending police personnel and the Medical Officer who refused admission to Narayan Tamang ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : (a) (i) Yes ; but he was assaulted by a constable and not a Head constable.

(a) (ii) Yes.

(a) (iii) The deceased was examined by the Chief Medical Officer of Health, Darjeeling on 2. 1. 61. and on his advice he was admitted into the hospital on the same day. He died on 3. 1. 61.

(b) (i) Yes :

(b) (ii) The death was due to the effect of injuries sustained which might be accidental or homicidal.

(b) (iii) A police case was started and the constable placed under suspension with effect from 2. 1. 61. Investigation of the case is proceeding and the constable in jail custody. The S. D. O. Kurseong and the C. M. O. H. Darjeeling are enquiring into the conduct of the Medical Officer concerned.

[3-10—3-20 p.m.]

Shri Sunil Das : এই postmortem examination report-টার কোন বিবরণ দিতে পারেন কি ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee :—আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে তা থেকেই বলছি, it may be accidental or homicidal.

Shri Sunil Das : Injury কোথায় ছিল, body-র কোন অংশে, সেটা জানতে চাই।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee :—Postmortem examination report আমার কাছে নাই, relevant portion-টুকুই আছে।

Shri Sunil Das : আপনি জানেন কি injury কোথায় হয়েছিল, মাথায়, ঘাড়ে, না পিঠে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookherjee : এর বেশী আমার কাছে কোন রিপোর্ট নাই।

Shri Sunil Das : হাসপাতালের medical officer সম্বন্ধে যে enquiry হয়েছিল তার result কি ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আমি আগেই বলেছি S. D. O. and C. M O. of Darjeeling-এঁরাই দুজন joint report পাঠান Health department-এর কাছে, সে সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল নই।

Shri Sunil Das : তাঁরা কোন prelimiary report দিয়েছেন ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আমি জানিনা, আমার কাছে কিছু পাঠাননি। Health department-এ পাঠাতে পারেন।

Shri Sunil Das : Police constable, Head constable ছিলেন, আর কোন police personal involved আছে ব'লে জানেন কি ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : এরকম কোন information আমার কাছে নাই।

Shri Jyoti Basu : ঐ Medical officer কি এখনও চাকরী করছেন, না suspended হয়েছেন ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Police constable suspended হয়েছে, আরো investigation চলছে, investigation-এর পরে medical department will take necessary action.

Shri Jyoti Basu : *Medical department-এ খোঁজ নিয়েছিলেন এই* medical *officer সেখানে এখনো রয়েছে কিনা?*

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : খোঁজ নিইনি।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : নারাণ তামাংকে ২০ বার মারা হয়েছিল এটা জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : উনিশ বার না ২০ বার মারা হয়েছে এখবর আমি জানিনা।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : হাসপাতালে admit না করার জন্য পুলিশ ডাক্তারকে বলেছিলো এটা জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যই পাঠান হয়েছিল।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : কোন compensation দেবার কথা ভাবছেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : Sub judice case নিষ্পত্তি হলে পর বিবেচনা করা হবে।

Shri Deo Prakash Rai : Is the Honourable Minister aware of the fact that the C. M. O, Darjeeling was contacted over the phone and he wanted Rs. 200/- as bribe ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : I know nothing about it.

Shri Deo Prakash Rai : Is he aware that ultimately he agreed to take Rs. 175 as bribe ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : That is not a fact.

Shri Deo Prakash Rai : The Honourable Minister does not want to hold the enquiry in view of the election ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : If it is a fact that ultimately a bride of Rs. 175 was given, he needs be very severely dealt with.

Shri Jyoti Basu : আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা কালিপদবাবু বলেছেন it is not a fact that he took Rs. 175/- from somebody as a bribe অথচ তিনি এই মাত্র বলেন যে, medical officer সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে পারবেন না। Chief Minister বলেন if that is a fact he should be severely dealt with—এটা কি তিনি খোঁজ নিয়ে বলেছেন, না খোঁজ না নিয়ে বলেছেন?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : There is nothing on record to show that he has taken bribe.

Shri Jyoti Basu : Medical report না দেখে আপনি কি করে বলেন হাসপাতালে Medical officer তাঁকে attend করেছিলেন কিনা—পাশের ঘরেই তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকেন, তাঁর কাছে আমাদের পুলিশ মন্ত্রী একটু খোঁজ নিতে পারলেন না—হাঁা, মশাই ঐ Hospital officer criminnal কাজ করেছেন কিনা, খোঁজ না নিয়ে তিনি জানলেন কি করে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : এরকম কোন record ত নাই, and no such complaint was forwarded to me.

Shri Sunil Das : Chief Minister এই মাত্র বললেন he will be severely dealt with, আমি আপনার মাধ্যমে Chief Minister-কে জিজ্ঞাসা করতে চাই would he enquire into the matter? On the statement which my honourable friend Shri Deo Prakash Rai has just now made, will he make an enquiry.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Not on the basis of a verbal report, but let him send a written report with certain evidence.

Shri Deo Prakash Rai : Is the Hon'ble Minister aware of the fact that the Medical Officer, Kurseong Hospital, remained untraced for about a week after the incident ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : I do not know anything about that.

Shri Deo Prakash Rai : May I request the Hon'ble Minister to make an enquiry into the matter ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : কালকে কিম্বা পরশু দেব।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : এই enquiry করতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

Mr. Speaker : The question does not arise.

Shri Jyoti Basu : তাকে মারা হল কেন তার কোন রিপোর্ট আছে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : কেন মেরেছে আমি জানি না।

Mr. Speaker : Should you go into details ?

Shri Jyoti Basu : আমি details এর মধ্যে যেতে চাইনি। আপনার বোধ হয় মনে আছে এই রকম একটা ব্যাপারে উত্তর দিতে গিয়ে তিনি অনেক details দিয়েছিলেন—নালন্দহেতে কৃষক মেয়েদের উপর পুলিশ rape করেছে—তার উপর তিনি অনেক কথা বলেছিলেন সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি, কারণ এটা পুলিশের ব্যাপার কি না। কোন একটা ব্যাপার হলেই তাঁরা Communist-দের উপর দোষারোপ করেন।

Mr. Speaker : The Minister also should not say that.

Shri Jyoti Basu : আমি সেই কথাই বলছিলাম—কারণে অকারণে তাঁরা যেন কম্যুনিষ্টদের এভাবে আক্রমণ না করেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : There are two questions involved. One is the question of the conduct of the officer. We should enquire into it. The other is the actual crime that was committed. That, of course, will be decided by the court that will make the enquiry—we cannot do it. But certainly with regard to the conduct of the officer which has been mentioned just now, this should be enquired into.

Shri Jyoti Basu : আমি একটা question রাখছি যেটা এর থেকেই arise করে যদি investigation-এর পর prosecute করতে হয় তাহলে তার ভার local কাউকে দিচ্ছেন না বাইরের কাউকে দেবেন in view of the replies given by the Hon'ble Minister in charge and the attitude of the Minister.

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee :

মার্ডার চার্জে প্রোসিডিংস ড্র করা হয়েছে।

Shri Jyoti Basu : কাকে দিয়া করান হবে—বাহিরে থেকে কেউ যাবেন কিনা সেখানকার পাবলিক প্রোসিকিউটারকে দিয়া করান হবে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : পাবলিক প্রোসিকিউটার।

Shri Bhadra Bahadur Hamal : 4th June ১১টার সময় যদি হাসপাতালে অ্যাডমিট করতে তাহলে নারাণ তামাং মারা যেত না—একথা ঠিক কিনা ?

Mr. Speaker : That question does not arise.

3-20—3 30 p.m.

Shri Deo Prakash Rai : The Hon'ble Minister said in his reply that the S. D. O. Kurseong and the C. M. O. H. Darjeeling are investigating into this matter. Is it a fact that the C. M. O. H. has been transferred since ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : এখন এটা বলা সম্ভব নয়।

Shri Deo Prakash Rai : To help the Minister, let me say that the

C. M. O. H. has been transferred to a place somewhere in Birbhum. How w. the chain of investigation be maintained now?

Mr. Speaker: *You write to him, and he will let you know.*

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: *That concerns the Hea... Department.*

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay Theirs is a collective responsibility. The Chief Minister can answer.

Shri Deo Prakash Rai: As the Chief Minister is participating in the question, may I know from him whether he has received any representation from any of the survivors of the deceased?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: No.

Police firing at Sonadanga, Burdwan

5. (Admitted question No. *25.) **Shri Phakir Chandra Ray:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state if it is a fact that there was police firing at Sonadanga, police-station Monteswar in the Kalna subdivision, in the district of Burdwan on 19th. January, 19.. causing death of four persons?

The Hon'ble Kali Pada Mookeajee Yes.

Shri Phakir Chandra Ray: কি কারণে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল তা বলবেন কি?

Mr. Speaker. The matter is *sub-judice*.

Murder of one Madan Mohan Ghosh

7. (Admitted question No. 93.) **Shri Saroj Roy.** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে—

(১) কেশপুর থানার অন্তর্গত ইউনিয়নের তোড়া গ্রামের শ্রীমদনমোহন ঘোষ নামক একটি যুবককে কে বা কাহারা গত ২৬এ জানুয়ারি, ১৯৬১ তারিখে রাত্রিবেলা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়,

(২) ঐ শ্রীমদনমোহন ঘোষের মৃতদেহ কয়েক দিন পরে আবিষ্কার হয়; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি এ-বিষয়ে পুলিশ কোন তদন্ত করিয়াছে কিনা এবং কোন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: (ক) (১) এবং (২) হাঁ। (খ) এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত করিতেছে। এবং এ পর্যন্ত একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

Shri Saroj Roy: এ কথা কি সত্য যে, কোন একজন মহিলা পুলিশের কাছে কনফেশান দিয়েছিল ৪ জন সম্পর্কে, কিন্তু যে মার্ডার করেছে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: আমার যে রিপোর্ট আছে তাতে দেখা যাচ্ছে একটা গণিকাদের দিয়েছিল—a woman of questionable character.

Mr. Speaker: You are making a statement about certain facts which are still being enquired into by the Court. You cannot do that.

Shri Saroj Roy: মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে একজনকে নিয়ে যাবার পর পুলিশ যাদের সম্পর্কে কনফেশন দিয়েছিলেন সেই রকম লোকদের অ্যারেষ্ট করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: কয়েকজন ফেরার আসামী আছে তাদের তল্লাসী করা হচ্ছে।

Shri Saroj Roy : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই মার্ডার সম্পর্কে লোকাল পুলিশের তরফ থেকে কোন রকম এনকোয়ারী করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee—মার্ডার চার্জ হলে সেটা লোকাল পুলিশের উপর থাকে না—ডিষ্ট্রিক্ট-এর সেন্ট্রাল পুল থেকে অফিসার নিয়ে ইন্‌ভেষ্টিগেশন করে।

Shri Saroj Roy : মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে, যাদের সম্পর্কে কন্‌ফেশন দেওয়া হয়েছিল তাদের অ্যারেষ্ট করা সম্পর্কে সেন্ট্রাল পুল থেকে কতখানি করা হয়েছে?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : জানা নেই।

Shri Ajit Kumar Ganguli : যে লোককে গেপ্তার করা হয়েছে তার নাম মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : সতিশ নামকই; ভিলেজ, তোপড়া।

Shri Ajit Kumar Ganguli : যে ৪ জনের সম্পর্কে মহিলাটি বলেছিলেন তাদের নাম জানেন কি?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : তাদের মধ্যে ২ জন ফেরার আছে—তবে তাদের নাম জানা নেই।

Double-member Assembly constituencies

8 (Admitted question No. [illegible]) **Shri Basanta Kumar Panda** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Constitution and Elections) Department be pleased to state if it is a fact that the Election Commission has approached the State Government asking for any proposal or opinion for Division of double-member Assembly constituencies in the State of West Bengal?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) if this Government has submitted any suggestion to the Election Commission in this respect,

(ii) if the new constituencies for the Scheduled Castes and Tribes will be formed out of the existing double member constituencies or the other adjoining constituencies will be disturbed for the purposes, and

(iii) when the new demarcated constituencies are expected to be formed and published?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : (a) no (b) (i), (ii) & (iii) do not arise.

Shri Basanta Kumar Panda : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে ডাবল কনষ্টিটিউএন্সী ভাগ হবে সেটা সমান সমান অংশে ভাগ হবে না কম বেশী অংশে ভাগ হবে?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I cannot give you the answer directly. I can refer you to the two-Members Constituencies Bill which has been passed by the Lok Sabha. In Section 3 of that Bill it says: The Commission shall as soon as may be practicable divide every two-member constituency into two single member constituencies. With regard to reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, that will be done according the provisions and the Election Commission would follow that.

Shri Basanta Kumar Panda : সেটা আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ভাগ হবে সেটা কম্প্যাক্ট এরিয়াতে ভাগ হবে, না এক এক জায়গায় এক একটা অংশে ভাগ হবে?

Mr. Speaker : That is a matter for the Election Commissioner.

Shri Basanta Kumar Panda *: I went to know whether this Government is aware of any fact. The Hon'ble Chief Minister may know some facts.*

Mr. Speaker *: He does not know. He is not expected to know all that.*

Shri Mihirlal Chatterjee : মিনিষ্টার বলেছেন কোন শাজেসন্ দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমার প্রশ্ন যোগ ইলেকসন্ কমিশন বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে কোন শাজেসন চেয়েছিল কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : No.

Shri Basanta Kumar Panda : ইলেকসন্ কমিশন যে কন্‌ফারেন্স করেছিল তাতে আমাদের চিফ মিনিষ্টার যোগ দিয়েছিলেন কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : কোন কনফারেন্সে আমরা যাইনি।

[3-30—3-10 p. m.]

Shri Basanta Kumar Panda . গভর্ণমেণ্টের কোন মন্ত্রী ইলেকসন্ কমিশানে যোগ দিয়েছিলেন কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy · Electoral Officer হয়ত যোগ দিয়েছে, আমি ঠিক জানি না।

Shri Mihirlal Chatterjee : Bengal Government district authorities কাছে bifurcation of constituencies সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ওপিনিয়ন চেয়েছিলেন কি ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : All I can say is that several enquiries and several propositions were sent to me and I have sent them over to the Election Commissition.

Shri Sunil Das : Will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Chief Electoral Officer, who has a dual capacity as the Secretary of the Department and as the Chief Electoral Officer, had any occasion to refer to the Chief Minister about any proposal regarding delimitation ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : No—I have already answered that.

Creation of a subdivision at Garbeta, Midnapore

9. (Admitted question No. 78.) **Shri Saroj Roy** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(ক) মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা এলাকাকে সদর মহকুমা হিসাবে গঠিত করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

(খ) থাকিলে, কত দিনে তাহা কার্যকরী করা হইবে ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : (ক) এমন কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নেই। (খ) এ প্রশ্ন উঠেনা।

Shri Saroj Roy : ১৯৪৭ সালে কি ১৯৪৮ সালে গভর্ণমেণ্ট থেকে কি এই রকম কোন প্রশ্ন হয়েছিল ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Grabeta is a police station and is also a circle which comprises only this police station. It is within Midnapore

Sadar Subdivision which has two S. D. O. Garbeta police station has jurisdiction of 109 square miles with a population of 1 lakh 50 thousand. In 1956 a representation was sent to the Government by the Subdivision Committee, Garbeta, for establishing a subdivisional headquarters at Grabeta covering the area of Garbeta Police Station and portions of Chandrakona, Keshpur and Binpur police stations. This was carefully considered by the Government. The District Magistrate, Midnapore, obtained the views of the Superintendent of the Police, Midnapore and the Subdivisional Officers of Sadar, Ghatal and Jhargram. All of them expressed the view that there was little justification in the proposal. It was reported by the District Magistrate that the suggesten subdivision would have a population of 2 lakh 50 thousand only which is much less than that of Ghatal, the smallest subdivision in the district. Moreover, the people of Chandrakona police station preferred to remain within the Ghatal subdivision. Garbeta is about 30 miles from its present subdivisional headquarters. There are good bus and railway communications between Garbeta and Midnapore. Even an area like Mohanpur thana which is situated in one corner of the Midnapore Sadar Subdivision and is more distant and less conveniently connected than Garbeta, is being administered without difficulty from Midnapore Sadar. The District Magistrate, Midnapore and the Commissioner, Burdwan Division, recommended that there was no justification of setting up of a new headquarter at Garbeta which would involve a huge expenditure. Government considered the matter and accepted the recommendation of the local officers.

Shri Saroj Roy: ওতে huge expenditure হবে, ওটা কি শেষ পর্যন্ত কাগজে দাঁড়াবে, নাকি রিপোর্ট যেটা পড়লেন সেখানে ডিসট্যান্স যা দেওয়া হয়েছে সেই ডিসট্যান্স কভার করার দিক থেকে শুধু বাস কমিউনিকেশানের কথা বলা হচ্ছে। ডিসট্যান্সের জন্য কোন রকম ওয়ার্কের দরকার আছে কিনা?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy. এখন আমরা কিছু ভাবছিনা।

Visit of The Queen of England to West Bengal

***10.** (Admitted question No. *138) **Shri Jatindra Chandra Chakravorty**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to state—

(a) what is the total expenditure incurred in connection with the visit of The Queen of England to West Bengal;

(b) what is the amount, if any, received from the Union Government in this connection;

(c) what was the total expenditure incurred in connection with the visit of Mr. Khrushchev and Mr. Bulganin to West Bengal during November and December, 1955: and

(d) what was the amount, if any, received from the Union Government in that connection?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: (a) As Bills have not yet been received from the private parties and others, it is not possible to state at this stage what is the total expenditure actually incurred by the State Government in connection with the visit of the Queen of England to West Bengal.

(b) No amount has yet been received from the Government of Indian. The practice is that the Government of India are moved to arrange for payment in respect of the expenditure to be borne by them after the relevant bills are obtained from various parties and duly checked.

(c) Rs. 8,36,697-10-3.

(*d*) The Government of India have already paid *Rs. 1, 41, 604-1-6* and the question of reimbursement of a further amount of Rs. 2,08,917-1-6 is still under correspondence with them.

Shri Jatindra Chandra Chakraborty : যে বিল আপনার কাছে ইতিমধ্যে এসেছে তার য়্যামাউণ্ট কত ?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : The expenditure has been on the following accounts. One is transfer and the cost of transport of police personnel from different parts of the city to Calcutta and neighbourhood and at Durgapur and their feeding arrangement.

The nextitem is the expansion of road which cost Rs. 1 lakh 46 thousand. But this item was a part of the Public Works Department's estimate of expenditure, and it was to have been done at any time. It was done only more quickly becacuse of Queen's visit. It was sanctioned two years ago, but it was not put into effect. It is a part of the Central Road Fund arrangement.

The rest of the bills as have come here-if you take away the cost of transport and police-and the cost of the Public Works Department-these two together will come to about Rs. 3 lakh 30 thousand. Of the remaining Rs. 1 lakh 30 or 35 thousand, Government of India will pay us Rs. 65 thousand. We will have to pay Rs. 65 thousand and any other bills that may come. I am well covered by the figures I have given you.

Shri Jatindra Chandra Chakraborty এটা হল ডাইরেক্টলি খরচ হয়েছিল কিন্তু রাণী এলিজাবেথের এয়েষ্ট বেঙ্গল ভিজিটের জন্ম ইনডাইরেক্টলি খরচ হয়েছিল, ধরুন, রাস্তা তৈরী করার ব্যাপার—এটার পোর্ট থেকে কলকাতা পর্যন্ত ছাড়াও অন্যান্য জায়গা, যেমন দুর্গাপুর যে গেছেন সেখানে রাস্তা কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে, নূতন রাস্তা হয়েছে। এগুলি তো খগেনবাবু দু'বছর আগে হাত গুনে ঠিক করেন নি। এগুলি রাণীর আসবার পর হয়েছে। এই রকম ইনডাইরেক্ট যে খরচ সেই খরচ নিয়ে টোটাল এক্সপেণ্ডিচার কত সেটা জানতে চাচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : There is no question of ... in Durgapur town for the Queen becouse Queen was the guest of the Central Government at Durgapur Steel Plant. We had spent about Rs. 2,600 in Burdwan area. The Home (Publicity) Department—in connection with buntings, flags and so on—spent about Rs. 45 or Rs. 50 thousand. The Public works Department as I said before, spent Rs. 1 lakh 46 thousand ; Home (Transport) Department about Rs. 11 thousand ; and Raj Bhavan about Rs. 15 thousand.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : Illumination. এর জন্য কত খরচ পড়েছিল অল টোটাল—

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : As far as the bills that have come, it is Rs. 14,900. But a part of it will be paid by the Government of India.

Shri Jatindra Chandra Chakraborty : রেড রোডের ইলিউমিনেশনটা আপনি বলেছেন যে ফিলিপস কোং করেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে আলো জলছে সেই খরচ কি ফিলিপস কোং দিয়ে যাচ্ছে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I may toll my friend that many people came and told me that Red Road has become much easier for transport during nihgt. I have, therefore, asked the Public Works Department to take account as to what will be the expenditure month by month for maintaining the

lighting arrangement—I asked Philips Company to keep the lamps for a little while to see how much it will cost.

My friends will remember, there have been a large number of cases of accidents as well as commitment of murders and so on round about that area, and I was very keen that the whole of the Red Road right up to Circular Road should be better lit. Very many accidents have occurred round about Victoria Memorial building. Therefore, I want that lighting arrangement to be maintained, and that will be done, not at the expense of the Philips Company.

[3-40—3-50 p.m.]

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : ফিলিপ্স কোম্পানী যে দিয়েছে—এই ফিলিপ্স কোম্পানীর মালিকের সাথে ইউনিয়নের লেবার ডিসপুট বহুদিন ধরে চলেছে, এখন সরকারকে প্রভাবান্বিত করার জন্যই কি তাঁরা দিয়েছেন ?

Mr. Speaker : It is irrelevant.

Construction of a hospital at Kharagpur

***12.** (Admitted question No. *142.) **Shri Narayan Chobey** : (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state whether the Government have any scheme to construct a hospital at Kharagpur ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the names of the different wards proposed to be set up in the said haspital , and

(*ii*) when the work of construction of the said hospital will start ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : (a) to (b) (ii)

(*a*) Government have already sanctioned a scheme for construction of an outdoor Hospital at Kharagpur.

(*b*) (*i*) This will consist of an outdoor Dispensary with Maternity, Child Health and Family Planning Centre, a Chest Clinic and a Clinical Laboratory.

(*b*) (*ii*) The construction works is expected to start shortly.

Shri Narayan Chobey : এই গোটাল স্কীমে কত টাকা লাগবে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : টোটাল স্কীমে 2·24 Construction-এর জন্য, Equipment-এর জন্য লাগবে 3·24 আর recurring expenditure 86 thousand.

Shri Narayan Chobey . Foundation stone কি lay করা হয়েছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : (Administrative order has been given for the construction and we expect it will start very soon.

Shri Narayan Chobey : এই সব কোথায় হচ্ছে ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : It is just near the road, Jhargram and it is about 4 miles from the local health centre which we have got. It is just near the locality.

Mr. Speaker : You want information, Mr. Ghosh ?

Shri Ganesh Ghosh : Yes. I want information on starred question No. 6.

Clash between Jotedars and Adhiars at Bekarmari in Siliguri police-station

*6. (Admitted question No. *82.) **Shri Satyendra Narayan Mazumdar** Will the Hon'ble Minister in charge of the Home (Police) Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, গত ২৯এ জানুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত খড়িবাড়ি থানার অধীন বেকারমারী জোতে জোতদার ও আধিয়ারদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয় ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) ঐরূপ সংঘর্ষ ঘটার কারণ কি,

(২) এ সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরূপ সংবাদ বা অভিযোগ আসিয়াছিল কিনা,

(৩) আসিয়া থাকিলে, সে সম্বন্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল,

(৪) উক্ত ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কিনা, এবং

(৫) হইয়া থাকিলে, কতজন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : (ক) হ্যাঁ, তবে উক্ত সংঘর্ষ—চাকারমারি জোতে হয়, প্রশ্নে উল্লিখিত বেকারমারী জোতে নহে।

(খ) (১) অধিয়ারদের দ্বারা উৎপাদিত ও যৌথ খতিয়ানে সঞ্চিত ধান্যের অংশে লইয়া বিবাদ।

(খ) (২) হ্যাঁ।

(খ) (৩) শান্তিভঙ্গ নিবারণের জন্য পুলিশ ২।১।৬১ তারিখে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫১ ধারা অনুসারে ৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং উভয়পক্ষকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাবধান করিয়াছিল।

(খ) (৪) হ্যাঁ।

(খ) (৫) ৩৪ জন।

Shri Soroj Roy : এই যে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, ওদের কি বলে খালাস দেওয়া হয়েছে ?

The Honourable Kali Pada Mookerjea : ১৫১ ধারায় তাদের arrest করা হয়েছিল, বেল পেয়েছিল কিনা জানি না।

Shri Saroj Roy : যাদের arrest করা হয়েছিল, তারা কি আধিয়ার পক্ষের লোক, না, জোতদার পক্ষের লোক ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : উভয় পক্ষের।

Shri Saroj Roy : এই উভয় পক্ষের ৩৪ জনের মধ্যে জোতদার পক্ষের কত জন ছিল ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : In connection with the disturbance in all 34 persons were arrested cend a case under Sects. 147, 148, 149, 312 I P C. was started on the complaint of Latre Odhair.

Mr. Speaker : উনার জিজ্ঞাস্য কতজন জোতদার পক্ষের গ্রেপ্তার হয়েছেন ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : উভয় পক্ষে মিলিয়ে ৩৪ জন। দুটো case চলছে, মামলা হচ্ছে।

Shri Saroj Roy : আমার প্রশ্ন ছিল ৩৪ জনকে arrest করা হয়েছিল—তার মধ্যে, আপনি যখন উভয় পক্ষ জানেন, কত জন আধিয়ার পক্ষের ও কতজন জোতদার পক্ষের ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : একজন আধিয়ারের নাম লোখরা ওরাই। আর জোতদারের নাম পুরুষোত্তম প্রসাদ।

Shri Saroj Roy : কোন্ পক্ষের কতজন arrest হয়েছিল।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : তা বলতে পারবো না।

Shri Saroj Roy : এতগুলি যে arrest করা হলো, যে জোতদারদের সঙ্গে আধিয়ারের ঝগড়া ছিল, তাকে কি arrest করা হয়েছে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আধিয়ারের কয়েকজন arrested হয়েছে, জোতদারের কয়েকজন arrested হয়েছে—দু'পক্ষ মিলে ৩৪ জনকে আসামী ভুক্ত করা হয়েছে। এপক্ষও complaint করে, ওপক্ষও থানায় এসে complaint করে।

Shri Saroj Roy : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এই জোতদারের নাম জানেন ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : হ্যাঁ। পুরুষোত্তম প্রসাদ।

Shri Saroj Roy : এই জোতদার মারামারির পরে লোকাল্ থানায় এসে, থানা অফিসারকে influence করে কৃষকদের arrest করায়। এবং জোতদারদের পক্ষের কেউ arrest হয়নি। শুধু কৃষকদের পক্ষকেই arrest করা হয়। এখবর মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : প্রভাবান্বিত করার কোন কথা এখানে ওঠে না। থানায় অভিযোগ করার পরে, উভয় পক্ষের ৩৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Will the Minister state the number on each side ?

Mr. Speaker : He has said persons from both sides have been arrested.

Shri Sudhir Chandra Ray Choudhuri : He is not in a position to say anything about it. His case is that only the jotedar has been arrested. There is no specific mention in the statement that the persons belonging to both sides have been mentioned. Still he says that ঐটা কাগজে লেখা আছে।

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : কৃষক এবং জোতদার উভয় পক্ষেরই নাম রয়েছে। লোখরা উরাও-এর অভিযোগক্রমে এ্যারেষ্ট করা হয়েছে এবং পুরুষোত্তম প্রসাদ জোতদারের অভিযোগেও এ্যারেষ্ট করা হয়েছে। Section 148-এ সকলকে ধরা হয়েছে, এবং তার total number হচ্ছে ৩৪ জন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, the Minister has come ill-prepared. Is not the Minister paid for the service ?

Mr. Speaker : There are two parties.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : I am not questioning that, Sir. I submit to you that we want this information and, therefore, the question be held over.

Mr. Speaker : It cannot be held over.

Shri Saroj Roy : এই যে দাঙ্গা হয়েছিল, আধিয়ারদের ধান জোতদাররা লুট করে নিয়ে গেছিল সেই ধানের কি ব্যবস্থা হল ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আধিয়ারদের দ্বারা উৎপাদিত ও জোম খেডিয়ানে সঞ্চিত ধানের অংশ লইয়া বিবাদ। সুতরাং case হচ্ছে আদালতে সিদ্ধান্ত হবার পর বলা যাবে। [Noise]

Shri Saroj Roy : ধানগুলি গেল কোথায় ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আমি কি করে বলবো—মামলা হচ্ছে।

[3-50—4 p.m.]

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : It is a very important question and we should have full answer. We want to know where the rice has gone.

The Hon'ble Kali Pada Mookherjee : The whole matter is before the court and the court will make the final decision.

Shri Saroj Roy : দাঙ্গা সম্বন্ধে পুলিশকে পূর্বাহ্নে জানান হয়েছিল কিন্তু পুলিশ কেন সে দাঙ্গা বন্ধ করার ব্যবস্থা করল না ?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee : আমি আগেই বলেছি শান্তিভঙ্গের জন্য ৩ জনকে 151 section-এ দেওয়া হয়, warning was given but inspite of the warning this thing has happened and so the police had to rush to the spot in order to bring the situation under controal.

Shri Saroj Roy : আমার প্রশ্ন হচ্ছে পুলিশকে পূর্বাহ্নেই দাঙ্গা হতে পারে বলে খবর দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও দাঙ্গা হল, তাহলে পুলিশ কি ব্যবস্থা করল ?

The Honourable Kali Pada Mookerjee : খবর দেওয়া হয়েছিল ২৮ দিন পূর্বে step নেওয়া হয়েছিল ২৮ দিন পূর্বে তাই আবার দাঙ্গা হবে কি হবেনা সে তো পুলিশ হাত গুণে বলতে পারে না।

Mr. Speaker . The position is this this question stood in the name of Shri Satyondra Narayan Majumdar and it was put by Shri Ganesh Ghosh. Some supplementaries have been answered and I think that should be sufficient.

Shri Bhadar Bahadur Hamal : এই বন্দী পুলিশের পাহারায় জোতদারদের বাড়ী গেছে ?

The Hon'ble Kali Pada Mookherjee : I have no such information.

Missing of a widow patient from the Calcutta Medical College

*11. (Admitted question No. 64.) **Shrimati Manikuntala Sen** : (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state if it is a fact—

(i) that Shrijukta Haridasi, a widow aged 60, was admitted to the Calcutta Medical College (Goodeve Ward, bed No. 110) on 4th January, 1961, with pain in the abdomen ;

(ii) that the patient was interviewed last on 23rd. January, 1961, in serious condition covered by screen under oxygen ; and

(iii) that since 24th January, 1961, the patient has no trace ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state all the facts about the incinent ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray : (a) (i) : Yes.

(a) (ii) : It is not know whether the patient was interviewed by the relatives on 23/1/61.

(a) (iii) : No.

(b) : The patient died on 25/1/61 and the dead body was disposed of on 27/1/61 as an unclaimed one, as the relatives of the deceased did not turn up inspite of usual intimation.

Dr. Narayan Chandra Roy : Was the address of the patient not known in the hospital ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Ray Yes, the address was there. Intimation was given just before death and also after death. The address was : Nitai Chandra Das, 31 1, Shambhunath Pundit Street, Calcutta.

Dr. Narayan Chandra Roy · Do you mean to say that to relative claimed the body ?

The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy : It is not known because we are not aware whether any relatives visited the patient before his death.

Dr. Narayan Chandra Roy : Was the body disposed of before the relatives could come ?

The Hon ble Dr. Anath Bandhu Ray : No. If the patient's relatives came to see her, as it has been put, then they expected that the prtient was not going to die soon. Inspite of that, we sent information on the 25th that the patient had died then we waited till the 27th So, sufficient intimation was given.

Messages

Secretary (Shri A. R. Mukherjea) : Sir, messages have been received from the West Bengal Legislative Council that at its meeting held on the 25th March, 1961, the West Bengal Legislative Council passed the Rehabilitation of Displaced persons and Eviction of persons in Unauthorised Occupation of Land (Amendment) Bill, 1961, and the West Bengal Molasses Control (Amendment) Bill, 1961, without any amendments ; and that the Council at its meeting held on the 27th March, 1961, passed the West Bengal Appropriation (No. 2) Bill, 1961, without any amendments.

Mr. Speaker : There were several adjournment motions to which I have refused consent.

Lady passenger injured in State bus.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty :

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। একটি ৫নং State Bus-এ করে শ্রীমতি কবিতা রায় চৌধুরী বলে এক ভদ্র মহিলা সামনের seat এ বসে আসছিলেন। সেই সময় State Bus-র সামনে যে tank থাকে, সেই tank থেকে গরম জল ছিটকে এসে তাঁর মুখে পড়ে এবং সমস্ত মুখটাই পুড়ে যায়। এই ভদ্রমহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের bed No. 137-এ আছেন। এই ভদ্রমহিলা Writers' Building-এ চাকরী করেন এবং তাঁর পরিবারকে তিনি তাঁর আয়ের বিশেষ একটা অংশ দিয়ে থাকেন, যার দ্বারা তাদের সংসার চলে

এখন শোনা যাচ্ছে এবং নিজেও জেনেছি যে এই ভদ্রমাহলাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে without pay-তে। দ্বিতীয় নং হচ্ছে এই প্রথম এই জিনিস State Bus-এ হয়নি, এর পূর্বেও হয়েছে, সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এখানে বলুন যে ভবিষ্যতে এই জিনিস যাতে আর না হয়, এবং এই সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কিনা, তাঁকে কোন compensation দেওয়া হবে কিনা এবং তাঁর ছুটি দেওয়া হবে কিনা। এই কয়েকটি কথা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে জানতে চাই। স্যার, এটা বোঝা দরকার আছে বারবার এ জিনিস হচ্ছে।

[4-4—10 p. m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: My friend knows; in his presence I have telephoned to the Chairman of the Transport Corporation to give me details of the incident and I have asked for his suggestions as to how such things can be avoided in future.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: আমাদের জানাবেন তো কি হলো?

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I will let you know.

Closure of Champdany Jute Mill

Shri Panchanan Bhattacharjee: স্যার, চাপদানী জুটমিলে closure হয়ে গেছে, অনেক লোকের চাকরী যাচ্ছে।

Adjourment motion

Shri Basanta Kumar Panda: I have an adjournment motion: consent has been refused. I am asking your permission to read it.

Mr. Speaker: You cannot read it under the present rules.

Assam refugees

Shri Hemanta Kumar Basu: স্যার, আসাম refugees-এর উপরে লাঠি charge এবং গ্রেপ্তার সম্বন্ধে একটা calling attention-এর নোটিশ দিয়েছিলাম তার কি হলো?

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee: A statement will be made on the 28th March, tomorrow.

GOVERNMENT BILLL

The Calcutta University (Amendment) Bill, 1961.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhury: I beg to introduce the Calcutta University (Amendment) Bill 1961.

(Secretary then read the title of the Bill).

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhury: I beg to move that Calcutta University (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration.

The necessity for bringing this Bill would appear from the Statement of Objects and Reasons. It is because of the establishment of the Burdwan University and because 30 out of 45 colleges in the Burdwan Division have come to be affiliated to the Burdwan University, that it is necessary to cut down the representation of the governing bodies of the Burdwan division colleges on the Senate of the Calcutta University. That is one of the reasons for bringing forward this Bill. The other reason is that there is reference in the relevant clauses to an obsolete Act of the Municipality of Calcutta, viz., the Act of 1923. It is necessary that the reference should be to the present Act of the Calcutta Municipality. For these two reasons it is necessary to amend the Calcutta University Act, 1951.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : মা: স্পীকার মহাশয়, এই Calcutta University Amending Bill দ্বারা মূল আইনে যেসব ত্রুটি রয়েছে সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। আপনার স্মরণ থাকতে পারে তখন আপনি speaker ছিলেন না, সদস্য ছিলেন, স্বর্গীয় পান্নালাল বসু মহাশয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী এই দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন—তখন একবার একটা amending bill আনা হয়েছিল ; এবং তখন তিনি বলেছিলেন, there are three lacunae in the University Act and we are trying to rectify them. If he had eyes to see and ears to hear he would have found not three but ten times that number of lacunae in the Bill.

তারপর এই প্রথম এই Act amend করা হচ্ছে। এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে—দ্বিতীয়টা প্রথমটার consequential change। এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় য্যাক্টের মধ্যে কতগুলি ত্রুটি রয়েছে যেগুলির প্রতি আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে করে তিনি একটা পূর্ণাঙ্গ সংশোধনী নিয়ে আসতে পারেন। যাইহোক, এখন আমি এই বিলটা welcome করছি। এখন এই বিলে কি ত্রুটি আছে তা আমি বলছি—Calcutta University Act-এ গোড়ার দিকে chapter। এতে একটা জায়গায় দেওয়া আছে registered graduate কাকে বলা হবে। Calcutta University-র পাশ হলে registered graduate হবে। ইতিপূর্বে আমরা বলেছিলাম পূর্বপাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে বহু শিক্ষক, শিক্ষাবিদ আছেন—এবং তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের graduate। মন্ত্রীমহাশয়কে আমি জানাচ্ছি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক মুসলমান যারা Calcutta University-র graduate পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির registered graduate হয়েছেন এবং এইভাবে তাঁদের academic rehabilitation হয়েছে। সেইরকম আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলতে চাই যেসকল শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ পূর্ববংগ থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছেন—তাঁরা Decca University-র graduate, তাঁদের academic rehabilitation করাও আমাদের কর্তব্য এবং তাঁদের academic and social rehabilitation করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সেজন্য আমি মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করব, যতশীঘ্র সম্ভব একটা amending bill নিয়ে আসুন, এবং registered graduate-এর যে definition আছে তার সঙ্গে যুক্ত করুন। Dacca University-র graduate হলেও যাঁরা permanently পশ্চিমবংগে চলে এসেছেন তাঁরা যেনেও registered graduate বলে গ্রাহ্য হবেন।

তারপর, আমি Clause 26-এর প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—এটা তাঁর চোখে পড়েছে কিনা জানিনা। এখানে বলা হয়েছে, Academic Council গঠনবিধির কথা—এখানে বলা হয়েছে যে, the vice Chancellor will preside over the Academic Council, and the Academic Council shall consist of namely—অথচ তার মধ্যে প্রথমটাই Vice-Chancellor-এর নাম নাই। যদি Academic Council-এ কোন member point of order তোলেন, Mr. Chairman, you have no right to him the Academic Council, তাহলে Vice-Chancellor কোথায় দাঁড়ায়। এই Act-এ বলা আছে the Academic Council shall consist of the Deccans of the Faculties, Director of Public Instruction, কিন্তু, Vice-Chancellor যিনি হচ্ছেন chairman, academic council-এর composition-এর মধ্যে তার নাম নাই। যে কোন member point of order তুলে Academic Council-এর meeting invalidate করতে পারেন, কারণ এই Act অনুযায়ী Vice-Chancellor যেখানে থাকতে পারেন না। তাই আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বলব, ex-officio member হিসাবে Vice-Chancellor-এর নাম ঢুকিয়ে দিন, তা নাহলে একটা জটিল ব্যাপার হবে। এই নিয়ে কোন লোক কোর্টে যাননি, কিন্তু কোর্টে যেতে কোন বাধা নাই, গেলে পর academic council-এর decision null and void হবে।

[4-10—4-20 p. m.]

তারপর অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের কম্পোজিশান-এর দিকে দেখুন ঐ পাতায় chap. 5-এ আছে Academic Council-এর dutie কি—তারা academic discussion করবে রেগুলেশান ঠিক করবে, কি পড়ান হবে তার curriculum, syllabus ঠিক করবে, teacher-দের কি qualification হবে, তাঁরা কি রকম ভাবে পড়াবেন তা ঠিক করবে, eq ipment কি রকম চাই তা ঠিক করবে। অর্থাৎ সমস্তই academic matters, administrative নয়, সেখানে নানা ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়। propessional teacher, sicence teachers engineeries teaching, এখনও পর্যন্ত এর compositionএ বলছে teachers the constituent colleges হবে। এখানে ৩টা con tituent' colleges আছে—প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, এবং Hygiene Institute এই ৩টা constituent collegesএ সেখানে teachers representation আছে। অতএব শিক্ষকের দিক থেকে, শিক্ষার দিক থেকে তাঁরা আলোচনা করতে পারেন বলে নিশ্চয় তাঁদের থাকা প্রয়োজন। আর teachers of the affiliated colleges নিশ্চয় সেখানে থাকবে কেন না af iliated colleges-এ কি রকম ধরনের লেখাপড়া শেখান হবে সব কথা বলার জন্য তাঁরা থাকবেন। কিন্তু লক্ষ্য করবেন যে এর মধ্যে teachers of propersional colleges নেই। Medical Colleges এর teachers সিনেটের composition-এ আছে, কিন্তু Medical Colleges-এর teachers Academic Council-এ Preseme নেই। এই যদি হয় তাহলে anatomy, physiology কে ঠিক করবে প্রেসিডেন্সি কলেজের mathematies এর প্রফেসার? Pathology কি পড়ান হবে কে ঠিক করবেন—সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মহাশয়। Proffessional Teacher-এর নাম নেই। Professor Colleges-এর লিষ্ট আছে। ১৯টা proffessional Colleges আছে। ১৯টা কলেজের মধ্যে proffessional teacher-দের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা দেবার পদ্ধতি শিক্ষণীয় বিষয় কি হবে সে সম্বন্ধে বৈশিষ্ট আছে। কিন্তু Academic Council-এর কাজ হচ্ছে matters academic. অথচ এর মধ্যে proffessional teachers-এর representation নেই। আজ পর্যন্ত proffessional teachers হাইকোর্টে যায়নি। কিন্তু একটা কথা বলে দিই যে fundamental right discriminatons legislation হিসাবে যদি দেখান যায় তবে যে affiliater college teacherদের right আছে এবং professional college-এর teacher category রয়েছে Act-এর মধ্যে, অথচ তাঁদের Representation Academic Council নেই। Discriminaton legislation হিসাবে যদি এর validity কেউ challenge করলে তাহলে অবশ্য ভাল হবে না। Proffessinal College-এর teacher-দের opinion রয়েছে যে Academic C uncil যা সিদ্ধান্ত করবে অর্থাৎ কি nomination হবে কি সিলেবাস হবে ইত্যাদি বিষয়ে—সে বিষয়ে যারা শিক্ষাবিদ তাদের যদি মত না থাকে তাহলে কি করে এ জিনিস হতে পারে বুঝতে পারি না। এই অ্যাক্টের মধ্যে এ জিনিস রয়েছে বলে আজকে এই সমালোচনা খুলে করছি। এইগুলো সব constructive suggestion এবং আশা করি এগুলো বিবেচনা করবেন। সেজন্য শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে গোড়া থেকে বলেছিলাম যে মানবিক অধিকার হিসাবে এবং শিক্ষার দিক থেকে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু যারা গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষাবিদ যারা তাদের academic nehabilitation আপনি করুন এবং তারজন্য জনসাধারণ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করবে। দ্বিতীয় কথা academic .council বা composition এর মধ্যে অনুগ্রহ করে ভাইস-চ্যান্সেলার-এর নামটা ঢুকিয়ে দেবেন, তা না হলে তাঁকে দরজা দেখিয়ে বার করে দেবে। Academic Council-এ কারুর যদি দুষ্টবুদ্ধি হয় তাহলে you have got no right to pruside·· ·· আমার শেষ কথা আমি আবার বলছি, এই যে composition of

the Academic Council সম্বন্ধে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি হবার সময় যে consequential charge-গুলি এই য্যাক্টের মধ্যে রয়েছে আজ পর্যন্ত তার দিকে কোন নজর পড়ল না। আমি আশা করি মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয় একটা য্যামেণ্ডিং বিল নিয়ে এসে এই দোষগুলির সংশোধন করবেন। এই কথা বলে বর্তমানে যে সংশোধনী সেটাকে সমর্থন করছি।

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1961.

Sir, I shall make a very brief speech with regard to this Bill. I shall say a few words in respect of the representation of the governing bodies of the Burdwan colleges in the Senate of the Calcutta University. Sir, a few months back when the Burdwan University Act was being debated here, in the original Bill there was the provision that the entire Burdwan division should be included in the Burdwan, University. Due to our protest two districts, viz., Midnapore and Howrah. have remained with the Calcutta University but the rest have gone to Burdwan University. Now, as a measure of punishment a reduction in the nature of representation has been brought by this amendment.

The reason is that a parity should be maintained between Burdwan Division and Presidency Division. In undivided Bengal we could have said something about division. After partition we have got only one-third of the old Bengal and the old parity has become insignificant. Though Midnapore and Howrah remain affiliated to the Calcutta University, the population of these two districts is about half the population of the Burdwan Division. If in case of one two members are retained what is the harm if the parity is disturbed ? Principal of the Burdwan University has been included in the Burdwan University Senate. For others, representation in the Senate of the Calcutta University should be kept as before.

Mr. Speaker : The two amendments of Shri Sunil Das are not moved. Mr. Panda also does not press for his amendment. The Education Minister may speak now.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhury : Mr. Speaker, Sir, so far as the general discussion is concerned, points raised by Dr. Hiron Chatterji may no doubt, be considered if and when we bring in a comprehensive Bill to amend the Act.

Dr. Chatterji referred to certain matters, as he always does, and said that there are 100 defects in the Calcutta University Act. But he has been able to mention only 3. The first is about inclusion of the Dacca University graduates in the constituency of the registered graduates of the Calcutta University. We shall examine whether that is possible or not.

Next is the Constitution of the Academic Council. He says, there is no mention of the Vice-Chancellor, and therefore, he is altogether an outsider. That is not the case. If he refers to section 10 he will find that the Vice-Chancellor has the statutory right to preside over the meeting of the Academic Council. Section 10 says, "the Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Senate including any Convocation of the University. He shall be a member ex-officio and Chairman of the Syndicate and of the Academic Council." Therefore, he is authorised by the Statute i.e. the Act to preside over the meetings of the Academic Council. He cannot be an outsider so far as the Academic Council is concerned.

[4-20—4-30 p. m.]

Then he has proposed inclusion of professors or teachers of professional colleges in the academic Council. So far as the Principals of the professional colleges are

concerned, their representation specifically provided. So far as the teachers are concerned, their representation is provided, of course, in the clause relating to the teachers of affiliated colleges. There is no mention of teachers of professional colleges true—but all colleges including professional colleges are, in the first instance, affiliated colleges. Therefore, there need not be any particular reference to the professional colleges However we shall examine the proposition and if necessary, we shall think of a proper amendment.

The point raised by Shri Panda has some relevance so far as the Burdwan University Act is concerned but that has no relevence so far as the Calcutta University is concerned. Sir, the number of afficiated colleges has gone down. Only 15 colleges out of the 45 colleges of the Burdwan Division will continue to be affiliated to the Calcutta University only 15 colleges and the number of colleges is 80 colleges in the Presidency Division and of Calcutta. Therefore, if 15 colleges of Burdwan have got representation by one member in the Senate of the Calcutta University, I think, that is quite sufficient.

The motion of **Hon'ble Rri Harendra Nath Chaudhuri** that the Calcutta University (Amendment) Bill, 1961 be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1.

The question that Clause (1) do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2.

Shri Sowrindra Mohan Misra : Sir I beg to move that in clause 2, for the words "Affiliated Colleges", wherever they occcur, the words" "Affiliated, Professional or Constituent Colleges" be substituted.

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 2, after sub-clause (c), the following new sub-clauses be added, namely :—

"(d) in clause (xxvi), after the words 'from among themselves, the words 'according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote in accordance with the directions framed in this behalf by the Speaker of the Legislative Assembly' shall be inserted ;

(e) in clause (xxvii), after the words 'from among themselves' the words 'according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote in accordance with the directions framed in this behalf by the Chairman of the Legislative Council' shall be inserted ;

(f) in clause (xxviii), for the words 'at least five' wherever they occur, the words 'at least three' shall be substituted ; and

(g) in clause (xxix) for the words 'fifteen persons' the words 'five persons' shall be substituted."

মাঃ স্পীকার মহাশয়, প্রথমেই আমি শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিই। কারণ, এই বিলটাতে একটা গুরুতর ত্রুটি ছিল, সেই ত্রুটিটা শিক্ষামন্ত্রীকে দেখাবার পর সৌরেনবাবুর নামে সংশোধনী প্রস্তাব এসেছে। যাহোক সৌরেনবাবুর নামে আসুক আর যার নামেই আসুক ত্রুটিটা দূর হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ঘাড় নেড়ে বললেন ত্রুটি নেই এবং আমি জানি তিনি সরকারের যে বিভাগের মতামত নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু যে বিভাগ যাই বলুন স্পীকার মহাশয়, আপনি ল-ইয়ার, আপনার কাছে কমন কোয়েশ্চেন অব ল পুট করছি—কোন সেকসানের একটা টার্মকে দুই রকমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করছি? একটা জায়গায় এ্যাফিলিয়েটেড কলেজের একরকম ব্যাখ্যা হবে অপর জায়গায় এ্যাফিলিয়েটেড কলেজ বলতে অন্য ব্যাখ্যা হবে এ ঠিক হয় না। ইউনিভার্সিটির অধীনে যত কলেজ আছে সবই এ্যাফিলিয়েটেড কলেজ। কিন্তু

scheme of the Act কি—সমস্ত এ্যাফিলিয়েটেড কলেজকে ৩টা ক্যাটিগরিতে ভাগ করা হয়েছে—Constituent College, Professional College, Affiliate College এবং এদের টিচার হিসাবে বা প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে আলাদা রিপ্রেজেন্টেসান দেওয়া হয়েছে। যে সংশোধনী প্রস্তাবটা এসেছিল তাতে সিম্প্ল এ্যাফিলিয়েটেড কলেজ বলা হচ্ছিল, তাতে ঐ দুটি কলেজ বাদ পড়ে যায়। যাহোক, আমার লজিক দেখলাম আর্গুমেন্টেটিভলি প্রিভেল করেছে এবং এটা ভ্যানিটিতে না লেগে শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া আমার আরও দুটো সংশোধনী প্রস্তাব আছে, সেগুলি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বিবেচনা করার জন্ম বলছি। স্পীকার মহাশয়, আপনি জানেন যে ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বিধানসভার এবং বিধান পরিষদের প্রতিনিধি আছেন। এখন বিধান সভার প্রতিনিধি কিভাবে নির্বাচিত হবেন সে কথা কোথাও লেখা নেই।

বহু আইনে থাকে two representatives of the State Legislature or two respresentatives of the West Bengal Legislative Council. এ কথা কোথাও নেই। ফলে আমি মনে করি এই আইনে একটা ত্রুটি থাকে এবং কিভাবে নির্বাচন হবে তার একটা আইন থাকা দরকার। আমরা কি করে মেম্বার নির্বাচিত করবো তার একটা আইন থাকা দরকার। আমরা যে ভাবে করছি এটা কোন আইনে নেই, অর্থাৎ একজনকে নমিনেট করলো—একজনকে এপোজ করলো, আর একজন সেকেণ্ড করলো, তারপরে চলে গেল। এ কোন আইনে নেই। কলমে নেই। কি করে হবে মেজরিটি ভোটে হবে, না প্রপোরসানাল ভোট হবে, না মিলে হবে এটা কোন আইনে নেই কোথাও নেই। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি য্যাক্টে নেই। স্পীকার মহাশয়, আপনার কোন ডাইরেকশন নেই—করে যাচ্ছেন, কেউ চ্যালেঞ্জ করে না। হাইকোর্টে গেলে চ্যালেঞ্জ করলে এর ফল কি হবে সেটা ডাউটফুল কেস। সেজন্ম পয়েণ্ট আউট করতে বলছিলাম যে এরকম থাকা দরকার বিধানসভায় যে নির্বাচন হবে according to the principle of proportionate representation by means of single transferable vote in accordance with the direction framed in this behalf by the Speaker of the Legislative Assembly. মূল আইনে এ জিনিস থাকা দরকার এবং আজকে কাউন্সিলের ক্ষেত্রে সেখানে স্পীকার নয়, চেয়ারম্যান অব দি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এ জিনিস থাকা দরকার আছে। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, যে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫ জন প্রতিনিধি সিনেটে যাবেন এবং তার মধ্যে ৫ জন অন্ততঃ ডাক্তারবাবু হবেন। স্পীকার মহাশয়, রিজারভেসন অব সীটস কোথায় হয়? যারা ব্যাকওয়ার্ড, উইক তাদের জন্ম সীট রিজারভেসন করা হয়, যারা ষ্ট্রং এবং অনেক য্যাডভান্সড্ তাদের জন্ম রিজারভেসন হয় না। Look to the history of Calcutta University এই ২৫ জন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধির মধ্যে সবই প্রায় ডাক্তারবাবু হয়ে যাবার অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে। ৫ জন ইঞ্জিনিয়ার না নিলে নয়। এটার ইতিহাস খুব দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক কিন্তু না বলে পারছি না স্পীকার মহাশয়, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যা আমরা শিক্ষিত ভোটার বলে যারা গর্ব করি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট হিসাবে আমাদের কনসেন্সের দাম ৩ টাকায় দাঁড়িয়ে গেছে, ৩ টাকা দিয়া আমাদের বিবেক কিনে নেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারবাবুদের অর্থের অভাব নেই। একজন ডাক্তারবাবু ৮ জন করে মেম্বার করছেন এবং প্রতি মেম্বারের জন্ম ৩ টাকা করে খরচ করেন অর্থাৎ এক একজন লোক যারা সিনেটের মেম্বার ইনটেণ্ডিং ক্যানডিডেট তাঁরা ২২ হাজার টাকা খরচ করছেন; ৮শো থেকে ৯শোর মত মেম্বার করছেন এবং সেই ঠিকানা বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাঠানো হচ্ছে এবং সেখান থেকে পোষ্টাল ব্যালট বাক্স কলেকটেড হচ্ছে। এমন কি সেই জায়গায় সিগনেচার প্রকৃত লোক কিনা সন্দেহ। সিগনেচার ভাল যাঁরা কনফার্ম এবং য্যাটেষ্ট করছেন তাঁরা একজিষ্টিং মেম্বারস অব দি সিনেট তাঁরা এই কাজটা করছেন এবং এর মাঝখান দিয়ে ডাক্তারবাবুরা বিলকুল এর মধ্যে চলে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে কোন ডাক্তারবাবুর বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য নেই। এই সিষ্টেম যদি চলে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে এবং সেই ক্যালকাটা

ইউনিভারসিটি যদি বলে জাতিকে আমরা মোরালিটি শেখাবো, দুর্নীতির উর্ধে জাতিকে তুলবো তাহলে কি শোনায় বলুন। যেই ইউনিভারসিটির গঠন হচ্ছে দুর্নীতির উপর ভিত্তি করে সেই ইউনিভারসিটির পক্ষের ছেলেদের দুর্নীতির উর্ধে তোলা অসম্ভব জিনিস। আমরা বিদেশের বং: বলি কিন্তু আমরা তাদের জিনিষ নিই না। কেন এই তিন টাকা করে দিয়ে রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট হওয়ার নিয়ম থাকবে? আমি জানি এক্ষণি শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বলবেন সুবোধবাবু ইউনিভারসিটির এত জিনিস জানেন, আর এটা জানেন না যে ইলেকশনের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের করার কিছু নেই, স্ট্যাটুট করে দিয়েছে। আমি বলি এই ব্যাপারটা যদি স্যাপ্টি কোরাপশনে দেন তাহলে আমার সেটুকুন ধারণা। যে সমস্ত ডাক্তারবাবুদের দিয়ে এই কাজটা হচ্ছে তাঁরা সম্মানিত লোক—স্যাপ্টি কোরাপশনে কেহ আছে জানলে আমার মনে হয় এটা বন্ধ হতে পারে। এই রকম একটা রেসট্রিকসন থাকা দরকার। আমি নামগুলিও বলে দিতে পারি। কিন্তু বলতে যাই না, কারণ তাঁরা আমার বিশেষ বন্ধুও একদিক থেকে।

কি রকম বন্ধু। বন্ধু না হয়ে উপায় নাই। মফঃস্বল থেকে রোগী এসে সরকারী হাসপাতালে ঢুকতে পারে না, যেহেতু they are my friends, সে রোগীকে তাঁরা দয়া করে none-paying বেডে ভর্তি করে দেন। এই উপকার টুকু তাঁরা করেন।

[4-30—4-40 p. m.]

তারপর তিনটি election-এর ইতিহাস আমি বলছি। এই তিনটি election-এর নেতৃত্ব নিয়েছেন এই ডাক্তারবাবুরা। কারণ অন্য কেউ এত amount টাকা খরচ করতে পারেন নি। আমি বলছি এক একজন insending candidate আটশো ফর্ম নিচ্ছেন, ৩ টাকা করে per form হলে ২৪০০ টাকা করে টাকা জমা দিচ্ছেন। আটশো জনের গ্রুপ এক একজন মেম্বারের: আটশো গুণ পাঁচশ—এত টাকা খরচ করছেন। নিজের নিজের দেওয়া ঠিকানায়—এই ব্যালট পেপার collection হচ্ছে এবং সেই ব্যালট পেপার সই হচ্ছে। কারা করছে? Actual যার নামে ব্যালট পেপার যাচ্ছে, এ তার signature নয়। Attested হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি নিজে মনে করি—এই reservation থাকার দরকার নাই। ওঁরা তো এমনিই strong, reservation-এর কি দরকার। আমি ডাঃ রায়কে বলছি—তিনি দীর্ঘদিন ধরে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে জড়িত আছেন উনি জানেন ঐ তিন টাকা দিয়ে কি হয়। এটা যদি করেন—Registered graduates of 3 years' standing without payment of this registration fee. তারা ভোটার হতে পারবে, তাহলে একটা cheak থাকতে পারে। যেখানে ৪০।৫০ হাজার ভোটার হয় registered graduates, সেখানে এই ৩\ দিয়ে তাদের purchase করবার point টা ঠিক নয়। পয়সা দিয়ে ভোটার হতে হয় বলে অনেক registered graduates ভোটার হয় না। আপনি যে একটা জিনিস এনেছেন, এই ধরনের দুর্নীতি যখন কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে চলছে, তখন এটা controal করা উচিত, বন্ধ করা উচিত—in the interest of education, in the interest of the Calcutta University এটা বন্ধ করতে গেলে যেভাবে proceed করা উচিত, সেইভাবে করুন। এটা চলতে দেওয়া উচিত নয়। আমি যে সংশোধন প্রস্তাব এনেছি, তা টেক্নিক্যাল কিছু নয়। Simply একটা avenue চেয়েছি, যে avenue-এর সাহায্যে এই হাউসের কাছে, সরকারের কাছে আমার বক্তব্যটা রাখতে পারি। ঐ দুয়ের জায়গায় তিন বা চার না দিলে বলতে পারতাম না। তাই এই সুযোগ হাউসের কাছে আমার বক্তব্যটা বিবেচনার জন্য রাখলাম। দেখুন এগুলি দূর করা যায় কি না!

Shri Ananga Mohan Das : Sir, I beg to move that clause 2(c) be omitted. I also move that after clause 2(c), the following be added, namely :—

"(*d*) in clause (*XXVI*) for the words "two persons" the words "three persons" shall be subsiituted."

The Calcutta University Act-এর যে সংশোধন আনা হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শুধু একটা কথা বলবো—যেখানে বর্ধমান বিভাগ থেকে দুজন মেম্বার ছিল, তা এর দ্বারা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বর্ধমান বিভাগ থেকে হাওড়া জেলা ও মেদিনীপুর জেলা চলে গেলেও কলেজের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, মেদিনীপুর জেলায় ও হাওড়া জেলায় ও কলেজের সংখ্যা বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরো কলেজ বাড়বে। এ অবস্থায় মেম্বারের সংখ্যা না কমিয়ে, বরং বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। সুতরাং সদস্য সংখ্যা ঠিক রাখা উচিত, কমানো উচিত নয়।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, the points that have been raised by Shri Subodh Banerjee and my friend Shri Ananga Mohan Das so far as this Bill is concerned, are beside the mark. In the first instance, Shri Subodh Banerjee has gone out of his way to thank me for adopting his suggestion in a way but that is not the case.

Sir, Mr. Banerjee suffers from a misconception about the definitions of colleges, constituent colleges and professional colleges. All colleges must, as I said before, in the first instance, be affiliated colleges. It is only two categories of colleges among the affiliated colleges which the University can recognise as constituent or professional colleges. The University has the power to recognise any affiliated college as constituent college if the college take up Honours studies and Post-Graduate studies and only those colleges, where professional teaching is conducted up to the degree level, are deemed as professional colleges and the University has been given the power to recognise them as professional colleges. But all colleges have to be, in the first instance, affiliated colleges—there is no doubt about that. Mr. Subodh Banerjee's idea is that so far as the representation of the Principals is concerned, when the colleges have been specified as affiliated colleges, professional colleges and constituent colleges, from the list of affiliated colleges the constituent colleges and professional colleges stand excluded, but that is not the case. It is simply to remove such misconception as has arisen in the mind of Shri Subodh Banerjee that we have thought it proper to have an amendment moved by my Deputy Minister. So far as that point is concerned, it is not the case that there is any lacuna, but it is because such misconception may arise in the minds of other persons also, it is for removal of doubt and for the purpose of clarification, that Shri Sowrindra Mohan Misra has moved his amendment.

Sir, so far as the amendment of my friend Shri Ananga Mohan Das is concerned, I may tell him that we have brought in the Calcutta University (Amendment) Bill in consideration of the present situation. At present there are 1 5 colleges which are affiliated to the Calcutta University. Of them, 45 colleges belong to the Burdwan division. Of the 45 colleges of the Burdwan division, 30 colleges have got affiliated to the Burdwan University and only 15 colleges belonging to Midnapore and Howrah districts of the Burdwan division remain affiliated to the Calcutta University. For 15 colleges, we have provided for one seat. Certainly, that is not wrong or unfair. On the other hand. I think we have taken a rather generous view of the colleges of these two districts.

So far as the other amendment of Mr. Subodh Banerjee is concerned, it relates to other sub-clauses of Section 16 (1) than those which are the subject-matter of this amending Bill Inspite of that, I am not going to take shelter behind this technical objection. Now, so far as the Graduates' constituency is concerned, Mr Subodh Banejee's allegation is that corruption has come to prevail there in matters of election. If that is true then that must be a regrettable fact so far as our educated people are concerned. But how can you prevent corruption in that

way? For instance, instead of making a person a registered graduate by paying Rs. 3 for him, one may be inclined to pay Rs. to a certain voter for getting his vote. For prevention of corruption, if safeguards be found necessary, the University has requisite power to amend the relevant statutes. The statutes are framed by the University and, if necessary, the University can amend those statute in Chapter V of the stantutes which relate to election. It is within the power of the University to alter the statutes, in the way if likes ; if it thinks that otherwise corruption will continue.

Sir, I oppose the amendments of Shri Subodh Banerjee and accept the amendment of Shri Sowrindra Mohan Misra.

The motion of Shri Sowrindra Mohan Misra that in clause 2, for the words "Affiliated Colleges", wherever they occur, the words "Affiliated, Professional or Constituent Colleges" be substituted, was then put and greed to.

[4-40—4-50 p.m.]

Mr. Speaker : I now put all the amendments of Shri Subodh Banerjee to vote.

(The motions were then put and lost.)

The motion of **Shri Subodh Banerjee** that in clause 2, after sub-clause (c), the following new sub-clauses be added, namely :—

"(*d*) in clause (*xxvi*), after the words 'from among themselves' the words 'according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote in accordance with the directions framed in this behalf by the Speaker of the Legislative Assembly' shall be inserted ;

(*e*) in clause (*xxvii*), after the words 'from among themselves' the words according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote in accordance with the directions framed in this behalf by the Chairman of the Legislative Council' shall be inserted ;

(*f*) in clause (*xxviii*), for the words 'at least five' wherever they occur, the words 'at least three' shall be substituted ; and

(*g*) in clause (*xxix*), for the words 'fifteen persons' the words 'five persons' shall be substituted.", was then put and lost.

The motion of **Shri Ananga Mohan Das** that clause 2(c) be omitted, was then put and lost.

The motion of **Shri Ananga Mohan Das** that after clause 2(*c*), the following be added, namely :—

"(*d*) in clause (*xxvi*) for the words "two person" the words "three persons" shall be substituted, was then put and lost.

The question that clause 2, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I beg to move that the Calcutta University (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly be passed.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: স্যার, উনি বললেন ডাক্তারদের এমন বলেছে উত্তর দাও। আমি শুধু একথা বলবো—ছি কত গৌরব তোমার। যে Act তৈরী করেছেন তাতে যদি গৌরব হয় তাহলে আপনারই হওয়া উচিত এবং আমি জানি ডাক্তার যখন, তিনি সমস্ত খবরই রাখেন এবং উত্তর দিতে গেলে আপনারই দেওয়া উচিত। আমি শুধু শিক্ষা মন্ত্রীমহাশয়কে বলবো যে amendment সুবোধবাবু এনেছেন তাতে এই যে misconception সেই misconception সুবোধবাবুর হয়ত ভাল হয়ে গেছে কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়ের misconception ভাল হয় নি। তিনি বলেছেন সমস্ত কলেজ affitiated আমি একটা জিনিস বলতে চাই। Cuzon Act 1951 Act ওর মন্ত্রীত্বের সময় হয়েছিল তাতে যে কথাটা আছে affitiated নয়, recognised আমি পড়ে দিচ্ছি—"Professional college" means a college in which instruction is provided only for courses of study leading to any degree of the University in any professional subject and which is recognised as professional college under this Act. তারপর বলেছেন, constituent college. আজকাল question হচ্ছে affitiated college বললে পর সবগুলি কলেজকেই বুঝায় বলে affitiated college-গুলিকে recognised as such by the University, professional college recognised as such by the University এবং constituent college recognised as such by the University করছেন। অতএব Inspector of college যখন যেমন সেখানে report দিলে পর লেখা হয় that college is recognised not affiliated as a professional college. অতএব misconception সুবোধবাবুর তাড়াতে গিয়ে মন্ত্রীমহাশয় has become a victim of misconception এই গেল প্রথম ভুল।

দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে নূতন যা বলেছেন তাতে আমি দেখিনা যে এই Act টা ভাল করে পড়েছেন। এই Act টা ভাল করে না পড়লে পর হবে না। আমি স্বর্গীয় পান্নালাল বসু মহাশয়ের সঙ্গে ১॥ ঘণ্টা আলোচনা করে কোথায় deffect দেখিয়ে দিয়েছিলাম এবং কোনঠাসা করে দিয়েছিলাম। আমি জানতে চাই Vice Chancellor যদি chairman of the academic Council হয়, Vice-Chancellor shall proceed কিন্তু Act এর মধ্যে লিখেছেন full proof. আমার মত fool আরও আছে তাই সেখানে লেখা আছে what is the Composition of the Academic Council? composition বলতে গিয়ে সেখানে বলেছেন যেটা, সেটা ভাল করে পড়লে বুঝতে পারবেন দোষটা কোথায় হচ্ছে। chapter V-এ যেখানে লেখা আছে সেখানে জানিয়েছেন The academic council shall consist of the following members.

এই কথা বলার পর এই list-র মধ্যে Vice-Chancellor-র নাম যদি না থাকে তাহলে Vice-Chancellor কি Tumour? Is it a tumour on the body of the council that it can be amputated? এখানে বলে দিচ্ছেন The Academic Council shall consist of the following members, namely, বলে list দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে আর

একটা Vice-Chancellor ঢুকালে কি ক্ষতি হোত। আমি বুঝতে পারি না যেহেতু এটা Dr. Hiren Chaterjee বলছে অতএব accept করলে অপমান হবে। এই Act-র মধ্যে লেখা আছে, অন্য জায়গায় ও লেখা আছে, The Vice-Chancellor shall preside, কিন্তু Academic Council-এর মধ্যে যাদের নাম করলেন তা থেকে এটা বাদ গিয়েছে। তাই আমি নিবেদন করবো। আমার মনে হয় এটা ভুল রয়ে গিয়েছে, Vice-Chancellor-র নামটা দিয়ে দিন তাহলে এটা fool proof হবে। If you want to make an amenment of the foolish Act, do it by all means। আর একটা কথা, এখানে আমার শিক্ষা গুরু বলেছেন, ডাক্তারদের depend করছেন যে, bad case হলে পর তা কি করে করবে কিন্তু he is a specialist in depending bad cases।

(The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray: উকিলরা করে না?) খুব ভাল কথা। শিক্ষাগুরু হিসাবে যা শিখিয়েছেন তারপর আর এটা শিখবেন না। উকীল আর ডাক্তার এক করবেন না।

তারপর আর একটা কথা, যে কথা সুবোধবাবু বলেছেন, সেদিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Upper House-র election-র সময়, teachers' constituency, এবং graduates' constituency-তে যেটা আছে in person গিয়ে ভোট দিতে হয়, সেখানে যদি তা সম্ভব হয় তাহলে এখানে মন্ত্রীমহাশয় সেটা বিবেচনা করবেন না কেন। যদি Upper House-র election, teachers' constituency voting in person হয় তাহলে registered graduates-দের বেলায় voting in person করতে বাধা কি? এবং এটা করলে মুখ্যমন্ত্রী-মহাশয় নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে false personification হয়, যে মারা গিয়েছে তার নাম attest করে একটা signature করে পাঠিয়ে দিয়ে মরামানুষকে জ্যান্ত করা হয় তা বন্ধ হবে। যে জিনিস Upper House-র election-এ আছে, graduates constituency-তে আছে, Teachers' constituency আছে সেই জিনিস University-র registered graduate-দের বেলায় করতে বাধা কি? এখানে registration-র জন্য ৩৲ টাকা নিচ্ছেন কিন্তু teachers-রা ৩৲ দেয় না। যদি গণতন্ত্রের কথা বলেন তাহলে এখানেও গণতন্ত্র করুন। আর এখানে three years standing যা হচ্ছে তাতে ভাল লোকই আসবে এবং তারাও একটু ডাগর হবে। কিন্তু in person করার কথা শুধু আমরাই বলি না। আনন্দবাজার পত্রিকা, Statesman, দিনের পর দিন কি লিখেছে editorial এবং letters-এ সেগুলি কি শিক্ষাদপ্তর পড়ে না এবং সেগুলি পড়লে কি তাদের অঙ্গে কোন পুলক সঞ্চার হয় না? আমি আশা করবো মন্ত্রীমহাশয় এখানে একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন, আমি বিরূপ সমালোচনা করছি না, তিনি সুবোধবাবুর misconception-র সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীমহাশয়ের misconception ও দূরীভূত করে দেবেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhury: Sir, I have got nothing to say.

The motion of the Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the Calcutta University (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed, was then put and agreed to.

[4-50—5 p.m.]

The Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray: Sir, I beg to introduce the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray: Sir, I beg to move that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration.

Sir, as the statement of objects and reasons printed along with the Bill would show, this amendment is necessary because of certain technical reasons. Sir, under the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as it now stands, sales tax is attracted in the national value of 'contracts', the word being used in the sense in which it has been defined in clause (i) of section 2 of the Act. This national value is arrived at after making deductions on account of labour costs and represents the value of the materials transferred when executing a contract. Sir, this matter was referred to the Supreme Court and the Supreme Court in its judgment in the case of "State of Madras vs. Messrs. Gannon Dunkerly & Co. Ltd" had come to the following conclusion. It said, "We are of opinion that there is no sale as such of materials used in a building contract and that the Provincial Legislatures had no competence to impose a tax thereon under entry 48. To avoid misconception, it must be stated that the above conclusion has reference to works contracts which are entire and indivisible, as the contracts of the respondents have been held by the learned Judges of the Court below to be. It is possible that the parties might enter into distinct and separate contracts, one for the transfer of materials for money consideration, and the other for payment of remuneration for services and for work done. In such a case there are really two agreements though there is a single instrument embodying them and the power of the State to separate the agreement to sell from the agreement to do work and render service and to impose tax thereon cannot be questioned and will stand untouched by the present judgment." In the second place, the Supreme Court held that "it should be made clear, however, in accordance with what we have already stated that the prohibition against imposition of tax only in respect of contracts which are single and indivisible and not of contracts which are combination of distinct contracts for sale or materials and for works and that nothing that we have said in this judgment shall bar the sales tax authorities from deciding whether a particular contract falls within one category or the other and imposing a tax on the agreement of sale for materials where the contract belongs to the latter category." Sir, in view of the judgment of the Supreme Court it was felt necessary that we should alter our Finance (Sales Tax) Act.

Sir, in the Sales Tax Act, 1941, there are certain expressions which I want to deal with one after the other *seriatim*. First of all, I take the question of turnover. The expression "turnover" used in relation to any party means the aggregate of the sale prices or part of sale prices receivable or actually received by the dealer. Therefore the turnover depends upon the sale prices. Now, in the definition of "sale price" in the original Act there was sub-clause (i) and sub-clause (ii). Sub-clause (ii) of clause (h) said this: "The carrying out of any contract less such portion as may be prescribed of such amount representing the usual proportion of the cost of labour to the cost of materials used in carrying out such contract". It was on the basis of this sub-clause that we used to charge sales tax.

But as I have just read out, the Supreme Court has held that if the contract is indivisible, then you cannot impose sales tax on that. Therefore, we had to amend the Act by omitting the second part of sub-clause (ii) of sub-section (h) of clause 2 of the original Act, where the sale-price included the question of payment to contractor. That included not merely the cost of labour but also the cost of materials. Therefore, having deleted that we have satisfied one aspect of the judgment of the Court, viz. that any contractor who has an indivisible contract will not be touched by the Sales Tax Act because in his turn-over that section of the definition is not there—that is to say, in future any contractor who enters into an indivisible contract will not be liable for any sales tax. Secondly, the other aspect of the judgment of the Court that we have got to see is that while indivisible contracts cannot be assessed under the Sales Tax Act, if it is a question

merely of sale of materials, then it can be taxed under the Act. Therefore, we have not touched the definition of the word "contract", nor the definition of the word "sale". What we have done is that we have changed the definition of the word "goods", because the payment of sales tax depends upon certain percentage of the taxable turn-over of sales of goods. In the definition of "goods" we have kept the portion which says. "goods means all kinds of movable property other than actionable claims, stocks and shares and securities"; and we have deleted the portion which says "all materials, articles and commodities whether or not to be use in the construction, fitting out, "etc. By this amendment we secure to the State the power to tax any sale which is made under a contract in which two portions can be separated indivisible contract and the contract which is not indivisible.

If you look at the unamended section of 5(2) (a) (ii), it says, "In this Act the expression 'taxable turn-over' means, in case of a dealer who is liable to pay tax under section 4, that part of the gross turn-over during any period which remains after deducting there from, (a) (ii) sales to a registered dealer." To-day, a contractor is a registered dealer. But we have removed the word in sub-section (a) (ii) where it says 'for use by him in the execution of any contract in West Bengal." We have omitted that. Therefore, a contractor is no longer a registered dealer and cannot procure materials without the sales tax. When he goes to buy materials from the market he will have to pay the sales tax. These are the main provisions of the amendment that we have proposed, in order provide for the direction of the Supreme Court and to separate the contracts which are divisible and the contracts which are indivisible.

[5—5-20 p.m.]

Under the existing provision of the Act a contractor who is a registered dealer, is eligible to buy his materials for use in the execution of a building contract without payment of tax by virtue of a declaration furnished by him in this behalf to the selling registered dealer. The value of materials transferred by him when executing a contract should attract sales tax.

But as in most contracts value of material is mixed up with other items of cost like labour, profit, etc. it has become impossible to tax the value of such materials because of the Supreme Court decision. The references to 'contracts' have been omitted from the decinition of 'sale price'. Since tax is payable on turnover of a dealer less certain exclusions and the turnover in the aggregate of the sale price, it follows that with the omission of any reference to contracts in the latter, tax would not be payable on the value of building contracts. Contractors will not come within the purview of the Bengal Finance (Sales Tax) Act and as such will not be eligible for registration. Consequently, they will not be able to make tax-free purchases of building materials. The present Bill will this make it possible to realise the tax on the value of the building materials, that is before they are used in the execution of the contracts. The effect of these amendments is to shift the point of levying the sales tax on the materials used in the execution of a building contract from the contractor to the dealer selling those goods to the contractor. Revenue will thus be safeguarded.

We have also provided for certain penalties in case of default on the part of a contractor who offers an indivisible contract and therefore is not liable to pay sales-tax, A building contractor may also be a dealer, let us say in iron ore or in any other material. Now, therefore, ordinarily a contractor will not be liable to sales-tax. If he uses his privilege and if instead of using the material, say, iron ore, for the contract he sells it to some other party then he shall be liable for penalty which is provided for in the amendment Act.

Sir, I do not think I need go very much into the details. Moreover, they are given in the main provisions of the Act and if there are amendments moved, I shall have occasion to answer to criticisms.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes].

[After adjournment.]

[5-20—5-30 p.m.]

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961, be circulated for the purpose of eliciting opinion there-on by the 1st June, 1961.

Sir, in his introductory speech the H n'ble Minister has said that because of the Supreme Court judgment passed in the case of State of Madras versus Messrs Gannon Du kerly he has come here to change the main Act. That judgment was delivered by the Supreme Court on the 1st of April 1958. Fairly three years have passed and he said that he had brought this amendment only to bring this Act in conformity with that judgment and in accordance with the Constitution. That case arose out of Madras Sale of Goods Act and here we are concerned with Finance Sa es Tax Act, 1911. Both these Acts were Acts during the pendency of the Government of India Act, 1935. Their Lordships have considered those Acts in conformity with our present Constitution and their Lordships have laid down that certain more items where the sales tax has been all attractive in the Starte List of the Seventh Schedule of the Constitution do not fall within the Provincial Legislative competence and, therefore, certain portions are to be excluded. The Hon'ble Minister has, therefore, brought a Bill before us starting that simply by changing the definition of two words i e. the definition of 'goods' and a portion of 'sales tax' he will be within the limits given by the Supreme Court judgment, but I would place before the House another portion which requires that not only the definition of these two words requires a change, but also the defination other two words namely the words 'contract' and 'sale' which appear in the body of the parent Act ought to be amended in order to bring this Act in conformity with the Supreme Court judgment Besides, the definition of the word 'turnover' has got to be amended. Therefore, Sir, I shall bring to the notice of this House another portion of the judgment of the Supreme Court delivered in the case State of Madras versus Messrs Gannon Dunkerly & Co. Ltd. Their Lordships said this : "In order to constitute a sale it is necessary that there should be an agreement between the parties for the purpose of transferring title to goods which of course presupposes capacity to contract, that it must be supported by money consideration, and that as a result of the transaction property must actually pass in the goods. Unlesss all these elements are present, theront, there can be no sale. Thus if merely title to the goods passes but not as a result of any contract between the parties, express or implied, there is no sale. So also if the consideration for the transfer is not money but other valuable considerations, it may then be exchange or barter but not sale". "And if under the contract of sale title to the goods has not passed, then there is an agreement to sell and not a completed sale. Moreover, under the law there cannot be agreement relating to one kind of property and sale as regards another. There must be an agreement between the parties for the sale of some goods between the parties.

These are remarks of the Supreme Court. Now let us see the existing definitions—whether the existing other definitions which I have mentioned are to be retained or are in conformity with the Supreme Court judgment. Section 2(b) definition of the word "contract" "contract" means any agreement for carrying out for cash or deferred payment Supreme Court has held that there cannot be any deferred or other valuable consideration" payment-consideration of barter is

prohibited by Supreme Court—"construction, fitting out, improvement or repair of any building, road, bridge or other immovable property, or the installation or repair of any machinery affixed to a building or other immovable property, or the overhaul or repair of any motor vehicle, or sea-going vessel or any of her vessel propelled by internal combustion etc. All these things fall within the purview of the contract, or within the purview of the element—according to the Supreme Court judgment-to which this House has got no legislative competence Therefore this word "contract" should be amended so as to bring it within the purport of the judgment given by the Supreme Court.

If you look to the word 'sale' it means any transfer of property in goods for cash or deferred paymen —which has been set at naught by the Supreme Court that deferred payment is not a sale—or other valuable consideration, including a transfer of property in goods involved in the execution of a contract, but does not include a mortage, hypothecation, etc. The other definition is about 'turnover' which means the aggregate of the amounts of sale-prices and parts of sale-prices received by any dealer during a given period. Therefore in order to bring a comprehensive amendment of this Bill these three definitions ought to be amended If the Hon'ble Minister does not accept them or if his department advises him otherwise, he will have to encounter in future similar judgement of the Supreme Court or the Supreme Court shall have to correct these things. The Supreme Court in unequivocal language says that those things are to be included within the provincial legislative competence. The Hon'ble Minister simply amending the definition of the word goods' appearing in 2(1)(d) or taking one portion from the definition of 'sale price' he will be doing a thing which should be in conformity with the Supreme Court judgment. In my humble opinion this is wrong. If he does not make a comprehensive amendment then another similar judgment will be there and then he will have again to come to this House for the purpose of amending the Act further.

Then I would draw your attention to another important thing. Here in this amending clause the word 'undertaking' has been introduced. The word 'undertaking' has not been defined either in this Act or in any other Act. Therefore undertaking is not a thing which can be defined or its meaning can be stretched in any way while dealing with this Act.

Therefore, I would suggest that the word "person" be substituted for the word "undertaking". In the General Clauses Act, the word "person" has been defined as an individual, an association of persons, a company, a firm, a registered body or partnership. So, the word "person" has got a greater connotation than the word "undertaking" which in the eye of law has no meaning at all.

[5-30—5-40 p. m.]

Sir, the next defect of this Bill is with regard to the power of the Commissioner to compound an offence. Sir, the power has been given to the Commissioner to compound an offence on money consideration. Sir, this is against all principles because an offender ought to be brought to book and he must be punished for his offence. Suppose a person has done something wrong and he has been detected, but for the purpose of avoiding his punishment—either fine or imprisonment—he goes to the Commissioner and says 'Please compound my offence for money consideration'. If this is allowed, then the State Government would be putting a premium on profiteering or other offences. Sir, this sort of premium ought not to be given. Sir, I think in this matter the Hon'ble Minister has taken his due from the income tax dodgers. The income-tax dodgers who could not be detected have been given a chance to disclose their income and pay the income-tax. Sir, this sort of manoeuvre is completely

against the best morals of the country and this would be doing injustice to those persons who have honestly paid their tax at the right time. Sir, if this sort of compounding offence is allowed, then an incentive will be given in the law for not paying the dues but keeping it back. If the State is able to detect that in future, then the offender will come forward and compound the offence. Sir, this is a thing which should be strongly discouraged.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Deputy Speaker, Sir, I must congratulate the Chief Minister for having brought this amending Bill inasmuch as by doing so, he is, in fact, having an additional grant approved by this House. I daresay that by reason of the amendments which are sought to be effected, our treasury will perhaps be a little richer. I, however, wish to point out, through you, Sir, to him and to the other members of this House certain anomalies which I feel ought to be removed at this very moment.

Sir, in the first place, I have my doubts if the new Section 5A, which is being sought to be introduced, will at all be effective. In any case, I am sure that the Government will find it extremely difficult to put the machinery of this particular section—Section 5A—into action. Will the Chief Minister kindly consider if it is possible to have the very same provisions under Section 22 of the Bengal Finance Sales Tax Act, 1941, as it stands to-day, because, Sir, under Section 5A what is being sought to achieve is this. If a person alleges that he has purchased goods for the purpose of raising coal, but thereafter does not, in fact, use the goods for raising coal, he comes within the purview of Section 5A, e.g. a person comes and says, I want to purchase these goods for raising coal. Then he gets an exemption or rather his seller gets exemption.

Thereafter the purchaser goes and uses those things for purposes other than raising coal. Section 5A is sought to deal with a man of this type. But what is being proposed is the mere imposition of penalty which is not to exceed double the amount of the tax. But unlike section 22, it is not being made punishable with simple imprisonment or any fine. I was, therefore, suggesting if it is possible to bring men of this type who take advantage of this Act by making a false representation within the purview of section 22. Could they not be brought under section 22, so that there could be something more deterrent so far as the heinous action is concerned? Section 22 sets out the various cases in which simple imprisonment and fine may be imposed by the criminal court. Could any persons of this kind—persons who may come within the provision of section 5A—be also brought within the provisions of section 22? The Chief Minister will kindly consider this particular aspect of the matter.

The second thing to which I wish to draw the attention of the House is the provision whereby it is being laid down that even if certain offences are committed, such offences would be compoundable upon the payment of a sum not exceeding Rs. 5,000. This seems to be rather peculiar. Supposing a man, not being a registered dealer, falsely represents when purchasing goods that he is a registered dealer: he really commits a serious crime and perhaps evades payment of tax to the extent of lakhs of rupees. I am thinking of cases of this kind—not cases which have happened—I do not know of any—but it is possible that such cases may take place. If a person fails, when required so to do to keep prescribed accounts or records of sales; or if a person refuses to comply with any requirement made of him under sub-section (1) of section 14; or if a person knowingly produces incorrect accounts, registers or documents, or knowingly furnishes incorrect information—so far as these persons are concerned, can they come within section 23? If not, who are the persons who come within it? Other persons who are to come are persons covered by clauses (a), (b), (c) and (cc) and other persons may come in later on. If the persons who can claim their offences to be compoundable are persons who come under clauses (a), (b), (c)

and (cc)—that is one matter—but if persons who come within this proviso are persons other than those who come under clauses (a), (b), (c) and (cc), I can think of numerous examples where the offenders make a profit much greater than Rs. 5 000 but nonetheless right is given to compound for a figure less than Rs. 5,000. This is unjustifiable on principle and perhaps a little change may be necessary here.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray: You suggest some alteration of section 23 also ?

Shri Siddhartha Shankar Ray: Yes, because you will see persons who come within the purview of this section may have a profit of much more than Rs. 5,000 as a result of their default but they are given the right to compound for a sum not exceeding Rs. 5,000.

The next point, to which I want to draw the attention of the House and of the Chief Minister, is that the recent case of the Supreme Court has also found against the State of West Bengal on another aspect of taxation—in the case of Tata Iron and Still Company Limited as a result of which Rs. 41, 14, 718·12 nP. has really been lost by the State of West Bengal.

[5-40—5-50 p. m.]

I understand that if the effect of this judgment is to continue, the State of West Bengal is likely to suffer a further loss. I am entirely speaking on informations which I have received. The Chief Minister will please correct me if I am worng. I understand that the net loss will be to the tune of 3 or 4 crores. Will the Chief Minister please take into consideration the judgment of the Supreme Court and see if we can also somthing about the effect of this judgment so that our exchequer might not have to lose this huge sum of money ? This is a prayer which I made every time and the Chief Minister had once said that he would look into the matter. Will the Chief Minister kindly make provisions for the appointment of a Sales Tax Tribunal ? Will he please take into account the provisions of the Income-Tax Act and similar Acts and introduce a Sales-Tax Tribunal also in the State of West Bengal ? I know that we always say that businessmen are black-marketeers, but it must be remembered that there are numerous businessmen who are not blackmarketeers, and I dare say, in so far as the Sales Tax Department is concerned, I have praise for them and I think most of them do excellent work, but there are some who are guilty of various things. We need not go into all that in the House as it does not help anybody. If a Sales-Tax Tribunal is appointed, I think the problem would be solved much quicker and the State would considerably gain by the appointment of such a Tribunal. As a result of the procedure followed now many traders are harassed. Sometimes the cases are very much delayed. I know of cases personally where the State is not able to realise the taxes. If a Sales Tax Tribunal is appointed, I think the whole law will be crystallized within a very short time and if on questions of law the Sales Tax Tribunal makes its decisions known, I think traders, businessmen and dealers would find it very convenient and perhaps there will be a lesser conflict between a dealer and the Government. As it stands today, sales tax is our most important tax and it is our duty to see that this particular machinery can work smoothly. I would, therefore, request the Chief Minister once again to find out if it is possible to make provisions for that. With regard to the appointment of Sales Tax Tribunal I can assure the Chief Minister that if a Sales Tax Tribunal is appointed, lawyers won't benefit. It is the traders who would really benefit and the Government also will find it very much convenient if the Sales Tax Tribunal is appointed.

Finally, in so far as the amendment is concerned, it is coming through this particular Bill in future. While bringing amendments of such a serious nature,

would it not be a more partical procedure if some short of a committe is appointed to go into the merits of the Bill of this nature which affect really various interest ? In England, for example, such Bills are placed before a committee and there is a Parliamentary Board to see that every interest affected by the provisions of the proposed bill can place the point of view before the committee concerned.

And thereafter the Committee can take the views into account and propose such law as it thinks ought to be passed in the circumstances. I wonder whether such a procedure can be adopted in future in respect of not only taxation legislation but also in respect of municipalities and other things which generally affect the life of the people. These are my submissions.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray : Sir, two propositions have come before us. One is that Mr. Panda has suggested that the definitions of the words "contract" and "sale" should be altered. Sir, he has read only a portion of the judgment of the Supreme Court. I am rather surprised that he has ignored the direction of the judge with regard to the case that was brought before him. The direction was that 'it is possible that the parties might enter into distinct and separate contracts, one for the transfer of materials for money consideration, and the other for payment of remuneration for services and for work done. In such a case there are two agreements' and so on. Therefore if you take away the 'contract' or alter the word in any manner, then to my mind one of the objects for which the judgment was given, namely, that we want to distinguish between divisible and indivisible contracts, is likely to disappear. Therefore, I do not think that it would be necessary for us to consider at the present moment the definition of the word "contract" as he has suggested. He has also suggested the substitution of the word "undertaking" by the word "person" in clause (1) (iv). The word "undertaking" was and has been in the Sales Tax Act and it has worked very satisfactorily and I do not see any reason why the word should be changed. The language of this section of the Act is this : "sales to any undertaking electrical energy" etc. Ordinarily the meaning of this sub-section is that the sales are made to the undertaking which supplies the electrical energy, that is to say, supply of electrical energy is generally speaking done by undertakings and not by persons, and therefore I do not think there is any point in substituting the word "undertaking" by the word "person".

Sir, Shri Siddhartha Shankar Ray has raised very important issues and I had the opportunity of discussing those with him before he actually spoke. I think his main idea is—in respect of the punishment that we have provided for in this amending Bill—that those who want to take contract and misrepresent the object of it, that is to say, who confuse the divisible and indivisible contracts, should be punished. Shri Ray thinks that the punishment should be more severe—at least it should conform to section 27. All I can say is that we did not consider that the punishment was too simple and too small, but in any case I will consider that. If necessary, we can bring it up if in course of our working the Bill as amended we find it necessary.

[5-50—6 p.m.]

Sir, he has said that himself—it has also to be considered whether such acts on the part of the dealers should be compoundable at all under section 23. He has also suggested, if the penalties imposed under section 5A of the Bill could not be tagged to the offences under section 22. That has got to be looked into.

With regard to Tata's case which has come before the Supreme Court—he has kindly given us the reference—my Department will certainly look into it. If there is any particular point we shall have to take it up with regard to any amendment of the Act that may be necessary.

The question of Sales-Tax Tribunal was raised by him also on other occasions previously. We have considered this. Although he thinks Sales Tax Tribunal might ease situation and bring about a judgment quicker, we have got to consider it very carefully to see whether this will not hinder rather than help us. In fact, I may tell him, that we did consider it and we came to conclusion that the time has not come yet for the Tribunal to be started.

As regards the Committee with regard to Bills, not merely for taxation, but Bills for other purposes, whether the public are intersted or not—we might consider it—that is to say, instead of the Legislature sending it to a Selected Committee, which may mean a great deal of delay in certain matters, and it may also mean a certain amount of disclosure of certain information which is not desirable to be placed before the public—it may be possible to take 4 or 5 men from among persons who are able to give us advice—some men not formally but informally.

I have nothing more to add.

Mr. Speaker : The amendment of Shri Phakir Chandra Ray is out of order.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st June 1961, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2.

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 3.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I move that in clause 3 (1) (iv), line 1, for the word "undertaking" the word "person" be substituted.

I move that in clause 3 (1) (iv), lines 6 to 8, the word beginning with "either wholly in" and ending with "outside West Bengal" be omitted.

I move that in clause 3 (2), in the proposed proviso, in lines 8-9, after the words "by the owner or" the words "duly authorised" be inserted.

I move that in clause 3 (2), in the proposed proviso, line 9, for the word "undertaking" the word "person" be substituted.

In clause 3 (1) (i) there is provisio that the sales should be in West Bengal, But if you look at sub-clause (iv) you will find that there is some change. Here, in the case of sales of materials for the preparation of the the electricity, it may be done in West Bengal or outside West Bengal, or partly in West Bengal and partly in any place outside West Bengal, Why only for these materials for the generation of electricity some concession is made? Electricity will be prepared in West Bengal......

Shri Siddhartha Shankar Ray : Sir, if I may correct my honourable friend, Mr. Panda I was also under the same mistake, but I found out that this had already been done by the previous amendment.

Shri Basanta Kumar Panda : Then, Sir, there is no necessity of bringing this here.

With regard to the other amendment, that is about 'declaration containing containing prescribed particulars in the prescribed form obtainable from the prescribed authority duly filled up and signed by the registered dealer to whom, or by the owner or representative of the undertaking...' the representative must be duly authorised. An ordinary man or a servant will come and say 'I am coming

here on behalf of this undertaking or on behalf of the owner of this undertaking,—this won't do. He must carry with him an authenticated letter or a power of attorney to show that he is duly authorised. Unless this precaution is taken either the owner or the representattive may be put to some difficulty. Therefore I want to insert the words 'duly authorised" after the words "by the owner or". It will then read thus 'duly authorise representative of the undertaking to which, the goods are sold."

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: With regard to the replacement of the word 'undertaking' by the word 'person', I have said before that this is the word we have all along used in our present Act and there is therefore, no reason why we should change it.

Sir, Shri Panda wants to say that why this should be so explicit, namely, 'distribution of such energy either wholly in West Bengal or partly in West Bengal and partly in any place outside west Bengal.' That was for the purpose of bringing D.V.C. within its purview. As you know, D.V.C. supplies electrical energy not merely in Bengal but also outside Bengal and we are interested in D.V.C. Therefore, that expression is used on the face of the amendment.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Sir, about the expression 'either wholly in West Bengal or partly in any place in West Bengal—an earlier amendment was moved and as a matter of fact we have passed it already.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 3 (1) (iv), line 1, for the word "undertaking" the word "person" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 3 (1) (iv), lines 6 to 8, the words beginning with "either wholly in" and ending with "outside West Bengal" be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 3 (2), in the proposed proviso, in lines 8-9, after the words "by the owner or" the words "duly authorised" be inserted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 3(2), in the proposed proviso, line 9, for the word "undertaking" the word "person" be substituted, was then put and lost.

The question that Clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 9, the word "may" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proposed section 5A(1), line 12, for the words "direct that he shall pay" the words "may impose upon him" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 13, for the word 'double" the words "four times" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proposed section 5A (2), in line 6, the words "to be" be omitted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proviso to proposed section 5A(2), lines 3 and 4, for the words beginning with "such registered and ending with "penalty imposed" the words "the payment of such penalty" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proviso to proposed section 5A (2), in line 5, after the words "such number of" the word "monthly" be inserted.

Sir, I also beg to move that in clause 4, the following further proviso be added after the proviso to the proposed section 5A (2) namely :—

"Provided further that total amount of penalty shall be paid within one year of the date of impositions."

Sir, I also beg to move that in clause 4, in the proposed section 5A (3), in lines 2 and 3, after the words "sub-section (2)" the words "or in the order referred to in the provisos to that sub-sections" be inserted.

Sir, I have got several amendments. With regard to amendment No. 9, I shall not place that amendment as it has already been rejected by the House.

With regard to amendment No. 10, I would say that in clause 4, in the proposed section 5A(1), line 9 the word "may" be comitted. Sir, if you look to the section it is stated therein "if any registered dealer or undertaking, after purchasing any goods for any of the purposes referred to in sub-clauses (ii), iii) and (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 5, makes use of the same for any other purpose the prescribed authority may, after giving such registered dealer or the owner of such undertaking a reasonable opportunity of being heard···' Sir, if the word "may" is omitted it will then be read thus : '······makes use of the same for any other purpose the prescribed authority after giving such registered dealer or the owner of such undertaking a reasonable opportunity of being heard···'. Here by the introduction of the word "may" the power has been given to the registered dealer or the prescribed authority that he may call for an explanation what he may not call. But if the word "may" is omitted this provision will then be obligatory. In that case it will be'...for any other purpose the prescribed authority after giving such resistered dealer or the owner of such undertaking a reasonable opportunity of being heard···' by order in writing direct that he shall pay.

Mr. Speaker : The word 'may' in law—Shri Siddhartha Sankar Roy will support me—is equal to 'shall'.

Shri Basanta Kumar Panda : Then, Sir, by my amendment No. 11 I want to substitutute the words 'may impose upon him' for the words 'direct that he shall pay'. This is about payment and imposition of penalty. We are imposing a penalty. Here the wording is some what lenient. The words are 'by an order in writing direct that he shall pay', as if he is a debtor and order has been given to him to pay. He is here to pay a penalty and that penalty is to be imposed. Therefore, I have suggested the substitution of the words 'direct that he shall pay' by the words 'may impose upon him'.

[6—6-10 p. m.]

Then, Sir, by my amendment No. 13 I want to insert the words 'four times' in place of the word 'double'.

By my amendment No. 14 I want to omit the words 'to be' in the proposed Section 5A (2) in line 6 Section 5A (2) runs thus : "Any penalty imposed under sub-section (1) shall be paid by the registered dealer or undertaking, as the case may be, into a Government Treasury or the Reserve Bank of India by such date as may be specified by the prescribed authority in a notice issued for this purpose and the date—if the words 'to be' here are omitted the sentence will run thus—so specified shall not be less than 15 days, etc." If these words are retained then it will be this : "...the prescribed authority in a notice issued for this purpose and the date to be so specified". Sir, the date is to be specified by the previous portion of this clause viz., 'by such date as may be specified'. Then what is the necessity of the words "to be" here ? Therefore, I have suggested the omission of the words 'to be".

Then, Sir, my amendment No. 16 is consequential.

Then, about the proviso I have suggested the addition of another proviso to this effect, namely provided further that total amount of penalty shall be paid within one year of the date of impositions. The present proviso runs thus : "Provided that the presc ibed authority may, for reasons to be recorded in writing, extend the date of such payment or allow such registered dealer or owner, as the case may be, to pay the penalty imposed in such number of instalments as the prescribed authority may determine". Here there is no time-limit fixed. The prescribed authority may determine that the arrears of this tax and the penalty imposed may be realised in several years or several yearly instalments. What we are doing here is this : we are realising some debt due from a person who is guilty and who is a dodger and who is trying to deprive the State of its just due. Therefore a time-limit should be be imposed, so that the authority can realised the due within one year As regards instalments I have suggested that there should be monthly instalments and that the instalments should not be made elastic.

Then I move that in clause 4, in the proposed section 5A (3), in lines 2 and 3, after the words "sub-section ( )", the words "or in the order referred to in the provision to that sub-sections", be inserted. The provision is that any amount of penalty that remains unpaid after the date specified in the notice referred to in sub-section (2) shall be equivalent to the arreas of land revenue payable to Collector. What is to be realised—any amount of penalty that remains unpaid. If you look to the section itself there are two things. Notice is something which is contemplated in sub-section (1) and penalty is something which is other than which appears in the notice. First of all in the notice he ha to notify that you are in arrears. You are to pay. There is a proceeding and in that proceeding the penalty is imposed (3) says Any amount of penalty that remains unpaid after the specified date in the notice referred to sub-section (2) after that date or in the year referred shall be recoverable as an arrear of land revenue .."to in the proviso of that sub-section, because in the proviso shere is a provision for payment by instalments ; in the notice those things do not appear. This notice can be taken to include arrears of taxes and the penalty when the judgment is given they are to be paid in certain instalments. By inclusion of those words everything will be complete—money in the notice, penalty and the money payable under the order. All these things will be realised. If you do not insert the amendment the money may not be realised. Therefore to complete the sense you have to take this amendment because then the amendment will give you power to tax penalty and the money in instalments recoverable under the Public Demands Recovery Act.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I move that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 13, for the word "exceeding" the words "less than" be substituted.

স্যার, প্রয়োজন হলে যাতে বাড়াবার লক্ষ থাকে সেইজন্য আমি এই executing-এর পরিবর্তে less than এটা substitute করতে চাচ্ছি।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray : Sir, I want to place before the House certain points regarding the suggestions made by Shri Siddhartha Ray and Shri Basanta Kumar Panda. Shri Ray has suggested regarding the penalty whether we cannot bring in this offence under section 22 of the Act. That section says "No Court shall take cognizance of any offence under this Act, or under the rules made the reunder except with the previous sanction of the Commissioner." In this case the matter does not go to a court. What happens is this : the whole of the section refers to the registered dealer. If there is a mistake and if that is not purposely done he is simply asked to pay double the amount. There is no question of placing him before a court for this offence. With regard to the suggestion made by my friend Shri Basanta Kumar Panda that the word "may" should be removed ftom there, I may tell him that it would impair the power because it is directing to do certain things what is to be done etc.

[6-10—6-20 p m.]

Sir, the second point that he has raised is that the words "to be" in sub-section (2) of Section 4 should be removed. Sir, the words "to be" are intended to signify future action—"the date to be so specified shall not be less than fifteen days". So, the idea is about the future. Therefore, I think it would be more proper to retain the words "to be".

With regard to the other points that he has raised, e.g. the penalty should be higher, the payment should be made on the fixed date and so on, I may say that if we find that in working this penalty clause there are difficulties or there are evasions on the part of the registered dealer, we might consider the question of bringing in amendments later on, but I think this is the utmost that we can do at the present moment. I, therefore, oppose all the amendments.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 9, the word "may" be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 12, for the words "direct that he shall pay" the words "may impose upon him" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Ray that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 13, for the word "exceeding" the words "less than" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, in the proposed section 5A (1), line 13,for the word "double" the words 'four times" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, in the proposed section 5A (2), in line 6, the words "to be" be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4 in the proviso to proposed section 5A (2), lines 3 and 4, for the words beginning with "such registered" and ending with "penalty imposed" the words "the payment of such penalty" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, in the proviso to proposed section 5A (2), in line 5, after the words "such number of" the word "monthly" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, the following further proviso be added after the proviso to the proposed section 5A (2), namely :—

"Provided furthur that total amount of penalty shall be paid within one year of the date of imposition."

was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4 in the proposed section 5A (2) ,in lines 2 and 3, after the words "Sub-section (2)" the words "Or in the order referred to on the provisos to that sub-sections" be inserted was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 5

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that clause 6 (1) be omitted.

I further beg to move that in clause 6(3), in the sub-section (4B), lines 5 and 6, for the words "by notice issued in this behalf" the words "after giving the dealer an opportunity of being heard" be substituted.

I also beg to move that in clause 6(3) in the proposed sub-section (4B) line 7, for the word "such" the word "a" be substituted.

I also beg to move that in clause 6(3), in the proposed sub-section (4B), lines 8 and 9, the words "in the notice" be omitted.

I also beg to move that in clause 6(3), in the proposed sub-section (4B) in line 11 and in line 13, for the word "notice" the word "order" be substituted.

Sir, as regards my first amendment—amendment No. 2?—I would point out that under the existing Act, a tax-dodger is required to pay at least some penalty not exceeding one and a half times the amount. But if the proposed amendment is accepted, will the authorities dealing with a case impose more penalty or is it the desire of the Government that a free hand should be given to the officer dealing with the case so that he may impose any penalty or no penalty at all if he so chooses? Therefore, I wish to retain the existing clause.

As regards my second amendment—amendment No. 21—I would say that it is a question of natural justice. Whenever you wish to punish a man or whatever may be the gravity of the offence, he must be given a chance to defend himself. By giving an opportunity to the dealer of being heard, we shall only be doing natural justice and we shall be giving him a chance of defending himself if he can.

In my amendment No. 23, I have sought to omit the words "in the notice". The relevant portion of the section runs thus: "direct that in addition to the amount of arrears of such tax, such sum not exceeding that amount as the Commissioner may specify in the notice". Sir, my contention is that if we give the dealer an opportunity of being heard, the amount of penalty should not appear in the notice but it should appear in the judgment. So, the words "in the notice" should be omitted.

Then I have got some minor amendments, e.g. I wish to put the word "a" in place of the word "such".

Then instead of the word "notice—if the main amendment is accepted, in all places where the word "notice" occurs the word "order" is to be substituted—because if on principle we decide to give the dealer, whatever may be his fault or whatever be his offence if in consideration of natural justice we give him an opportunity of showing cause—all these consequential amendments are to be accepted and in place of the word "notice" the word "order" is to be substituted, But if it is not accepted, then it is all right.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Ray: I admire Shri Basanta Kumar Panda for the trouble he takes in going over every sentence, every word and every phrase of the amending Bill. It is just as it should be for a lawyer. But I am afraid he has involved himself in proposing various amendments which we are not in a position to say whether they will conflict with any other part of the Bill. I do not think that any of the propositions that he has made has got any very great effect. I oppose all the amendments.

Mr. Speaker: I put all the amendments to vote.

[The motions were then put and lost.]

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that clause 6(1) be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6(3), in the proposed sub-section (4B), lines 5 and 6, for the words "by notice issued in this behalf" the words "after giving the dealer an opportunity of being heard" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6(3), in the proposed sub-section (4B), line 7, for the word "such" the word "a" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6(3), in the proposed sub-section (4B), lines 8 and 9, the words "in the notice" be omitted, was then put and lost.

The motion af Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6 (3), in the proposed sub section (4B), in line 11 and in line 13, for the word "notice" the word "order" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clauses 7 and 8

The question that clauses 7 and 8 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 9

Shri Basanta Kumar Panda : I move that in clause 9(1), in line 4, after the words "clause (c)" the words "clause (d), clause (g)" be inserted.

I also move that in clause 9(1), line 9, for the word "five" the word "ten" be substituted.

The original section is 23. Under this section power has been given to the Commissioner to compound offences. That is to save some persons who are dodgers of sales tax—they pay a fixed amount and are absolved of penalty, that is, fine and imprisonment. They are absolved by compounding. As section 23 occurs in the orginal Act, nothing mare can be said with regard to it. But as this amendment has been brought in, in my amendment I wish to curtail some of the powers with regard to certain clauses. I want that after clause (c), clauses (d) and (g) be inserted. Clauses (d) and (g) appear in section 22 of the original Act. Clause (d) is "not being a registered dealer, falsely represents when purchasing goods that he is a registered dealer" ; and clause (g) is "knowingly produces incorrect accounts, registers or documents or knowingly furnishes incorrect information". These are serious offences. Are you going to compound these offences ? A man who takes recourse to these things is a deliberate offender and not an offender by mistake. I want to add clauses (d) and (g) so that the power of the Commissioner to compound such offences may be curtailed.

[6-20—6-30 p. m.]

Then with regard to the payment of fine of Rs. 5,000, I wish to enhance it to Rs. 10,000. As Mr. Siddhartha Sankar Ray pointed out, the dodging will be in respect of a sum much more than Rs. 5,000.

Therefore, persons deliberately escape by only paying a minimum amount. Every dishonest dealer will resort to these things. What is the sales tax ? Sales tax ought to be named as purchaser' tax. Sales tax is realised from the consumers and the dealers, Every part of it is the State's due and is payable by the purchaser or by the consumer. The dealers are merely the collectors of this money on behalf of the State. Therefare, why should they be given any premium or any intermediary right, but after realising the entire amount from the consumer, they will grasp some portion of these things and the balance of the residue will be given to the State. This is the best source of income of our State and this is the income on which we can rely because this is an expanding source, but unfortunately during the last three years we see that its growth has stopped. For the last three years it had reached a target of 14 crores of rupees. During the previous years we have seen that it was increasing in geometrical progression and now it is not found to be increasing in arithmetical progression. Therefore, every loophole in the matter of taking away the benefit of the State should be very intelligently and very carefully plugged so that these dealers may not get a chance of avoiding or depriving the State for which the consumers and the middle class people have already paid their share.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, with regard to the points raised by Shri Basanta Kumar Panda, I will say that I accept his amendment of increa ing the penalty from five thousand rupees to ten thousand rupees. I also accept his other amendment.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 9(1), in line 4, after the words "clause (c)" the words "clause (d), clause (g)" be inserted, was then put and agreed to.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 9(1), line 9, for the word "five" the word "ten" be substituted, was then put and agreed to.

The question that Clause 9, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal Finance (Sales Tax) (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to introduce the Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill.)

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, I beg to move that the Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration.

The Bengal State Aid to Industries Act, as amended up to 1958, contains certain rigid provisions regarding the limit of loans and the type of industries eligible for loans In order to expedite State aid to both existing and new industries and to reduce formalities and delays to the minimum, certain urgently needed amendments have been proposed in the Bill. The main amendments proposed are as follows: —

(a) Revision of the definition of the word "industry" to include new units. At present as industry is defined State aid can be given to existing industries only. So a separate set of rules has to be framed for new industries or industries proposed to be started. By enlarging the definition of the word "industry" all these units will be brought within the ambit of the Bengal State Aid to Industries Act.

(b) Raising the limit of a loan which can be saectioned under the Act from Rs. 25,000, to Rs. 1,00,000 in a single case. It is widely realised that small scall industries on which depends the relief of unemployment in this State and which use machinery and power require larger financial accommodation than Rs, 25,000 The state Financial Corporation has also asked the Government to raise the limits up to Rs, 1,00,000 as the Corporation finds it extermely difficult to grant small loans to small scale industries up to that amount.

(c) At present the Director of Industries and the District Magistrate can sanction loans up to Rs. 5,000 in each case, The proposal is to raise the loan limit to Rs. 15,000 in the case of Director of Industries. In the rules to be framed the District Magistrate's powers will be raised from Rs. 5,000 to Rs. 10,000. This step is necessary in order to expedite quick disposal of cases of small loans.

With these words, Sir, I move for the consideration of the Bill.

Shri Siddhartha Shankar Ray: Mr. Speaker, Sir, if I may say this, I oppose this Bill because it is not being moved by the appropriate Minister. The appropriate Minister is Mr. Bhupati Mazumdar.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: I have moved the Bill because I am still the Minister in charge of big industries as also small industries.

Mr. Speaker: Amendments are taken to be moved.

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st June, 1961.

Sir, I have heard the speech made by the Hon'ble the Chief Minister. He has said that this amendment has been brought to bring the existing Act of 1931 in conformity with the present repuirements of the society. Sir, if that is desire, then the amendment may meet with some appreciation. But, Sir, a reading of the Bill, as has been placed before the House, takes away all the hopes which we may cherish or which the Hon'ble the Chief Minister has given out through this Bill. Sir, the original Act was passed when the Muslim Leage was ruling in this country—that is in 1931—and at that time the attempt was to give certain aid to certain industries and for that purpose the post of Director of Industries was created and certain industries were defined and those defined industries were given aids on certain conditions. Sir, you know there are really genuine industries which require some sort of help but there are also other mushroom industries which are floated for political reasons and which after taking State aid devour everything and leave nothing for the State or for the society. The position at the present time is that many mushroom co-operative societies, multipurpose or otherwise, have been creted and taking advantage of their limited liabilaty given under the Act, they raise a small amount of money from the shareholders and thereafter take a loan from the State to the tune of about ten times the money contributed by them. Thereafter they enter into fake trade and manufacture papers and within one or two years they show that everything has been lost but that loss is neither of the constituent persons, nor of the Directors but really of the State. Now, in the four corners of the amending Bill I get the smell of such attempts that is, I think this is an attempt to give away some money persons who are really the supporters of the governing party.

[6-30—6-40 p. m.]

In this case, in the first place, an attempt is being made to give a premium to unborne concerns. There are many concerns in the country which are running under great difficulty—honest concerns—but the State has not yet been able to give them proper money or assistance for the purpose of manufacturing or development of those concerns. It may be that certain speculators who are moving behind the Treasury Bench or the Ministers, are trying to float certain industries which are not yet there. After floating them they will approach the State for loans. The State Government will then readily come forward to give them loans. And there is every chance of the public money being squandered away in this way. There is practically no provision in the Act for taking security or securing the loans which may be advanced to these persons or societies. Past experience shows that where money has been advanced to such concerns, in most cases that money has been lost.

Then there is a stimulus to exclude independent economists and traders by omitting section 3(1)(a) of the original Act. An attepmt has been made to exclude these independent persons who are really in the trade, who are real economists and try to produce for the well being of the society.

In this Act there is no definition of the word "aid" or of the word "loan". If the word "aid" includes the word "loan" what will be the position ? Loan is something which is repayable by way of principal added with certain interest. Therefore, the word "loan" cannot come within the word "aid". You may say that a concern is unable to finance at the present moment and we are advancing some money to that concern—in that sense it is an "aid". But according to the dictionary meaning, aid is something which is not loan, but gift. In whatever way you say, it is given by way of loan, the inner meaning is that it is really a gift. It not be possible to realise the money from those persons to whom, by the provisions of this Act, it is being advanced by way of aid.

Then the power of the Director of Industries which was there under the existing Act is controlled and in its place certain persons are going to be introduced who are not permanent Government officials or who are not in the cadre of the Director of Industries, i.e. I.A.S.

These are my objections at this stage.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that the Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th May, 1961.

স্পীকার মহাশয়, Agricultural Industry-র ক্ষেত্রে State and to Industries Act প্রযোজ্য। কিন্তু কোন জায়গায় Agricultural loan-এর জন্য এই আইনে থেকে ঋণ পাওয়া যায় না আবেদন করেও। কাজেই Agricultural Loan Industry-র ভিতর ঢুকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন যে সমস্ত জায়গায় টাকার সাহায্য করা হয়, Industry-র টাকা উপযুক্তভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার কোন ব্যবস্থা নাই। অনেকের ধারণা এদ্বারা সরকারী টাকা কোন ক্রমে মেরে নেবার রাস্তা হয়েছে; কাজেই টাকা দিয়েও যথাযথ ব্যয় দেখাবার ব্যবস্থা নাই। ফলে এর দ্বারা Industry হয়নি। এভাবে যদি টাকা দেবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সরকারী টাকার অপচয় বাড়বে ছাড়া কমবে না।

তৃতীয়তঃ হাজার টাকা পর্যন্ত loan জেলা Magistrate দিতে পারেন without security কিন্তু দেখতে পাই হাজার টাকা লোন দিলেও বারবার বর্ধমানে গিয়েও Collector-এর কাছ থেকে আবেদনকারী টাকা পান না। যে Provission রয়েছে তাও ভাল করে Implement করা যায় না; তার জন্য যে সমস্ত Industry লোন পায় তারাও grow করে নি। একথা বলার অর্থ হচ্ছে সামান্য সামান্য Industry-তে যা ব্যয় করার ব্যবস্থা হচ্ছে সেটাকে নাকচ করতে হচ্ছে। তারপর আমরা জানি goldsmithy, silversmithy, প্রভৃতি যেসব ছোট ছোট Industry আছে, সোনা রূপো নিয়ে কাজ করে তারা কোন টাকা এই Industry Act-এ পাচ্ছে না। আইনে বাধা না থাকলেও উপর থেকে যে Instruction যায় District Industries Officer-এর কাছে যার ফলে এরা সাহায্য পায় না। ছোট ছোট goldsmith, silversmith যারা, Industry-র কাজ করে তারা তাদের সাহায্য করা উচিত। Industry Dept.-enquiry করে recomend করে আর টাকা দেন Collector-রা—এই ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। যে Dept, enquiry করছে, recomend করছে, টাকা সেই Dept.-এর হাত দিয়েই দেওয়া উচিত এই সমস্ত ব্যবস্থা এর ভিতর নাই আমি মনে করি এই সমস্ত থাকা উচিত সেজন্যই circulation-এর প্রস্তাব করেছি।

Shri Chitta Basu ; Sir, I beg to move that the Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1961.

স্যার, আমি এ বিলটা circulation-এ দেবার জন্ত এই কারণে বলেছি যে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণ-এর সংশোধনী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—আমাদের দেশের বেকার সমস্তার সমাধান করতে গেলে নূতন নূতন শিল্প গড়ে তুলতে গেলে কুটিরশিল্প ও অন্তান্ত শিল্পের বিকাশের জন্ত এই সংশোধনী আইনের প্রয়োজন। নিশ্চয়ই সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে কতকগুলি সংশোধনী আনা হয়েছে এবং যেখানে নূতন Industry তৈরীর সুযোগ ছিলনা—আজকে এই সংশোধনী আইনের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত শিল্প গড়ার সুযোগ রয়েছে তারা তাতে সাহায্যদান করলে সত্যই নূতন কর্মসংস্থান হতে পারে এবং শিল্পের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমাদের Act অনুসারে যে বোর্ড ছিল তাতে নানা ধরনের প্রতিনিধি আছে। Legislature-এর প্রতিনিধি, কুটিরশিল্পের প্রতিনিধি এ রকম নানা ধরনের প্রতিনিধি পাঠাতে হয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনা কেন বোর্ড একজন বৈজ্ঞানিক একজন Indian Economist-কে অপসারণ করার জন্ত এই সংশোধনী আনলেন। বিশেষতঃ যেখানে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক technical knowledge—আছে এমন লোক থাকলে পর শিল্প বিকাশের সুবিধা হতে পারে এবং শিল্প গড়ে উঠলে পর দেশের লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। সেখানে এই ধরনের লোক থাকতে দেশের এবং জাতীর উপকারই হতে পারে এবং অর্থনীতিবিদ তাঁর জ্ঞান দিয়ে সাহায্য করতে পারে সেখানে কেন তাকে সরিয়ে দেবার জন্ত এই প্রস্তাব উঠল।

[6-40—6-50 p. m.]

সেখানে তাদের নাম সরিয়ে দেবার কেন প্রস্তাব এসেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই আইনের আওতায় যে বোর্ড করছেন তাতে এই ধরনের independent Economist অথবা Scientist কি পাওয়া যায় না, বাংলাদেশে সেই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কি পাওয়া যায় না। কিম্বা এর কারণ কি এই, এই সমস্ত independent Economist এবং Scientist তারা, সরকারের যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের সঙ্গে একমত হয়ে চলতে পারবেন না, তারা যে কথা বলবে সেই কথায় জি হুজুর না বলে তাদের স্বাতন্ত্র, স্বাধীনতা দেখাবে। সেই জন্তই কি তাদের নেওয়া যায় না। এই সমস্ত বোর্ডকে সরকারের কুক্ষিগত করবার জন্তই কি এই রকম দু'একজন বৈজ্ঞানিক যাঁরা আছেন তাদের কি আপনারা করতে পারেন না। এদের কেন সরাবার কথা হল সেটা আমি জানতে চাই। দ্বিতীয় কথা হল, বাংলাদেশে এই সব শিল্পের উন্নয়ণ করার জন্ত মধ্যবিত্ত বা ঐ ধরনের লোকদের জন্ত এই আইনের মধ্যে একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি জানি এই ঋণ দেবার যে সর্ত আছে সেগুলি অত্যন্ত জটিল এবং সেই জটিলতার হাত থেকে অন্ততঃ, মধ্যবিত্ত বাঙালী, তারা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই এই যে ২৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যে ceiling আছে, তা তারা গ্রহণ করতে পারে না। সেইজন্ত আমি মনে করি এই ঋণের যে সর্তগুলি আছে তা পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। যেমন বিশেষ করে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই Section 19 (a), সেখানে যে সর্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই সর্ত fulfil করে অন্ততঃ বাঙালী ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, আমি আর একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Section 19-এ subject to the prescribed conditions-র পর the conduct of research including marketing-র জন্ত subsidy দেওয়া হবে। Aid ছাড়া, loan ছাড়া, আবার snbsidy দেওয়া হবে কেন বুঝতে পারি না। তারা loan পাবে আবার for the purpose of machinery তাদের subsidy দেওয়া হবে কেন? এর যোগ্যতা কাদের আছে? ঐ কাজেই এই তথ্যগুলি আমাদের সামনে রাখা উচিত ছিল। অপর পক্ষে,—আমি অবশ্য যখন

Section-wise আলোচনা হবে তখন বলবো—এখানে termination of loan করবার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে সরকারী পক্ষের কয়েকজন কর্মচারীর উপর। আমার মনে হয় সরকারী কর্মচারীদের উপর এই ধরনের ভার অর্পণ করা উচিত নয়। তাদের loan disburse করা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা থাকে না। সেইজন্য আমি মনে করি তাদের উপর নির্ভর না করে একটা বোর্ডের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া উচিত। এই সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে আমি এই বিলটাকে জনমত সংগ্রহের জন্য দিতে বলছি।

Shri Satyendra Narayan Majumdar: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমিও বিলটা জনমত সংগ্রহের জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, তা সমর্থন করছি, যদিও আমার নামে প্রস্তাব নেই। কেন এটা সমর্থন করছি তা আমি সংক্ষেপে বলছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বিলটা উপস্থাপিত করতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, যে দুইটি কারণ দেখিয়েছেন, তা শুনতে ভাল। কিন্তু জিনিসটা একটু ভাল করে দেখলে দেখা যাবে, জিনিসটা যত innocent মনে হয় ততটা innocent নয়। প্রথমতঃ আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আশা করেছিলাম, যে দুইটি জিনিস বলেছেন, formalities যে অত্যন্ত কঠিন সে সম্বন্ধে আমরা বিধান-সভায় বহু আলোচনা করেছি। সেই formalities কি কি ভাবে সহজ করে দেওয়া যায় সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ ceiling বাড়িয়ে দিচ্ছেন। সাধারণভাবে মনে হয় শিল্পে সাহায্য করতে গেলে, নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য করতে গেলে ceilies বাড়ান প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে কাজ করে এসেছেন এতদিন এবং যে ধরনের Industries Advisory Board গঠিত হয়েছে এবং এতদিন পরে এই জিনিসগুলি নিয়ে এসে যে ক্ষমতা নিতে চাচ্ছেন এসব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় স্বাভাবিক ভাবেই, যেকথা কোন কোন মাঃ সদস্য এখানে বলেছেন যে নির্বাচন আসন্ন, কাজেই কিছু কিছু unborn units-এর হাতে সাধারণতঃ টাকা দেবার অধিকার এখানে গভর্ণমেণ্ট নিচ্ছেন। যাই হোক, এখানে প্রধান কথা, এটা সত্যি কথা যে এমন সব formalities রয়েছে যে কথা এখানে আমরা বহুবার বলেছি—আজকে আবার সংক্ষেপে কয়েকটা তার মধ্যে বলছি, যেমন, একবার এক ভদ্রলোক আমাকে দেখালেন যারা সরকার থেকে ঋণ নিতে চান প্রথমেই তাঁকে দুজন guarantor দিতে হবে, কিন্তু এই guarantor-দের উপর এমনসব সর্ত চাপান হয়েছে তা মেনে কোন লোক এগিয়ে এলে শেষকালে তাঁর সবকিছু ধরে টান পড়বে। দ্বিতীয় কথা, এই সর্ত ছাড়াও আমি এখানে বহু শিল্পের দিকে যাচ্ছিনা—State Industries Act-এ কুটিরশিল্প থেকে আরম্ভ করে সবকেই ঋণ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে—আমি এখানে একটা ছোট দৃষ্টান্ত দেব, গ্রামের কৃষক পরিবারের বিধবা মেয়ে যারা ধান ভেনে জীবিকানির্বাহ করে ঢেঁকির সাহায্যে তাদের ঋণ দেবার ব্যাপারে যে ঝামেলা সেই কথা বলছি। প্রথম কথা, সেই ঋণের দরখাস্ত কে নেবে, কোন্ বিভাগ তা খুঁজে পেতেই অনেক দিন লাগবে, কারণ Circle Officer-এর কাছে গেলে তিনি বলেন আমি কিছু জানি না, আবার Industries Officer-এর নিকট গেলে তিনিও বলেন ঐ একই কথা। এবার Circle Officer-এর কাছে অনেক খোঁজা-খুঁজির পর আমি মন্ত্রীমহাশয়ের শরণাপন্ন হলে তিনি আমাকে Industries বিভাগের এক ভদ্রলোকের নাম দিলেন। তাঁর কাছে আমি খোঁজ করলাম, তিনি আমাকে লিখলেন আমরা এ ব্যাপারে co-operative করব। ঋণ দেবেন গ্রামের কৃষক পরিবারের বিধবা মেয়েদের, তাও আবার ৫০-১০০ টাকা, তার জন্য co-operative করতে হবে এই co-operative-এর ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে, একটা co-operative করতে গেলে registration-এর জন্য ২ বৎসর, তারপর ঋণমঞ্জুর হতে আরেক বৎসর এই হচ্ছে ব্যাপার। Co-operative registration থেকে আরম্ভ করে ঋণ মঞ্জুরের ব্যাপারে প্রত্যেক স্থলে আমাকে intervene করতে হয়েছে। জেলা শাসন থেকে

আরম্ভ করে Industries Dept.-এ cooperative officer ইত্যাদি সকলের কাজ। ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে কি হয় এতসব formalities মানতে গিয়ে সেটা বলছি—State Industries Act-এ ঋণ দেওয়া যেতে পারে—ঋণ দেবার জন্য খোঁজ করতে গেলেন Industries Officer, তিনি খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন সেখানে কোন তাঁতী কাজ করে না, সব তারা খেয়ে ফেলেছে, কেন খেয়ে ফেলেছে?—কবে Government-এর ঋণ মঞ্জুর হয়ে যাবে, ইতিমধ্যে তারা সব বেচে খেয়ে ফেলেছে। তারপর এই ঋণের জন্যও আবার অনেক তদ্বির করার দরকার হয়। Deputy Commistione-এর হাতে ক্ষমতা রয়েছে এর থেকেও বেশী ঋণ দেওয়ার ঐযে ৫০-১০০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু শুধু formalities নয়, এই formalities-গুলি আবার এমন জোর করে চাপান হয় যে, ছোট ছোট কুটিরশিল্প জীবিরা এতসব খুঁটিনাটি মেনে শিল্পের উন্নয়ন করা তো দূরের কথা, সাধারণ ভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য এগিয়ে যাবে মনে হয় না। তারপর, বেসরকারী আলাপ আলোচনায় কংগ্রেসের অনেক চুনোপুঁটিও আমাদের বলেছেন, মন্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে যদি পরিচয় থাকে, Directorate-এ যদি জানাশুনা থাকে তাহলেই তাড়াতাড়ি হয়, তা নাহলে পেতে অনেক দেরী হয়। এই ব্যাপারে আমার নিজের যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাই এখানে বলছি, এক ভদ্রলোক matchfactory cooperative করবেন বলে দরখাস্ত করেছিলেন, বহুদিন তো তার কোন জবাবই হয়নি। তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন—তাঁর দরখাস্ত Industries Directorate-এ করে এসেছিল এবং তার কি হল না হল জানতে গিয়ে সেই দরখাস্ত উদ্ধার করতে আমাকে বহুবার telephone করতে হয়েছে, অনেক চিঠিপত্র লিখতে হয়েছে। তারপর জানতে পারা গেল যে, তারা যে স্কীম দিয়েছিলেন সেই স্কীমে কি ভুল ছিল এই অজুহাতে সেটা ওখানে পড়েছিল। সেই ভুল সংশোধনের জন্যই নাকি এতদিন চলে গেল। দুঃখের কথা, সেই ভদ্রলোক সরকার থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে সেই কারখানা start করেছিলেন।

[6-50—6-58 p. m.]

বিভিন্ন সময়ে বহুবার এই বিধানসভায় মন্ত্রীমহাশয়রা আমাদের তাঁদের বক্তৃতায় শোনান, কাগজেও আমরা দেখতে পাই যে, যাঁরা সামান্য পুঁজি নিয়ে শিল্পে অগ্রসর হতে চান তাঁদের সাহায্য করা হবে, কিন্তু ঋণ পেতে এতসব formality-এর চাপে যাঁরা এগিয়ে আসেন এই কাজে তাঁদের নিজেদের মূলধনই নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই এর দ্বারা সত্যি সত্যি লোকের কোন সাহায্য করা হয় না। অন্যদিক থেকে যে প্রশ্ন বিশেষভাবে আমাদের সামনে এসেছে, কোন্ কোন্ শিল্পে কি পরিমাণ সাহায্য করা হবে ও হয়েছে, ঋণের টাকা কি দেওয়া হয়েছে এসম্পর্কে একটা তথ্যসম্বলিত বিস্তৃত তালিকা আমাদের সামনে উপস্থিত করা উচিৎ। এই সমস্ত Industry যারা পরিচালনা করছেন, তার Directorate কে আছেন; এসব জিনিস আমাদের জানা দরকার। কেন না, এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে দেখতে পাচ্ছি, ছোট ছোট শিল্প যাঁরা করতে চান তাঁদের অভিযোগ হচ্ছে এমন সব rigid formalities যে তা পূরণ করা যায় না, দ্বিতীয়তঃ, নিজেদের যথাসর্বস্ব বন্ধক রেখে যদি বা formalities পূরণ করলেন তো ঋণ আনতে আনতে অনেক সময় চলে যায়। আরেকটা কথা হচ্ছে, যাঁদের ঋণ দেওয়া হয় তাঁদের ঋণের কোন প্রয়োজন নাই, যাঁদের এমনিতেই চলে এরকম জায়গায় ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে একমাত্র আমার প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেছিলেন তার জেরটেনে আমি বলব, তাঁরা যদি আমাদের বলেছেন কি কি formalities, ceiling কেন change করছেন, তার প্রয়োজন কি, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন industry-কে কি পরিমাণ ঋণ দেওয়া হয়েছে এর একটা বিস্তৃত তথ্য এখানে উপস্থিত করতেন তাহলে আমরা আরো ভাল করে জিনিসটা বুঝতে পারতাম।

এর সঙ্গে আরো একটা জিনিস বলা দরকার আছে যে, Industries Department থেকে এই যে এঁরা চেষ্টা করছেন এর একটা technical aspect আছে,—যে টাকা দিচ্ছেন, ঋণ হিসাবে দিচ্ছেন, সেই টাকা আমাদের দেশে শিল্পায়নের কাজে কি ভাবে ব্যয়িত হচ্ছে তা তত্ত্বাবধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই তত্ত্বাবধানের কাজে এই legislature-এর একটা ভূমিকা আছে—এবং এগুলি দেখা উচিৎ একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, কারণ technical experts যাঁরা তাঁরা technical জিনিসে অধিকতর উৎসাহী বলে আমাদের দেশের পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিল্পায়নের ব্যাপারে যে ধরনের মনোযোগ সহানুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গি দেখান উচিৎ তা তাঁরা দেখান না। যেমন, উত্তরবঙ্গের কথা, সেখানে District Industries Office আছে, সেখানে কি কি industries আছে তার survey হয়েছে, সেখানে শিল্পোন্নয়নে যে সমস্ত লোক নিজেরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের যে ধরনের সহায়তা দেওয়া উচিৎ ছিল তা কোথায়? এ সম্পর্কে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আগেরবার তিনি আমাকে বলেছিলেন উত্তরবঙ্গে যে ধরনের শিল্প হতে পারে বলে তুমি বলছ সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে একটা নোট দিও। যদিও আমি technical expert নই তবু আমি একটা নোট দিয়েছিলাম। সেই চিঠির পর তিনি বলেছিলেন, যে-ধরনের শিল্পের কথা তুমি বলেছ সেটা বেসরকারী উদ্যোগে হতে পারে, সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতায় হতে পারে, সরকারও করতে পারেন। বেসরকারী যদি কেউ করতে চান, তাদের যদি পরামর্শের প্রয়োজন হয় তাহলে Small Industries Service Institute যা আছে তার কাছে চিঠি লিখতে পার।

Small Industries Service Institute সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই। এবং এ সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক ছোট একটি ইণ্ডাষ্ট্রি করেছেন কোলকাতার কাছে। এই ইণ্ডাষ্ট্রির জিনিসের চাহিদার তুলনায় সরকার সরবরাহ বেশী হচ্ছে। কাজেই অন্য আর এক জিনিস তৈরী করবেন বলে পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলেন Small Industries Service Institute-এর কাছে। তাঁরা বলেছেন যে মার্কেট কি রকম তার খবর নিয়ে আসুন এবং তারপর আমরা যে সমস্ত টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি আছে সেইসব দিয়ে সাহায্য দেব। সাহার্য করতে গেলে যন্ত্রপাতির পরামর্শ দিলে চলবে না, সাহার্য করতে গেলে তাদের পরামর্শ দিতে হবে market possibelities or market tremd সম্বন্ধে। অর্থাৎ আগে market জানুন তারপর পরামর্শ দেব। এটা কি রকম ধরনের সাহায্য সেটা বুঝতে পারলাম না। ওখানে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা শুধু কাগজপত্র নিয়ে এসে থিওরেটিক্যাল রিসার্চ করবেন। এই সঙ্গে আমি বলছি যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয় সেটা ঠিক ভাবে ব্যয়িত হচ্ছে না হচ্ছে সেটা দেখবার জন্য লেজিসলেটিভ কণ্ট্রোলের একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় হয়ত Public Accounts Committee-র কথা বলবেন। কিন্তু সেটাকে Post mortem বললেই হয়। Public Accounts Committee তে খুঁটিনাটি আলোচিত হয়, কিন্তু আপনাদের যে একটা Indistries Advirns Board আছে সেই বোর্ড এখান থেকে যা নিয়েছে সেটা সরকার পক্ষের থেকে লেজিসলেচারের কাছে আশা উচিৎ। সমস্ত দেশে শিল্পোন্নয়নের চেয়ে বিশেষতঃ উপেক্ষিত অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের চেয়ে সত্যি সত্যি কি ভাবে ব্যয়িত হচ্ছে, দুর্নীতি হচ্ছে কি না, নিপোটিজম হচ্ছে কি না এগুলি দেখবার যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা নেই। সে জন্য এই জিনিসগুলি পরিষ্কারভাবে বলা উচিত। কিন্তু এ সব না বলে মন্ত্রীমহাশয় ঐভাবে সংক্ষেপে দুটো কথা বলে যাওয়াতে আক্ষেপটা আরও আসে। এতদিন ধরে State Aict to Indistries Act-এর যে formalities-এর rigidily আছে সেগুলো কমানোর জন্য আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে আমার বক্তব্য উত্থাপন করেছি—কাটামোশানের মাধ্যমে উত্থাপন করেছি, বক্তৃতার মাধ্যমে উত্থাপন করেছি। এতদিন ধরে শিল্পের ব্যাপার নিয়ে অনেক আলোচনা হওয়ার পর তিনি এই

সামান্য পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন, অথচ যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে দেওয়া উচিত ছিল সে সমস্ত তথ্যগুলি দেননি। কাজেই খুব স্বাভাবিক এই প্রশ্নগুলি আমাদের সামনে আসছে।

Adjournment

The House was then adjourned at 6-58 p. m. till 3 p. m. on Tuesday, the 28th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Unstarred Questions

(To which written answers were laid)

Post of the Block Development Officer

51. (Admitted question No. 145.) **Shri Bhupal Chandra Panda :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Development Department be pleased to state—

(ক) ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের পদটি transferable service কিনা ; এবং

(খ) এই বিষয়ে সরকারের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম আছে কিনা ;

The Minister for Community Development and Extension Service (The Hon'ble Dr. Rafiuddin Ahmed) :

(ক) হ্যাঁ।

(খ) না।

X-Ray machine of the Midnapore Sadar Hospital

52. (Admitted question No. 169.) **Shrimati Anjali Khan :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Health Department be pleased to state—

(a) if there is any X-Ray machine in the Sadar Hospital at Midnapore ;

(*b*) if so, whether the machine is in working condition ; and

(*c*) if not, whether any arrangement for an alternative machine in this place has since been made ?

The Minister of State for Health (The Hon'ble Dr. Anath Bandhu Roy) : (*a*) and (*b*) Yes.

(*c*) Does not arise.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Tuesday, the 28th March, 1961, at 3 p. m.

Present

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Minister, 8 Deputy Ministers and 175 Members.

QUESTIONS FOR ORAL ANSWERS

[3—3-10 p. m.]

Divisions of Midnapore district

*14. (Admitted question No. *12.) **Shri Basanta Kumar Panda :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(a) if there is any proposal for the division of the district of Midnapore; and,

(b) if so, what are the police-stations comprising each of such new district ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : (a) No, (b) Does not arise.

Shri Basanta Kumar Panda : প্রোপোজাল ছাড়া এই জেলা ভাগের কোন কথাবার্তা মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : না আমি অবগত নই।

Shri Mihirlal Chatterjee : এই জেলা ভাগ করবার জন্য কোন রিপোর্ট কি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে এসেছে ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : আমার জানা নেই।

Shri Basanta Kumar Panda : মন্ত্রী মহাশয় কি একথা বলবেন যে, এই স্টেটে জেলা ডিস্ট্রিবিউশানের কোন স্কীম তাঁর বিবেচনাধীন রয়েছে ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : আমার জানা নেই।

Char land in the bed of the river Damodar

*15. (Admitted question No. *24.) **Shri Phakir Chandra Ray :** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state if it is a fact that there has appeared a Char land in the bed of the river Damodar within the mauza Chachai in the Memari police-station, district Burdwan ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state whether the Char land is under the possession of the Government ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : (a) No. (b) Does not arise.

Sodepur Development Scheme

*16. (Admitted question No. *34.) **Shri Gopal Basu :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(*a*) *if it is a fact that estimated cost for development of the area* under Sodepore Development Scheme has been paid by all the settlers of the said area ;

(*b*) if so, what is the amount of that estimated cost ;

(*c*) if it is a fact that the Government have decided to proceed with the construction of roads and drains only in certain selected parts of the said area ; and

(*d*) if so, the reasons thereof ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : (a) and (b) The estimated development cost for the entire area of 232-20 acres was Rs. 16,44,000. The Government have not realised any development cost as yet.

(c) and (d) Out of the declared area of 232-20 acres, the H. B. Industrial Development Co. took possession of only 69·98 acres. For its failure to execute the scheme and pay full cost of land acquisition, the Government determind the agreement entered into with the Company for execution of the scheme. The Government have decided to undertake development work, such as roads, drains etc. in respect of these 69 98 acres only.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : কোম্পানীর সাথে এগ্রিমেণ্টটা কি হয়েছে একটু বলুন তো

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : An agreement was executed on 17-11-50 authorising the Comany to execute development schemes. According to the terms of the agreement the Company was to execute the following development schemes at its own cost. (1) Cultural Institutions, (2) College and Boy's H. E. School, (3) Girls' H. E. School and (4) Primary Schools, Clubs, Library, Parks, Playground etc.

Remission of rent in the flooded areas of Garbeta and Keshpur police stations

*17. (Admitted question No. *58.) **Shri Saroj Roy** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Lana Revenue Department be pleased to state—

(ক) সরকার কি অবগত আছেন যে, ১৯৫৯ সালের বন্যায় গড়বেতা ও কেশপুর থানার কোন কোন এলাকা বন্যাপ্লাবিত হইয়াছিল ; এবং

(খ) হইয়া থাকিলে, সেই সেই এলাকায় ১৯৫৯ সালের জমি ও বাস্তুর খাজনা মকুব করা হইবে কিনা ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : (ক) হ্যাঁ।

(খ) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ১৯৫৯ সালের খাজনা মকুবের ব্যবস্থা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

Shri Saroj Roy : আমি বলেছিলাম কোন্ কোন্ এলাকা বন্যা প্লাবিত হয়েছিল এবং যদি খাজনা মকুব হয় তাহলে বুঝতে পারি যে কোন্ কোন্ এলাকায় খাজনা মকুব হচ্ছে। সেজন্য এলাকাটা জানাবেন কি ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : ১৯৫৯ সালে গড়বেতা থানাতে ২নং এবং ৩নং ইউনিয়নে নিম্নোক্ত মৌজাগুলিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল :—ধানগেড়িয়া, কালিকাপুর, মেয়ামবেড়িয়া, বক্সরবানী, ইটাচাঙ্গ, নিরসা, গরবেরিয়া। ইউনিয়ন নং ৩—বলাইকুণ্ডা, জোকা, অর্জুনবেরিয়া, কেশপুর থানাতে ঐ বছর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি এই আমার রিপোর্ট।

Shri Saroj Roy : কি রকম ক্ষতি হয়েছিল ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : আমার কাছে পূর্ণ রিপোর্ট নেই।

Shri Saroj Roy: যে যে জায়গাগুলিতে গত বন্যার সময় দীর্ঘদিন ধরে রিলিফ দিয়েছিলেন সে মৌজাগুলির নাম করলেন, ঐ সব জায়গাতে যেরকম রিলিফ দিয়েছিলেন, অন্যান্য কেশপুর থানা এলাকাতে একই ধরনের রিলিফ দিয়েছিলেন। তাহলে কি করে বুঝবো যে ঐ জায়গায় উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি। সেই সমস্ত জায়গাগুলির নাম আপনি মেনসন করেছেন না, রিলিফ বেশী দিয়েছেন?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: আমার কাছে এমন কোন রিপোর্ট নেই যার থেকে আমি বলতে পারি কোন্ মৌজাতে শতকরা কত ভাগ ক্ষতি হয়েছে।

Shri Saroj Roy: আমার সাপ্লিমেণ্টারী হল আপনি শুধু গড়বেতা থানায় দু'টো ইউনিয়নের কয়েকটা গ্রামের মৌজার নাম উল্লেখ করলেন, আর বললেন কেশপুর থানায় কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি কিন্তু আপনি বন্যা হলে যে জাতীয় রিলিফ দেন সেই রিলিফ দিয়াছিলেন, অন্যান্য সমস্ত রিলিফও দিয়াছিলেন। একই ধরনের রিলিফ দিয়াছিলেন। রিলিফ যদি দেওয়া হয় তাহলে ঐ জায়গাগুলিতে খাজনা মকুবের বিলি ব্যবস্থা নেই।

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। এখন পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে আমরা ঘোষণা করছিনা কত পরিমাণ খাজনা মকুব করতে পারবো।

Shri Saroj Roy: মন্ত্রীমহাশয়কে সেজন্য একটা কথা জানিয়ে রাখছি গড়বেতার ইউনিয়ন নং ৩, ২ এবং ২৯, তিনটে ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কেশপুর থানায় ৪।৫ ইউনিয়ন একই প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কাজেই মকুবের ব্যাপার যখন ফাইনাল করবেন সেই সময় ৪ ভাগ যদি কনসিডার করেন তাহলে দ্যাট উইল বি ভেরি হেলপফুল।

The Hon'ble Syamadas Bhahattacharyya: আমি ইনকোয়ারী করবো।

Shri Gangadhar Naskar: ২৪ পরগণায় বিভিন্ন থানা বন্যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে সব জায়গায়তে খাজনা মকুব করা হবে কিনা?

Mr. Speaker. That question does not arise. You have to confine your questions to Garbeta thana only.

Division of Midnapore district

*18. (Admitted question No. *59.) **Shri Saroj Roy:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) ইহা কি সত্য যে, মেদিনীপুর জেলাকে ২ ভাগে ভাগ করিয়া দুইটি জেলা গঠন করা সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

(খ) সত্য হইলে, বর্তমান জেলাকে কিভাবে ও কোন্ কোন্ অঞ্চল লইয়া ভাগ করা হইবে;

(গ) এইভাবে দুইটি জেলা গঠন করিবার কারণ কি; এবং

(ঘ) ভাগ করা হইলে, কত দিনে করা হইবে?

Mr. Speaker: Question 18 is covered by the answer to question 14.

Compensation for the intermediaries of Bongaon subdivision

*19. (Admitted question No. *114) **Shri Ajit Kumar Ganguli:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Land and Land Revenue Department be pleased to state—

(ক) বনগ্রাম মহকুমার স্থানীয় Compensation Office-এ মধ্যস্বত্বভোগীদের কতকগুলি case-এ আংশিক compensation দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলি ক্ষেত্রে আদৌ দেওয়া হয় নাই; এবং

(খ) আদৌ compensation না দেওয়ার কারণ কি এবং কত দিনে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : (ক) বনগ্রামে ১৬৬০টি কেসে কেসে ক্ষতিপূরণের জন্ত অন্তর্বর্তীকালীন টাকা দেওয়া হয়েছে। ২৭টা কেস এখনো কর্তৃপক্ষে বিবেচনাধীন আছে এবং ২৮৪টি কেসে আদৌ টাকা দেওয়া হয়নি।

(খ) উপরোক্ত ৪৮৪টি কেসে মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দাবি বা সত্ব সাব্যস্ত না হওয়ায়, তাহা ক্ষতিপূরণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় নাই।

Shri Hemanta Kumar Ghosal : যেগুলি বাকী আছে, সেগুলি কত দিনে পাবে ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : যতশীঘ্র সম্ভব।

Shri Basanta Kumar Panda : যে মধ্যস্বত্বাধিকারীর দাবির কথা বলেছেন, যেখানে মধ্যস্বত্বাধিকারী এসে দাবি করবে না, সেখানে assessment of comparative list তৈরি করবার duty কাদের ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya. অবশ্যই আমাদের।

Shri Saroj Roy : 50 per cent compensatin ছোট ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীকে দেবার কথা আগে হয়েছিল ; সেই 50 per cent compensatin কি সকলে ছোট মধ্যস্বত্বাধিকারীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : না। যাদের দাবি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত হয়েছে তাদের দেওয়া হয়েছে।

Shri Saroj Roy : এই ছোট ছোট যাদের 50 per cent দিয়েছেন, তার যে roll তৈরি বা ঠিক করা হয়েছে—তাতে আর কত পারসেণ্ট টাকা দেবেন, আর কত পারসেণ্ট সরকারি কাগজে দেবেন ? নগদ টাকা 75 per cent দেবার কথা শুনেছিলাম—সেটা কি সত্য ?

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : আমি এখন তা বলতে পারছি না।

Distribution of fertilizer

*20. (Admitted question No. *26.) **Shri Hare Krishna Konar :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture and Food Production Department be pleased to state—

(a) the quantity of fertilizer distributed in West Bengal during the year 1959-60 ;

(b) the quantity of each kind of fertilizer distributed during the said year ; and

(c) what was the aggregate demand for fertilizer during the said year ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : (a) The quantity of fertilizer distributed in West Bengal during the year 1959-60 was 66,346 tons.

(b) The following quantities of fertilizers were distributed :—Sulphate of ammonia 30,013 tons ; paddy fertilizer mixture 20,300 tons ; potato fertilizer mixture 12,000 tons ; bonemeal—1,973 tons ; superphosphate 2,060 tons.

(c) Demand for fertilizers from all parts of the State was not received but our target of distribution was as follows :—Sulphate of ammonia 55,000 tons ; paddy fertilizer mixture 20,000 tons ; bonemeal 2,000 tons ; superphosphate 4,000 tons.

Shri Hemanta Kumar Ghosal : Distribution-এর যে figure দিলেন—এটা কোন্ সময় distribute করেছেন বলতে পারেন ?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : ঐ বছরের মধ্যে।

Shri Hemanta Kumar Ghosal : আমি সময়টা জানতে চাচ্ছি। আপনি যে fertilizer distribute করেছেন, সেটা চাষের আগে না, চাষ হয়ে যাবার পরে ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমরা distribute direct করি না। আমরা through our distributors করি। We appoint distributors, তারা fertilizer কাকে দেবেন, তার একটা list তৈরী করেন; সেই অনুসারে fertilizer distribution হয়ে থাকে। এখন কোন্ সময়, কোন্ গ্রামে কত fertilizer distribute করা হয়েছে, তা বলা সম্ভব নয়।

Shri Hemantakumar Ghosal : আমি জানতে চাচ্ছি সরকারের কাছে এই রকম কোন রিপোর্ট আছে কি না, যে fertilizer loan distributed হয়েছে কোন্ সময়। অর্থাৎ complete distribution-এর রিপোর্ট আছে কি না যে agency মারফৎ এত distribution হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আপনি fertilizer loan-এর কথা বলছেন, না, fertilizer demand-এর কথা বলছেন?

Shri Hemantakumar Ghosal : আমি fertilizer demand-এর কথা বলছি। সেই fertilizer agency মারফৎ distribute করবার পর, কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে এসেছিল কিনা? এবং যদি এসে থাকে, কোন সময় এসে ছিল?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : সেটা আপাতত আমার কাছে নেই। তবে এটা বলতে পারি যে, fertilizer distribution সময় মত আমরা করে থাকি। অবশ্য demand যা থাকে, সেই মত supply করতে পারছি না। তবে কেউ সময় মত পাচ্ছে না, এই রকম কোন প্রশ্ন ওঠেনি।

Shri Hemantakumar Ghosal : আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা fertilizer বিভিন্ন agency মারফৎ যে দিয়ে দিলেন, এটা কোন্ মাসে দেওয়া হল? এবং distribution কোন্ সময় আরম্ভ করা হল আর কোন্ সময়ই বা শেষ করা হল, তার হিসাব সরকারের কাছে আছে কি না?

The Hon'ble Tarunkanti Ghose : আপাতত আমার কাছে এরকম কোন হিসাব নেই।

Shri Hemantakumar Ghosal : কখন দিলেন, তার হিসাব নেই?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমরা fertilizer directly agriculturist-দের distribute করি না। আমরা distributor বা agency মারফৎ distribute করি। Distributor-রা যদি সেটা সব distribute করতে না পারে, তাহলে that will be kept with them. অতএব demand থেকে supply কম থাকার ফলে বলা যেতে পারে আমাদের distribution ঠিক সময় হচ্ছে।

Shri Hemantakumar Ghosal : আপনি এই যে Category-র কথা বলেছেন—fertilizer-টা এখান থেকে lift করে Agency-কে allotted করে দিলেন। সেই allotment-টা কোন্ মাসে হয়েছে, তার কোন রিপোর্ট আপনার কাছে আছে কি?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : বছরের প্রথম দিকে allot করে দিয়ে থাকি।

Shri Hemantakumar Ghosal : ইংরাজী না বাংলা বছর?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : ইংরাজী সালের—বছরের প্রথম দিকে 31st March, allot করা হয়েছে।

Shri Hemantakumar Ghosal : ঠিক কোন্ সময় lift করা হল, সেই সময়টা জানতে চাই।

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আপনি যদি particular period জানতে চান, তাহলে লিখে দেবেন, পরে জানাবো।

Shri Hemantakumar Ghosal : এই যে fertilizer distribution through agency করা হয়, এটা বছরের কোন্ সময় ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : বছর হচ্ছে—১৯৫৯। তবে particular সময় জানতে চাইলে, পরে জানাবো।

Shri Saroj Roy : আপনি বললেন agency মারফৎ দিয়ে দিয়েছেন ; এবং তারপরে যদি তারা distribute করতে না পারে তাহলে আপনার কিছু করবার নেই।

আমার সাপ্লেমেণ্টারী হল—Agency মারফৎ যে fertilizer পাঠিয়ে দিলেন, সেগুলি properly distribute হল, কি হল না, সে সম্বন্ধে আপনার কাছে কোন রিপোর্ট আছে কি ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : ১৯৫৯ সালের যে নিয়ম তা আমি জানি না। তবে বর্তমানে যে নিয়ম আছে সেটা আমি জানি। Fertilizer distribution-এর বর্তমান নিয়ম হচ্ছে—যে সাধারণতঃ irrigated area-তে আমরা fertilizer distribute করে থাকি। যদি fertilizer non-irrigated area-তে কেউ চায়, তা দেবার মত এত fertilizer আমাদের নেই। Fertilizer utilise করতে সাধারণতঃ irrigated area-র লোকেরা বেশী চায়। সেজন্য fertilizer distribute করবার একটা নিয়ম ঠিক করা হয়েছে। Irrigated area-তে একটি লোক কত পেতে পারে, সেই হিসাবে বিভিন্ন জায়গার কৃষকদের নামের একটা লিষ্ট তৈরী করে agricultural extension officer-রা পাঠিয়ে দেন ; সেই অনুসারে distribute করা হয়। তবে যদি কারও লিষ্টে নাম না থাকে, এবং সে সামান্য, এই এক মণের মত, fertilizer চায়, তাও দেবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আমাদের একটা system নিশ্চয়ই আছে। যাকে দিলাম fertilizer distribute করতে, তার সঙ্গে আমাদের সরকারের একটা যোগাযোগ থাকে। আপনি যদি আরও details জানতে চান, তাহলে আমার পক্ষে, তা খোঁজ না নিয়ে, বলা সম্ভব নয়।

[3-10—3-20 p. m.]

Shri Hemantakumar Ghosal : আমি যেটা জানতে যাচ্ছি সেটা হল বাংলাদেশের agency মারফৎ যে fertilezer দিয়েছিলেন আপনার deptt থেকে কোন্ সময়ে দিয়েছিলেন সেটা লেখা নাই ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : 31st March, we decided 1959, কোন্ সময় দিয়েছিলাম লেখা নাই।

Shri Hemantakumar Ghosal : মাস বা কোন কিছু লেখা নাই ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : না।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে উনি এই দপ্তরের ভার নেবার আগে আমরা অভিযোগ করেছিলাম যে এই fertilizer যাদের পাওয়া উচিত তাদের সেখানে সেটা না গিয়ে চা-বাগানে চলে যায়, আমি জিজ্ঞাসা করছি আপনি মন্ত্রী হবার পর আপনি এরকম কোন নিয়ম করেছেন কিনা যাতে যাদের list আছে সেই অনুসারে পায় ? কেন না আপনি নিজেও স্বীকার করেছেন যতখানি fertilizer-এর প্রয়োজন তার থেকে কম থাকার ফলে ঠিকভাবে দিতে পারেন না বলে Black marketing-এর সম্ভাবনা বেশী। তাই প্রশ্ন হচ্ছে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে আপনি দপ্তরের ভার নেবার পর এরকম কোন নিয়ম চালু করেছেন কিনা যে list অনুসারে যাতে পায় ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমরা একটা নিয়ম করেছি। মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন এরকম complain হয়েছিল শুধু যে চা-বাগানে চলে যায় তা নয় বাংলাদেশের

বাইরে চলে যায়, অন্যে মাদ্রাজে চলে যায়—এই রকম complain হয়েছিল। তাই আমরা দুটো জিনিস করেছি Central Government-কে আমরা বলেছিলাম এখান থেকে কোন fertilizer Book করা বন্ধ করে দিতে, সেটা তারা মেনে নিয়েছে সেদিক থেকে বাইরে যাওয়া একদিকে বন্ধ হয়েছে, আর রাস্তা দিয়ে যেটা যাবে সেটা আইন না করা পর্যন্ত পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে বলে বলতে পারি না। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা শুধু fertilizer দিই না। কৃষকদের fertilizer mixture দেওয়ার চেষ্টা করি, যে mixture চা বাগানের কাজে লাগে না কেন না তাতে শুধু ammonium sulphate থাকে না অন্য সব ও থাকে। তৃতীয়তঃ, আমরা গ্রামসেবকেরও সাহায্য নিয়েছি, আশা করেছিলাম এতে কাজ ভাল হবে। আপনি যেরূপ হিসাব চেয়েছেন সে রকম নাই অতএব বলা সম্ভব নয় কতটা successful হয়েছি।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: আপনি যে আন্তরিক চেষ্টা করছেন সেজন্য ধন্যবাদ। আপনি এই বিভাগে আমার আগে fertilizer distribute করার জন্য যে সমস্ত concern আছে তাদের সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলাম যে তারা অন্য পথে সে সমস্ত চালান দেয় তাই list revise করেছেন কি?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh: Distributor-দের list প্রতি বছর তৈরী হয়, যাতে সুষ্ঠুভাবে দেওয়া হয় তার জন্য একটা fertilizer committee করেছি। তাতে আমাদের খাদ্য মন্ত্রীমহাশয় আছেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয় irrigation minister অজয়বাবু আছেন, ডাঃ আমেদ আছেন, আর আমি আছি এই চারজন মিলে under the chairmanship of the Senior Minister Prufulla Babu, distribute করার চেষ্টা করে থাকি।

Shri Saroj Roy: Jardine Henderson সম্পর্কে যে সংবাদ বেরিয়েছিল যে চা বাগানে এবং অন্যান্যদের সম্পর্কেও সংবাদ বেরিয়েছিল যে মাদ্রাজে বাংলাদেশের fertilizer, বিশেষ করে bone mill চালান হয়ে গিয়েছিল এবং আপনিও বলেছেন এই রকম সংবাদ কিছু কিছু আপনার কাছেও গিয়েছে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি তার কোন enquiry করেছিলেন কিনা এবং করে থাকলে তার result কি?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh: আমি যে যে action নিয়েছি তা বলেছি। vague care enquiry করা যায় না। যদি কোন specific case থাকে তাহলে তা পাঠিয়ে দেবেন আমরা নিশ্চয়ই তার enquiry করবো।

Shri Hemantakumar Ghosal: আপনি এই department-এ আসবার আগে যে agency list ছিল, যার মারফৎ সার distribute করা হোত, সেই list কি এখনও বাহাল আছে?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh: স্পীকার মহোদয়, আমি বলছি যে আমাদের একটা committee আছে এই সার distribute করার জন্য। সেখানে বিভিন্ন লোক application করে এবং এই কমিটি যাদের উপযুক্ত বলে মনে করেন তাদের মারফৎ এটা বিলি করা হয়। তবে আমাদের আগে কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে তা বলতে পারি না।

Jute production in 1959 and 1960

*21. (Admitted question No. *33.) **Shri Bankim Mukherji:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state the quantity of jute crop grown in West Bengal during the years 1959 and 1960, respectively?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh: In 1959—21,69,6000
In 1960—19,86,600.

Shri Gopal Basu: এই কম হবার কারণ কি বলতে পারেন?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : কারণ হচ্ছে ঐ বৎসর, ১৯৬০ সালে severe drought হয়েছিল। যার ফলে অনেক জমিতে, যেখানে জুট হোত সেখানে জুট হতে পারেনি। এইটাই হল মুখ্য কারণ।

Shri Gopal Basu : আমাদের averge কত হয়?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমার কাছে average নেই।

Shri Basantakumar Panda : ১৯৫৯ সালে কত একর জমিতে জুট হয়েছিল এবং ১৯৬০ সালে কত একর জমিতে জুট হয়েছিল?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : 1959-এ 8,23,500 একর জমিতে, আর 1960-তে 7,20,300 একর জমিতে।

Shri Basantakumar Panda : জুট চাষ বাড়াবার জন্য Government থেকে কোন চেষ্টা হয়েছে কি?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : এই প্রশ্নের একটা উত্তর হচ্ছে যে, জুট মিলে যতটা দেওয়া দরকার সেই জুট আমরা বাড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটা কথা বলছি। এ বৎসর Jute price যা পাওয়া গিয়েছে তা গত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে পাওয়া যায় নি। অতএব Jute production আমাদের বাড়াতে হবে কিন্তু এত বেশী নয় যাতে price পড়ে যায়! Jute production বাড়ুক কিন্তু not to exceed the demand। এই হচ্ছে আমাদের policy.

Shri Basantakumar Panda : ধানের জমি নষ্ট করে এই জুট বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : এরকম কোন খবর আসেনি। কাজেই প্রশ্ন আসে না।

Shri Basantakumar Panda : বাংলাদেশে যে সমস্ত Jute mills রয়েছে তাদের চাহিদা কত এবং আমাদের কত এবং আমাদের Jute productionর পরিমাণ কত?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : পরিমাণ যা তা বলেছি। চাহিদা কত তা বলতে পারি না।

Shri Gopal Basu : Production target কত?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমাদের কথা হচ্ছে, যে জমিতে চাষ হচ্ছে সেই জমির পরিমাণ না বাড়িয়ে, তার উপরেই intensive cultivation হচ্ছে। নূতন জমিতে চাষ হচ্ছে না।

[3-20—3-30 p. m.]

Shrimati Anima Hoare : যাতে কৃষকরা কম দাম না পায়, Jute production আর exceed করবে না, percentage exceed করবে না সেটা জানবার কি process আছে?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : এর একমাত্র উপায় হচ্ছে acreage বেঁধে দেওয়া যে এবং বেশী করা যাবে না যদিও এখন পর্যন্ত এটার প্রয়োজন হয়নি। সেদিক থেকে আমরা propaganda করাও চেষ্টা করেছি নতুন কোন land Jute এবং under না এনে যা বর্তমানে আছে তাতেই minimum উৎপাদন করার জন্য।

Shri Niranjan Sengupta : এ সম্পর্কে আপনাদের কোন পরিকল্পনা আছে?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : যে এলেকায় intensive Jute চাষ হচ্ছে সেখানে আমরা fertilizer better seeds দেওয়া যায় এবং better method of cultivation শেখানো এসব পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

Shri Gopal Basu : গত কয়েক বছর ধরে চটকলের মালিকেরা জুটের অভাব এই কথা বলে ব্যাপকভাবে মজুর ছাটাই করে আসছে এবং এই জন্য এই শিল্পে একটা সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই Jute-এর quantity বাড়ছে কিনা। supply বাড়ছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রেখে কম জমিতে বেশী উৎপাদন করবার কোন পরিকল্পনা আপনাদের আছে কি না?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমি আগেই বলেছি, অনেকবার বলছি—একটা policy আছে—আপনি জানেন Jute এবং demand বাইরের order-এর উপর বাড়ে এবং কমে—এখন আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে নতুন করে Jute-এর এলেকা না বাড়ান, যা আছে তাতেই intensive cultivation করা। ভবিষ্যতে যদি দরকার—দাম বেঁধে দিতে পারলে ভাল হত, এখন পর্যন্ত আমরা তা করতে পারিনি।

Shri Bhupal Chandra Panja : আপনি জানেন যে জায়গায় পাটের চাষ হয় সেখানে ধানের চাষও করা যায়—তা যদি হয় তাহলে যাতে ধানের affect না করে money crop করার জন্য,—তার জন্য supply of manure, supply of water যদি guarantee করেন তাহলে Jute-এর production বাড়তে আছে কিনা। অর্থাৎ যদি বীজ manure এবং জলের ব্যবস্থা করেন তাহলে আর বেশী জায়গা পাটচাষের অধীনে না এনেও চলতে পারে কিনা।

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : যদি জল, বীজ manure ইত্যাদি দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই হতে পারে।

Invasion of locusts

*22. (Admitted question No. *36.) **Dr. Jnanendra Nath Mazumdar :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(*a*) whether he was aware of invasion of locusts from West Pakistan about three months back;

(*b*) whether the Government had machinery to collect information regarding the growth in number and movement of such swarms of locusts;

(*c*) if so, what steps the Government took—

(*i*) to prevent the swarms of the locusts infiltrating into West Bengal, and

(*ii*) to prevent damage to crops if and when such infiltration took place;

(*d*) the machinery, if any, set up, including the number of personnel and the method and nature of the implements used for the above purpose; and

(*e*) the actual amount of such damage done to crops and the ways and means taken by his department to control and destroy the eggs and hatching of eggs by the swarms of locusts which passed through West Bengal?

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) (i) The District Magistrates, Plant Production Organisation of the State and the Extension staff of the Directorate of Agriculture were alerted and sufficient stocks of insecticides and plant protection equipments were kept ready for action.

(ii) All the agricultural staff were instructed to make a concerted effort not to allow the locusts to settle by beating drums, making bonfires, creating smokes, beating bushes and also by dusting BHC 10% dust by both hand dusters and power dusters.

(d) There is already a Plant Protection Organisation which consists of two officers, 6 Research Assistants and about 48 Field men. The organisation has got about 2,000 tons of running stock of chemicals and about 12,000 hand operated dusters and 400 power operated machines.

(e) There was only negligible damage to rabi crops like mustard, radis *kalai, khesari* and a few shade trees in the tea gardens. No authentic report *egg laying was received by Government.*

Shri Saroj Roy : ঘাটাল মহকুমায় যখন locust পড়েছিল তখন সেখানে আপনা কোন officer locust তাড়াবার পাউডার নিয়ে গিয়েছিলেন কি ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : আমি যতদূর জানি গিয়েছিলেন।

Shri Saroj Roy : ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : না।

Shri Gobinda Charan Maji : Locust আসবার সংবাদ পূর্বাহ্নে বেতারে জানবার কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি না ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : এর difficulty আছে—তারা তো আমাদে আগে থেকে জানিয়ে আসে না।

Agricultural farm in West Dinajpur district

*23. (Admitted question No. *81.) **Dr. Dhirendra Nath Banerjee :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture and Food Production Department be pleased to state—

(ক) পশ্চিম দিনাজপুর জেলার হিলি থানায় সরকারী কৃষি ফার্ম বা বীজ পরিবর্ধন কেন্দ্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আছে কি ; এবং

(খ) যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর হাঁ হয়, মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি—

(১) কোথায়, কত বিঘা জমি লইয়া এবং কত টাকা ব্যয়ে উহা স্থাপিত হইবে,

(২) কত দিনের মধ্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে, এবং

(৩) উহা কি সরকারী খাস জমির উপর স্থাপিত হইবে অথবা এই বাবত জমি দখল করা হইবে ?

Hon'ble Tarunkanti Ghosh : (ক) এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Shri Basantalal Chatterjee : কতদিনের মধ্যে করবেন তার কোন পরিকল্পনা আছে ?

The Hon'ble Tarunkanti Ghosh : রায়গঞ্জে West Dinajpur এ already ৭টা জায়গায় seed farm হয়ে গিয়েছে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ১০০টা farm করব বলে ঠিক করেছি—কোথায় কোথায় করা হবে এখনও ঠিক হয়নি।

Distribution of fertilizers and fertilizer loans

*24. (Admitted question No. *137.) **Shri Phakir Chandra Ray :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture and Food Production Department be pleased to state—

(*a*) what are the criteria for distribution of fertilizers ;

(*b*) what are the departments of the Government which determine those criteria, appoint the agencies and sanction fertilizer loans ;

(*c*) what are the agencies in different parts of the State through which fertilizers are distributed ; and

(*d*) if there is any provision for giving loans other than fertilizer loans for the purchase of fertilizers ?

[3-30—3-40 p. m.]

The Hon'ble Tarun Kanti Ghosh : (a) Fertilizers are distributed among cultivators. The maximum limit allowable to an individual cultivator in case of

sulphate of ammonia and bonemeal has been fixed at 10 maunds. No limit has been fixed for for fertiliser mixtures and superphosphate.

(b) The Agriculture and Food Production Department of the Government of West Bengal.

(c) A list of distributors appointed for 1960-61 showing the area of operation of each is placed on the table.

(d) No.

STATEMENT REFERRED TO IN REPALY TO CLAUSE (C) OF STAND QUESTION NO. 24.

LIST OF DISTRIBUTORS FOR THE YEAR 1960-61

	Name of the Distributors	Area of Operation
1.	M/S. Shaw Wallace & Co. Ltd. 4, Bankshall Street, Calcutta.	Entire State.
2.	M/S. Rallis India Ltd. 16, Hare Street, Calcutta.	—do—
3.	M/S. B. N. Ellias & Co. (P) Ltd. Norton Buildings, 1 & 2, Old Court House Corner, Calcutta.	—do—
4.	West Bengal State Warehousing Corporation, 45, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.	—do—
5.	M/S. Jardine Henderson Ltd. 4, Clive Row, Calcutta.	Districts 24-Parganas, Nadia, Murshidabad, Burdwan. Birbhum, Bankura, Hooghly, Subdivisions of Sadar and Ghatal of Midnapore and Ulberia of Howrah.
6.	M/S. Phosphate Co. Ltd. 14, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Districts of Murshidabad, Burdwan, Birbhum, Hooghly, Howrah, Subdivisions of Barrackpore, Barasat, Basirhat of 24-Parganas.
7.	M/S. Burdwan Zonal Co-operative Multipurpose & Marketing Society Ltd., G. T. Road, Burdwan.	Districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Hooghly.
8.	M/S. B.C. Pal & Co. 18, Netaji Subhas Road, Calcutta.	Districts of 24-Parganas, Hooghly Burdwan, Howrah, Subdivisions of Sadar, Tamluk in Midnapore and Ranaghat in Nadia.
9.	M/S. R. N. Chatterjee & Co. 135, Canning Street, Calcutta.	Districts of 24-Parganas, Hooghly, Sub-divisions of Sadar of Burdwan and Rampurhat of Birbhum.
10.	M/S. Trades Trust of India P-6, Mission Row Extn. Calcutta.	Districts of 24-Parganas, Jalpaiguri, Darjeeling, Malda, West Dinajpore, Cooch Behar, Sub-divisions of Sadar Serampore-cum-Chandernagore of Hooghly Dist.

Name of the Distributors.	Area of Operation
11. M/S. Kusum & Co. 20, Netaji Subhas Road, Calcutta	Districts of Jalpaiguri, Darjeeling, Malda West Dinajpore, Cooch Behar, Sub-division of Sadar of Burdwan.
12. M/S. United Suppliers, 29, Dharamtola St., Calcutta.	Districts of 24-Parganas and Rampurhat Sub-division of Birbhum.
13. M/S. G. S. Emporium, 9, Royal Exchange Place, Calcutta.	Districts of Jalpaiguri, Darjeeling, Cooch Behar, Howrah and Barasat Sub-division of 24-Parganas.
14. M/S. West Bengal Variety Stores, 10, Canning Street, Calcutta.	District 24-Parganas.
15. M/S. Universal Trading Concern (Fertilisers). 60, Parbati Chakrabarty Lane, Calcutta-26.	District of 24-Parganas.
16. M/S. Barasat Rural Fertiliser Concern, 35, Ramkanta Bose Street, Calcutta-3,	—do—
17. M/S. Universal Fertilisers (P) Ltd., 2, Church Lane, Calcutta-1.	—do—
18. M/S. Burdwan Central Co-operative Agricultural Production & Marketing Society Ltd., G.T. Road, P.O. Memari, Burdwan	District of Burdwan.
19. M/S. Assam Bengal Fertilisers Syndicate, 15A, Clive Row. Calcutta.	Ghatal Sub-division and Panskura P.S. of Tamluk Sub-division.
20. M/S. Dewan Brothers, 14-2, Old China Bazar Street, Calcutta.	District of Hooghly.
21. M/S. Damodar Fertilisers, 45A, Adya Sradhya Ghat Road, Calcutt-7.	—do—
22. M/S. Shiva Fertilisers, 79/26-1A, Lower Circular Road, Calcutta.	District of Burdwan.
23. M/S. National Supply Agency, 151B, Muktaram Babu Street, Calcutta-7.	District of Darjeeling and Serampore Sub-division of Hooghly district.
24. West Bengal Apex Co-operative Agricultural Marketing Society Ltd., 3, Dalhousie Square East, Calcutta.	Burdwan District.

Loans under State Aid to Industries Act

*25. (Admitted question No. *31.) **Dr. Ranendra Nath Sen**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Industries Department be pleased to state—

(a) the number of applications for loan received by the Government under the State Aid to Industries Act during the year 1959-60;

(*b*) the number of such applications to which loans were granted ; and

(*c*) the total amount of loans under the said Act distributed during 1959-60 ?

[3-20—3-30 p. m.]

Shri Chittaranjan Roy : a) 201 application. (b) 27 applications. (c) The total amount of loan paid was Rs. 11,32000.

Dr. Ranendra Nath Sen : ২০৪টা total number of application-এর মধ্যে ২৭টা পেয়েছে, এত কম পাবার কারণ কি ?

Shri Chittaranjan Roy : ২০৪টা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আগের বছরে বাকী ছিল ১০৫টা। ১০৫টা reject হয়ে গেছে, এই reject হবার কারণ ছিল কারুর হয়ত inadequacy of securities অথবা non-feasibility of service ইত্যাদি। আবার ৩৫টা recommended by the Board of Industries-এর মধ্যে ২৭টাকে দেওয়া হয়েছে, বাকী ৮টাকে মার্চের মধ্যে টাকা দেওয়া হবে এবং বাকীগুলি সম্বন্ধে further enquiries are going on.

Dr. Ranendra Nath Sen : যে অ্যাপ্লিকেশানগুলো condition fulfil করেনি বলে তাকে application-গুলো grant করেননি, অথচ আপনি বলছেন সেগুলি সম্বন্ধে further examine করা হচ্ছে—এর মানে কি ?

Shri Chittaranjan Roy : যেগুলো reject হয়েছে। আমরা তাদের reject করে বলে দিয়েছি যে এই ভুল হয়েছে এবং তারা সেগুলো correct করে দিলে আবার consider করা হবে।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : এই ২৭ জনের মধ্যে কজন বাঙালী আর কজন অবাঙালী ?

Shri Chittaranjan Roy : আমরা জাত হিসাব কর্জ দিই না, আমরা Industrial unit হিসাব কর্জ দিই।

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : এই concernগুলির মধ্যে কতগুলি বাঙালী concern ?

Shri Chittaranjan Roy : আপনি যদি এ সম্বন্ধে আলাদা কোয়েশ্চেন করেন তাহলে আমি তাতে উত্তর দিয়ে বলে দেব যে কজন শেয়ার হোল্ডার আছে, কে কোন্ জাতি কে কোন্ প্রদেশের লোক।

Shri Sunil Das : ২০৪টা application-এর মধ্যে এই যে ১০৪টা rejected হল এই rejection Board of Industries হবার পরে না আগে।

Shri Chittaranjan Roy : Board of Industries কোথাও এনকোয়ারী করে দেখলেন যে ফর্ম ঠিকমত fill up করা হয়নি investigation করে দেখলেন যে কোথাও অন্য কোন ত্রুটি আছে। এই সব defecfive application-এর জন্য sanction দেওয়া হয়নি।

Shri Basantakumar Panda : এই যে ২৭টা application grant করেছেন এর মধ্যে Limited Company কটা, পি, এফ, কটা কোয়াপারেটিভ সোসাইটি কটা এবং ব্যক্তি হিসাবে কটা ?

Shri Chittaranjan Roy : নোটিশ চাই।

Handloom Industry

*26. (Admitted question No. *105.) **Shri Haridas Dey :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Cottage and Small Scale Industries Department be pleased to state if it is fact—

(*i*) that subsidies to the Handloom Co-operative Societies have been stopped by Government ;

(*ii*) that those Co-operative Societies are failing to supply yarns to the weavers ; and

(*iii*) that the Handloom Industry is getting a set-back ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state what steps Government propose to take in this matter ?

Shri Chittaranjan Roy : (১) না।

(২) হাঁ। সমবায় সমিতি কর্তৃক সভ্যদের সুতা সরবরাহ করবার ব্যবস্থা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত নাই।

(৩) না।

(খ) উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

[3-30 - 3-40 p. m.]

Shri Haridas Dey : বহুদিন থেকে সমিতির যে সমস্ত টাকা বাকী আছে, তা দেবার ব্যবস্থা করেছেন কি?

Shri Chittaranjan Roy : যেখানে টাকা ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে বাকী পড়ে আছে—১৯৫৮-৫৯ সালে আমরা ভারত সরকার থেকে পেয়েছিলাম ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। কিন্তু আমাদের ডিমাণ্ড হয়েছিল ১০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার। তার পরের বছর ভারত সরকার থেকে পেয়েছিলাম ৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা; সেখানে আমাদের ডিমাণ্ড ছিল ১২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে তাঁরা ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছিল, তা হোলে বকেয়া টাকা দেওয়া হচ্ছে। আবার বাকী টাকার জন্য দাবী করা হচ্ছে। সে টাকা এলেই দেওয়া হবে। এই টাকাটা আমরা পাই—ভারত সরকারের Cess Fund থেকে। এই Cess Fund থেকে যেমন টাকা আসছে, তেমন দিচ্ছি।

Calling attention to matter of urgent public importance.
Assam evacuees at Mainaguri, Jalpaiguri

The Hon'ble Kali Pada Mookerjee ; Sir, I beg to make a statement in connection with the calling attention notice given by my friend Shri Hemanta Kumar Basu regarding the alleged lathi charge on the Assam evacuees of Angrabhasa Camp in Mainaguri P. S., District Jalpaiguri.

As per directive of the Central Committee of the Paschim Banga Assam Nirjatita Udbastu Samity the Assam evacuees of different camps in the Jalpaiguri district, specially of the Angrabhasa Camp, observed *Arandhan Dibas* on 16. 3. 61. with the object of compelling the Government to grant cash dole to the Assam evacuees who have been served with fifteen days' notice to leave the camp. The evacuees of the camp refused to accept cash doles on 16. 3. 61

when a Sub-Deputy Magistrate of Jalpaiguri went to the camp to distribute cash doles. The evacuees demanded withdrawal of quit notices served on them and continuance of cash doles. They took up a defiant attitude and kept the Magistrate and the camp staff in confinement. The mob became violent and assaulted a police officer and some bus conductors and pedestrians and also impeded the vehicular traffic. Some of the camp officials were also assaulted and the wrist-watch from one was snatched away. O. C., Dhupguri P. S. and the Circle Inspector of Police, Mainaguri, arrived at the spot with police force. The D. S. P. also arrived from Jalpaiguri on the following morning. The evacuees then began to receive the cash doles and the Magistrate returned to the headquarters. Two cases have been started against the camp inmates concerned and fiftyeight persons arrested so far. Investigation is proceeding. There is no report of any lathi charge by the police in the said camp. Four Assam evacuees of this camp including one lady resorted to hunger-strike from the morning of 23. 3. 61. for fulfilment of the following demands :—

(1) immediate release of the arrested evacuees ;
(2) rehabilitation of Assam evacuees within West Bengal ;
(3) payment of compensation instead of loan ; and
(4) continuance of cash doles till rehabilitation facilities are granted to them.

Police patrol has been posted in the area and the situation is being closely watched.

[3-40—3-50 p. m.]

Mr. Speaker : Now, statement regarding the action, if any, taken by the Government on the alleged conduct of the Medical Officer of the local hospital, Kurseong, as it arose out of answer to starred question No. 1.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I cannot give you any answer today because I have sent a man there. I will make a statement tomorrow or day after.

Statement made by a Minister

A lady passenger of a State Bus injured by the hot water coming out of the engine.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I want to give an answer to the question raised by Shri Jatindra Chandra Chakravorty yesterday. It relates to an incident which happened at 10 o'clock on the 22nd. of March, 1961, when a female passenger was about to board a bus at Esplanade stoppage on her way to Dalhousie Square. It has been found that the lady works in the Department of the Deputy Account General of Posts and Telegraphs and her husband is an assistant in the Secretariat. The bus is of the oldest type having its radiator under the floor with the mouth of the radiator on the left side of the body near the front door but well away from it. The mouth is secured by a stout cap. The lady got some hot water splashed from the radiator on her left hip and on the abdomen, received burns and also a few drops fell on her left arm. She was at once approached by the supervisory staff stationed at Esplanade for taking her to a hospital but she declined this assistance as her companions had procured a taxi to remove her to the Sambhu Nath Pandit Hospital. The State Transport Supervisor followed her there to see if any assistance at the hospital was necessary. She was given first aid and was soon released by the Medical Officer and allowed to go home. But after about two hours she was brought back to the hospital by her husband admitted there. Since then her progress has been satisfactory and it is hoped that she will be released in a week's time and after another week's rest she will be able to attend office. It has been stated that the lady became unconscious and that she will be disabled for four months. On enquiry we found that it is not correct. It is stated that on return from office in the evening, her husband

did not find her at home. A search was made and she was traced in the Sambhu Nath Pandit Hospital. That again is not a fact. The lady did not lose her consciousness. She came back home after signing a bond at the hospital after the first aid but she was brought back at about 1 o'clock in the afternoon.

It had been found that there was nothing wrong with the radiator or the cap. But it is likely that it had not been tightly replaced when the radiator was opened by somebody to add water to it. In anticipation of such contingency in this type of vehicles the depots had already undertaken a programme of of modification of the radiator to arrest escape of steam and this vehicle was due for such modification in the afternoon of that day.

The lady will get leave with pay from the Department, and if she incurs any cost for treatment that will be paid for by the Transport Department.

[3-50—4 p. m.]

Laying of amendment to Public Service Commission (Consultation by Governor) Regulations, 1955.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to lay before the Assembly an amendment to Public Service Commission (Consultation by Governor) Regulations, 1955.

GOVERNMENT BILLS

The Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961.

Shri. Jyoti Basu : স্পীকার মহাশয়, সরকারের পক্ষ থেকে ছোট ছোট শিল্পকে সাহায্য দেওয়া এটা আমরা নিশ্চয়ই নীতিগতভাবে সমর্থন করব। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে এখন যে বিলটা আনা হয়েছে তাতে ২৫ হাজারের জায়গায় ওঁরা বলেছেন যে ১ লক্ষ টাকা অবধি যাতে দিতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করে দিতে। আমরা করি কি করে—আমাদের অসুবিধা হল আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শুনে কিছু বুঝতে পারলাম না যে ২৫ হাজার টাকার জায়গায় ১ লক্ষ টাকা করার যৌক্তিকতা কোথায়! এইমাত্র উত্তর পেলাম যে ২০৪টা এপ্লিকেশান ছিল, তার মধ্যে আমরা ২৭টাকে দিতে পেরেছি, এতগুলিকে দিতে পারি না। এখন এরা কারা? এই কোম্পানীর নাম জানিনা, এই কোম্পানী আছে কিনা জানিনা যাদের এতদিন ধরে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, এরা কাদের কোম্পানী কিছু জানিনা। আপনি জানেন আমাদের একটা ঘোরতর সন্দেহ অনেক সময় থেকে যায় যে এইসব কোম্পানী এমনভাবে বেছে দেওয়া হয় যে সেখানে এগুলিকে পার্টিগতভাবে ব্যবহার করা হয় এডমিনিষ্ট্রেশানের যে ক্ষমতা এটাকে সেইভাবে ব্যবহার করেন এটা আমাদের মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই বিলের আলোচনা আগে যখন হয়েছে তখন আমি বলেছি যে বোর্ড যেভাবে গঠন করা হয়েছে তাতে সেখানে এম. এল. এ. প্রতিনিধি রাখবার একটা ক্লজ আছে। কিন্তু সেটা হচ্ছে একটা সিম্পল মেজরিটির জোরে তাঁরা প্রতিনিধি হবেন। সিম্পল মেজরিটি হলে অপোজিশানের লোক কোন দিন যাবে না। যদি সরকার থেকে না চান তাহলে অপোজিশানের লোক প্রতিনিধি হিসাবে এই বোর্ডে যেতে পারে না। এই হচ্ছে অসুবিধা। অথচ একথা আমাদের বলা হয় যে অপোজিসান থেকে ৪ জন দিন, আমরা ১ জন দিই এইভাবে একসঙ্গে বোর্ডে বসে কাজ করি। সেখানে যদি আমাদের অপোজিশান থেকে লোক থাকত তাহলে আমরা জানতে পারতাম কাকে সাহায্য করা হচ্ছে, এদের নাম কি, কোনটাকে রিজেক্ট করা হচ্ছে ইত্যাদি। এসব আমরা কিছু জানিনা এই হচ্ছে আমাদের অসুবিধা। সেই হিসাবে যে ক্ষমতা চাইছেন—সরকার পক্ষ থেকে ছোট ছোট শিল্পকে সাহায্য করা উচিত এটা নীতিগতভাবে মানা সত্ত্বেও এতে আমাদের পক্ষে মত দেওয়া সম্ভব নয় কারণ, আমরা কিছু জানি না। বাজেটের

সময় বড় বড় বই দেওয়া হয়, সাদা বই দেওয়া হয়, অনেক লিষ্ট দেওয়া হয় কিন্তু এই রকম লিষ্ট কোনদিন আমাদের দেওয়া হয় না যে এতদিন ধরে এতগুলি কোম্পানীকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাতে এতগুলি লোক চাকরি পেয়েছে, আমরা সাহায্য করার ফলে কোম্পানীর লাভ হয়েছে, এইসব কিছু আমরা জানতে পারছি না। প্রশ্নোত্তরে আমরা একটু আধটু জানতে পেরেছি, কোন তথ্য নেই। সেইরকম যদি কিছু না থাকে আর আমাদের যদি বলা হয় যে লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা এইসব কোম্পানীকে দেব তাহলে আমরা কি করে রাজী হতে পারি—এটা সম্ভব নয়। অন্যান্য বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে আমরা দেখেছি যেমন ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট যখন ছিল, অন্য যে একটা আছে ডিপ সি ফিসিং, এর ব্যাপারে সরকার পক্ষ থেকে এসে বলেছিলেন যে এত ক্ষতি হয়েছে এত লাভ হয়েছে। কিন্তু এইসব কোম্পানীকে যে টাকা দেওয়া হয় তাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। অডিট রিপোর্ট সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী একটু এক্সপ্লেন করবেন—১৯৬০ সালের অডিট রিপোর্ট ; য্যাপ্রোপ্রিয়েশান এ্যাকাউণ্ট ১৯৫৮-৫৯ এটা বোধ হয় সেটেই আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছে, এতে আমরা দেখছি—"Irregularities in the payment of amounts. Under the Bengal State Aid to Industries Act, 1931, loans at 5 per cent. interest and repayable in 10 years are paid to concerns with a view to helping them in running Small Scale Industries. During the period from 1st March, 1950 to 31st March, 1959, the department granted loans amounting to Rs. 19, 69, 071.

এখানে ওঁরা বলছেন এটা টেষ্ট অডিট হল—টেষ্ট অডিট মানে প্রত্যেকটা ঠিকভাবে অডিট করা হল না, স্যাম্পল সার্ভের মত হল। করে কি দেখা গেল some of the loan transactions conducted in January-February, 1953 and January-February, 1954, various irregularities, a few of which are detailed below, came to notice. এক বছর হল একটা কোম্পানীকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হল ৬টা ইনষ্টলমেণ্টে এবং একটা ল্যাণ্ড প্রপারটি ও মেসিনারী মর্টগেজ করে দেওয়া হল। পরে দেখা গেল সেই ল্যাণ্ডেড প্রপারটি এন্‌কাম্‌বার্ড প্রপারটি অথচ আগে কোম্পানী যখন লোন চান তখন বলেছিলেন যে কোন এন্‌কামব্রান্‌সেস নেই। পরে এটা বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় নং আর একটা দেখছি in another case, a loan of Rs. 38,000 was granted on 30th March, 1950, to a company against hypothecation of properties, which were declared as free from encumbrances. Subsequently, it came to the notice of the department that a decree had already been passed by the High Court in September, 1948, against the said Company for a debt for a considerable amount. এই রকম সরকারের থেকে এরা টাকা নিল। কোন্ কোম্পানী তা আমাদের জানা দরকার, এই কোম্পানীর এক্‌জিসটেন্স থাকা উচিত নয়। এরা ডকুমেণ্ট সাপ্রেস করেছেন। কার কোম্পানী, কি ব্যাপার, কংগ্রেসের কোন লোক আছে কিনা কিছুই জানতে পারি না। এখন সরকার কি টাকা আদায় করছেন এদের থেকে তাও বুঝতে পারলাম না। তৃতীয় নং A total sum of Rs. 1,41,500 was paid to eight concerns as loan during the period from 30th March, 1950 to 26th December, 1951. The Departmental Auditor's Report conducted after the payment of loans to the concerns showed that three of these firms, which received a total loan of Rs. 92,500, were not in a position to repay instalments of loan, while 5 firms which received a total loan of Rs. 49,000 were not even in existence. যাদের টাকা দেওয়া হল তারা নট্ ইভিন ইন এক্‌জিসটেন্স এটা এখানে বলা হচ্ছে। তাদের ৪৯ থাউজেণ্ড রুপিজ লিজ দেওয়া হল। এর থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে বোধ হয় কংগ্রেসের লোকজন হবে। কাজেই না দেখে দিয়ে

দেওয়া হয়েছে এভাবে। তারপর কি দাঁড়ালো আমরা জানি না। আর যিনি দিয়েছিলেন মনে হতে পারে তিনি ঘুষ খেয়ে দিয়েছেন। নাহলে তিনি দিলেন কেন? কি বৃত্তান্ত, সেই অফিসারের কি হল জানি না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আজকে যে আমার ২৫ হাজারের জায়গায় যাতে ১ লক্ষ টাকা দিতে পারি তার ব্যবস্থা করছি। এরকমভাবে আর একটা দেখুন In the case of one of these loanees, who was granted a loan of Rs. 8,000, it was stated that the firm was a bogus one and had no existence at all. অডিটরস রিপোর্টে এসব কথা বলছে। এরকম আরও অনেক একজামপ্‌ল আছে, সেগুলির মধ্যে আমি আর যাচ্ছি না। ধরুন আরও একটা আছে a sum of Rs. 1,75,000 was granted as a loan in 1953 to a concern which spent Rs. 1,40,000, out of the amount received from Government as loan, towards repayment of a Bank Over-draft and not for the development of its industries as per agreement. ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট দিয়েছিল এবং গভর্ণমেণ্টের থেকে টাকা ধার শোধ করে দিল, ইণ্ডাষ্ট্রীর কিছুই করলেন না। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় এই কোম্পানী চোর কিন্তু কি করা হবে এবং আমরা জানতে চাই যে কে দিল, এই অফিসারের কি হল, কোন তদন্ত হল কিনা, এনফোর্সমেণ্ট গেল কিনা এগুলি জানা দরকার আছে। তারপরে বলা হচ্ছে and that the Company had since gone into liquidation and that the affairs of the company had been placed at the hands of the Official Liquidator, High Court এই হচ্ছে পরিস্থিতি আর এখানে বলা হচ্ছে Theamount overdue for recovery from the defaulting loanees as on 31st March, 1959, was 9,37,734 Government had adopted certain procedure for realisation of 8,23,126 only.

[4—4-10 p. m.]

তারপর বাকী টাকার কি হল? সেটা কেউ জানে না। বাকী টাকার জন্য কোন সার্টিফিকেট হল না—কিছুই হল না। এই সব হচ্ছে—আমরা যা দেখছি, যেটুকু ইতিহাস পাচ্ছি। সৌভাগ্য বশতঃ একটা অডিট্ রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে বলে, 1958-59, Appropriation Account-এর রিপোর্ট দেওয়া হলো তাই আগেকার কথা কিছু জানতে পারলাম। কিন্তু এখন যা হচ্ছে বা হবে তা হয়ত পাঁচ বছর পরে জানতে পারবো। আমি জিজ্ঞাসা করি প্রত্যেক বছর বাজেটের সময় আগে বা পরে আমাদের এই সব দেওয়া হয় না কেন? এই কোম্পানী, এই তাদের নাম, এই descriptions, এই কোম্পানীকে এত টাকা সাহায্য দিয়েছি, তাতে এতগুলি লোক আমাদের employment পেয়েছে—এ সব কথা কিছুই নাই। কাজেই আমি বলি—এটা করা উচিত ছিল, আপনারা কিছু তার করলেন না।

তারপর বোর্ডের ফরমেশানটা বদ্‌লাচ্ছেন না কেন আইন করে—এর একটা amendment যখন করেছেন? Proportionate representation করে যাতে মাইনরিটিগ্রুপ—এসেমব্লীর, তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি সেখানে পাঠাতে পারেন—সেই ব্যবস্থা তো আপনি করে দিলেন না। সেই ব্যবস্থা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করতেন, তাহলে অপজিসান থেকে চেক্ বোর্ডের ভেতর থাকতো। কাজেই কোন ঢালাও একটা ব্যাপারে কোন মত আমি দিতে পারি না। আগে যেখানে ২৫ হাজার টাকা দিতেন, এখন সেখানে একলক্ষ টাকা করে দেবেন। এর কিছু আমরা জানি না, আপনি আমাদের আগে কিছু জানান নাই। কোন অসুবিধা আছে জানাতে? এসেমব্লীর অনুমোদন দিতে হয় টাকা দেবার জন্য, সত্যি যে যে শিল্পকে গড়ে তোলবার জন্য সাহায্য করছেন তার সমস্ত ঘটনা এখানে আসেনি। সেগুলি announce করতে কি অসুবিধা আছে? বারবার একথা বলেছি সরকারের ভয়ঙ্কর একটা বদ্‌নাম হচ্ছে যে তারা above

suspicion নয়। বাইরের লোক দিয়ে পারমিট, লাইসেন্স, কন্ট্রাক্ট—এই সমস্ত চারিধারে বিতরণ করা হচ্ছে। এই সমস্ত দেখবার কিছু নয়। এসেম্ব্লীতে আমরা কোনদিন এই সব জানতে পারি না। সেইজন্য বলতে চাই—যে "পাওয়ার" চাওয়া হচ্ছে—একলক্ষ টাকা দেবার, তাতে আমরা রাজী নই। কারণ আমাদের সন্দেহ আছে। সেইজন্য দিতে পারি না। ওঁরা যদি আমাদের সন্দেহ দূর করতে পারেন যে কাজটা ভাল, তাহলে এক্ষুনি দিতে রাজী হতে পারি। ১৯৫৯-৬০ সালের অডিট রিপোর্টের সদুত্তর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বাজেটের সময় দেননি। সেইজন্য আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—এই রকম কোন মত দেওয়া এই বিলের পক্ষে।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir. I have heard very carefully the observations made by my friends opposite, and Iwas very clear in my mind that there was suspicion in the minds of the members of the Opposition, suspicion of the party to which they belong. Even a very quiet and sedate person like Shri Basanta Kumar Panda said that this may be a Congress organisation for the purpose of supporting the Congress movement and so on and so forth. Sir, that suspicion generally is due to ignorance, that is to say, not knowing the exact situation. My friend Shri Jyoti Basu said that ignorance can be removed by altering the Board. My proposition is that if you want two, three, four, five people sit down to discuss a common problem in which all are interested, the first fundamental principle is that they must trust each other. If you go on suspecting every movement, it is impossible to carry on, and, therefore, if my friend Shri Jyoti Basu thinks that one or two members of the Opposition should be there full of suspicion all the time in order to keep a guard over the rest, I am afraid no work of this type can be carried on.

Therefore, I have no hesitation in saying that the approach is wrong. After all, we have 2 members to be elected from the Lower House and 1 from the Upper House. I do not say that there should be re-ervation for a particular party. Sir, we forget that in discussing matters which affect the people we should put them beyond our party or grouping because beyond the Congress, the Communist and the P.S.P. there are vast majority of people and it is our interest to see to their welfare. Every party should support when such an action is contemplated. Therefore we need not be so self-conscious that we are the only custodian of all interests of the people. Sir, I have directed the Secretary of the Department to issue from time to time complete reports of the applications that have been made how much money has been given, who are the people to whom the help has been given etc. etc. Yesterday one friend was saying আপনি এটাকে কুক্ষিগত করে ফেলেছেন—কোথায় কুক্ষিগত করলাম। বোর্ডে-এ ১২।১৪ জন মেম্বারদের মধ্যে ১ জন হচ্ছে Government-এর ও ৩টি Government select করেন—সবটা নয়। 4 members, not being officers in the service of Goverement, to be appointed by the State Government two of whom shall be appointed to represent industries, other 2 trade—one member to be appointed by the Financial Corporation of the Satate of West Bengal; two members to be elected by the West Bengal Legislative Assembly from among the members of the Assembly. It is true the first two persons were included under the Amendment Act of 1959 two members to be appointed by the State Government one will be an economist and another scientist of standing. The Government of India have repeatedly told us that our Board is much too big for work. Therefore we have provided that the Board shall have power to co-opt for the discussion of any particular question before it not more than three members specially qualified to advise on the matter in question or having special knowledge of local condition. We feel that the Board as it is constituted is fairly wide and representative and the power of the Board is very clear, namely, they will receive application, they will make enquiry regarding application as the Board deem necessary for State aid and the Board may take such action as it may think proper for the progressive development of industries in West Bengal, the Board should advise the State

Government on any matter regarding industries that may be referred to them. The Board would see that the scheme proves successful and effective. They should also see whether a party that has applied for help deserves the help or not. Sir, I will not trouble you with a large number of names of persons who have obtained aid upto 31.3.60 but a few of them are: Steel trunk and suit case Shyamada Kanta Sanyal; Tailoring Jaygopal Chatterjee and Monindra Chandra Chatterjee; Taxidermist—Monomohan Roy; Messrs Bonemeal—North Bengal Bone Mill and Fertiliser, Siliguri; Engineering Works—Shubal Chandra Sarker, Handloom—Monidra Chandra Debnath; Printing Press—Promoda Chandra Guha, Manufacturer of Card Board—Shamal Chandra Dey: Carpentary—Makhan Lal Sutradhar and Monmohon Sutradhar...

[4-10—4-20 p.m.]

Then Cement Concrete Industry—Nagendra Barman of Sahebganja Road, Dinhata Town, Cooch Behar, then Bidi Manufacturing Unit - Hem Chandra Ghose of Malda and so on. I have asked the department to give more information to the members of the House as to the type of industries to whom we grant money and the units to whom it has been granted. I am perfectly sure that the members here who are very suspicious will realise that many of these persons—most of them—are not either Congress hoodlums or Congress big guns who have got the money and for which they need be suspicious.

Sir, with regard to the position that has emerged out of the development of various industries in our State, I may point out that previous to 1956 we did not fix any maximum amount or limit,, but generally speaking, the total amount which was budgeted for giving aid to industries was about Rs. 4 lakhs, but since 1956 the disburesements and applications have gone on increasing. During the last five years, i e. during the Second Five Year Plan, about 9,879 units have obtained loans to the extent of Rs. 52,21,453. I was calculating the average amount which a party has got and I find it is about Rs. 528 per unit.

Now, there are two things which have been placed before me by the various applicants who have come to see me from time to time. They say that in order to start an industry under modern conditions Rs. 2,500 or even Rs. 5,000 does not seem to be sufficient, particularly if one is thinking not in terms of the cottage industry but in terms of small or medium-sized industry. Therefore, we have come here for the purpose of enabling the Government to pay a little more to a deserving candidate because if we do not pay a sufficient amount which an industry requires, the money given is practically money wasted because they will not be able to make two ends meet with insufficient funds.

Sir, it is true there have been some procedural delays My friend Shri Mazumdar from Siliguri mentioned about it. We are, therefore, trying to iron out the difficulties and make the following changes. No security would be asked for loans disbursed by the Block Development Officers and loans up to Rs. 5,000 would be disbursed by the District Magistrates and the Director of Industries with the result that there is no security of title deeds in the majority of cases. It is no longer the practice to invite objections in the press to loan applications, as used to be the case before, except in the case of very big loans. Thirdly, it is no longer necessary even to consult the Finance Department for granting loans up to Rs. 50,000 if the Board of Industries recommends such loans. Steps are also being taken to ensure proper follow-up of the loan cases. Pro forma returns have been introduced and District Industrial Officers chase each loan case to ensure proper utilisation.

Sir, it appears that while we have given loans to 9,879 units, we have up to now rejected about 3,?00 units who applied for loans but did not get them. As my friend Shri Chittaranjan Roy indicated to the members of the House, many of these applications were incomplete and as soon as they are completed, they will be reconsidered.

As regards repayment, the position is that approximately 65% of the loans disbursed are recovered. The certificate procedure has sometimes to be resorted to, but before that under the Act a loan case has to be terminated formally.

I have nothing very much more to say. I simply say that having watched the development of small industries in this State —if you look at the list which we hope we will be able to place in your hand very soon, list of the types of industries to whom loan has been given, you will find that the majority of them belong to West Bengal. I think you will not say that we have done badly, so for as the State aid to industries is concerned.

With these words I oppose the motions for circulation.

Shri Jyoti Basu ; ওটাত বললেন না যে এই audit-র তদন্ত হয়েছিল কি না।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : That audit report is three years old.

Shri Jyoti Basu : না, না, এটা 1960-র।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I will give you the answer.

The motion that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy that the Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961 be taken into consideration, was then put and agreed to.

CLAUSE 1

Shri Ananga Mohan Das . I move that in clause 1, line 1, for the word "Bengal" the words "West Bengal" be substituted.

এই যে The Bengal State Aid to Industries বিল, এটা প্রথম পাশ হয়েছিল ১৯৩১ সালে, তখন সারা বাংলা দেশ নিয়ে আমা দর দেশ ছিল। কিন্তু এখন আমাদের এই বাংলা দেশের বহু জায়গা চলে গিয়েছে। সুতরাং এর নাম এখন Bengal না বলে West Bengal বলা হোক।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : It is an amendment of an old Act. It is not a new Act.

Mr. Speaker : According to the Adaptation Order the name has to be kept as Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill.

Shri Ananga Mohan Das : I do not press my amendment.

The question that clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

CLAUSE 2

Shri Basanta Kumar Panda : I move that in clause 2, for the proposed clause (1), the following be substituted, namely :—

"(4) "industry" shall for the purpose of this Act include trade, business, manufacture, agriculture and fishery ;".

The word "industry" as defined in the original Act means any industrial business or enterprise including agriculture undertaken or conducted by any person". All these refer to an existing industry. But the attempt here is to make the definition vague and to give money to anybody and everybody. The definition here is " 'industry' shall for the purposes of this Act include and industry which is being established, and agriculture". What is meant by "an industry which is being established". If 3 or 4 persons assemble at a place an talk at a place that "we are going to start an industry"; it comes within the definition of "industry". As soon as a volition is expressed by a person or a group of persons to incorporate into an industry it becomes an industry. In that capacity they may

apply to the Board for taking loan. The sanctioning authority in charge of disbursement of these loans may in their desire give money to anybody and everybody they like. "Being established" is vague. Instead of this you say something by which this House can see that you are trying to enlarge the scope of the word "industry". You must say something by which bogus persons and adventurers may be excluded. "Being established" is vague and therefore in its place I wish to substitute the words, " 'industry' shall for the purposes of this Act include trade, business, manufacture, agriculture, and fishery".

[4-20—4-30 p.m.]

The provision is there to include the word "agriculture". This is a very good thing. But along with agriculture you know, Sir, that fishery industries are growing up and many other manufacturing industries which may be of very small nature are growing up. Therefore, by specifically giving these names, i.e. manfacture, agriculture and fishery, the definition will be explicit and there will be no scope for any ambiguity and the officers of the board who will be disbursing the public money will not be put to any difficulty or they may not be influenced by any uncrupulous persons. The definition should be explicit and there must not be any place for ambiguity.

Shri Phakir Chandra Ray : Sir, I beg to move that in clause 2, in the proposed clause (4), in line 2 after the word "established' the words, gold and silver smithy, transport, trade" be inserted.

মাঃ, স্পীকার মহাশয়, আমি industry শব্দটা ব্যাপক করতে চাচ্ছি। দেখা গিয়েছে যে সমস্ত লোক সোনা রূপোর কাজ করেন তাঁরা লোন চেয়েও লোন পান না, কারণ এটা lunury বলে ধরা আছে—এবং এ রকম একটা instruction দেওয়া আছে। তাঁরা যদি লোন পেতেন তাহলে তাঁদের কারখানা চালানর পক্ষে সুবিধা হত। আমি অনেক political sufferes দেখেছি যাঁরা লোন পেলে independently কাজ করতে পারতেন। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরাও টাকার অভাবে ঠিকমত কাজ চালাতে পারছেন না। সুতরাং এই industries Act-টা যদি আরেকটু ব্যাপক করা যায় তাহলে তাদের কর্মসংস্থানের পক্ষে সুবিধা হয়।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy . Sir, from the amendment of Shi Panda I find that he wants to introduce trade and business as industry. Trade and business may be only a form of shopkeeping. I do not understand how can they be industry. The word "agriculture" is there. Agriculture is also in the definition. I oppose this amendment.

My friend, Shri Phakir Chandra Ray has been asking for introduction of gold and silver smithy. I find from the list that is supplied to me that a goldsmith Nagendra Nath Kangsa, P.O. Bijpur, District Burdwan, has been given a loan. Therefore, according to the Industries Board everybody is getting what he is entitled to. I do not think you need make it more explicit.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 2, for the proposed clause (4), the following be substituted, namely :—

"(4) 'industry' shall for the purposes of this Act include trade, business, manufacture, agriculture and fishery,"

was then put and lost.

The motion of Shri Phakir Chandra Roy that in clause 2, in the proposed clause (4), in line 2, after the word "established" the words, "gold and silver smithy, transport, trade" be interted, was then put and lost.

The question that Clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

CLAUSE 3

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that clause 3 (a) be omitted.

This is with regard to amendment of Section 3. The persons who will constitute the Board are coming from different categories. But the Hon'ble Minister is trying to exclude them from those categories.

The persons who are sought to be excluded are the two members not being officers in the service of Government, to be appointed by the State Government, one of whom shall be an economist and the other a scientist of standing and repute. These are the two persons who are being sought to be excluded, and who will remain? The other members who will remain are-one member associated with a scheduled bank, four members, not being officers in the service of the Government, to be appointed by the State Government, two of whom shall be appointed to represent industry, four members not being officers in the service of the Government, to be appointed by the State Government two of whom shall be appointed to represent cottage industries, one member to be appointed by the Financial Corporation of the State of West Bengal, Director of Industries, ex-officio member, two members to be elected by the West Bengal Legislative Assembly and one by the West Bengal Legislative Council. Sir, amongst all these persons, the persons who are most capable and most qualified are the two persons mentioned in clause (a)-one is a scientist of repute and the other is an economist. They are going to be excluded. The other persons who will remain shall not be and surely are not persons of higher calibre than the persons who are sought to be excluded. Therefore the general structure of the Board is not being enlarged but instead its calibre and integrity is sought to be lowered by the exclusion of these two members, but by the presence of these two persons in the Board at least other self-seekers or party members might have been put under certain amount of check. Now, by the exclusion of these persons we shall be deprived of the services of an economist and a scientist. The Board requires such persons and these persons have been there in the Board from 1931 up to 1961, i.e. for the last thirty years, and they are now sought to be excluded. Sir, I do not understand what is the reason therefor.

Shri Ananga Mohan Das. Sir, I beg to move that after clause 3(*b*), the following be added, namely :—

> "(*c*) in clause (*g*) for the words 'two members' the words 'three members' shall be substituted".

মাঃ স্পীকার মহাশয়, শুধু চাষের দ্বারা আমাদের দেশের সমস্ত লোকের অভাব মিটতে পারে না, তার জন্য শিল্পায়নের পথে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। সরকারের তরফ থেকে state aid দেওয়া হচ্ছে এটা খুব ভাল জিনিস। আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই, আমাদের Legislative Assembly-র মাত্র দুজন members বর্তমান আছেন, আমি Chief Minister-কে অনুরোধ করব যে, ২ জনের জায়গায় ৩ জন করতে পারেন কি না তিনি যেন একটু দেখেন।

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy: Sir, the Central Board of Industries require us to make the Board a smaller body. We have at present got 16 members in the Board. Now, we have to consider which group of members to omit from the Board. Sir, we have found from our experience during the last five years that the majority of persons who have to be considered by the Board are bakers and confectioners, manufacturers of steel furniture, manufacturers of hosiery goods, manufacturers of wooden toys and clay models, photo framing, manufacturers of Ayurvedic medicines and *Dhup Kati* manufacturers of *Bidi*, book-binders, manufacturers of woollen garments and so on. We felt that we are not the people who have got a personal knowledge of these

little things—and neither a big economist nor a big scientist has such knowledge—but we have a provision in the Act, whenever it is necessary to discuss a particular problem of high importance, to coopt members for that particular purpose.

Sir, the suggestion of Shri Ananga Mohan Das, viz., that two should be made three, would really mean that while we want to reduce the Board he wants to expand it.

Sir, I oppose both the amendments.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that clause 3(*a*) be omitted, was then put and lost.

The motion of Shri Ananga Mohan Das that after clause 3(*b*), the following be added, namely :—

"(*c*) in clause (*g*) for the words 'two members' the words 'three members shall be substituted" was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

[4-30—4-40 p. m.]

Shri Basanta Kumar Panda . I beg to move that in clause 4, line 3, for the words "one lakh" the words "fifty thousand" be substituted.

Sir, so long the quantum was Rs. 25,000. By one stroke of pen it is proposed to make four times. We are trying to give aid to the small industries, not large industries. Small industries at one instalment shall not and do not usually require loan to the tune of Rs. 1 lakh. Our State is also running under heavy debts—our State is not in an affluent condition. Therefore, at one stroke, instead of making it Rs. 1 lakh from Rs. 25 thousand, let us have minimum or medium between the two. There should be a go-slow policy. I think for the small scale industries or the cottage industries for whom this loan is intended, Rs. 50 thousand in one instalment will be sufficient and Rs. 1 lakh may may be an incentive to squandering away money.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, majority of applicants ask for small loans. But sometimes there are applications for loans bigger than even Rs. 50,000. Ordinarily the West Bengal Financial Corporation sanctions loans ranging between Rs. 25,000 and Rs. 13 lakhs. They have very little time to go into the details of smaller industries. Therefore, they wanted us to increase our ceiling to Rs. 1 lakh. There are some cases which require to be considered. Take for instance, the National Institute of Chemical Corporation, Dalhousie Square, or the Bangasree Ice Cold Storage which has asked for Rs. 55,0.0. There is another case—one S. S. Bhowmick—manufacturer X-Ray apparatus. He has asked for Rs. 90,000. Although, ordinarily the amount varies between Rs. 2,000 and Rs 5,0.0, sometimes it goes up higher. After all we want to help the people of the State. There should not be any bar to giving loan up to Rs. 1 lakh.

Sir, I oppose the amendment.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 4, line 3, for the words "one lakh" the words "fifty thousand" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 4 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Clause 5

Shri Chitto Basu : স্যার, ক্লজ ৫-এ যেখানে ১৫ হাজার লোক দেবার কথা বলা হয়েছে সেখানে আমি ২০ হাজার পর্যন্ত বাড়াতে বলছি। কারণ যেখানে বড় বড় ব্যবসাদার যাদের ২৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা দেবার সুযোগ করে দিলেন, অথচ যারা ছোট ছোট ব্যবসা করেন এবং ব্যবসাগুলি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় মূলধনের অভাব বোধ করেন সেখানে ১৫ হাজারের জায়গায় ৫ হাজার আরও বেশী বাড়িয়ে দিলে তাদের পক্ষেই সুবিধা হবে। ২৫ হাজারের জায়গায় যেখানে ৪ গুণ বাড়িয়ে ১ লাখ করলেন সেখানে সেটা কেন করলেন না বুঝলাম না। অতটা যদি নাও বাড়ান তাহলে ক্ষুদ্র প্ল্যানে যারা আছেন তাদের আর একটু যদি বাড়ান, তাহলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান যাদের আছে তাদের সুবিধা হয় এবং এতে তারা একটু বাঁচতে পারবে।

Shri Basanta Kumar Panda · Sir, I beg to move that in clause 5, in the proposed section 20 in line 6, after the words "such authority" the words "in consultation with the Director of Industries", be inserted.

This is about giving of loans to small petitioners where the amount does not exceed Rs. 15,000. The authority has been given this power to give this loan. But this authority is a new-comer, and therefore, he should have some guidance. Therefore I have proposed that aid may be granted by such authority in consultation with the Director of Industries, and in accordance with such rules as may be framed. They may have some sort of guidance from the Director of Industries. The advice of the Director of Industries may not be obligatory on them but they should seek his consultation and his opinion ought to be taken into consideration when this authority will be coming into a final decision with regard to dispensation of applications. Therefore, Sir, I wish to bring in the Director of Industries as a consultative authority and his opinion may not be binding on this authority.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : The procedure laid down in Section 20 is for the purpose of making it easy for loan to be given. Probably, my friend knows that the proposal is that there should be three authorities, generally speaking,—apart from the Board itself—who would give loans. under their own powers. It is proposed that the Director of Industries should give loan and the power of sanction will be raised from Rs. 5000 to Rs. 15000 and in the case of District Magistrate the power of sanction will be raised from Rs. 5000 to Rs. 10,000 and the Block Development Officer is empowered to give loan up to Rs. 400. If Shri Panda desires the Block Development Officer, who is going to give a loan of Rs. 400 to get the sanction of the Director of Industries before we dispense with the procedure of Section 19, then it will be very cumbrous affair and therefore it will create more delay.

I, therefore, oppose the amendment.

The question that the motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 5, in the proposed section 20 in line 6, after the words 'such authority" the words "in consultation with the Director of Industries" be inserted was then put and lost.

The question that Clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Shri Chitto Basu : Sir, I beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1), lines 1 to 4, for the words beginning with "State Government or

any other authority" and ending with "in this behalf" the word "Board" be substituted.

স্যার, এখানে বিলে দেখছি লেখা আছে The State Government or any other authority—অর্থাৎ এঁদের টার্মিনেট করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় যখন ডিস্‌পেনসিং অথরিটি হচ্ছে বোর্ড এবং সমস্ত রকম কণ্ডিশনস্ ফুল্‌ফিল্ করেছে কিনা ইত্যাদি সমস্ত জিনিস বিবেচনা করে বোর্ডই লোন দিচ্ছে তখন অন্য কোন অথরিটির হাতে ক্ষমতা না দিয়ে বোর্ডের হাতেই টার্মিনেট করার ক্ষমতা দেওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বোর্ড গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং নানাবিধ অবস্থার নানা স্বার্থের রিপ্রেজেনটেটিভ সেখানে আছে, কাজেই সে দিক থেকেও মনে হয় যে তাঁদের দ্বারাই টার্মিনেট করান উচিত এবং তা ছাড়া একটি প্রতিষ্ঠান যদি টাকা পায় তাহলে সেই টাকা যে যে কণ্ডিশনে তাকে দেওয়া হয়েছে সেই সেই কণ্ডিশনে সে খরচ করেছে কিনা বা ভালভাবে খরচ করেছে কিনা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাঁদের লোন দিতে হলে বা লোন দেওয়া বন্ধ করতে হলে সেই ক্ষমতা অন্য কোন অথরিটি বা স্পেশাল অথরিটির উপর না রেখে এই বোর্ডের হাতেই রাখা উচিত বলে মনে করি এবং সেই জন্যই আমি এই সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছে।

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1), lines 1 to 4, the words beginning with "or any other" and ending with "in this behalf" be omitted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), line 4 the word "intentional" be omitted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), lines 6 to 7, the words "which in the opinion of the State Government it was his duty to disclose" be omitted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), line 8, the word "intentionally" be omitted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iv), in line 2, after the words "repayment of the" the words "amount or" be inserted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iv), in line 3, after the words "granted thereto" the word "and" be inserted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(2) (a), line 2, for the words "such interest as may be due" the words "interest at the rate of rupees six per cent. per annum" be substituted.

I also beg to move that in clause 6, in the proposed section 26(2) (b), in line 3, after the words "it was made" the words "or as determined in the manner prescribed" be inserted.

Sir, I have got several amendments to move. By this clause—clause 6—the old section 26 is going to be replaced and old section 26 says that for the termination of the loan or the termination of the aid, State Government is the only authority. Here, by this amendment the 'other authority !' is being brought in, namely, "the State Government or any other authority specifically empowered by the State Government in this behalf..." This 'any other authority' does not appear either in the body of the Act or in this amendment Bill. Therefore, who will be that 'any other authority'—that is not yet known. Even in this proposed section 25, there is no attempt made by the State Government to bring this 'any other authority' into existence. Moreover, for the construction of this 'any other authority' there is no provision either in the body of the Act or in the rules.

Therefore, Sir, I say that the old provision may retained, viz. If the State Government decides for reasons to be recorded in writing to terminate this, it may terminate. But 'any other authority' is a vague term and it is not desirable that this authority will have power equal to the State Government.

[4-40—4-50 p. m.]

My other amendments are with regard to certain unnecessary words. I wish to omit the word "intentional" in the proposed Section 26 (1) (iii). It runs thus : "that the application on which the aid has been granted contained, or was accompanied by, any material statement by the owner which he knew to be false, or any intentional concealment, etc." Sir, where there is a concealment, the intention is always implied. When a man conceals anything he conceals that thing intentionally. Nobody conceals anything unintentionally. Therefore, intentional concealment is a misnomer of terms. The word "concealment" gives us the same idea as 'intentional concealment'. Then the sub-clause read thus : '...to be false. or any intentional concealment by him of any material fact, which in the opinion of the State Government it was his duty to disclose, etc." Sir, the State Government's opinion may be anything. How would the State Government come to this opinion that a particular applicant was duty-bound to disclose a particular thing ? This is like putting the accused himself in the position that 'I do not disclose or I do not provide that these are the things which you are to disclose, but if you fail to disclose these things, then we shall punish you'. Sir, this idea is contrary to the princip'e of administration of civil and criminal justice. According to this Act you give him a particular prescribed form and he should fill up the form and submit it to the Government. The provision is 'if in the opinion of the State Government it was his duty to disclose'. What he should disclose ? In the opinion of the State Government many things may crop up when the cases will be coming before the State Government, because the State Government or the authority who will decide these cases might think that the applicants should have disclosed so many things. Sir, for the purpose of punishing a person for not discharging his duty, an application form should be given to him and if he does not fill up that application form giving the details wanted, then you can punish him. But if you do not give the applicants any application forms, if you simply take applications from them according to the prescribed form, and then you say that in your opinion he ought to have disclosed those things, that I think is not a desirable state of things. You may direct them either in the application form or by requisition that 'we require these things from you' and 'you should supply this information', But without doing that if you say that in your opinion the applicant ought to have disclosed those things and as he has not done that, he should be punished, that will be, as I have said, against the principle of administration of civil and criminal justice.

Then, Sir, the sub-clause runs thus : "or that any such false statement or concealment was intentionally made' When a false statement is made by a person or where a concealment is made by a person, I ask the Hon'ble Minister : does he do any such thing unintentionally ?......

Does a man make false statement unintentionally ? Does a man conceal unintentionally ? Wherever there is an element of concealment, wherever there is a false statement, the intention is always there. Nobody unintentionally tells a lie ; nobody unintentionally suppresses anything. A man does a thing with a purpose. Therefore the word 'intentional' is redundant and therefore it should be omitted. Now, in (iv) it says "that the industry is being managed in such a manner as to endanger the repayment of the value of State aid granted thereto repayable under this Act ? Under this Act we give two sorts of loans—we advance loan in the form of money and in kind. Therefore

if we say repayment of the value of State aid, that only means the thin which we have supplied—advance that has got face value—that is the amoun Therefore my amendment is necessary.

Then in (2) (*a*) it says—"the whole amount of any loan outstanding togethe with such interest as may be due thereon", You could have said "such intere as may be prescribed" but you have not said that. There is no mention amount of interest. Therefore I have suggested a specific sum of interest— 6 p.c. per annum.

With regard to clause (*b*) "in cases where the aid is given otherwise tha by loan, the money value of the grant as fixed at the time when it was made together with interest at a rate not exceeding twelve and a half per cent... Here I wish to introduce a time when it was made or as determinad in th manner prescribed because we have given a certain thing or certai thing or certain material to certain loanees. At the time of giving it may no be possible and therefore this determination should be according to the rule to be framed. Therefore for the purpose of repayment of the loan which hav been advanced in kind for that purpose there should be specific provisio that the determination should be made in the manner prescribed.

Shri Ananga Mohan Das : I move that in clause 6, in the proposed sec 26 (i) (iii), in line 5, after the words "of any material fact", the words "o misrepresentation of facts" be inserted.···

If my amendment is accepted then it will be better. I hope this wil be accepted.

স্যার, এই বিলের মধ্যে এই সেকশন একটা ইম্পরট্যাণ্ট সেকশন। গভর্ণমেণ্ট যে টাক দিচ্ছেন সেই টাকা ওয়েল ইউটিলাইজড্ হচ্ছে কিনা সেটা দেখবার জন্য এটা হয়েছে। এখানে আছে That in clause 6, in the proposed sec 26 (i) (iii), in line 5, after the words "of any material fact," ঠিক কথা, ফলস যদি হয়। একজন লোক ফলস ষ্টেটমেণ্ট দিলনা, আর মেটিরিয়াল কন্সিল করল না কিন্তু মিস্‌রিপ্রেজেনটেসন যদি করে কোন ফ্যাক্ট তাহলে তো গণ্ডগোল হতে পারে। সে জন্য সমান য়্যাক্ট করতে বলেছি মিস্‌রিপ্রেজেনটেসন অব ফ্যাক্টস। এমন হতে পারে যে সে যে ষ্টেটমেণ্ট দিচ্ছে সেই ষ্টেটমেণ্টটা ফলস্ নয় কিম্বা সেই ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে কোন একটা ইনটেন্‌সিনাল কন্সিলমেণ্ট সেই কিন্তু ফ্যাক্ট মিসরেপ্রেজেণ্ট করছে—কাজেই এখান দিয়ে বোঝা যাবে। সেজন্য মিস্‌রিপ্রেজেনটেসন অব ফ্যাক্টটা আমি য়্যাড করতে বলছি।

[4-50—5-15 p. m.]

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, Mr. Basanta Kumar Panda has got an array of amendments with regard to clause 6. Sir, the suggestion made in his first amendment—amendment No. 13—cannot be accepted because the power of granting aid in the form of loans has been delegated, under the Act, by the Government to the Director of Industries, the District Magistrates and the Block Development Officers. If quick steps are not taken in cases where the loanees are not working properly, there is danger of default and delay in repayment of loans. Therefore, we will have to retain the words "any other authority".

Then with regard to his amendment No. 14, I may point out that it may happen that an individual loanee has made a statement that he has got a property which he has inherited from his father without knowing that his father had already mortgaged that property for some amount with the result that the statement that he haw made is not correct although he did not know it. So, if it is proved that the man had suppressed certain facts intentionally, then only you can proceed against him under this section.

Sir, with regard to the amendment of Shri Ananga Mohan Das, I may say that the addition of the words "or misrepresentation of facts" does not seem to be necessary.

With regard to amendment No. 16 of Mr. Basanta Kumar Panda, I may point out that what is a material fact should be decided by the State Government or by the sanctioning authority. So, these words must be there.

The word "intentionally" is again objected to by Mr. Panda in his amendment No. 17 and I think we cannot accept this amendment.

With regard to amendment No. 18 of Mr. Panda, I do not think the addition of the word "amount" will add to the strength of the section at all.

I accept amendment No 19 of Mr. Panda because it clears the meaning of that section.

With regard to amendment No. 20 of Mr. Panda, it is not possible to accept this amendment because the rate of interest is not always the same or identical for all types and all amounts of loans.

With regard to amendment No. 21 of Mr. Panda, I do not think I can accept that because when we give a loan, we fix the amount. How will the amount be fixed ? It will be fixed, obviously, in the manner prescribed. There must be some rule according to which this must be done.

So, I oppose all the amendments except amendment No. 19.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26 1) (iv), in line 3, after the words "granted thereto" the word "and" be inserted was then put and agreed to.

The motion of Shri Chitto Basu that in clause 6, in the proposed section 26(1), lines 1 to 4, for the words beginning with "State Government or any other authority" and ending with "in this behalf" the word "Board" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(1), lines 1 to 4, the words beginning with 'or any other" and ending with "in this behalf" be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), line 4, the word "intentional" be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Ananga Mohan Das that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), in line 5, after the words "of any material fact", the words "or misrepresentation of facts" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), lines 5 to 7. the words "which in the opinion of the State Government it was his duty to disclose" be omitted was then put and lo t.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iii), line 8, the word "intentionally" be omitted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(1) (iv), in the line 2, after the words "repayment of the" the words "amount or" be inserted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(2) (a), line 2, for the words "such interest as may be due" the words "interest at the rate of rupees six per cent. per annum" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 6, in the proposed section 26(2) (b), in line 3, after the words "it was made" the words "or as determined in the manner prescribed" be inserted was then put and lost.

The question that clause 6, as amended, do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : I beg to move that the Bengal State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

[At this stage the House was adjourned for 15 minutes.]

[After adjournment]

[5-15—5-25 p. m.]

THE BENGAL PUBLIC DEMANDS RECOVERY (VALIDATION OF CERTIFICATES AND NOTICES) BILL, 1961

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : I beg to introduce the Bengal Public Demands Recovery (Validation of Certificates and Notices) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill).

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : I beg to move that the Bengal Public Demands Recovery (Validation of Certificates and Notices) Bill, 1961, be taken into consideration.

This is a very small Bill. I believe that there is not much scope for debate. The object of the Bill has been stated very clearly and briefly in the Statement of Objects and Reasons. Sections 4, 6, 7 and 39 of this Act are under consideration in the presentation of this particular Bill,

Section 4 of the Public Demands Recovery Act, 1913, requires the Certificate Officer to sign and file a certificate in the prescribed form when he is satisfied that any demand payable to the collector is due. Where such demand is payable to any person other than the collector, the certificate officer has to file a certificate in the proscribed form under section 6 on a requisition from such person. Under section 7 when a certificate has been filed, the certificate officer shall cause to be served upon the certificate-debtor a notice in the prescribed form and a copy of the certificate. Under section 39 the Board of Revenue is authorised to make rules and prescribe forms. The certificate form and the form of notice under section 7 prescribed by the Board of Revenue appear at pages 49 and 50 of the Certificate Manual, 1953. It will be seen that the certificate form contains a certificate in which there are three blank spaces for the entries of the amount of certificate due, the name of the certificate-holder and the name of the certificate-debtor. In most cases, the latter two spaces used to be left unfilled. It appears that the Calcutta High Court held in a case that unless the blank spaces were properly filled up a certificate was defective

In view of this, the Board of Revenue in 1944 amended the form in such a way that no blank space was left for subsequent filling up and this amended form has been in use since then. Unfortunately, however, the amendments were not published as required under Section 39 of the Act. Meanwhile in a recent judgment in Civil Rule Nos. 2023/60, 2024/60 and 4074 of 49, the Calcutta High Court has invalidated certain certificate proceedings in which this amended form was found to have been used on the ground that the form has not been prescribed by law

In the notice form the following words appear "a certificate against you for rupees so much, due from you on account of such and such demand has this day been filed." In the same judgment the High Court has also held that according to the language used in the form, the notice has to be sent on the same day on

which the certificate is signed. In actual practice, however, the notice was signed much later as was found to have been done in the certificate proceedings mentioned above. The High Court has, therefore, held that the notice was not a proper notice under Section 7. Steps are now being taken to regularise this certificate form now in use and also to amend the notice form according to the provisions of Section 39 of the Act. Sir, as a result of the aforesaid judgment of the Calcutta High Court, objections are now being filed against the large number of pending certificates challenging their validity on the ground of the use of forms not prescribed by law. It has therefore become necessary to validate such certificate proceedings and the present Bill seeks to bring about this validation.

Sir, with these words I commend this Bill for the consideration of the House.

Shri Mihirlal Chatterjee : Sir, I beg to move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1961.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এ বিল উত্থাপন করার সময় বলেছেন যে, বিলটি অত্যন্ত simple এবং এর scope of discussion ও খুব limited। আমি কিন্তু মনে করি এ বিল আপাত দৃষ্টিতে simple বলে মনে হলেও বিলটা মোটেই simple নয়। এই বিলের উৎপত্তির কারণ হচ্ছে যে, High Court কতকগুলি cetificate case সংক্রান্ত ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছে যে certificate মামলায় যে procedure follow করা হচ্ছে সেটা আইন অনুযায়ী বৈধ নয় এবং যে form-টি ব্যবহার হয় সেটিও আইন অনুযায়ী বৈধ নয়। certificate form বৈধ না হওয়ার জন্য এবং আইনসম্মত procedure অনুসরণ না করার জন্য certificate court-এর রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বহু appeal হচ্ছে। High Court যদি রায় দিয়ে থাকে যে, আইনের মধ্যে কিম্বা যে ভাবে certificate আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে কিম্বা certificate officer-এর দ্বারা এই আইনে বিচার করা হচ্ছে, সেই বিচারে ত্রুটি রয়েছে এবং আইনের যে পদ্ধতি তা ঠিকমত প্রতিপালিত হয়নি, তাহলে সেই judgment overcome করার জন্য কিম্বা Bypass করার জন্য এরকম একটা আইন আমাদের সামনে এনে মন্ত্রীমহাশয় অল্প সময়ের মধ্যে simple আইন আখ্যায় irregular কাজকে regularise করে দিতে বলবেন, এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। High Court-এই আইনের ত্রুটিপূর্ণ প্রয়োগ সম্বন্ধে, Public Demand Recovery Act-এর অবৈধ অপপ্রয়োগ এবং সার্টিফিকেট মামলার procedure-এর গলদ সম্বন্ধে রায় দান করেছে। হাইকোর্টের মতে বর্তমান certificate form এবং procedure দুইই irregular এবং illegal. যেটা High court অবৈধ ও invalid বলে declare করেছে, সেটা validate করবার জন্য retrospective effect-এর যে ব্যবস্থা এই বিলে আছে আমি তার বিরোধী। যেটা High court ত্রুটি বলে ঘোষণা করেছে সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য যদি ভবিষ্যতে ব্যবস্থা কিছু হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে সমস্ত certificate cases court-এ pending রয়েছে, সেই case-র মধ্যে যদি procedure-এর গোলমাল থাকে তবে সে সমস্ত procedure বৈধ ঘোষণা করা, কিম্বা irregular form-কে regularise করবার যে ব্যবস্থা এই বিলটিতে আছে আমি তার বিরোধী। তার কারণ আমি বলতে চাই, Sir, certificate procedure একটা normal আইনের ব্যাপার, কোন abnormal procedure নয়। civil court-এ মামলা মকর্দমা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চলে। certificate court-এর কাজ সিভিল কোর্টের কাজের সামিল। Certificate officers should be exclusively judicial officers। কিন্তু আমরা West Bengal-এ দেখতে পাচ্ছি একজন certificate officer is both a judicial officer and an executive officer। বাংলাদেশে যতগুলি certificate court আছে সেই court-র হাকিম একবার এই table-এ বসে executive officer-র কাজ করেন,

আবার আর একটা table-এ বসে judicial officer-র কাজ করেন। আমাদের বাংলাদেশে এই executive and judiciary ভাল ভাবে বিভাগ না করার জন্য, আমাদের certific te আদালতে যে সমস্ত বিচার হয়, সেগুলি নানা দোষ vitiated হয়। Certificate officer-এর কাছে যখন District Magistrate কোন certificate-র জন্য prayer করেন, তা তিনি refused করতে পারে না। Higher officer যদি lower officer-এর কোর্টে certificate সংক্রান্ত কোন prayer করেন তাহলে naturally নিম্নতর অফিসারের influenced হবার সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশে সব জেলায় certificate case-র সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। নানা কারণে বেড়ে গিয়েছে। শুধু যে land revenue ব্যাপারে, কিম্বা forest, কিম্বা fisheries, কিম্বা Governament-র loan আদায়ের ব্যাপারে বেড়েছে তা নয়। বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় irrigation cess, irrigation tax imposed হয়েছে, তার পাওনা realisation-এর জন্য certificate procedure adopted হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়। সেগুলির সংখ্যা একটা দুইটা নয়, হাজার দুই হাজার নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী। যেমন ময়ূরাক্ষী অঞ্চলের কথা বলছি। ময়ূরাক্ষী irrigated area-তে ১৯৫৪ সাল থেকে water rate আদায়ের ব্যাপারে অনেক certificate filed হয়েছে। সেটা যে এখনই ক্রোকের দ্বারা আদায়ের জন্য তা নয়। শুধু তামাদী রক্ষা করবার জন্য court-এ আর্জি file করা হচ্ছে। এই আর্জির এক দিন না একদিন hearing হবে এবং সেই hearing হবে Public Demand Recovery Act অনুযায়ী।

[5-25—5-35 p. m.]

স্যার, এই আইনে আছে যে, when the certificate officer is satisfied that the public demand payable to the Collector is due he may sign a certificate in the prescribed from. Verification-এর কোন প্রয়োজন নাই। যদি due হয় তাহলে when it is legitimately due or not তার কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। Due-এ কথা আছে, satisfied যদি হয় he will sign a certificate in the prescribed form. Prescribed form for stating that the demand is due officer-কে definitely লিখতে হবে that the demand is due এবং shall cause a certificate to file in his office. কাজেই এগুলি statutory provision that the demand is due এই কথা লিখিতে হবে। তারপর, Section-এ আসুন—যদি requisition হয় by an officer, or by anybody—সে ক্ষেত্রে আইনের provision-এ বলেছেন every such requisition shall be singned and verified in the prescribed manner. সেখানে verification-এর প্রশ্ন আছে—Act এই বলা হয়েছে verification করতে হবে, কিন্তু Section 4তে verification-এর প্রশ্ন নাই। Section 5তে বলা হয়েছে every such requisition shall be signed and verified in the prescribed manner except in such cases and so on and so forth. তারপর, Section 7-এ বলেছে when a certificate has been filed in the office of the Certificate Officer under section 4 or section 6 he shall cause it to be served upon the certificate debtor in the prescribed manner এটা statutory provision, এটা না পালন করার কোন যুক্তি নাই—কোন কথাই উঠতে পারে না। আইন বলছে "in the prescribed manner—a notice in the prescribed form"—prescribed form-এ হওয়া চাই, unprescribed form-এ করলে চলবে না—এই notice serve করতে হবে in the prescribed forn আরেকটা জিনিস হল, a copy of the certificate should be

given. Certificate procedure, একটা statutory বিধি অনুযায়ী চলতে বাধ্য এই বিধি যদি কোন Certificate officer লংঘন করেন, প্রতিপালন না করেন, তাহলে সেই certificate procedure invalid হবে। High Court উপযুক্ত বিচার করেছেন—High Court is custodian of the justice of the land—হাইকোর্ট কখনোই বে-আইনীভাবে বিচার সমর্থন করতে পারেন না। Certificate Officer-গণ Judicial Officer না হওয়ার জন্য কেবলমাত্র এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই executive officer হওয়ার জন্য, কোন procedure-এর ধার তাঁরা ধারেন না, prescribed manner-এর ধার ধারেন না, তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করেন—যার ফলে certificate execution-এর সময় অন্যায়ভাবে মানুষের ঘটিবাটি ক্রোক হয়। Certificate Officer-দের এই বে-আইনী অপ্রতিহত ও অবাধ ক্ষমতা এতদিন High Court-এর নোটিশে আসেনি, আজ এটা High Court-এর notice-এ এসেছে। তার ফলে জনসাধারণ উপকার পেয়েছে এবং পাবে। Certificate Government-এর বিচারের মধ্যে অনেক illegality আছে যার জন্য High Court থেকে তাদের বিচারের procedure invalid ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু সেই invalid মামলাগুলিকে valid করার জন্য Certificate officerগণ বিচারের দিক দিয়ে যে সমস্ত অবৈধ কাজ করেছেন সেই সমস্ত অবৈধ কাজ যে regularise করার জন্য আমাদের মন্ত্রীমহাশয় এই বিলটি এনেছেন এবং বলছেন এই বিলের scope খুব limited। আমি যে জেলায় থাকি সেই জায়গায় ৫ হাজারের উপর certificate case বে-আইনী ভাবে filed হয়েছে। এই সমস্ত লোক যাতে High Court গিয়ে প্রতিকার না পায় তার জন্য তিনি একটা বিল নিয়ে এসে বলছেন, it is a simple bill এবং scope খুব limited। স্যার, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই সাধারণ মানুষ এবং গভর্ণমেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি? আইনে আছে, in the eye of law everybody is equal, including the Government. স্যার, certificate procedure-এর ব্যাপারে যদি কোন বিরোধ উপস্থিত হয় জনসাধারণ এবং সরকারের মধ্যে, তাহলে আইন অনুযায়ীই কাজ হবে, the law will take its own course। যদি কোন ব্যক্তিবিশেষের আমার কাছে কিছু পাওনা থাকে, সেই পাওনা সংক্রান্ত ব্যাপারে মামলায় যদি defect থাকে, মামলার আরজির মধ্যে যদি irregularities থাকে, তাহলে পর High Court থেকে বলে দেওয়া হয় the petition is invalid because of these irregularities। যদি কোন irrigularity ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তাহলে অনুরূপক্ষেত্রে Government কেন special privilege নিতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছিনে যদি না এই special privilege সাধারণ মানুষকেও সরকার দিতে পারেন। Irrigularity of the notice, irregularity of form, irrigularity in procedure এসবের জন্য যদি সাধারণ মানুষ প্রতিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে আমি মনে করি একই কারণে Government-এরও বঞ্চিত হওয়া উচিত। স্যার, এইসব certificate officer বা গত কয়েক বছর নানা জায়গায় form and procedure-এ গোলমাল করেছেন তারজন্য কষ্টভোগ Government কেই করতে হবে। যাদের বিরুদ্ধে certificate case আছে, তাদের উপর তো এই অযথা অত্যাচার! High Court বলছেন তাদের against-এ কোন certificate হতে পারে না যেহেতু Certificate Officer-রা যা করেছেন তা invalid, irregular। এই বিলটিতে invalid জিনিষকে valid করে মন্ত্রীমহাশয় আইনের মর্য্যাদায় আনতে যাচ্ছেন। আমি এর ঘোর বিরোধী এবং আমি চাই এই বিল circulation-এ দেওয়া হোক। Certificate Court-এ আজকাল অগণিত case pending থাকে। অল্প সময়ে সব জিনিস আমরা ভালোকরে আলোচনা করার সুযোগ পেলাম না। Sir I am no lawyer, যদি আমার lawyer friend-দের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পেতাম তাহলে অনেক কথা বলতে পারতাম। জুন বা জুলাই মাসের session-এ এই বিল আনা উচিত—এই session-এ নয়।

[5-35—5-45 p. m.]

Mr. Speaker : Mr. Panda, you can now speak, but I may tell you that your amendments to Clause 2 are out of order. First, any Court includes the High Court. Secondly, to leave out the only effective word of a clause is out of order. Please go on.

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, in this Bill an attempt has been made to realise the State's dues by passing a new Act. Sir, this judgment was delivered on 16th September, 1960 and the State was a party there. As result of the judgment due to certain mistakes in the conduct of the certificate cases by the Department of which the Hon'ble Minister is the official Head this calamity has happened. This calamity is a calamity of the first order not only with regard to the State but with regard to the Central Government also. This Act—the Public Demands Recovery Act—is the only weapon by which the dues of the Central Government and of the State Government are realised. Now due to certain mistakes which have occured due to mismanagement of the Department, both the Governments are being deprived of their just and legal dues The position is this : what is the certificate procedure ? The liability is fixed first. That is not by virtue of this Act, viz, the Public Demands Recovery Act. That is by virtue of other Acts, say, Income-tax Act ; Sales tax Act, etc. All the State dues are realised by a single weapon i.e. the Public Demands Recovery Act. Therefore, both the State Governments and their officials should be very keen to see that this effective weapon of realising State dues are properly used for the very purpose for which it was meant. Sir, just after the passing of the High Court judgment on the 16th of September 1960 what has happened up to this time is this. Every day in the constitutional field under Article 246 the big persons against whom thousands and lakhs of rupees are due both from this State and other States and the Central Government are coming with requisition under Article 246, and all the big persons who have got money enough to approach the High Court by application under Article 226 are getting their certificate cases stayed. If this judgment is kept in full force, the State will lose huge sums of money which are realisable from big persons who by taking clue from this judgment are approaching the High Court, and because the decision has been given by a Division Bench of the High Court, the Single Bench is bound to follow it and, therefore, the certificates are becoming null and void. To counteract this Government have now awakened, but they have awakened at a very belated stage. They ought to have come earlier. What is the position now ? The position now is this that the State dues cannot be realised by the existing certificate cases. The necessity is that an Act ought to be passed with some retrospective effect. They ought to have brought a legislation in this House by an amendment of the Public Demands Recovery Act itself, because if there is an existing Act we can very easily introduce some provisions even with retrospective effect. But what Act has been brought before this House ?

This Act is not an amendment of the existing Act of the Public Demands Recovery Act but it is a new Act with a new provision and by this new Act and new provision what we are going to do—that we are saying that some cases which have originated by any other Act, another existing Act, cases which are filed, to be conducted, to be concluded by the pravision of the existing Act and by the provision of this Act we are trying to give retrospective effect, but either under the existing law or unner the Constitution or according to natural justice whether it is possible. It is an accepted principle of law that only in very exceptional circumstances retrospective effect can be given to existing Act but not under a proposed Act for the purpose of depriving certain citizens who may have legally or illegally or due to inadvertence of the State officers got a right and by this Act we are taking away this right. If the certificate cases are invalidated by the decision of the High Court, that would affect the new

cases where there is no limitation There will be delay in the matter of realisation and where penalties have been imposed, where cases may be barred by limitation, the State and the Central Governments will be deprived of their dues. Therefore I am very sorry and I am sympathetic that for the misdeeds of the State Officers and the inadvertence of the Hon'ble Minister—though the present Minister is new—for their fault the State is going to lose this sum of money—this money is due from the rich class due to the State. If some sort of punishment is not meted out the State may lose several crores of rupees I say the present Bill shall not meet that purpose. It will be incompetent to validate that. The position is this in the proposed clause 2—"Notwithstanding any decision of any Court and notwithstanding anything to the contrary contained in the P.D. Act..." Therefore we are using the words "or any court" —by it are we including the High Court or excluding it? I can tell the Hon'ble Minister that 200 writ petitions have been filed to invalidate the certificate procedure. If we simply use the word 'court' we shall not be able to touch the High Court—some judgments have been delivered and some are pending and sub judice and the High Court will do cases under Art. 226 and Art, 227 which are beyond the jurisdiction of this legislature. We cannot take away the power of the High Court and so we can include the High Court.

[5-45 – 5-55 p. m.]

Sir, you know perhaps that when the Bengal Public Demands Recovery Act was there, the same question arose and the Act had to be amended. Now here we are using the word "Court". I would say that unless we add the word "including the High Court", we cannot touch the decisions which have been delivered or which may be delivered in future by the High Court because if we look to the definition of the word "Court" in the Bengal and Assam Civil Courts Act—Act XII of 1887—we find that "Court" means court of the District Judge, court of the Additional District Judge, court of the Subordinate Judge and the court of the Munsif. Now, under the Bengal Public Demands Recovery Act, certain decrees were passed by the civil courts and when they were sought to be set aside by a certain Act of the Legislature, what was the result? There only the word 'Court' was used. Now, the decision of the Special Bench of the High Court was that the word "Court" used in the Bengal Agricultural Debtors' Act does not touch the High Court. Therefore, that Act had to be amended and in the amended Act, the definition of "Court" has been given thus : 'Civil Court" means Civil Court within the meaning of the Bengal Agra and Assam Civil Courts Act and includes any Court except a Court having appellate and revisional jurisdiction over any such Court. So, when the district courts were being considered, the definition was not adequate. Therefore, the Special Bench of the High Court at that time decided that by this definition of the word "Court", you cannot touch the decrees passed by the Original Side or the Appellate Side of the Calcutta High Court. After that decision, this Act had to be amended and it was said that "Civil Court" means District Judge's court Additional District Judge's court, Subordinate Judge's court and Munsif's court and not the court which has got appellate and revisional jurisdiction over these courts, i.e. the High Court. But even after this amendment of the definition another case arose and it was decided that the Original side of the High Court is not a court which had appellate or revisional jurisdiction over the mofussil courts. Therefore, in a later decision of the High Court, it was said that the word 'Court", even after the amended definition, does not touch the Original Side of the Calcutta High Court. Therefore, I am saying that if you stop simply by saing "any Court", the Court will only mean mofussil courts.

Mr. Speaker : All courts subordinate to the High Court.

Shri Basanta Kumar Panda : No, all courts subordinate to the Appellate Side of the High Court. Now, what I am saying is this that writ petitions under

Article 296 are being filed both in the Appellate Side as well as in the Original Side of the High Court. So, if this definition is to remain, what will be the position ? "Not withstanding any decision of any Court"—this will not touch the High Court either in the Appellate Side or in the Original Side. Therefore, if you accept my amendment or if any amendment to the same effect comes from the Government side, it will make the position clear. Otherwise, the same difficulty will arise.

So, if you say 'any court including High Court", both the Appellate Side and the Original Side of the High Court will be included, and the means by which you are trying to achieve the end will be all right ; otherwise the same difficulty shall remain and the State dues shall remain stayed by the petitions filed by the rich people. Then you will have to come here again for the purpose of the amendment of this definition. You have got experience from 1936, from the time of the Bengal Agricultural Debtors Act. If you introduce "court including the High Court", then the present judgment to which we have referred and the other judgments shall all come under the purview of this Act. I am referring to two cases—one of them is reported in 43 Calcutta Weekly Notes at page 613. That decision said that the Original Side of the High Court does not come within the definition of "court", even after the ameidment of the definition. Before the amendment only Civil Court was there. After the amendment the definition was—I am reading it again—" 'Civil Court' means any Civil Court within the meaning of Bengal, Agra and Civil Courts Act of 1887 and includes any court exercising appellate or revisional jurisdiction over such courts". The Special Bench of the High Court in the case reported in 43 Calcutta Weekly Notes at page 613 decided that the entire High Court has not got not Appellate and Revisional jurisdiction over mofussil courts. They say that only the Appellate Side has got that jurisdiction. The other case I am referring to is 44 Calcutta Weekly Notes at page 485. There also the Special Bench says that the Appellate Side is in included in the definition and the Original Side is excluded from it. When the Hon'ble Minister has brought forward this Bill to remedy the defect, I am sympathetic with him—I also wish to see that these big people do not avoid the estate duty. There I am at one with him. But the means by which he is proceeding is not the correct procedure. To implement the object, you may not accept my amendment, but from the Government side you may bring in an amendment, to include High Court within the definition of the "court". Simply 'High Court" will fulfil the purpose because "High Court" means the Appellate Side as well as the Original Side. Therefore, though the Hon'ble Minister has got a belated knowledge, still, I think, if he amends this section it will be helpful.

Mr. Speaker : We will discuss it when we discuss clause 2. What are the references ?

Shri Basanta Kumar Panda : 44 Calcutta Weekly Notes at page 485 and 43 Calcutta Weekly Notes at page 613.

Mr. Speaker : 44 Calcutta Weekly Notes case is the latest case.

[5-55—6-5 p. m.]

Shri Basanta Kumar Panda : Both the cases discuss the same thing. Both speak of the same. Along with that you kindly bring the latest edition of Bengal, Agra and Assam Civil Courts and the Bengal Agricultural Debtors Act and the other judgment of the High Court which has been recently delivered. You kindly go through the Calcutta Weekly Notes of the current year at page 324. Even in the Public Demands Recovery Act I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister to two sections, i.e. Sections 36 and 37 of the Bengal Public Demands Recovery Act. There you will see the definition

of the word 'court' is not there anywhere in the Public Demands Recovery Act. But the Civil Court has been used. Under Sections 36 and 37 of the Bengal Public Demands Recovery Act, Civil Court has to be used. I will place before the House through you two sections of the Bengal Public Demands Recovery Act. Section 35 is this: Grounds for cancellation or modification of the certificate by Civil Court. So the words "Civil Court" have been used and the procedure has also been given. No certificate duly filed under this Act shall be cancelled by a Civil Court, except on the following grounds, namely, etc. etc. Then, Sir, you kindly look to Section 36. There it says—Suit to recover possession of, or to set aside sale of, of immovable property where notice of certificate has not been served. Here you will find—Anything here in before contained, a sale of immovable property in execution of a certificate shall not be held to be void on the ground that the notice required by Section 7 has not been served. But a suit may be brought in a Civil Court, etc. etc. So this Act itself, i.e. the Bengal Public Demands Recovery Act refers to cancellation of certificate and it refers to avoidance of the sale by a certificate in a Civil Court. So how can you avoid the High Court Judgment unless you specifically make a provision here? These are all the things that I have got to say.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya: Mr. Speaker, Sir, Mr. Panda has really given very sound arguments in support of the Bill. He has expressed his sympathy for the Bill and he has lent his support to the provisions of the Bill. He has said, Sir, that the recovery of the State dues as well as the Central dues is at stake—that is true—and he has also said or rather complained that the State Government should have come forward earlier with such a proposal I agree with him. Sir, certificate proceedings have been brought, as he has said, against many big persons and it is these big persons with plenty of money that have gone to the High Court and engaged lawyers of his eminence and the present difficulty is mainly on account of that. Sir, it is just a technical error or defect or irregularity that has led to the present difficulty. We are not amending the Act at all, we are not giving any new direction to the purpose of the Act but we are only developing the aims and objects of the Act with which, I am sure, not only the members who have spoken but all other members are in agreement. I oppose the move for circulation because the only purpose that it will serve will be to delay the passage of the Bill which is urgently needed.

[6-5—6-15 p. m.]

The motion of Shri Mihirlal Chatterjee that the Bengal Public Demands Recovery (Validation of Certificates and Notices) Bill, 1961, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, was then put and a division taken with the following result:—

NOES 103

Abdul Hameed, Hazi
Abdus Sattar, The Hon'ble
Abul Hashem, Shri
Badiruddin Ahmed, Hazi
Bandyopadhyay, Shri Smarajit
Barman, The Hon'ble Syama Prasad
Basu, Shri Abani Kumar
Basu, Dr. Monilal
Basu, Shri Satindra Nath
Bhagat, Shri Budhu
Bhattacharjee, Shri Shyamapada
Bose, Dr. Maitreyee
Brahmamandal, Shri, Debendra Nath
Chakravarty, Shri Bhabataran
Chattopadhya, Dr. Satyendra Prasanna
Das, Shri Ananga Mohan
Das, Dr. Bhusan Chandra
Das, Shri Durgapada
Das, Dr. Kanailal
Das, Shri Radha Nath
Das Gupta, The Hon'ble Khagendra Nath
Dey, Shri Haridas

Dey, Shri Kanailal
Dhara, Shri Hansadhwaj
Digpati, Shri Panchanan
Dolui, Dr. Harendra Nath
Dutta, Shimati Sudharani
Gayen, Shri Brindaban
Ghatak, Shri Shib Das
Ghosh, Shri Bejoy Kumar
Ghosh, The Hon'ble Tarun Kanti
Golam Soleman, Shri
Gupta, Shri Nikunja Behari
Hafijur Rahaman, Kazi
Haldar, Shri Kuber Chand
Hansda, Shri Jagatpati
Hasda, Shri Jamadar
Hasda, Shri Lakshan Chandra
Hazra, Shri Parbati
Hembram, Shri Kamalakanta
Hoare, Shrimati Anima
Ishaque, Shri A. K. M.
Jana, Shri Mrityunjoy
Jehangir Kabir, Shri
Kazem Ali Meerza, Shri Syed
Khan, Shrimati Anjali
Khan, Shri Gurupada
Kolay, The Hon'ble Jagannath
Kundu, Shrimati Abhalata
Lutfal Hoque, Shri
Mahata, Shri Mahendra Nath
Mahato, Shri Bhim Chandra
Mahato, Shri Sagar Chandra
Mahato, Shri Satya Kinkar
Mahibur Rahaman Choudhury, Shri
Maiti, Shri Subodh Chandra
Majumdar, The Hon'ble Bhupati
Majumdar, Shri Jagannath
Mandal, Shri Sudhir
Mardi, Shri Hakai
Maziruddin Ahmed, Shri,
Misra, Shri Sowrindra Mohan
Modak, Shri Niranjan
Mohammad Giasuddin, Shri
Mohammad Israil, Shri
Mondal, Shri Baidyanath
Mondal, Shri Bhikari
Mondal, Shri Rajkrishna
Muhammad Ishaque, Shri
Mukherjee, Shri Pijush Kanti
Mukherjee, Shri Ram Lochan
Mukharji, The Hon'ble Ajoy Kumar
Murmu, Shri Matla
Nahar, Shri Bijoy Singh
Naskar, Shri Ardhendu Shekhar
Pal, Dr. Radhakrishna
Pal, Shri Ras Behari
Pati, Dr. Mohini Mohan
Pramanik. Shri Rajani Kanta
Prodhan, Shri Trailokyanath
Rafiuddin Ahmed, The Hon'ble Dr.
Raikut, Shri Sarojendra Deb
Ray, Shri Jajneswar
Ray, Shri Nepal
Roy, The Hon'ble Dr. Anath Bandhu
Roy, Shri Atul Krishna
Roy, The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra
Roy, Singha, Shri Satish Chandra
Saha, Dr. Biswanath
Saha, Shri Dhaneswar
Saha, Dr. Sisir Kumar
Sahis, Shri Nakul Chandra
Sarkar, Shri Amarendra Nath
Sarkar, Dr. Lakshman Chandra
Sen, Shri Narendra Nath
Sen, The Hon'ble Prafulla Chandra
Shakila Khatun, Shrimati
Shukla, Shri Krishna Kumar
Singha Deo, Shri Shankar Narayan
Sinha, Shri Phanis Chandra
Tarkatirtha, Shri Bimalananda
Tudu, Shrimati Tusar
Wangdi, Shri Tenzing

AYES 42

Basu, Shri Chitto
Basu, Shri Hemanta Kumar
Basu, Shri Jyoti
Bora. Shri Sasabindu
Bhagat, Shri Mangru
Bhattacharjee, Shri Panchanan
Chakravorty, Shri Jatindra Chandra
Chatterjee, Shri Basanta Lal
Chatterjee, Dr. Hirendra Kumar
Chatterjee, Shri Mihirlal
Chobey, Shri Narayan
Das, Shri Gobardhan
Das, Shri Sunil
Dey, Shri Tarapada
Ghosal, Shri Hemanta Kumar
Ghosh, Shri Ganesh
Halder, Shri Renupada
Hamal, Shri Bhadra Bahadur
Hansda, Shri Turku
Kar Mahapatra, Shri Bhuban Chandra
Majhi, Shri Chaitan
Majhi, Shri Jamadar
Majhi, Shri Ledu
Maji, Shri Gobinda Charan
Majumdar, Shri Apurba Lal

Mitra, Shri Satkari
Mondal, Shri Haran Chandra
Mukhopadhyay, Shri Rabindra Nath
Mukhopadhyay, Shri Samar
Obaidul Ghani, Dr. Abu Asad Md.
Panda, Shri Basanta Kumar
Pandey, Shri Sudhir Kumar
Prasad, Shri Rama Shankar
Ray, Dr. Narayan Chandra
Ray, Shri Phakir Chandra
Roy, Dr. Pabitra Mohan
Roy, Shri Rabindra Nath
Roy, Shri Saroj
Sen, Shrimati Manikuntala
Sengupta, Shri Niranjan
Tah, Shri Dasarathi

The Ayes being 42 and the Noes 103, the motion was lost.

The motion of the Hon'ble Syamadas Bhattacharyya that the Bengal Public Demands Recovery (Validation of Certificates and Notices) Bill, 1961, be taken into consideration, was then put and agreed to.

Clauses 1 and 2

The question that clauses 1 and 2 do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

Preamble

The question that the Preamble do stand part of the Bill, was then put and agreed to.

The Hon'ble Syamadas Bhattacharyya : Sir, I beg to move that the Bengal Public Demands Recovery (Validation of Certificates and Notices) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

The Burdwan University (Amendment) Bill. 1961.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I beg to introduce the Burdwan University (Amendment) Bill, 1961.

(Secretary then read the title of the Bill).

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I beg to move that the Burdwan University (Ame dment) Bill, 1961 be taken into consideration.

Sir, the purpose of the Bill has been succinctly stated in the Statement of Objects and Reasons. It is just to remove certain defects in the phasing of the Bill as well as to clarify some of the points that may raise doubts about interpretation that the Bill is going to be introduced.

It is after all a short Bill of six clauses It proposes to amend sections 4, 5, 8, 13 and 21 of the Bill.

I have nothing more to say.

[6-10-- 6-20 p.m.]

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I beg to move that the Burdwan University (Amendment) Bill, 1961 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st. March, 1961.

Sir, I have got very little to say with regard to this small Bill. I shall only say one thing with regard to this Bill—that is for prescribing punishment. When a degree holder or a diploma holder or a person who has been given any other certificate by a University, the University has on just reasons got the power to withdraw the same from the person concerned. But this University, i e, the Burdwan University has got no such power. That should be specifically laid down. I have got no other comments to make.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, Mr. Panda has said that there are few comments to make so far as the present Bill is concerned. Still he holds that the Bill should be circulated for eliciting public opinion.

Sir, the principal Bill was not circulated for eliciting public opinion. Rather the Assembly decided that such a motion should not be accepted so far as the main Bill was concerned. But Mr. Panda says that this amending Bill should be circulated for eliciting public opinion.

Sir, the Bill was gazetted as far back as the 17th of January, 1961 and it is before the public for the last three months, hence it does not require circulation at all.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that the Burdwan University (Amendment) Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st. March, 1961 was then put and lost.

The motion af Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri that the Burdwan University (Amendment) Bill, 1961, be taken into consideration was then put and agreed to.

Clause 1

The question that Clause 1 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 2

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 2, after sub-clause (1), the following be inserted, namely :—

> '(la) in clause (12), for the words "to recognise such hostels and other places" the words "to recognise hostels and other places of residence for the students of the University, colleges and other institutions recognised by the University" shall be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(2), lines 3 and 4. for the words "constituent colleges affiliated colleges, recognised colleges" the word "colleges" be substituted.

Sir, I also beg to move that in clause 2(3) (b), line 3 and 4, for the words "constituent colleges, affiliated colleges, recognised colleges" the word "colleges" be substituted.

স্পীকার মহোদয়, এই ২নং Clause-র উপর আমার কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব আছে, ৩নং, ৪নং এবং ৬নং প্রস্তাব। প্রথমে আমি ৪নং ৬নং প্রস্তাবের উপর বলবো। তারপর ৩নং প্রস্তাব সম্বন্ধে বলবো। ৪নং ৬নং প্রস্তাবে দেখুন এখানে এই কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে constituent College, affiliated College, recognised এতগুলি College, use করা হয়েছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি Burdwan University Act-র প্রতি আকর্ষণ করছি। সেখানে আপনার constituent College ছাড়া আর কোন College-র সংজ্ঞা নেই। শুধু একটা সং... Colleges বললেই হয়। Calcutta University Act-এও এ জিনিস নেই। Burdwan University Act-এ আছে, College means a College established, maintained, affiliated or recognised by the University and includes a College referred to in Sub-Section 2 of Section 5 এখানে affiliated College, recognised College, constituent, College, এত কথা বলবার দরকার কি, Simply College বললেই ঢুকে যায়। সেইজন্য আমি বলেছি constituent College, affiliated College, recognised College এতগুলি কথা না বলে Colleges বললেই ঢুকে যায়। এই হচ্ছে আমার ৪ এবং ৬নং সংশোধনী প্রস্তাব।

[6-15—6-25 p. m.]

Objects and Reasons-এর দিকে তাকিয়ে দেখুন, সেখানে আছে to establish and maintain and manage hostels and other places of residence for the students of the University to recognise such hostels and other places and to withdraw recognition therefrom—আপনারা একটি সংশোধনী আনছেন আরেকটি নিচ্ছেন না। এখানে কেবলমাত্র establish, maintain and manage hostels and other places of residence of the students of the University and to recognise such hostels and other places. এর মধ্যে College-এর কথা কোথায় আছে বলুন তো? College এর যে hostel-গুলি, সেগুলির কি করবেন? এটা না বলে এখানে শুধু বলা হচ্ছে to recognise such hostels and other places আমি বলছি to recognise hostels and other places of residence for the students of the University, colleges and other institutions recognised by the University. Colleges and other institutions এটাও থাকার দরকার আছে কারণ কেবলমাত্র University hostel নিয়ে কথা নয়, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেসমস্ত কলেজ আছে সেসব College hostel-এর recognition-এর প্রশ্ন উঠছে, কিন্তু তার provision নাই। সেজন্য আমি বলছি, constituent, affiliated, recognised ইত্যাদি না বলে simple College hostel বলুন, এবং College hostel-গুলি recognise করুন।

Shri Basanta Kumar Panda: Sir, I beg to move that in clause 2(2), lines 4 and 5, for the words "recognised colleges and other institutions recognised by the University" the words "and colleges recognised by the University" be substituted.

Sir, I have only one amendment and that is simply in relation to the amendment of Shri Subodh Banerjee It is a good provision in sub-clause 2(2) that discipline is being introduced in the residence of the students. It should be there both in University residents and also residents of other college students. There is one difficulty which I hope the Hon'ble Minister will kindly explain. He says in the amendment that after those words "the residence and discipline of the students of the University", the words "constituent colleges, affiliated colleges, recognised colleges and other institutions recognised by the University" shall be inserted. Now, over the colleges which are affiliated or constituent or recognised, the University may have some power but what will be the case with regard to other institutions which are merely recognised? Neither the University nor the State Government is the owner of the residential buildings of these institutions which have got simple recognition from the University. If they do not follow the code of discipline the University may withdraw recgnition from those institutions. They cannot do anything more. They cannot bring those institutions to book. Therefore, Sir, the question arises: can you control the residence and discipline of the students of those institutions of which you are neither the owner nor the University is the owner but whose only link is recognition? That recognition may be made by certain rules which may be provided under this Act, but those rules may be curtailed or the recoguition may be withheld. There is no other safeguard by which you can control, even if they do not follow the rules. Therefore, this Act should be amended in such a way that these institutions may be brought under further control of the State Government or of the University.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay: মাঃ স্পীকার মহাশয়, সুবোধবাবুর যে amendment সেটা সম্পর্কে বলছি—Calcutta University Act-এ একটা Board of residents বলে জিনিস আছে—সেই Act-এর মধ্যে provision আছে Board of

residents-এর শুধু University hostelই নয়, সবগুলি valid or recognised College আছে তাদের hostel-গুলিও ঐ University Act-এর মধ্যে আছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন এটা omission হল, এটা কি further sign of wisdom or loss of wisdom. যদি Board of residents-এর Calcutta University-র পক্ষে প্রয়োজন থাকে—এই Act এর জন্য তিনিই responsible, তিনিই করেছিলেন—তাহ'লে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় তার কি কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, তা নাহ'লে discipline-ই বলুন আর College hostel-গুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের control-ই বলুন—তা কি করে থাকবে? এটা যেন মন্ত্রীমহাশয় আমাদের বলেন।

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: I will, first of all answer the point raised by Dr. Chatterjee. He has mentioned the different collegese, different institutions and institutions belonging to the University which the University will come to control after the amendment is passed. Sir, to remove that very lacuna this amendment has been brought. So far as the amendments moved by Shri Subodh Banerjee are concerned, his first amendment proposing to amend clause (1·) is I submit, out of order. By the second he could cut short the phrase used. He thinks that only if we mention "colleges" that will be quite sufficient to include all types and categories of colleges and these need not be mentioned separately. Mr. Banerjee is a close student of legislative measures but unfortunately he has made a mistake here. In the first instance he will please see the definition of the word "college", so far as the Burdwan University Act is concerned, is very comprehensive. It includes all types and categories of colleges including the colleges and hostels established and maintained by the University. If he closely study the provision he will find all these are separately mentioned in the definition. Therefore I do think specifimention is necessary. We have already done that in the proposed amendments to clauses (13) and (14) of section 4. By clause (13) as it stanes we have provided for the supervision and control of the residence and discipline of the students, University of they may be post-graduate students they may be students living in the college hostels established and maintained by the University. Therefore we do not want to make confusion worse confounded. So far as the interpretation of the clause for supervision and control of residence and discipline of the students of the University is concerned, if it is altered as suggested then there might be confusion in the minds of the people who may think that the recognised colleges really mean colleges other than colleges established and maintained by the University. The students of the University may mean only post-graduate students. I hope Shri Subodh Banerjee will agree that we have done it in the right way. Shri Subodh Banerjee: I do not not agree) If you do not what can we do? Our amendment is quite clear.

To return again to his proposal to amend clause (12).

There it is mentioned—"to recognise such hostels and other places and to withdraw recognition therefrom." Therefore the power recognition has been already given here.

[6-25—6-35 p. m.]

Now, Mr. Panda has raised another question and he looked at the clause from another point of view. He says: Well, you may withdraw recognition, but will that be a sufficient punishment? Now, the University can only withdraw recognition from the hostels established by others. The University cannot issue orders to demolish them. That is the only power that is given to or rather open to a University, viz. to withdraw recognition from a hostel. Nothing more can be expected from a University.

Sir, I have nothing further to say. I am very sorry I cannot accept any of the amendments. I oppose all of them.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2, after sub-clause (1), the following be inserted, namely :—

'(1a) in clause (12), for the words "to recognise such hostels and other places" the words "to recognise hostels and other places of residence for the students of the University, colleges and other institutions recognised by the University" shall be substituted ;

was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2(2), lines 3 and 4, for the words "constituent colleges, affiliated colleges, recognised colleges" the word "colleges" be substituted, was then put and lost.

The motion of Shri Basanta Kumar Panda that in clause 2(2), lines 4 and 5, for the words "recognised colleges and other institutions recognised by the University" the words "and colleges recognised by the University" be substituted was then put and lost.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 2(3) (b), lines 3 and 4, for the words "constituent colleges, affiliated colleges, recognised colleges" the word "colleges" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 2 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 3

Shri Subodh Banerjee : Sir, I beg to move that in clause 3, lines 2 and 3, for the words "or having been elected to" the words "having been elected to it," be substituted.

স্যার, শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে আমি এটা একটু দেখতে বলছি। আপনার সংশোধনী প্রস্তাব ২ ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আপনার মূল আইনের সেকসান—৫ (২) ক্লজ (বি) তে বলছে 'any Teacher, Principal or member of the Governing Body of any such college holding, by virtue of his being such Teacher, Principal or member, any office in or under the University of Calcutta, etc.' আপনি সেখানে যোগ করতে যাচ্ছেন or having been elected to তাহলে দাঁড়াল any Teacher, Principal or member of the Governing Body of any such college holding or having been elected to. প্রয়োজন কি ? ইউনিভার্সিটির অধীনে কোন অফিস হোল্ড করতে হলে সে কি করে তা হোল্ড করতে পারে having been elected to it. এ ছাড়া আর কি কিছু হোল্ড করতে পারে ? এখানে দেখুন কোন্ কোন্ জায়গায় হোল্ড করতে পারে। আমারা ৮নং এর দিকে দেখব—Any Teacher, Principal or member of the Governing Body, 3 Principals or affiliated Colleges to be appointed ; etc. Appointment-এর কথায় বলবেন যে elected to—or having been elected to. কিন্তু শুধু elected to বললেই হয় না, appointed to বলতে হবে। সেজন্য আমার পয়েন্ট হচ্ছে এটা এইভাবে দেওয়ার দরকার হয় না, হোল্ড করলেই হল in any way.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I oppose the amendment. By adding the words proposed in the amendment, sub-clause (b) of Section 5(2) will run as follows : "any Teacher, Principal or member of the

Governing Body of any such college holding or having been elected to, by virtue of his being such Teacher, Principal or member," etc. In the original Act, there was no mention of elected teachers etc. and that was the defect. If you refer to the Calcutta University Act you will find that there are three types of members in their senate ex-officio members, nominated and appointed members and elected members. The original sub-clause (2) of Section 5 runs thus: "any Teacher, Principal or member of the Governing Boby of any such college holding, by virtue of his being such Teacher, Principal or member..." That may mean those who are there either ex-officio or by nomination or by appointment, but may not mean those who are elected and, therefore, a specific amendment has been necessary, in the shape of "or having been elected to".

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 3, lines 2 and 3, for the words "or having been elected to" the words "having been elected to it" be substituted, was then put and lost.

The question that clause 3 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 4

Shri Subodh Banerjee: I move that in clase 4, after sub-clause (1) the following be inserted, namely :—

"(1a) in clause (xii) of sub-section (1) after the words 'in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 9' the words 'read with sub-section (5)' shall be inserted ;

(1b) after clause (xvi) of sub-section (1) the following clause shall be added, namely :—

'(xvii) ten persons elected by the registered graduates of the University from among themselves.

Explanation :—A registered graduate of the University means (i) a person who holds the degree of a Master or a higher degree of the University of Burdwan or (ii) a graduate of the said University of at least three years' standing, who has applied for the enrolment as a registered graduate of the University and has been enrolled as such'.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি মূল আইনের ক্লজ ফোর-এর ৮ কে ডিফাইন করছি এবং সেক্শন এইটা সাব সেকশন ওয়ান, ক্লজ ১২ মন্ত্রীমহাশয়ের নজরে আনছি। কেননা আমার মনে হয় এটা স্লিপ করেছে। যা হোক্, মূল আইনে—অর্থাৎ পেরেণ্ট এ্যাকটে আছে Three principals of the affiliated colleges not being Deans of the Faculty of the University to be appointed by the Chancellor in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 9. কিন্তু সেটা সাব-সেক্সান ২ অব সেকসন ৯ নয়, it is subject to other restrictions এবং সেটা হচ্ছে সেকসন এইট্-এর সাব-সেকসন ফাইভ এতে একটা রেষ্ট্রিকসন্ আছে যে, একজন গভর্ণমেণ্ট কলেজের হবে, একজন স্পন্সর্ড কলেজের হবে এবং একজন এফিলিয়েটেড কলেজের হবে। কাজেই কেবলমাত্র সেকসন নাইন-এর সাব-সেকসন টু-তেই রেষ্ট্রিক্সন নেই, There is still another restriction which is in sub-section 5 of section 8. এবং সেটা বাদ চলে যাচ্ছে বলে আমি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়ে বলেছি যে ঐ রেষ্ট্রিক্সন না দিলে ব্লাদ পড়ে যায়। তারপর এটা স্লিপ বলুন আর নীতিই বলুন আপনি রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ দেন নি। বর্ধমান বিশ্ববিভালয় বিলের আলোচনার সময় যখন সে কথা বলা হয়েছিল তখন আপনি যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন যে,

বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে তো এখন হয়নি—কাজেই যখন হবে তখন তাদের নেওয়া হবে। কিন্তু পরে যখন কল্যাণী ইউনিভার্সিটি বিল হোল তখন কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে আপনি রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের রিপ্রেজেনটেটিভ রাখলেন। কাজেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে আপনি বর্ধমানে কেন করলেন না? কিন্তু স্যার, এটা তো কোথায়ও হয়না যে ব্রাহ্মণের ছেলে মাকড় মারলে ধোকড় হবে আর অন্যের ছেলের বেলায় তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কাজেই এরকম যখন কোথায়ও হয়না তখন যদি আপনি কল্যাণীতে করেন তাহলে আপনাকে বর্ধমানেও করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমি মনে করি সমস্ত ইউনিভার্সিটিতেই রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের রিপ্রেজেনটেটিভ আছে এবং it was a slip in case of Burdwan University এবং সেটা যাতে থাকে তারজন্য আমি বলেছি যে ten persons elected by the registered graduates of the University from among themselves. তারপর কাদের রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট বলা হবে সেখানে আমি বলেছি Explanation :—A registered graduate of the University means (i) a person who holds the degree of a Master or a higher degree of the University of Burdwan, or (ii) a graduate of the said University of at least three years' standing, who has applied for the enrolment as a registered graduate of the University and has been enrolled as such. কিন্তু এখানেও যদি ঐ ৩৲ টাকার ব্যাপার হয় তাহলে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এ ব্যাপার নিয়ে যে ফাটকাবাজী চলেছে এখানেও তাই হবে এবং আমার মনে হয় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট আলোচনা করবার সময় আমি বলেছিলাম যে ৩৲ টাকা নিয়ে এই ধরনের ফাটকাবাজী আর কোথায়ও নেই।

[6-35—6-41 p.m.]

সেখানে three years' standing graduate হলে ipso facto registered হিসাবে তার নাম ভোটার লিষ্টে উঠে যাবে। আমি জানতাম যে এই ব্যাপার বোম্বে ইউনিভার্সিটিতে আছে। বোম্বে ইউনিভার্সিটিতে আমার যেটুকু ইনফরমেশান এইরকম ৩ টাকার ব্যাপার নেই। সেজন্য আমি Burdwan University-র ক্ষেত্রে বলছি যে ordinary graduate three years' standing হলে registered graduate বলে treated হবে, post graduate হলে automatically registered graduate হয়ে যাবে এবং ১০ জন প্রতিনিধি Burdwan University-তে থাকবে যেটা আমাদের সিনেটের সমান—Calcutta University-র same parallel থাকবে সেই জিনিসটা রয়েছে। মোটামুটি এই দুটি সংশোধন।

Sir I do not move amendment No. 9 that stands in my name.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri: Sir, I oppose the amendment. This proposition was raised previously and the House rejected the proposal. I cannot understand how Mr. Subodh Banerjee, a young member of the Assembly, has forgotten the provisions of Kalyani University Act which was passed recently. In the Kalyani University Act there was no provision for any electorate of registered graduates. There should not be any inconsistency. I cannot accept his proposal so far as the Burdwan University is concerned.

The motion of Shri Subodh Banerjee that in clause 4, after sub-clause (1), the following be inserted, namely :—

"(1a) in clause (xii) of sub-section (1) after the words 'in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 9' the words 'read with sub-section (5)' shall be inserted ;

(1b) after clause (xvi) of sub-section (1) the following clause shall be added namely :—

"(xvii) ten persons elected by the registered graduates of the University from among themselves.

Explanation :—A registered graduate of the University means (i) a person who holds the degree of the Master or a higher degree of the University of Burdwan or (ii) a graduate of the said University of at least three years' standing, who has applied for the enrolment as a registered graduate of the University and has been enrolled as such".

was then put and lost.

The question that Clause 4 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

New Clauses 4A and 4B

Mr. Speaker : Mr. Banerjee, your amendment No. 10 is out of order, but you can speak on it.

Shri Subodh Banerjee : স্পীকার মহাশয়, আমি যেটার প্রতি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হল এই যে আপনারা বলেছেন যে persons entered in the register, register-এ কি persons enter হয়, না persons-এর নামে enter হয়? এই রকম যদি একটা ক্লজ থাকে যে persons entered in the register তাহলে সেই জায়গায় আমার বক্তব্য হচ্ছে persons entered in the register এটা ঠিক নয়, এটা names of the persons entered in the register হওয়া উচিত। এটা palpable জিনিষ, চোখে পড়ে গেল বলে এর সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি।

Clause 5

The question that clause 5 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Clause 6

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, I shall not move my amendment.

Shri Subodh Banerjee : Sir I also do not move my amendment.

The question that clause 6 do stand part of the Bill was then put and agreed to.

Preamble

The question that the preamble do stand part of the Bill was then put and agreed to.

The Hon'ble Rai Harendra Nath Chaudhuri : Sir, I beg to move that the Burdwan University (Amendment) Bill, 1961, as settled in the Assembly, be passed.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p. m. tomorrow. The first hour will be taken up for questions.

Adjournment.

The House was accordingly adjourned at 6-41 p.m. till 3 p.m. on Wednesday, the 29th March, 1961, at the Assembly House, Calcutta.

Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly assembled under the provisions of the Constitution of India.

The Assembly met in the Assembly House, Calcutta, on Wednesday, the 29th March, 1961 at 3 p.m.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Bankim Chandra Kar) in the Chair, 14 Hon'ble Ministers, 6 Deputy Ministers and 181 Members.

Questions for Oral Answers

[3—3-10 p. m.]

Visit of Queen Elizabeth in West Bengal

*27. (Admitted question No. *17.) **Shri Monoranjan Hazra and Shri Suhrid Mullick Chowdhury :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Finance Department be pleased to state the total estimated expenditure to be incurred by the State Government, if any, in connection with the ensuing visit of Queen Elizabeth in West Bengal ?

Mr. Speaker : I find question No. *27 has been answered by the Hon'ble Minister before. Therefore, I do not think it can be pressed. It is an identical question. I do not call it.

Distributary Channels from D. V. C. Main Canal in Galsi police-station

*28. (Admitted question No. *6.) **Shri Phakir Chandra Ray :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact that a representation praying for a distributary from the outlet pipe to 4 B M.C. for the purpose of irrigation water supply to the Mauzas Dali eparia, Uro, Bhuri, Gonatpur, Raghabpur, Ghosh-Kamalpur, Mohanpur, Middyapara, Sanko and Moghulsuma, police-station Galsi, district Burdwan, was submitted to the Chief Engineer, Irrigation ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) the date of receipt of the representation by the authority concerned ; and

(*ii*) the action, if any, taken thereon ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : (a) Yes.

(*b*) (*i*) The representation was received in September, 1959.

(*b*) (*ii*) The case was referred to the Superintending Engineer concerned. A scheme for construction of a minor channel from Ch. 10397 of Distributary No. 4B of D. V. C's Left Bank Main Canal including construction of canal structures has since been drawn up. This work will have to be done by D.V. C.

The scheme has been sent to the D. V. C. for inclusion in the Third Five Year Plan under the head "Extension and Improvement Works".

Distributaries of Damodar Main Canal

*29. (Admitted question No. *7.) **Shri Phakir Chandra Ray :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact that two proposals, viz.—

(*i*) the excavation of the minor 2B of Distributary No. 2 of Damodar Main Canal; and

(*ii*) the extension of Distributary No. 1 and 1A of Damodar Main Canal have been awaiting administrative sanction?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state the date or dates on which these proposals, seeking administrative sanction, were received by the proper authority?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji: (*a*) (*i*) and (*ii*) Yes.

(*b*) The estimates of the schemes in question were received on 22.7.60 and 22.6.60 respectively. Both of them have been included in the Third Plan. The honourable member will find that the scheme of extension of Distributary No. 1 and Distributary No. 1A has been included in the budget just passed.

Rajapur Drainage Canal and the Kana river

*30. (Admitted question No. *87.) **Dr. Brindabon Behari Basu:** Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state—

(ক) আগামী বর্ষার পূর্বে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানায় Rajapur Drainage Canal ও Kana নদীর সংস্কার করার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা;

(খ) ইহা কি সত্য যে, কানা নদীর মধ্যে অসংখ্য cross-barrage দেওয়ায় নদীর জলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইতেছে; এবং

(গ) বর্ষার পূর্বেই ঐ barrageগুলি অপসারিত করার কথা সরকার চিন্তা করেন কিনা?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: (ক) রাজাপুর ড্রেনেজ ক্যানাল সংস্কার করা হয়েছে। কানা নদী সংস্কার করার কোন সরকারী পরিকল্পনা নাই।

(খ) ও (গ) যেখানে সরকারী অনুমতি অনুসারে ক্রসড্যাম দেওয়া হয়, সেখানে জলের গতি ব্যাহত হয়। যে সকল ক্রস্‌ড্যাম সরকারী অনুমতি অনুসারে দেওয়া হয়, সেগুলি যথাসময়ে তুলে দেওয়া হয়। আর যেগুলি সরকারের বিনা অনুমতিতে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি অপসারিত করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Dr. Brindaban Behari Basu: ক্রস্‌-ব্যারেজ দেওয়া আইনী, কি বে-আইনী প্রশ্ন আছে, এ সম্বন্ধে কি বলছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: সরকারী অনুমতি অনুসারে যেটা দেওয়া হয়, সেটা আইনী, তার জন্য টাকা deposit রাখতে হয়, সেটা যথা সময়ে তুলে দেওয়া হয়। আর অনেক বাঁধ আছে বে-আইনী করে দেয়, সেটা ধরতে পারলে ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হয়।

Dr. Brindaban Behari Basu: এবার যেগুলি বে-আইনী অপারেশন করা হয়েছে, সেগুলি ধরা হবে কি না?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: ধরার চেষ্টা হচ্ছে।

Shri Mihirlal Chatterjee: ক্রস-বাঁধ দেওয়ার ফলে নদীতে Silt জমা হয় এবং তার ফলে বন্যা হয় ও জলনিকাশের অসুবিধা হয়। সেইজন্য কি সরকার ক্রস-বাঁধ যাতে না হয় সেই নীতি গ্রহণ করেছেন?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee: সরকার যেখানে টাকা deposit রাখে, সেখানে ক্রস্‌ বাঁধ দেওয়ার অনুমতি দেন। সে বাঁধ যথা সময়ে পুরোপুরি তা তুলে দেওয়া হয়। কাজেই তাতে নদীর ক্ষতি হয় না।

Retail price of rice

*35. (Admitted question No. *20.) **Dr. Narayan Chandra Ray and Shri Amarendra Nath Basu**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state the average retail price per maund of rice in West Bengal and Calcutta during January, 1955, January, 1956, January, 1957, January, 1958, January 1959, January, 1960, and January, 1961?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: A statement is laid on the Table.

Statement of average minimum retail prices of Rice (in rupees per maund) in Calcutta and West Bengal

	Calcutta	West Bengal.
January, 1955	18.16	15.69
January, 1956	16.56	16.56
January, 1957	20 12	19.62
January, 1958	25 68	22.64
January, 1959	18.00 (a)	17.60 to 19 60 (a)
January, 1960	22.60	22.28
January, 1961	20.54	20.40

N.B. (*a*): Prices were statutorily controlled during January 1959; controlled rates for retail sale for coarse variety of rice are shown here.

Sugar-Cane

*37. (Admitted question No. *39.) **Shri Mihir Lal Chatterjee**: Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief, and Supplies Department be pleased to state—

(a) whether any price has been recommended for suar-cane to be purchased by the sugar mills situated in West Bengal; and

(b) if so, what is the price?

[3-10—3-20 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen:

(*a*) and (*b*): This Government did not make any recommendation.

The minimum price of sugarcane for 1960-61 crushing season has, however been fixed by the Central Government under the Sugarcane (Control) Order, 1955 at Rs. 1.62 per maund for delivery at the gate of the factory.

Shri Mihir Lal Chatterjee: ১'৬২ নয়া পয়সা Factory rate ধরা হয়েছে মাঠ থেকে নিয়ে আসলেও কি rate তাই হয়?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: তা বলতে পারি না—আমাদের বাংলা দেশে তৈরী sugar-এর কোন price fixation নাই।

Shri Mihir Lal Chatterjee: আপনি যে বলেছেন Central Government Fix করেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: যেহেতু বাংলা দেশে বেশী sugar factory নাই, সেজন্য Incentive দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে sugar cane-এর দাম বেশী বসান নাই।

Shri Mihir Lal Chatterjee: আপনি কি জানেন না যে বাংলা দেশে একটা Sugar Mill আছে রামনগরে যেটা ২৫ বছরের পুরানো।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen: হাঁ জানি কিন্তু In Ramnagar the price of sugar is not fixed.

Shri Mihir Lal Chatterjee: বিহারে বিহার Government আখের দাম বেঁ

দেওয়ার জন্য recommend করেছে, বাংলা দেশে বাংলা Government তেমন কিছু কি করছেন না ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : বাংলাদেশে যেহেতু Sugar Mill বেশী নাই, সেজন্য sugar এর দাম বাঁধা নাই।

Shri Mihir Lal Chatterjee : এ কথাটাই ভুল—বাংলাদেশে Sugar Mill একটা আছে—রামনগরে ২৫ বছর হয়ে গেল সেটা আছে।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : বাংলাদেশে যে Sugar Mill আছে, তারা যে কোন দরে sugar বিক্রী করতে পারে।

Shri Mihir Lal Chatterjee : তারা যে কোন দামে sugar কিনতে পারে এবং যে কোন দামে বিক্রী করতে পারে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : যে কোন দামে sugar বিক্রী করতে পারে।

Shri Mihir Lal Chatterjee : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে বিহারে Sugar Mill এ Ex-Mill Price হচ্ছে ৩৯৲ টাকা।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : I am not concerned with the price of Sugar in Bihar.

Shri Mihir Lal Chatterjee : তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন Ex-Mill Price কত ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : বলতে পারি না, আগেই বলেছি Price fix করা হয় নি।

Shri Mihir Lal Chatterjee : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন বাংলাদেশের sugar cane বিহার থেকে আসে কি না ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : রামনগর Sugar Mill এর জন্য আসে না, বীরভূমে যে Sugar Mill আছে তাতে আসে।

Shri Mihir Lal Chatterjee : বিহার থেকে যে আখ বাংলা দেশের চিনির কলে আসে সেই আখের দাম কত ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : বলতে পারি না, বোধ হয় ১'৬২ নয়া পয়সা মন হবে।

Shri Mihir Lal Chatterjee : একথা কি ঠিক বাংলাদেশের চিনির কলে বিহার থেকে ১৸০ দিয়ে তারপর ৸০ আনা freight দিয়ে বাংলা দেশে নিয়ে আসে অথচ বাংলাদেশের আখ ১'৬২ নয়া পয়সায় বিক্রী হয় না।

Mr. Speaker : That question does not arise.

Shri Mihir Lal Chatterjee : আমরা এক্ষণে আখের দামের কথা বলছি।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : বাংলাদেশে দুটি Sugar Mill আছে, একটা আছে রামনগরে আর একটা আছে মাননীয় সদস্য মহাশয়ের জেলায়। বাংলা দেশের Mill এ তৈরী sugar এর দাম fix করা হয়নি, হয়নি এজন্য Central Government চান বাংলা দেশের Sugar Mill ভাল করে চলুক, কেননা এরা Bihar বা U. P. র সঙ্গে compete করতে পারে না।

Shri Mihir Lal Chatterjee : বাংলাদেশের Sugar cane বেশী করে উৎপন্ন হোক, এটা যেমন চান……

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Sir, how does that question arise ?

Mr. Speaker : That question does not arise.

Shri Subodh Banerjee : আপনারা অর্থাৎ West Bengal Government Central Government-এর কাছে Sugar-এর floor price বেঁধে দেওয়ার জন্য recommend করেছেন কি ?

Mr. Speaker. That question does not arise.

Shri Saroj Roy : প্রফুল্লবাবু যে জবাব দিলেন তাতে বাংলাদেশে যে সব sugar cane আসে, বিহার থেকে আসে তা কেনা হয় বলেছেন। কিন্তু বিহারের sugar-cane-এর দর কত, সে বিষয় পরিষ্কারভাবে কিছু নেই এবং whether any price has been recommended for sugar-cane to be purchased by the sugar mills situated in West Bengal ?

(No reply)

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, whose function it is to decide whether a question does arise or not—is it your function or the Minister's function ?

Mr. Speaker : It is my function.

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : I only drew the attention of the Hon'ble Speaker that the question is irrelevant.

Shri Chitto Basu : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন, বাংলাদেশে যারা আখের চাষ করে তারা ন্যায্য মূল্য পায় না বলে এর উৎপাদন বেশী হয় না ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : এর থেকে এ প্রশ্ন উঠে না।

Food Department

*39. (Admitted question No. *140.) **Shri Narayan Chobey** : (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state if it is a fact that the Food Department has been converted into a permanent department ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what percentage of the employees of the department will be made permanent ; and

(*ii*) what is the basis for selecting the candidates for making them permanent ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : (*a*)—Yes. (*b*) (*i*) 40 p.c. of sanctioned temporary posts as on 1.7.60. (*b*) (*ii*) (*a*) in respect of posts for which the State Government is the appointing authority and for appointments to the posts where consultation with PSC is obligatory under the West Bengal Public Service Commission (Consultation by Governor) Regulations 1955, the basis for selection will be the recommendation of the Public Service Commission.

(*b*) in respect of other posts, the basis will generally be recruitment rules framed by the State Government for appointment to such posts subject to relaxation of age limit for the serving employees.

Shri Narayan Chobey : আপনার 1. 7. 60-তে total Sanctioned temporary posts কত ছিল ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমাদের temporary post superior 6071 এবং inferior 1548 মোট 76191। তারমধ্যে আমরা permanent declared করেছি superior 2455, আর inferior 592, total 3047.

Shri Narayan Chobey : আপনি (b) (2) তে উত্তর দিয়েছেন যে selection will be on the recommendation of the public service commission. এর মানে কি প্রত্যেকে আবার Public Service Commission-র কাছে যেতে হবে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : P. S. C.র সামনে নথিপত্র দেওয়া হবে, মানুষ নয়।

Shri Narayan Chobey : আপনি কি P. S. C.-র কাছে এই সব নথিপত্র দিয়ে দেখাবার পর এই ৩০৪৭ জনকে permanent করেছেন ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : সবার দেখান হয়নি।

Shri Narayan Chobey : (b) (2)র উত্তরে বলেছেন, in respect of posts for which the state Government is the appointing authority. P. S. C র category ছাড়া আর কোন category আছে কি ? এখানে বলেছেন in respect of other posts, এই other post কারা ?

The Hon'ble Prafulla Chadra Sen : একটা হল P. S. C করে। আর একটা হল, সেগুলি Government করে। আর একটা district-এ district-এ, district Magistrate করে। সেটাও Government-র directorate-র, local appointment হয়।

Price fixation for paddy in Midnapore district

*33. (Admitted question No. *14.) **Shri Basanta Kumar Panda** : Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(*a*) if the Government have any proposal for fixing any maximum and minimum price of paddy and rice in the district of Midnapore this year ; and

(*b*) whether the said commodities are being purchased by the Government through their own agencies ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : (*a*) No (*b*) No.

[3-20—3-30 p.m.]

Shri Basanta Kumar Panda : মন্ত্রীমহাশয় জানেন কি এই সময় মেদিনীপুর জেলার মফঃস্বলে ধানের দাম খুব নেমে গিয়েছে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : খুব গিয়েছে বলব না, কিছু নেমে গিয়েছে।

Shri Basanta Kumar Panda : এই সময় দেশের মধ্যবিত্ত এবং গরীব লোক ধান বিক্রী করে খাজনা এবং অন্যান্য কর দেন :—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : তাতো সবাই জানে।

Shri Basanta Kumar Panda : যে সমস্ত লোক ধান বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের রক্ষা করার জন্য কোন ব্যবস্থা করেছেন ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : এখন যা ধানের দাম আছে সেটা economic price বলেই মনে করি।

Shri Basanta Kumar Panda : এখন মেদিনীপুর জেলার average আমন ধানের দাম কত ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : ৯।০ টাকা।

Shri Basanta Kumar Panda: Anti-profiteering Act, 1959 বাংলাদেশের কোথাও কি চালু আছে ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : এই প্রশ্ন উঠে না।

Shri Basanta Kumar Panda : Anti-profiteering Act অনুসারে ধানের দাম বাঁধার কোন পরিকল্পনা আছে আপনাদের ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমি আগেই বলেছি এবং সংগে Anti-profiteering এবং কোন সম্পর্ক নাই, it does not relate to Anti-profiteering.

Shri Basanta Kumar Panda : উচ্চ দাম সম্পর্কে আপনাদের ক্ষমতা রয়েছে, ধানের দাম বাঁধতে পারেন।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আমরা এখন উচ্চ দাম বাঁধব না।

Shri Saroj Roy : আপনি (b)তে no বলেছেন, ছোট ছোট কৃষক কম দরে বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে, এই যে loss তাদের হচ্ছে সেটা পুষিয়ে দেবার জন্য কোন রকম agency-র কথা আপনারা ভাবছেন কি ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : This does not arise out of this question.

Mr. Speaker : Economic price এবং প্রশ্ন এখানে উঠে না।

Shri Basanta Kumar Panda : মন্ত্রীমহাশয়ের মতে এখন আমন ধানের average economic price কি আর নীচে হয়ে গেলেই আপনি বলবেন below হয়ে গেল ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : This does not arise out of this—অন্য সময় বলবেন।

Shri Saroj Roy : মন্ত্রী মহাশয়তো সর্বপ্রথম economic price-এর প্রসংগে তুলেছিলেন।

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : Sir, I appeal to you—whether a question is relevant or not must be decided by you.

Mr. Speaker : He has only drawn my attention to it and it is for me to agree or not.

Dr. Hirendra Kumar Chattopadhyay : It is not a question of agreement.

Retail price of sugar and mustard oil

*34. (Admitted question No. *19.) **Shrimati Manikuntala Sen :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state the retail price per seer of sugar and mustard oil in Calcutta during January, 1960, and January, 1961 ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : The retail prices (per seer) were as follows :

	January 1960	January 1961	Remarks
(*i*) Sugar	Rs. 1·10	Rs. 1·08	Fair price shop price
	Rs. 1·37	Rs. 1·06 to Rs. 1·19	Open market shop price.
(*ii*) Mustard oil	Rs. 1·94 to Rs. 2·12	Rs. 2·50 to Rs. 2·75	

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : Mustard oil-এর দাম কেন বাড়ল ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : নানা কারণে বেড়েছে, production কিছু কমে গিয়েছে, demand-ও বেড়েছে।

Shri Mihirlal Chatterjee : গেল বারের তুলনায় এই বছর চিনির দাম কমে যাওয়ার কারণ কি ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : চিনির দাম আমাদের Fair Price Shop ১৯৬০ সালে ১-১০ নয়া পয়সা ছিল, তারপর আমরা হিসাবপত্র করে সেটা কমিয়ে ১'৮ নয়া পয়সা করেছিলাম। কিন্তু চিনির production, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন, এত বেশী হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার export করার ব্যবস্থা করেছেন এবং free market-এ আমরা চিনি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। supply demand-এর চেয়ে বেশী বলে বাজারে চিনির দাম কমে গিয়েছে Fair Price Shop-এর চেয়ে।

Shri Mihirlal Chatterjee : ১৯৬০ সালে চিনির দাম open market-এ কি ছিল?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : Open market-এ দাম ছিল ১'৩১ নয়া পয়সা, এবার যেগুলি inferior তার দাম ১'৬ নয়া পয়সা, superior-এর দাম ১'১৯ নয়া পয়সা।

Shri Mihirlal Chatterjee : গেল বছর মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই Assembly-তে বলেছিলেন, বাংলাদেশে ex-mill price ছিল ৫২ টাকা মণ, অর্থাৎ ১'৬ আনা সের।

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : সার সদস্য বোধ হয় জানেন না বাংলাদেশে যে চিনি আমরা বাজার করি তার শতকরা ৯৪-৯৫ ভাগ বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে আসে।

Shri Mihirlal Chatterjee : মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় হাউসে এই কথা বলেছিলেন—

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : What does it prove?

Shri Mihirlal Chatterjee : বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে যদি সস্তায় এখানে চিনি আসে তাহলে বাংলাদেশের মিলের চিনি ৫২ টাকায় বিক্রী করার সুযোগ কেন দিয়েছিলেন?

[3-30—30-40 p.m.]

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : এ প্রশ্ন এটা থেকে ওঠে না।

Dr. Abu Asad Md. Obaidul Ghani : আমাদের দেশে চিনির প্রোডাকসনের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আগেই আমি বলেছি যে বাংলাদেশে চিনির দাম একটু বেশী, কেননা বাংলাদেশে সুগার ফ্যাক্টরী বেশী নেই। বাংলাদেশে প্রয়োজন বেশী এবং তারা হয়ত বেশী দামে সুগার কিনছেন। বাংলাদেশে চিনির কন্ট্রোল করার কোন প্রস্তাব নেই।

Shri Niranjan Sengupta : তেলের দাম যে বাড়ছে সেটা কমাবার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : আদৌ কোন পরিকল্পনা নেই। আমার যতদূর ইনফরমেশান আরও কমে যাবে, কারণ নতুন ক্রপ উঠছে।

Mild steel and pig iron

*36. (Admitted question No. *28.) **Shri Samar Mukhopadhyay** : Will the Han'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state the qnantity of mild steel and pig iron respectively alloted to the State of West Bengal by the Central Government during 1959 ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : 1,12, 405. 448 Metric Tonnes of mild steel and 69,000 tons of pig iron were allotted to the State of West Bengal by the Central Government during the year 1959.

Shri Ganesh Ghosh : ডিমাণ্ড কত ছিল সেটা বলবেন কি?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : I want notice.

Shri Ganesh Ghosh : ১৯৬০ সালে এই পরিমাণ বেড়েছে না কমেছে?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : I want notice. I have not got the figure here.

Free supply of wheat in Bongaon subdivision

*38. (Admitted question No. *135) **Shri Ajit Kumar Ganguli :** Will the Hon'ble Minister in charge of the Food, Relief and Supplies Department be pleased to state—

(ক) ১৯৬০ সালের জানুয়ারি হইতে ১৯৬১ সালের ৩১-এ জানুয়ারি পর্যন্ত বনগ্রাম মহকুমার ইউনিয়নগুলিতে এবং বনগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে কত পরিমাণ খয়রাতি গম সরবরাহ করা হইয়াছে ;

(খ) গম ভাঙ্গাইবার জন্য ইউনিয়নগুলিতে এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়াছে কিনা ; এবং

(গ) সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : (ক) ২৪ হাজার ৬৯৮ মণ ২৮ সের খাদ্যশস্য খয়রাতি সাহায্য হিসাবে বিলি করা হয়েছে।

(খ) শুধু গম ভাঙ্গাইবার জন্য অর্থসাহায্য দেওয়া হয় না। গম ভাঙ্গান এর খাদ্যশস্য তৈরী করিবার অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মিটাইবার জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(গ) নগদ ১৯ হাজার ৯৮০ টাকা ৯৬ নয়া পয়সা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

Shri Narayan Chobey : ইউনিয়ানে কত মিউনিসিপ্যালিটিতে কত ?

The Hon'ble Prafulla Chandra Sen : ইউনিয়ানগুলি এবং মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। I have not got the break down here

Silting up of the Bhagirathi river

*31. (Admitted question No. *97.) **Shri Shyama Prasanna Bhattacharjee :** (*a*) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state if it is a fact that the Bhagirathi is decaying and is being silted up ?

(*b*) If the answer to (*a*) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(*i*) what steps the Government is taking to arrest the decay or silting up of the Bhagirathi river ;

(*ii*) when the Farakka embankment is going to be constructed ; and

(*iii*) what are the reasons for its delay ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherji : (*a*)—Yes.

(*b*) (*i*)—It is expected that implementation of the Ganga Barrage Project will arrest the decay or silting up of the Bhagirathi.

(*ii*)—Construction of some important items of the Ganga Barrage has already begun.

(*iii*)—Does not arise.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় ২ এর জবাবে যে কথা বললেন তা ঠিক হোল না, কারণ প্রশ্ন ছিল When the Farrakha embankment is going to be constructed ? সুতরাং এবারে এর জবাব দিন।

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : প্রশ্ন ছিল when the Farrakka embankment is going to be constructed ঠিকই, কিন্তু ফরাক্কা এম্ব্যাঙ্কমেন্ট এবং ব্যারেজ-এর মধ্যে তফাৎ আছে। তবে আমি প্রজেক্ট-এর কথায় বলেছি যে, construction of same important items of the Ganga Barrage Project has alredy began.

Shri Jatindra Chandra Chakravoty : এটা থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ইনক্লুডেড হয়েছে কি ?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : হ্যাঁ, এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট করেছে

Shri Jatindra Chandra Chakravorty : এটা যদি থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ইনক্লুডেড হয়ে থাকে তাহলে কবে শেষ হবে? কারণ যদি থার্ড প্ল্যানে ইনক্লুডেড হয়ে থাকে তাহলে তার প্রিলিমিনারি কাজ করতে ৫ বছর এবং তারপর কাজ শেষ হতে আরও ১০ বছর অর্থাৎ এত দেখছি প্রায় ১৫ বছর লেগে যাবে?

The Hon'ble Ajoy Kumar Mukherjee : এই প্রজেক্ট যেভাবে ড্রআপ করা হয়েছে তাতে ঠিকভাবে কাজ চললে ৮ বছরে কমপ্লিটেড হবে।

[Reply laid on the Table]

Report of the West Bengal Flood Enquiry Committee, 1959.

*32. (Admitted question No. *127.) **Shri Benoy Krihana Chowdhury :** (a) Will the Hon'ble Minister in charge of the Irrigation Department be pleased to state whether the report of the Flood Enquiry Committee set up by the Government to enquire into the causes of the 1959 flood in this State has been submitted to the Government ?

(b) If the answer to (a) be in the affirmative, will the Hon'ble Minister be pleased to state—

(i) what are the main finding of the said report ; and

(ii) if the said report has been published by the government ?

The Hon'ble **Ajoy Kumar Mukeerji** : (a) A Preliminarg Report has been submitted but the final report has not yet been submitted.

(b) (i) & (ii) The Preliminary Report containing the findings of the Committee has allready been circulated amongst the members of the legislatures.

Shri Narayan Chobey : স্যার, আমি 16th of this month একটা কলিং এ্যাটেনসন নোটিশ দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন জবাব পেলামনা, কাজেই কবে জবাব দেবেন বলুন কেননা হাউস তো শেষ হয়ে যাচ্ছে।

The Hon'ble Dr Bidhan Chandra Roy : খবর পেলে জানাব।

Presentation of the Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and Finance Accounts for 1955-56 and 1956-57 and Audit Reports thereon

The Hon'ble Dr. Bidhan Chandra Roy : Sir, I beg to present the Report of the Public Accounts Committee on the Appropriation and Finance Accounts for 1955-56 and 1 56-57 and Audit Reports thereon.

GOVERNMENT BILL

The West Bengal Shops and Establishments Bill. 1961

[3-40—3-50 p.m.]

The Hon'ble Abdus Sattar : Sir, I beg to introduce the West Bengal Shops and Establishments Bill, 1961.

(Secretary then read the short title of the Bill)

The Hon'ble Abdus Sattar : Sir, I beg to move that the West Bengal Shops and Establishments Bill, 1961, be taken into consideration.

অধ্যক্ষ মহাশয়, আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে ১৯৪০ সালে এই আইন প্রথম চালু হয়েছিল। তারপর ২০ বছর পার হয়ে গেছে, এই ২০ বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং বহু শ্রমিক কল্যাণ আইন পাশ হয়েছে, শ্রমিকদের নানারকম কল্যাণ সাধন হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শুধু বহু সহস্র নয় কয়েক লক্ষ যে দোকান কর্মচারী আছে তাদের মধ্যে একটা নতুন জাগরণ দেখা দিয়েছে। গত ৫ বছর ধরে তারা দাবি করে এসেছে যে এই পুরাতন আইনের বহু সংশোধন আবশ্যক এবং

যুগোপযোগীভাবে তাকে প্রনয়ণ করে কিছু কিছু নতুন ধারা সন্নিবেশ করা উচিত। সরকার থেকেও এটা অনুভব করা হয়েছিল। এই ২০ বছরের মধ্যে আইন চালু করতে গিয়ে দেখা গেল যে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, অনেক সহজ সরল কথা যা ছিল তা জটিল হয়েছে। এইজন্য সংশোধনের কার্য আরম্ভ করা হয়। সংশোধন করতে গিয়ে দেখা গেল এর এমন অনেক সংশোধন করতে হবে যে তাতে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং সহজকে আরও কঠিনভাবে গ্রহণ করতে হবে। সেইজন্য আমরা ঠিক করি যে নতুন করে আইনটাকে প্রনয়ণ করা হোক। এই আইন যখন প্রনয়ণ করা হয় তখন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে একটা মডেল আইন পাঠান হয়েছিল এবং তা করবার সময় আমরা অন্যান্য প্রদেশের যেসব আইন আছে সেগুলিকে আনিয়েছিলাম। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে এই আইন একেবারে সম্পূর্ণ নতুন নয়। আগেই বলেছি পুরাতন যা ছিল তার উপর এটা করা হয়েছে। সবাই জানেন যে দোকান খোলার এবং বন্ধ করবার যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেটা নতুনভাবে করা হয়েছে। পুরাতন আইনে আছে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকবে, তারপর বন্ধ করতে হবে। ১॥ দিনের যে ছুটির ব্যবস্থা পুরাতন আইনে আছে নতুন আইনেও তা করা হচ্ছে। এই ১॥ দিনের একটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন ১॥ দিন ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন এই সভায় বসে যাঁরা আইন প্রনয়ণ করেছিলেন তাঁরা ভাবেননি যে ১॥ দিনের মানে আবার অন্যরকম হয়ে যাবে। দেখতে পাওয়া গেল কোথাও বলা নেই যে ছুটি ১॥ দিন পরপর হবে, সেখানে দোকানদার তার সুবিধা মত আজকে ১ দিন ছুটি দিল, আবার ৩ দিন বাদ দিয়ে ½ দিন ছুটি দিল। কোর্টে গিয়ে দেখা গেল দোকানদারের যে ব্যাখ্যা সেই ব্যাখ্যাকে ভুল বলা চলেনা। সেইজন্য এই আইনের সংশোধন আবশ্যক হল এবং নতুন আইনে এই সম্বন্ধে যাতে আর কোনরকম ভবিষ্যতে গোলযোগ উঠতে না পারে সেইজন্য বলে দেওয়া হয়েছে ১ দিন যে দিনটা ছুটি হবে ঠিক তার পরের দিন কিংবা তার পূর্বের দিনের বৈকাল বেলা ছুটি দিতে হবে। এই গোলযোগটা তাতে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। আর একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে দোকানে যারা বছরের পর বছর কাজ করছে তাদের চাকরীর স্থায়ীত্ব নেই, এমনকি তারা যে এই দোকানে কাজ করে তা প্রমাণ করবার কিছু থাকেনা এবং আমি দেখেছি বছরে ১ দিন সেই কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র লিখে দিতে হয় কিন্তু তার পরের দিন ঠিক তারা কাজ পায়। আসলে কার্যতঃ কর্মচ্যুতি ১ দিনও হয় না, কিন্তু কাগজে কলমে করে রাখা হয় পাছে তারা অন্য কিছু দাবী করে বসে। আজকে এখানকার শ্রমিকদের যাতে কাজের নিশ্চয়তা, "সিকিউরিটি অব সার্ভিস" থাকে তার চেষ্টা এই আইনে করা হয়েছে। সেখানে সার্ভিস বুক করতে আমরা বলেছি যেটা আগে ছিল না। দোকান রেজেষ্ট্রি করতে বলা হয়েছে এবং রেজিষ্ট্রি করার সময় দোকানে কতগুলি লোক কাজ করে, কি নাম ধাম, দোকানের ঠিকানা প্রভৃতি খবর দিতে হবে। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আপনি বোধহয় জানেন যে আমাদের লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে কর্মচারীরা ইনফরমেশানের জন্য যখন বড়বাজার এলাকায় যায় তখন সেখানে এমন অনেক হোল্ডিং আছে যার নম্বর নিজে থেকে খুঁজে বের করা খুব মুস্কিল হয়। এমন অনেক হোল্ডিং বলে দেওয়া হয় যে তারা খুঁজে পায় না। সেজন্য রেজিষ্ট্রেশানের সময় দোকানের ঠিকানা দিতে বলা হয়েছে। দোকানের মালিকের আগেকার আইনের ব্যাখ্যাতে ২।৩ রকম ইন্টারপ্রিটেশান হত, ম্যানেজারকে ওনার বলা হত না। যদি সত্যিকারের মালিক দোকানে বসে থাকে আর কর্মচারীরা আইন ভঙ্গ করে তাহলে তিনি আইনের আওতায় আসবেন কিন্তু ম্যানেজারের উপস্থিতিতে যদি ভঙ্গ করে তাহলে তিনি আইনের আওতায় আসবেন না। দোকানের মালিক বলতে কাকে কাকে বোঝায় তার ব্যাখ্যা করে দিয়েছি। সেখানে ম্যানেজার হোক বা ওনার হোক তাঁরা আইনের আওতায় পড়বেন।

এখানে আর একটা জিনিস - সাধারণভাবে ফ্যাক্টরী আইনে যে ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার থাকে এখানে সে ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার করা যায় না এবং ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডারের কোন বিধান রাখিনি। কিন্তু একজনের চাকরী টার্মিনেট করতে গেলে তাকে নোটিশ দিতে হবে, এই সমস্ত বিধান করা হয়েছে যেটা ফ্যাক্টরীর ষ্ট্যাণ্ডিং অর্ডার থাকে। তারপরে রিট্রেনচমেন্ট বেনিফিটের প্রভিসন আছে—রিট্রেনচমেন্ট যদি

রেফট করে তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডিসপিউট য়্যাকট অনুসারে অন্যান্য শ্রমিকদের যে বেনিফিট পাবার কথা আছে এখানে তা হবে। এখানে সিকিউরিটি অব সার্ভিসের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বিধান করা হয়েছে। তারপরে পেমেণ্ট অব ওয়েজেস য়্যাকট আমরা এর মধ্যে এনেছি, অর্থাৎ দোকান কর্মচারীরা পেমেণ্ট অব ওয়েজেস য়্যাকটের আওতায় পড়বে। অনেক সময় দেখা যায় কোন তারিখ নেই,কোনদিন নেই কবে বেতন দেওয়া হবে এবং বেতন না দিলে তা আদায় করবার কোন রকম ব্যবস্থা নেই। এখন যদি পেমেণ্ট অব ওয়েজেস য়্যাকটের আওতায় আসে তাহলে আমরা তাদের বেতন আদায় করতে পারবো এবং বেতন না দিলে পর আইনসঙ্গত যে ব্যবস্থা আছে তা করা যেতে পারবে। আরও একটা জিনিস করা হয়েছে—কর্মচারীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট ছোট ছেলে নিয়োগ করা হয়, মেয়েদের কাজ দেয়া হয়। আমরা সেখানে একটা বয়স ঠিক করে দিয়েছি এবং এটাও ঠিক করেছি যে রাত্রি ৮টার পর কোন নারী কর্মীকে বা কিশোর যাদের বলা হয় তাদের কাজে রাখা যাবে না। এই সমস্ত বিধান পুরানো আইনে ছিল না কিন্তু প্রথমে দুটো যে কথা আছে, যে দুটো জিনিস জনসাধারণ লক্ষ্য করে দোকান খোলা বা বন্ধ করার সময় বা ১।৷ দিন ছুটি এটা নূতন নয়। আমরা অন্যান্য প্রদেশের আইন এনেছি। অন্যান্য প্রদেশে আমরা দেখেছি সেখানে সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা আছে। আমাদের এখানে পুরানো আইনে দেড় দিন ছিল, এখনও দেড় দিন রাখা হয়েছে। এখানে সীক লিভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাদ্রাজে এক সপ্তাহ সীক লিভ দেওয়া হয় সেখানে পুরো মজুরী দেওয়া হয়। আমরা এখানে ১৪ দিন সীক লিভের ব্যবস্থা করেছি এবং হাফ্ পে-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই আমি এটুকু বলতে চাচ্ছি, এই যে আইন আমরা করেছি একেবারে খুব যে মহাবিপ্লব করা হয়েছে, আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে এমন কিছু আশংকা করবার কারণ নেই। তিন দিকে লক্ষ্য রেখে এই আইনকে প্রনয়ণ করতে হয়েছে। অনেক ছোট ছোট দোকানদার আছে, বড় বড় দোকানদার আছে এবং দেশের খরিদ্দার আছে—সকলের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে এই আইনকে কার্যকরী করার দিকে যতটা সাহায্য করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আজকের দিনে এই দোকান-কর্মচারী যাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হবে তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য এই আইন করা হয়েছে। আমি মনে করি যে এর পেছনে প্রচণ্ড জনমত আছে। আমাদের কাছে প্রতিদিন চিঠি আসে কবে এই আইন চালু হবে, বিধানসভার এই অধিবেশনে এটা আছে কিনা এই সমস্ত ব্যাপারে।

[3-50—4 p. m.]

কাজেই আমি একথা বলতে পারি যে দোকানকর্মচারীদের সম্বন্ধে যে জনমত আছে, সেই জনমতকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা এই আইন প্রনয়ণ করেছি। এখানেতে আমি আর দীর্ঘ বক্তৃতা করতে চাই না। আলোচনা প্রসঙ্গে যদি কোন নূতন কথার অবতারণা করা হয়, তাহলে তার জবাব তখন দেব। তবে শেষ করবার আগে শুধু এইটুকু বলতে চাই এই আইনটি বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রতীক্ষিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই বিলটি উত্থাপন করতে খুব আনন্দবোধ করছি ; আরো আনন্দ বোধ করবো যখন বিলটি আইনে পরিণত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র চালু হবে। এই আইনের চাহিদা আছে। এ আইন যখন তৈরী হয়—তখন কলকাতা সহরে, হাওড়া সহরে ও কয়েকটি মিউনিসিপ্যাল সহরে চালু হয়েছিল। এখন কিন্তু সর্বত্র আইনটি চালু করবার চাহিদা আসছে ; গ্রামে গ্রামে এই আইন চালু করবার জন্য আমরা বলছি। বিরোধী-পক্ষের বন্ধুরাও তা চান ; আর এপক্ষে যাঁরা বসে আছেন তাঁরাও এসে বলেন তারকেশ্বরে ও জামালপুরে এই আইন চালু করা হোক্, এখানে চালু করা হোক্, ওখানে চালু করা হোক্, আজ সর্বত্র যদি এই আইন চালু করতে হয়, নূতন করে সময় এসেছে, যতটুকু সম্ভব সংশোধন করে

যুগোপযোগী করে এই আইন আমরা চালু করতে চাই, তা আমি বলতে চাই না—তবে যতটুকু সম্ভবপর মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে আসে ত্রুটী শূন্য করতে পারা যায়—বিশেষ করে সেই সমস্ত বিষয়গুলো, যে সমস্তগুলো অতীতে আদালতে গিয়ে ঠেকে গেছি, তাই চেষ্টা করেছি। আজকে যেমন বললাম—ম্যানেজারকে আইনের আওতায় আনতে পারিনি—ভুল ঠিকানার জন্য তা পারিনি। Payment of wages না দেওয়ার জন্য অনেক শ্রমিক আনতে পারেনি। অতীতে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে এই আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। আমি একান্তভাবে আশাকরি এই আইন সভাকক্ষের কাছ থেকে সকলকার সমর্থন পাব।

Dr. Ranendra Nath Sen :

মিষ্টার স্পীকার স্যার, এই বিলটি সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা এখানে উপস্থিত করছি। এই বিলটিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে কতকগুলি ধারা সংযোজিত হয়েছে। এই বিলের ফলে পশ্চিমবাংলার প্রায় কয়েক লক্ষ লোকের জীবনে কিছু হয়ত পরিবর্তন আসবে—এই কথা মনে করে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করেছেন এবং বক্তৃতায়ও বলেছেন। এখন আমাদের দেশের যাঁরা দোকানকর্মচারীদের জীবন সম্পর্কে জানেন,—আমরা প্রায় সকলেই জানি, তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন যে খুব ভাল একটা বিল এদের সম্পর্কে আসা দরকার—যাতে কর্মচারীদের জীবনে সত্যিকার উন্নতি হতে পারে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁরা নিজেরা, যাঁরা ট্রেড্ ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করবার চেষ্টা করছেন এবং বিধানসভার সভ্যদের সঙ্গেও পরামর্শ করবার চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে এই বিলের বিরোধিতা করার কোন প্রশ্ন আমার বক্তৃতার মধ্যে আনছি না। আমি শুধু দেখাব এই বিলটি আরো কত কি ভাবে উন্নত করা যেতে পারতো। আমি আশাকরি আজ ও কালকের মধ্যে এই বিলের আলোচনা শেষ হয়ে যাবে না, পরবর্তী এসেম্ব্লী অধিবেশনে নিশ্চয়ই এই বিলটা উঠবে। ইতিমধ্যে এ নিয়ে ঘরোয়াভাবে আলোচনা হতে পারে, সরকার পক্ষও শুনবেন, আমাদের এ পক্ষও শুনবেন। এই ঘরোয়া আলোচনার ভেতর দিয়ে যাতে ভাল উন্নতি হয়, সেটাই বাঞ্ছনীয়।

এখন আমাদের দেশে এই বিল যাদের স্পর্শ করবে, তারা কারা? এখান থেকে সুরু করি—প্রথম হচ্ছে খুব ছোট ছোট ব্যবসাদার থেকে নিয়ে অত্যন্ত বড় বড় ব্যবসাদার। প্রথমতঃ মালিক যাদের বলা হয়, দোকানী বলা হয়, যাই হোক—সেই রকমের লোকেরা এই বিলের আওতায় এসে যাবে। দ্বিতীয়তঃ অনেক লোক—যাদের অধিকাংশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের এতদিন পর্য্যন্ত বাঁচবার উপায় ছিল না, সেই রকম কয়েক লক্ষ কর্মচারী তারা এর আওতায় এসে যাবে। এখন আমাদের দেশের অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা কি ভাবে অগ্রসর হতে পারি, সেটা একটু বিবেচনা করতে হবে। যেটা আমার আশঙ্কা হচ্ছে সেটা এই বিলে খুব স্পষ্ট করে ফুটে ওঠেনি। আমি ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন করি, মুখ্যত কর্মচারী, শ্রমিকদের স্বার্থ দেখি, এখানেও, এই বিলে তাই দেখতে পাবো আশা করে ছিলাম। আমি একটা প্রশ্নকরি ধরুন একজন সাধারণ দোকানদার তাঁর দোকানে একজন কর্মচারী নিয়োগ করলেন। এখন তার সঙ্গে আর কমলালয় ষ্টোর, কিম্বা বড়বাজারের একটা বড় দোকান, এর সঙ্গে কি সেটা সমান ভাবে বিচার করতে পারি; না, করা উচিত। সেটা একটা সামাজিক প্রশ্ন। তাহলে আমাদের এখানে বিবেচনা করতে হবে আমরা কি করবো। বিড়লার কারখানায় কিম্বা ডালমিয়ার কারখানায় আমরা ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন করি, এবং সেখানকার শ্রমিকদের যে দাবী, ঠিক সেই রকম দাবী একটা সাধারণ ঢালাইয়ের কারখানায় চলে কি না। সেটা বিচার্য। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—আমাদের সমাজের একজন দরিদ্র দোকানদার, সে তার দোকানে একজন লোককে কোন প্রকারে নিয়োগ করে, আর তার সঙ্গে বড় দোকানদার, যে ১০।১৫।২০।১০০ জন

কর্মচারীকে নিয়োগ করেন, যেমন commercial establishment, অথবা সিনেমা, তাদের কি হবে! সুতরাং এটা বিবেচনা করার কথা। এ সম্বন্ধে এই বিলের মধ্য দিয়ে কি ব্যবস্থা হবে, তা গভর্ণমেণ্টকে বলে দিতে হবে। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই বিলে কর্মচারীদের সম্পর্কে আরও অনেকগুলি ভাল ব্যবস্থা করা যেতে পারত। আমি তার কয়েকটি উদাহরণ দেবো, তাহলে মন্ত্রীমহাশয় বুঝতে পারবেন। ধরুন আমি একটা বলি—এই বিলে 'youngman' বলে কথা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ১২ বছর বয়স হলে পর, সেই ছেলেকে কাজে নিয়োগ করতে পারবেন। এখন এই যদি হয়, তাহলে আমি বলবো শিশুশ্রমিককে শোষণ করবার জন্ম একটা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি ধারণা করতে পারছি না ১২ বছরের ছেলেকে দোকানে নিয়োগ করবে, এই ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট কেন করলেন! তাঁরা যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার ফলে হচ্ছে—১২ বছর বয়স্ক যে কোন ছেলেকে দোকানে নিয়োগ করা যেতে পারে। এটা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আমি বলি যেমন কলঙ্কজনক, তেমনি এটা আমাদের দেশের পক্ষেও কলঙ্ক। আমরা জানি বহু চায়ের দোকানে, restaurant-এ বা সাধারণ দোকানে ১০।১২।১৪ বছরের ছেলেকে কাজে লাগান হয়, এবং তাদের উপর মার-ধর নানা রকম অত্যাচার চলে। আমি মনে করি এই আইনে সেটা বন্ধ করা দরকার এবং আরও একটু বেশী বয়স্ক লোকদের রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের যদি কল্যাণ রাষ্ট্র হয়—তাহলে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের দারিদ্র্য দূর করতে হবে।

এক রকম ভাত, রুটির হোটেল বা restaurant আছে, যেখানে ৮।১০ বছরের ছেলেদের দিয়ে কাজ করান হয়, এবং তাদের উপর মার-ধর, নানা প্রকার অত্যাচার চলে, ফলে তাদের জীবনধারণ করা দুঃসহ হয়ে ওঠে। এখন থেকে যখন গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে একটা আইন প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন, তখন তাদের সম্বন্ধে কেন ভাবছেন না? এ সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করে একটা ব্যবস্থা করুন। আমরা যখন সংশোধনী প্রস্তাব দেবো, তখন আমরা আশা করবো সরকার পক্ষ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কি ভাবে সেটা করা যায় এই সম্পর্কে একটু ভাববার প্রয়োজন আছে, এবং সেটা সকলে মিলে ভেবে ঠিক করা উচিত।

দ্বিতীয় নম্বর হল, আমাদের একটা সভা হয়েছিল, সেই সভা Joint Secretary, Labour Department ডেকে ছিলেন। আমি এখানে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো—সেখানে যখন সিটিং চলছিল, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে কতকগুলি বিষয় পরামর্শ চেয়ে ছিলেন; কিন্তু, আমরা ভাল ভাবে তৈরী ছিলাম না বলে, পরামর্শ দিতে পারিনি। এখনও এটা তৈরী হয়নি। যেমন ধরুন—তাদের কাজের ঘণ্টা, সময় সম্বন্ধে। আমরা একদিকে যেমন বললাম শ্রমিকদের মাইনে ও বোনাস সম্পর্কে, তেমনি অন্যদিকে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থের দিক থেকে, কাজের ঘণ্টার দিক দিয়ে এই যে ওঁরা ব্যবস্থা করেছেন, আমি সেই ব্যবস্থার কথাটা বলছি।

[4—4-10 p. m.]

এই যে ৫ নম্বর ধারাতে This Act shall not apply to…বলে কতকগুলি বলেছেন তার মধ্যে 5 (1) (d)-তে বলেছেন shops or stalls in any public fairs or bazars held for a charitable purpose. মানে কি? Charitable purpose বললে তো অনেক কিছু বোঝায়। সেখানে কর্মচারীদের স্বার্থ দেখবেন না। অর্থাৎ রয়েছে—(e) Stalls and refreshment rooms at railway stations, docks, wharves and airports. এদের বাদ দিয়ে দেওয়া হবে কেন? যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। তারপর ৫ (২)-তে যে সমস্ত exemption-এর কথা বলা হয়েছে এ যদি তিনি বলতেন opening and closing hours যেমন আইনে বলেছে, সেটা সম্পর্কে কেন exemption হবে কিংবা হতে পারে না, অন্য গুলির ব্যাপারে হবে না—তাহলে

বুঝতাম। এখানে হচ্ছে Any provision of this bill-এটা লঙ্ঘন করা যেতে পারে। তার কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে করা যেতে পারে ছোট ছোট বিষয়ে যেতে পারে। সমস্ত Govt.-এর হাতে রেখেছেন কেন? পুরো List (a) to (m) পর্যন্ত clubs, residential hotels and boarding houses. সেখানে কর্মচারী বা চাকুরি করছে তার কোন protection থাকবেনা তাহলে কেন এই ব্যবস্থা, তারপর ধরুন shops dealing mainly in supplies, stores, or other articles necessary for shops. এটা কেন থাকবে, এ exemption করার অধিকার কেন দিচ্ছেন? Government যদি এ রকম বলেন ২৪ ঘণ্টা চলতে থাকবে তাহলে সেই ব্যবস্থা হোক, কর্মচারী বিনিময় হোক্। তার বাইরে যদি overtime করতে বাধ্য হয় তাহলে এই ব্যবস্থা করা হোক্ কিন্তু Government অধিকার নিচ্ছেন কেন exemption-এর, সে জন্য আমি মনে করি এ জিনিস করা ঠিক হবে না।

তারপর দু একটি জিনিস বুঝতে পারিনি, উল্লেখ করছি। 6 (1) B-তে যে provision দেওয়া আছে, সেটার মানেটা কি? সেটা ধরা গেলনা। সাত নম্বর, সেরকম 8 (1) provision মাস্তার সাহেব দেখে নেবেন Provided that-এগুলি পরিষ্কার হয়নি। যাই হোক দ্বিতীয় কথা হল working hours। আমি মনে করি যেখানে দোকান খোলার কথা বলা হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮ টার কথা, আমার মনে হয় সেখানে ৮ টা না হয়ে সন্ধ্যা ৭ টা হতে পারে না? এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছিল, এবং আমিও বুঝি—বলতে বাধ্য যে লোক অফিস থেকে কাছারী থেকে যাবে কখন সময় পাবে হাট বাজার করবার? কিন্তু যে দোকান কর্মচারী মনে করুন ব্যাণ্ডেল কিংবা শ্রীরামপুর কিংবা উত্তরপাড়া থেকে আসে সকালে দোকানে হাজিরা দেয়, তারা দোকান বন্ধকরে বাড়ী ফিরে যেতে কত রাত হয় চিন্তা করুন, তাদের কি কোন সামাজিক জীবন থাকবে না? শুধু তাই নয় স্থানীয় সপ্তাহে ১৷৷০ দিন বন্ধ থাকলে অসুবিধা হলেও অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। ইয়োরোপে দেখেছি সেখানে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে দোকান বন্ধ হয়। সেখানে কি প্রশ্ন উঠেছে office-থেকে কাছারী থেকে দোকানে যেতে পারে না। সুতরাং এই যে দোকান কর্মচারী দূর থেকে আসে, শ্রীরামপুর কিংবা ঐ রকম জায়গা থেকে আসে—তাদের দোকান ৮ টায় বন্ধ হলে বেরোতে বেরোতে ৯ টা তারপর বাড়ী যাবে কখন? সুতরাং এই প্রশ্ন বিচার করার প্রয়োজন আছে। তাই এদিকে আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর এই দিক দিয়ে মাস্তার সাহেবের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে ৯ ঘণ্টা। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে ৮ ঘণ্টা হবে না কেন। সমস্ত পৃথিবীর Trade Union আজকে কাজের ঘণ্টা কমাবার কথা বলছে এবং সভ্য সমাজ এই দিকে দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হচ্ছে। সুতরাং সে দিক দিয়েও কাজের ঘণ্টা কমিয়ে সেই রকম সুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে। এখানে আমার আরো দু'একটা বিষয়ের প্রতি চোখ পড়ছে, যেমন ৭ (৩) (a), ৭ ঘণ্টা কাজ করার পর একঘণ্টা interval, আর ৫ ঘণ্টা কাজ করার পর আধঘণ্টা rest। আমার ধারণা এই সব পুজাপার্বন, এই সমস্ত ব্যাপারে ছেড়ে দিলেও সে সময় rush থাকে সে সময় সেটা হতে পারে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে একটা লোক কি ৭ ঘণ্টা এক নাগাড়ে কাজ করতে পারে? তা যদি করে তাহলে সে দামে ভুল করবে, হিসাবে ভুল করবে এবং তার জন্য তার জরিমানা হবে। সেইজন্য Government-র বোঝা উচিত যে এটা ৭ ঘণ্টা হতে পারে না। যেমন ধরুন সিনেমা-কর্মচারী, আমার অন্যান্য বন্ধুরা যাঁরা এখানে আছেন তাঁরাও এ সম্বন্ধে বলবেন, তাদের spread over-এর প্রশ্ন নেই। কারণ তাদের বাঁধা সময়। অমুক সময় সিনেমা আরম্ভ হয়, অমুক সময় শেষ হয়। কাজেই সেখানে spread over-এর প্রশ্ন নয়। তবে যদি বেশী কাজ করে—তাহলে সেখানে over time দেবেন। এখানে over time-এর rate হচ্ছে দেড়গুণ। কিন্তু আমি দেখেছি, বাংলাদেশের বাইরে, কোন কোন জায়গায় over time-র rate হচ্ছে double।

তাহলে এখানে overtime-এর rate double হবে না কেন। তারপর ধরুন আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে, Gratuity এর প্রশ্ন। এই Gratuity-র প্রশ্ন কেন এই বিলে নেই। আমি বুঝি, যে দোকানদার একজন কর্মচারী বিনিয়োগ করে তার পক্ষে এ নিয়ম মানা নাও সম্ভব হতে পারে কিন্তু ধরুন Bengal Stores। সেটা বিড়লার দোকান, তাদের কর্মচারীদের জন্য gratuity-র ব্যবস্থা হবে না কেন? সুতরাং gratuity-র ব্যবস্থা এই বিলে আনা দরকার। ছুটি ছাটার ব্যাপারে আমি বলছি, ছুটি-ছাটা বেঁধে দিয়েছেন Privilege leave এবং Sick leave; Privilege leave ২১ দিন হতে পারে এবং Sick leave ১৪ দিন half pay-তে, এই Sick leave full pay-তে করতে পারেন। এর মধ্যে দিয়ে যাতে কর্মচারীদের সত্যই অবস্থার উন্নতি হয় তা করতে হবে। এই বিলের বিরোধীতার জন্য আমি এই কথা বলছিনা, যাতে এই সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা হয়, তার জন্য বলছি। কারণ এই বিল কালও শেষ হবে না।

[4·10—4·20 p.m.]

Shri Panchanan Bhattacharjee : I move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1961.

My reading of the Bill in between the lines has convinced me that it will make matters more complicated and invite many more petitions under article 226 of the Indian Constitution. The Labour Department certainly knows that the Bill is purported to affect at least twenty per cent of the population, because in occupational evaluation shop-keeping or working in establishments come second only to agricultural pursuit. There is a model and that model could have been gainfully folowed. It is to be found in the Bombay Act.

The number lacunae I am pointing out, I hope, will be properly considered by the Labour Minister. In the definitions we find that "commercial establishment" means a concern or undertaking in which is conducted the business of a clerical department of a factory. In a number of factories, I know, the clerical department is connected with the manufacturing process. The people working there get the benefit of the Factories' Act. Similarly, in the question of payment of overtime in Calcutta many commercial establishments pay overtime at double rate or even at higher rates. This Act will deprive these gentlemen of what they are getting. We find that in a shop there is no other person employed. If the shopkeeper himself, his son, his wife and his daughter work, that will not com under the purview of this Act. That is all right but that will create a camouflage for others. Categories of workmen have been defined, but we do not find what will happen to the large number of porters working in Calcutta. Again, in section 5 we see this Act shall not apply to certain establishments. Motor service is a dangerous thing. There are so many motor garages in Calcutta, motor repairing shops in railway service, water transport service, tramway or motor service, etc.—all these have not been clarified by the Act itself. Perhaps the rules will make the position clear.

Then I refer to the supply of power. That is a more dangerous thing. I know there are a numer of sub-stations, as for example, the Bongaon Electric Supply Company, the Naihati Electric Supply Company and others. They purchase electric current from generating stations. They cater electric current to meet the needs of the people of the locality concerned. But the workmen employed by them neither do come under the Factories Act, nor under the Electricity Act, nor under the Electricity Act, nor under the Shops and Establishment Act. Sir, this Bill will not give any benefit to them.

Then we find—"The State Government, if it thinks fit to do so in the public interest, may, by notification, exempt from the operation of any of the provisions

of this Act, any class or classes of shops or establishment of the following description, namely :—

Public utility concerns or undertakings". This definition is very very vague — extremely vague. Hotel is a public utility concern. The *pan* shop within the compound of a hotel will also be a public utility concern, it being a part and parcel of the hotel or hotel premises.

Then we find in Section 6 (1) (a)—"Every shop shall be entirely closed in each week on at least one day and a half day next preceding or next following such day." But in cases where exemption will be granted, the Bill should have provided to have such shops and establishments shift working. There is absolutely no provision for shift working. Discrepancies are also there. Factories Act provides that the maximum number of extra or overtime hours should be 200 hours a year. Why 120 hours in this Bill ? It has got no justification. In many establishments if the workmen are allowed to work overtime and if they get double rates for that, they will be benefited and they will be working at least 200 hours because that is the standard set up in the Factories Act. Factories Act provides normal working hours to the extent of 48. Here also the total is 48. Wages should have been paid at double rate. That is the custom. The only benefit that this Bill will extend to many employers of the firms is that the employees will be deprived of the double rate they are enjoying at present.

Then, Sir, as regards the question of compensation, we find that this Act is purported to deprive the shop assistants and workmen employed in shops and establishments of the right of seeking redress undress under the Industrial Disputes Act because it has been held by the highest law courts of the country that if there is any remedy in any other Act of Parliament or of any Provincial Legislature, then in that case the provisions of the Industrial Disputes Act will not apply. Here if a workman is discharged, the workman concerned shall have to go to a Presidency Magistrate or a Magistrate of the First Class and the maximum compensation that he can have is one month's wages. Section 18 (2) says that "any person employed in a shop or an establishment, whose services have been terminated in contravention of the provisions of sub-section (1), etc., may go to a Presidency Magistrate or a Magistrate of the First Class and file a suit before him and if the Magistrate is satisfied that his services have been terminated without sufficient cause, he shall summon the shop-keeper concerned and after hearing him, direct that such shop-keeper or employer shall pay one month's wages as compensation. The Industrial Disputes Act has given unlimited power to Tribunal judges. That Act even allows payment of compensation for no work. If a man is made to sit idle for three years, the Tribunal can grant him three years' wages along with some cost. But here the maximum amount allowable is 30 days' pay. Sir, what is the purpose of depriving the poor shop assistants of the right they may enjoy under the Industrial Disputes Act ? Even in damage suits such people used to get three months' wages but this Act will debar them from any such proceedings.

Finally, Sir, in section 24 of the Bill we find that the punishment is almost the same as it was in the previous Act. The section says that the fine may extend to two hundred and fifty rupees for the first offence but it does not definitely fix amount. That means that the fine may be Rs. 30 or Rs. 40 or Rs. 50, and unscrupulous shop-owners and owners of establishments prefer to pay a fine of Rs. 20 or Rs. 30 or Rs. 40 or Rs. 50 after the proceedings which may take at least one year, if not more. They prefer to pay such fine because they know that in the meantime they may earn a lot by keeping their shops open on Saturdays and Sundays and granting no amenity to the poor employees. So the question of punishment, viz., that the maximum amount of fine to be imposed is Rs. 500, is a misnomer.

Then in section 27 we find that the right granted under the Industrial Disputes Act has been taken away once again. Finally, the Government will make rules and we find in section 28 (3) that "in making any rule under this section the State Government may direct that any person committing a breach thereof shall, on conviction, be punishable withe fine" etc. I would request the Labour Minister to see that when people who work in lifts and in similar appartus of mercatile establishments come under the purview of the Factories Act, similarly the shop assistants should have the scope of getting compensation under the Workmen's Compensation Act and the Employees' State Insurance Act.

[4-20—4-30 p.m.]

Shri Nepal Ray : মাননীয় স্পীকার মহাশয় West Bengal Shops & Establishment বিল যা এখানে আনা হয়েছে সেটা বাংলাদেশের হাজার হাজার দোকান-কর্মচারীরা এটাকে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করছে। এই বিল-এ যখন clause-গুলি আলোচনা হবে তখন আমি কতকগুলি amendment আনব। এবার আশা করি মন্ত্রীমহাশয় সেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন এবং accept করবার চেষ্টা করবেন।

বিলের মধ্যে এক জায়গায়, ১২ বছরের ছেলের চাকরীর কথা বলা হয়েছে। এদিক থেকে চিন্তা করতে হবে যে, বাংলাদেশে এমন অনেক বিধবা আছেন যাঁরা হয়ত একটিমাত্র সন্তান, সে হয়ত চায়ের দোকান বা খাবারের দোকানে চাকরী করে জীবিকার্জন করে। এই ১২ বছরের জায়গায় যদি সেটা ১৬ বছর করা হয় তাহলে ভাল হবে। কারণ ১২ বছরের ছেলে ঐ বয়সে চায়ের বা অন্য দোকানে চাকরী করলে সে বকাটে হয়ে যায়। আমি বলব, যে এটা একটা সমাজের কলঙ্ক। সরকার ঐ সব ছেলেদের দায়িত্ব যদি নেন তাহলে ভাল হয়। আর একটা জিনিসের জন্য মন্ত্রীমহাশয়ের প্রশংসা না করে পারলাম না—সেটা হচ্ছে সেকসান—১৩। আজকাল ছোট ছোট রেষ্টুরেণ্টে দেখা যায়, চৌরঙ্গী এলাকায় ম্যাসেজহোমে যে সমস্ত মেয়েরা ছিল সেই সমস্ত মেয়েদের বেশীরভাগকেই টেনে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া এখনও এমন ভাবে তৈরী হয়নি যাতে করে মেয়েরা রাত্রি ১২ টা পর্যন্ত দোকানে কাজ করতে পারে। আমরা জানি, বাংলাদেশের মেয়েদের নিয়ে একবার ঐ ম্যাসেজ-হোমের নাম করে কিছু লোক লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছে। আজও আবার ঠিক সেই ভাবে খাবারের দোকানে বা রেষ্টুরেণ্টে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে উপায় করা হচ্ছে। মন্ত্রীমহাশয় যে এদিকে লক্ষ্য দিয়েছেন সে জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। স্যার, এই বিলের আলোচনা করতে গিয়ে আর একটা বিষয়ে আমি মন্ত্রীমহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঐ যে দুদিন হটাৎ একদিন ফুল্‌ডে এবং আর একদিন হাফ্‌ডে ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে—যদি সেটা পার্টিকুলারলি মেনসান করে না দেওয়া হয় তাহলে কিছুই হবে না। আবার এটা করতে হলে জোনাল বেসিসে করতে হবে—অর্থাৎ বড়বাজারে সোমবার হাফডে, রবিবার ফুল্‌ডে, আবার শ্যামবাজারে বৃহস্পতিবার হাফ্‌ডে, অন্যদিন ফুল্‌ডে। এই ব্যবস্থা যদি করা হয় তাহলে জিনিসটা খুব ভাল হবে। গোহত্যা আন্দোলনের ফলে যখন বিল আমরা এনেছিলাম তাতে যে আইন হয় ; কিন্তু তা applicable হচ্ছে না। সেজন্য বলছি যে আইন করলে হবে না তার applicable চাই, এটা যে applicable করতে হলে একদিকে জোনাল বেসিস যেটা বিলের মধ্যে আছে সেটাকে রুলের মধ্যে দিতে হবে। বড়বাজারে নিয়ম আছে যে, শনিবার হাফডে ও রবিবার ফুল্‌ডে বন্ধ রাখতে হবে, কিন্তু আমি স্পষ্টকরে আপনাকে বলতে পারি যে, বড়বাজার এলাকায় সব দোকানই ৮ টার জায়গায় রাত ১০।১২ পর্য্যন্ত খোলা থাকে। অবশ্য অনেক বন্ধু বলেছেন যে ৬।৭ টা পর্যন্ত, কিন্তু আমি বলব যে রাত্রি ৮ পর্য্যন্ত খোলা রাখা হোক। এই আইন না মানলে ২৫০ টাকা ফাইন যেটা আছে সেখানে হাজার টাকা ফাইনের ব্যবস্থা রাখা দরকার। কারণ তানাহলে দোকানদার ২০।২৫ টাকা ইন্সপেক্টরকে ঘুস দিয়ে দোকান খোলা

রাখবে—যেটা এখন হচ্ছে। সেজন্য বলছি যে ফাইনের পরিমাণ আরও বাড়ান দরকার। কারণ একটা লোক যদি একবার হাজার টাকা জরিমানা দেয় তাহলে সে আর ঐ কাজ করবে না। বড়বাজার এলাকায় দোকান-কর্মচারীদের জীবন এমন দুর্বিসহ যে, সেই সকাল ৬টার সময় এসে দোকান খুলবে—যেখানে ৮টায় খোলার কথা, আর রাত্রি ১১ ১২ টার সময় তাকে বাড়ী ফিরে যেতে হয়।

শ্রমিকদের সেখানে সিকিউরিটি অব সার্ভিস নেই অথচ সেটা আইনের মধ্যে আছে। কাজেই এটাকে খুব কঠোর ভাবে পালন করলে তবেই এই আইন সত্যিকারের আইন হবে, আর তা নাহলে অনেক আইন যেমন এখান থেকে পাশ হওয়া সত্ত্বেও প্রয়োগ হয়না এও সেই রকম হবে। যা হোক্, এই আইনের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের মন্ত্রীমহাশয়কে আশীর্বাদ করবে এবং মনে হয় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ এই বিল সমর্থন করবে। আমাদের বিরোধীদলের বন্ধুরা যদিও এই বিলের বিরোধীতা করেন নি, তবে তাঁরা যে সমস্ত অ্যামেণ্ডমেণ্ট দিয়েছেন তা যদি ভাল হয় তাহলে মন্ত্রীমহাশয় নিশ্চয়ই সেগুলো নেবেন। স্যার, আমার সবশেষ বক্তব্য হচ্ছে যে, এই ধরণের একটা বিল যাতে আনা হয় তার জন্য আমরা বহুদিন ধরে সকলেমিলে চেষ্টা করছিলাম কাজেই সেটা এসেছে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Chitto Basu: Sir, I beg to move that the West Bengal Shops and Establishments Bill, 1961 be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 30th June, 1961.

মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের প্রারম্ভিক বক্তৃতা আমি শুনেছি এবং সত্যিই যখন এই আইন বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রত্যাশিত এবং বাংলাদেশের একটা বিরাট অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করবে তখন এ সম্পর্কে আমাদের খুব চিন্তাসহকারে অগ্রসর হওয়া উচিত। স্যার, আমার প্রথম কথা হচ্ছে, এই আইনের দ্বারা যখন শ্রমিক কর্মচারী অর্থাৎ লেবার, ওনার্স অব দি সপ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের ইণ্টারেষ্ট অ্যাফেক্টেড হবে তখন এই ধরনের একটা সামাজিক আইন তৈরী বা গ্রহণ করার সময় আমাদের ঐ ৩টি শ্রেণীর স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে। তবে আমি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, সমস্ত দিক থেকে এই আইনের দ্বারা ঐ ৩টি শ্রেণীর স্বার্থকে সুসামঞ্জস্যভাবে দেখবার চেষ্টা করা হয়নি। যা হোক, আমি এখন শুরুতে এই সমস্ত শ্রমিক এবং কর্মচারী অর্থাৎ যারা দোকানে কাজ করে তাদের স্বার্থের কথা বলতে গিয়ে বলব যে একটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিক এবং কর্মচারী এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। স্যার, আমাদের শ্রম বিভাগ থেকে প্রতি বছর যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট বার করা হয় তাতে তাঁদের সর্বশেষ রিপোর্টে আমি দেখলাম যে যেখানে পশ্চিমবাংলায় দোকানের সংখ্যা হচ্ছে ১লক্ষ ৫০ হাজার সেখানে কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১লক্ষ ২৫ হাজার। কাজেই এই হিসেব থেকে মনে হয় যে একই কর্মচারী একের বেশী দোকানে কাজ করে কেননা তা নাহলে পর যেখানে দোকানের সংখ্যা ১লক্ষ ৫০ হাজার সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা ১লক্ষ ২৫ হাজার কি করে হতে পারে? তবে এটা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে ছোট ছোট ছেলেরা অনেকেই দুই দোকানে কাজ করে —অর্থাৎ সকালে এক দোকানে এবং বিকেলে আর এক দোকানে, কাজেই এই ক্লিয়ার মেথড অব এক্সপ্লয়টেসন-কে প্রথমতঃ রোধ করা প্রয়োজন। তারপর যেখানে কমার্শিয়াল এষ্টাব্লিসমেণ্টের সংখ্যা ১০ হাজার সেখানে এম্প্লয়ীস্-এর সংখ্যা হচ্ছে ২ লক্ষ, সেখানে পাবলিক এণ্টারটেইনমেণ্টের সংখ্যা হচ্ছে ৫ হাজার ৮৩৮ সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ১৫ হাজার, যেখানে সিনেমা ১৬৭টি সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা হচ্ছে ৫০০, তাহলে ১০০ যোগ করলে দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫০০— এটা ১৯৫৭ সালের ফিগার এবং এখন বোধ হয় সেটা ৪ লক্ষ হয়েছে। কাজেই এখন আমাদের দেখতে হচ্ছে যে এই ৪ লক্ষ কর্মচারী সম্পর্কে এই আইন কি বলে। আর, এই সম্পর্কে ১৯৪০

সালে আমাদের সামনে যে আইন ছিল তাতে কয়েকটি বিধান ছিল—অর্থাৎ উইকলী হলিডে, স্ট্যাটুটরী লিভ, ওভার টাইম অ্যালাউন্স এবং ৯ ঘণ্টা ডিউটির কথা ছিল। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও মন্ত্রীমহাশয় নিজে সেখানে বলেছেন যে গত ২০ বছরে পৃথিবীর এবং পশ্চিমবাংলার অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং সামাজিক ন্যায়নীতি সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে সেখানে আমি তাঁর দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলতে চাইযে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের যে কথা সরকার ঘোষণা করেন তা সত্যি হলেও শ্রমিক কর্মচারীদের বেলায় এই আইনে তা প্রতিফলিত হয়েছে কি? কেননা আপনারা যদিও এখানে তাদের নানা রকম সুযোগের কথা বলছেন কিন্তু আমরা দেখছি ওভারটাইম আগে যেখানে দেড়া ছিল এখনও সেই দেড়াই রয়েছে। শুধু তাই নয়, অপরাপর কারখানায় এবং অন্যান্য রাজ্যে—অর্থাৎ মাদ্রাজ, ইউ. পি., বিহার প্রভৃতি জায়গায় যেখানে তাঁরা এই আইন চালু করে ৮ ঘণ্টা কাজ করার প্রথা চালু করেছে সেখানে আমাদের এখানে কি হয়েছে? তারপর স্যার, এখন যে বেতন দেওয়া হয় তা মোটেই সন্তোষজনক নয় অথচ এই আইনের মধ্য দিয়ে মিনিমাম ওয়েজকে আওতার মধ্যে রাখা হোল না। কাজেই আমার প্রশ্ন হোল তাঁরা যে সর্বনিম্ন বেতন দেওয়ার কথা বলেন তাতে সেটা এখানে কেন বলা হোলনা বা তাদের গ্রাচুয়িটি, পেন্‌সন্ এবং চিকিৎসার কথা কেন বলা হোল না? কাজেই এই যদি অবস্থা হয় তাহলে শ্রমিকদের উন্নতি করবার জন্য যে আইন এখানে আনা হোল তাতে তাদের কি উপকার হবে। অবশ্য আপনি হয়ত এ কথা বলতে পারেন যে, যে সমস্ত ছোট ছোট দোকান আছে তাদের মালিকদের পক্ষে এ সব জিনিসের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

[4-30—4-40 p. m.]

আমি সেই প্রশ্নে আসছি। বিলের একটা অন্যতম মূল ত্রুটি হল দোকানদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে জহরলাল পান্নালাল, কমলালয় স্টোর্স, ইত্যাদি ঐ ধরণের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক এবং কর্মচারীদের যেখানে আরও বেশী রকম সাহায্য দিতে পারেন, তাদের জীবনের জন্য আরও ভাল ব্যবস্থা করতে পারেন, তাদের ওয়ার্কিং কণ্ডিসান আরও বেটার করতে পারেন সেখানে তাঁরা কিন্তু এই আইনের সুযোগে রেহাই পেয়ে গেলেন, তাদের আমরা বাধ্য করাতে পারলাম না। তাঁরা বেশী মুনাফা আদায় করেন, তাঁরা বেশী এক্সপ্লয়টেসান করেন, তাঁরা বেশী পুঁজি নিয়োগ করেন। কাজেই তাঁরা যে সুযোগটা শ্রমিক এবং কর্মচারীদের দিতে পারেন সেই সুযোগ এবং সুবিধাগুলি আমরা এই আইনের মধ্য দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে আদায় করতে পারব না। অপর দিকে দেখুন ছিদাম মোদীর মত সামান্য একটা দোকান যার একজন কি দুজন লোক কাজ করে তার উপর আপনারা এই আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে নানাবিধ হয়রানী করলেন। তাদের সেই হয়রানীর হাত থেকে রেহাই দিতে গেলে কিছু কিছু প্রভিসান থাকা দরকার। দোকানের যে সমস্ত ইনস্‌পেক্টর আছে তাঁদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ এই সভাতে আলোচিত হয়েছে। তাঁরা কি ভাবে ঐ বড় বড় দোকানদারদের সঙ্গে মাসহারার বন্দোবস্ত করে এবং আরও বেশী রকম ভাবে তাঁরা এদের অত্যাচার করেন সেটা আমাদের বিবেচনা করা দরকার। কাজেই আমি বলছিলাম ছোট এবং বড় দোকানদারদের মধ্যে কোন পার্থক্য না রেখে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের যে স্বার্থ দেখা সম্ভব ছিল সেই স্বার্থ দেখা সম্ভবপর হল না। সবচেয়ে বড় কথা আমি জানি যে কথাটা পঞ্চানন বাবু উল্লেখ করেছিলেন যে Industrial Disputes Act-এ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের জন্য কিছু কিছু সুযোগের বন্দোবস্ত আছে। ভিক্‌টিমাইজেসান সম্পর্কে এখানে যে ব্যবস্থা আছে তাতে মালিক যদি এক মাসের ক্ষতিপূরণ দেয় তাহলে যে কোন সময়ে যে কোন কারণে যে কোন মালিক যে কোন কর্মচারীকে তার কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারে। Security of service যদি অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এই আইনের মধ্য দিয়ে

security of service করা যাবে না, কেননা মালিক শুধুমাত্র ১ মাসের কমপেনসেশান দিয়ে তাদের যে কোন সময়ে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারবে। একটা পয়েন্ট বাকি আছে, —আমি দেখলাম এদের কাজের ঘণ্টা, ছুটি সম্পর্কে establishment for public amusements-এর chapter আছে, commercial establishment সম্পর্কে আইনে উল্লেখ নেই। তারা কত দিনের ছুটি পাবে, ওভার টাইম করলে কত রেট দিতে হবে এবং তাতে এই ধরনের ব্যবস্থা করা হবে এই commercial establishment সম্পর্কে আইনে উল্লেখ করা নেই। অনেক ছোটখাট কন্ট্রাক্টর ফার্ম আছে সেখানে শ্রমিকদের শোষণ করা হয়; তারা ওভার টাইম পায়না, ছুটি পায়না এবং তাদের কোন ব্যবস্থা এই আইনের মধ্য দিয়ে করা যাবে না। তাদের সংখ্যা ১/২ জন নয়, এই সব commercial establishment-এ নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। এই ২ লক্ষ শ্রমিককে এইভাবে এই আইনের মধ্য দিয়ে ছুটির সুযোগ থেকে আমরা বাদ দিচ্ছি। অবশ্য যেখানে বেশী সংখ্যক কর্মচারী কাজ করেন সেখানে তাঁরা ইউনিয়ন গঠন করেছেন এবং তার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায় করতে পারেন কিন্তু ছোট-খাট ব্যাপারগুলি সেখানে দেখা সম্ভবপর হবে না। কাজেই আমি মনে করি মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই আইনকে যদিও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের গ্রহণ করা উচিত কিন্তু এই জিনিসগুলি আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সংশোধন করা উচিত। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এই ত্রুটিগুলি দূর করে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর আইন আনবেন।

Procession of Shop assistants

Shri Nepal Ray: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ৫।৬ হাজার দোকান-কর্মচারী মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের এই বিলকে সমর্থন করেছেন এবং তাঁরা বলছেন যে এটা তাড়াতাড়ি enforced হোক। তাঁরা একটা memorandum আমার কাছে পাঠিয়েছেন, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে সেটা দিচ্ছি।

The West Bengal Shops and Establishments Bill, 1961.

Shri Jatindra Chandra Chakravorty: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে বিলটা আনা হয়েছে, মাননীয় সদস্য ডাঃ রনেন সেন বলেছেন যে এই বিল সম্পর্কে লেবার ডিপার্টমেন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী মন্ত্রীমহাশয়ের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সংগঠনদলের প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন। সেই আলাপ আলোচনা করার সময় আমরা কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব রেখেছিলাম। সেগুলির অবশ্য সবই বর্তমান অবস্থায় সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়নি কিন্তু সেই আলোচনার সময় এটা আমরা বলেছি যে আইনে যতই ত্রুটি থাকুকনা কেন, এই আইনকে যদি সাজিয়ে ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয় তাহলে দোকান-কর্মচারীদের বর্তমানে যে অবস্থা আছে সেই অবস্থায় বহুলাংশে উন্নতি হবে কিন্তু স্যার আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এই আইন ঠিকমত কার্যকরী হবে কিনা। কারণ এই আইনটা কার্যকরী করার জন্য যে মেসিনারী কাস্টা, সেটা পাকা করা দরকার, যে বহুসংখ্যক ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা দরকার এই আইন কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য সরকারের পক্ষে সেই ইনস্পেক্টর-এর সংখ্যা রাখা সম্ভবপর হবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যেমন এমনভাব আমরা বলেছি আমাদের কন্সিলিয়েশন অফিসারের সংখ্যা কম থাকার ফলে আমরা বহু ক্ষেত্রে বিরোধ মেটাতে পারছি না এবং বিরোধ থেকে যাচ্ছে। এই আইন কার্যকরী করতে গিয়ে ডাঃ রায়ের ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট যথারীতি বাধা দেবেন এবং এই আইন একটা ডেড্ এ্যাক্ট হিসাবে থাকবে। সে জন্য প্রথমে আমি যেটার উপর গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা হচ্ছে, এই আইনকে সত্য সত্যই যদি মন্ত্রীমহাশয় চান যে কার্যকরী করা হোক্ তাহলে সে রকম ভাবে যেন মেসিনারী সেট আপ করা হয়। কিছুদিন আগে আমি বহরমপুর গিয়েছিলাম—

সমস্ত বহরমপুর জেলার জন্ত একজন মাত্র ইনস্পেক্টর রয়েছে। যদি এরকমভাবে মেসিনারী সেট আপ করা হয় এক একটা জেলার জন্ত এক একজন তাহলে স্তার, এই আইন কার্যকরী হবে না। তারপর আমার বক্তব্য ক্লজ ২-এ কমার্শিয়াল এষ্টাবলিসমেণ্টের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন মন্ত্রীমহাশয় ভেবে দেখুন সমস্ত আণ্ডারটেকিংস এবং সমস্ত ম্যানুফ্যাক্টারিং কনসার্নস, সেভারল ফ্যাক্টরী এ্যাক্টের আওতায় আসবে না, অথচ এখানকার শ্রমিকরা, কর্মচারীরা শোষিত হয়ে আসছে—তারা ফ্যাক্টরী আইনের স্থবিধা পাচ্ছে না, অথচ তাদের কোন রকম প্রোটেকসন নেই। এই সপস য়্যাণ্ড এষ্টাবলিসমেণ্ট এ্যাক্টের মধ্যে কামার্শিয়াল এষ্টাবলিসমেণ্টের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে তাদের আনতে পারেন কিনা, কিছুটা তাদের স্থবিধা দিতে পারেন কিনা—সেটা আজকে দেখা দরকার। এরপর ৬নং ক্লজে দেখুন যে প্রভাইসো রয়েছে সাব ক্লজটিতে—দুই রকম যদি বিজনেস বা ট্রেড থাকে তাহলে তার মধ্যে যে ট্রেড আর বিজনেস এই আইনের আওতায় আসবে সেটা ছাড়া অন্ত যে ট্রেড য়্যাণ্ড বিজনেস সেটা করবার জন্ত দোকান খোলা থাকবে। আমি বলছি যে এই প্রভাইসোটাকে ডিলিট করা হোক্, কারণ ঐ ফাঁক দিয়ে সব দোকানদার বেরিয়ে যাবেন—তারা দোকান খুলে রাখবেন একজেমপটেড্ বলে, সেই প্রভিসনে সেটা করছেন এই অজুহাত দেখিয়ে তারা কর্মচারীদের উপর জুলুম করে যাবেন। এর পরে স্তার, আমার দুর্ভাগ্য যে নেপালবাবুর সংগে আমাকে সহমত হতে হচ্ছে—উনি বলেছেন যে ১২ বছরের উপর চিলড্রেনদের খালি যাতে এমপ্লয় করা না হয়। উনি যে উপমা দিয়েছেন, আমরাও বহু ক্ষেত্রে দেখেছি বর্তমানে আমাদের যে অবস্থা যে পরিবেশ—অনেক জায়গায় সত্যই হয়ত বিধবা মা আছে, তাঁর ছোট ছেলে আছে। সেই বিধবা মা হয়ত ঝি-এর কাজ করে, ছেলেটা দোকানে কাজ করে। অথচ এই সরকার সেই ছেলের ভরণপোষণের তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্ত কোন বন্দোবস্ত করবেন না—সে কথা বলেও কোন লাভ নেই।

[4-40—4-50 p. m.]

অথচ সেই জায়গায় যদি আপনি child employment সম্পূর্ণভাবে restrict করে দেন, তাহলে আমার মনে হয় অনেক দরিদ্র পরিবারের ক্ষতি হবে। সেই জন্ত আমি সংশোধন প্রস্তাব রেখেছি যে এ সম্বন্ধে কিছুটা restriction করা উচিত। তাদের যে scheduled work—যেটা এর মধ্যে আছে, সেটা আপনি reduce করুন। এবং তারা যাতে—so that they are not put under severe strain. এই রকম ভাবে কোন সংশোধনী করা যায় কিনা, একটু বিবেচনা করে দেখুন। একেবারে child employment সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে আমি চাই না। clause 13—মহিলাদের রাত্রি আটটার পরে দোকানে কাজ করাটা বন্ধ করা উচিত, তবে practical difficulty রয়ে যাচ্ছে সিনেমার মেয়েদের ব্লকে—যেখানে মেয়ে দ্বার-রক্ষিকা থাকেন, তাদের তো শেষ পর্যন্ত থাকতে হয়। সেখানে তো পুরুষ দ্বার-রক্ষক থাকে না। এইরকম কতকগুলি জায়গায় সেখানে এই আইন relax করতে হবে। কারণ সিনেমার ক্ষেত্রে মহিলারা যেখানে বসেন, সেখানে মেয়ে কর্মচারী রাখতে হয়, তাদের শেষ পর্যন্ত থাকতে হতে পারে।

তারপর স্তার, clause 15 দেখুন—তাতে আপনি যে any registered doctor কথাটা বলেছেন, সেটা কেন হবে? কেবলমাত্র registered under Bengal Medical Act, সেটা কেন করবেন? কারণ এই কিছুদিন আগে আমাদের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের সম্পর্কে আইন হয়েছে, তাঁরা সার্টিফিকেট দেবার অধিকারী। যদি কোন কর্মচারী কবিরাজকে দেখান, সেই registered কবিরাজ কোন সার্টিফিকেট দিলে সেটা গ্রাহ্ হবে। আমি বলছি যেগুলি registered চিকিৎসক, সেগুলি registered under Bengal Medical Act হওয়া দরকার।

তারপর clause 15-এ আর একটি সংশোধন প্রস্তাব এনেছি—যেখানে ছুটির প্রশ্ন আছে, ওটা

আমার মনে হয়, এক বছর কাজ না করে, যদি কেউ ছয়মাস কাজ করে, তাহলেও pro rata ছুটি-ছাটা দেওয়া যায়। তাদের জন্ত সেই রকম একটা বন্দোবস্ত থাকা উচিত।

তারপর overtime-এর কথা বলেছেন। নেপাল কম বলেছে, আমি একটু এ সম্বন্ধে বলছি —overtime payment, one and a half times. সেটা আমি মনে করি—অন্তান্ত ক্ষেত্রে যে রকম আছে factory আইনে আছে ডবল দি ওয়েজেজ্। আমার মনে হয় যেখানেতে আপনি clause 18-এ অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ম্যাজিষ্ট্রেটকে—যে without suff cient cause-এ হলেই যেন হয়ে গেল! এই without sufficient cause-এটা অত্যন্ত vague. সেইজন্ত আমি মনে করি আপনি আর একটু specific হোন্—without sufficient cause and for gross misdemeanour, তা যদি না হয়, তাহলে কর্মচারীদের এক মাসের নোটীশ দিয়ে তাড়াতে পারবে না। এটা থাকা উচিত without sufficient cause এবং gross misdemeanour বললে অত্যন্ত vague হয়ে যাবে। অন্তান্ত ক্ষেত্রে যেমন আছে, এখানেও সেই রকম হওয়া দরকার এবং compensation দেবে তখনই, ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বুঝবেন তাকে without sufficient cause সরিয়েছে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দেবেন—পুনর্বার তাকে reinstate করা হবে। সেটা যদি না মানেন, compensation ঠিক করা হোক্ এবং সেই compensation-এর টাকা কর্মচারীকে দেওয়া হোক্।

তারপর clause 24 সম্বন্ধে একটু বক্তব্য আছে। Maximum-ওতে দেখ্ছি প্রথম আড়াইশো টাকা ফাইনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। Subsequent offences-এ পরে কম করতে পারেন। সাধারণত: কি হয়? দশজনের টাকা হয়, যেখানে minimum fix করে দেওয়া উচিত আড়াইশোর উপর minimum first offence and second subsequent offence-এ কমসে কম ৫০ টাকা করে fine হবে minimum, এই রকম হওয়া দরকার। তা না হলে দেখা গেছে দোকান মালিকরা offence-এর উপরে offence করে যায় ও পাঁচ দশ টাকা ফাইন হয়। অথচ এই আইন ভঙ্গ করে কাজ করার ফলে যা উপার্জন করে, তা থেকে টাকা দিয়ে সহজে তারা বেঁচে যেতে পারবে।

Shri Subodh Banerjee: মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বললেন, এই বিল রচনা করতে গিয়ে তিনটি শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি দিতে হয়েছে। প্রথম দোকানদার শ্রেণী, দ্বিতীয় দোকান কর্মচারী শ্রেণী, তৃতীয় খরিদ্দার। আমার মনে হয় এই যে তিনটা জিনিসের কথা তিনি বক্তৃতায় বললেন, তা আদতে তিনি করেন নি। আগের আইনের তুলনায় ছিটে-ফোঁটা progressive কথা এর মধ্যে আছে নি:সন্দেহ। কিন্তু যেটা থাকা উচিত খুব বেশী নয়, সামান্ততম যা থাকা দরকার, তাও এখানে নেই। প্রথম দোকানদারদের কথা ধরুন। আমি গোড়াতে বলবো দোকানদারদের মধ্যে category-তে ভাগ করা দরকার। কমলালয় কিম্বা ঐ জাতের বড় বড় দোকান আর ঐ ছোট ছোট মুদির দোকান, 'ছিদাম‌মুদির' এ এক নয়। তিনি সকলকে এক পর্যায় ফেলে দিয়েছেন।

তারপর prescribed fee-এর কথা বলা হয়েছে। সকলকে দোকান registration করতে হবে, এবং এই registration করবার fee সকলকে দিতে হবে। আমি মনে করি এটা ঠিক প্রগতিবাদীর দৃষ্টি নয়। Fee কি হবে, বা হবে না, তা বড় কথা নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে দৃষ্টি-ভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই কথা বলা উচিত ছিল যাদের দোকানে তিন, *চার, পাঁচ জন লোক, অন্তত:* পক্ষে তিন জন লোক কাজ করেন, সেই সমস্ত দোকানকে exclude করা হল ফি দেওয়ার ক্ষেত্রে। তা নাহ'লে যারা সংসার চালাতে পারেন না, তাদেরউপর ফি চাপিয়েদিচ্ছেন, এটা যুক্তিযুক্ত নয়। আমি মনে করি ফি-এর যদি একটা grade করতেন slab system-এ এই ভাবে, যে দোকানে যত বেশী কর্মচারী থাকবে, তত বেশী ফি-এর পরিমাণও হবে। এই যদি করতেন, তাহলে

আমরা সেটা welcome করতে পারতাম। কারণ তাতে করে বড় বড় দোকানদারদের কাছ থেকে বেশী করে ফি আদায় করা যেতে পারবে। কিন্তু ছোট ছোট দোকানদার, যারা নিজেদের সংসার চালাতে পারে না, তাদের এই ফি থেকে একেবারে exempt করে দেওয়া উচিত, আর না হয় ফি এর পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া উচিত সেই দৃষ্টিভঙ্গী এখানে নেই। যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন তার অভাব একটা শ্রেণীর ক্ষেত্রে দেখছি। দেখলাম মুড়ি, মুড়কির এক দর উনি করেছেন। কমলালয় আর 'ছিদামমুদির' দোকানকে তিনি এক পর্যায় ফেলে দিয়েছেন।

তৃতীয় জিনিস, দোকান-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই বিলে কি কি ব্যবস্থা আছে? এই বিলেতে বলা হচ্ছে দোকান-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে holiday and hours of work. কিন্তু অন্যান্য commercial establishment-এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে only holidays. Hotel, restaurant এর ক্ষেত্রে holidays and hours of work আছে। দোকান কতক্ষণ খোলা থাকবে বলা হচ্ছে, কিন্তু hotel, restaurant-এর ক্ষেত্রে কিছু বলা নেই।

তারপর এই এ্যাক্টটা কোথায়, কি ভাবে applicable হচ্ছে আমি একটা, একটা করে দেখাচ্ছি। প্রথম কথা, এই এ্যাক্টটা কিসের প্রতি, কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর প্রযোজ্য হবে।

স্পীকার মহাশয়, আশ্চর্য লাগে ১৯৪৭-৪৮ সালে মাদ্রাজে যে আইন হয়েছে সেই আইনেরও সমান এই আইন নয়। শ্রমমন্ত্রী মহাশয় বললেন কুড়ি বছরের মধ্যে গঙ্গায় বহু জল বয়ে গিয়েছে, বহু শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী আইন হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা মাদ্রাজত ইংলণ্ড নয়, জার্মানী নয়; মাদ্রাজ ভারতবর্ষেরই একটা রাজ্য, সেখানে কংগ্রেসী রাজত্ব চলছে। সেখানে যদি আইন হতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে ১৪ বছর পরে সেই আইন হতে পারে না। এর কি যুক্তি থাকতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। মাদ্রাজের আইন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে applicable নয়, আর কোন্, কোন্ ক্ষেত্রে apply হবে, সেই সামান্য জিনিসটা পরিষ্কার করে দেওয়া আছে। আর আমাদের এখানে যা দিয়েছেন, ইচ্ছা করলে সেটা বাদ চলে যেতে পারে। কোন দোকানের প্রতি এটা apply নাও হতে পারে, সেই রকম ব্যবস্থা রয়েছে।

[4-50—5 p. m.]

ধরুন, আমি এ কথা বলতে পারি প্রধানত: এই সমস্ত কথা দিয়েছেন Institutions for the treatment or care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit; shops or stalls in any public fair or bazar held for a charitable purpose; and stalls and refreshment rooms at railway stations, docks, wharves and airports, etc. কেন? মাদ্রাজে কি আছে? মাদ্রাজের বেলায় খোলা এবং বন্ধের ক্ষেত্রে limitation দিয়েছেন ছুটি ছাটার ক্ষেত্রে limitation নাই। বাদ দিয়েছে কেন? আপনি বলতে পারেন কেবলমাত্র খোলার সময় ৮টা apply করবে বাকী সময় apply করবেন না। কেননা আমি বুঝি train-station-এর রেঁস্তোরায়, port-এর রেঁস্তোরায় working hours বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে। কিন্তু সেটা বাড়িয়ে না দিয়ে other amenities যা আছে তার ব্যবস্থা করা হয়নি এর যুক্তি কি আছে? এখানে ১৯৪০ সালের আইনটা হুবহু রেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমি দেখছি holidays in shops সপ্তাহে ১½ দিন ছুটি হবে, মূল আইনে with pay হবে এটা ছিল না। যদি appointed হয় no work, no pay; basis-এ with pay হবে কি হবে না কিছু মূল আইনে লেখা ছিল না। আমি যে সংশোধনী প্রস্তাবে দিয়েছিলাম সেটা গ্রহণ করেছেন কাজেই একটু improved হয়েছে বলে মনে করি তা' নাহলে হয়ত এটা বেরিয়ে যেতো। দ্বিতীয় নম্বর এই যে hours of work দিনে ৯ ঘণ্টা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা এটা

spread over করে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত হচ্ছে। আমি বলি ১৫ মিনিট gap দিয়ে একটা লোককে খাটান অন্যায়। আমি জানি যে সমস্ত club বেঁস্তোরা drinks, snacks খাওয়ায় সেখানে এ ভাবে spread over করে ১৫ মিনিট gap দিয়ে দিলে অনেকক্ষণ খাটিয়ে নেবে অথচ এই ১০।১৫ মিনিট gap-এর কোন অর্থ হয় না। কেননা সে না পারে বাড়ী যেতে বা কোন কাজ করতে, ফলে total period ১২ ঘণ্টা ৮টা থেকে ৮ পর্যন্ত রয়েছে, একথা কোথাও নাই, ১ ঘণ্টা minimum recess ধরা নাই। ৫ মিনিট তারপর ৫ মিনিট recess দিয়ে এরকম করে ১২ ঘণ্টা খাটিয়ে নিতে পারবেন। এই recess-এর কোন utility হয় না। এটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। overtime যা রয়েছে সেটা factory-তে ২ দিন দেওয়া হয়। Commercial Establishment-এ Holiday বলে দিয়েছেন কিন্তু Hours of work-এর কোন কথা নাই হোটেল Restaurant কখন খুলবে কখন বন্ধ হবে বলে দেওয়া হয়নি যদিও মন্ত্রীমহাশয় বলেছেন ছুটির নূতন করে ব্যবস্থা করেছেন। কি রকম ফাঁকি দেখুন। After twelve months continuous employment হলে একটা লোক বদলী leave পাবে—on full pay for 14 days. Continuous employment বলতে কি বুঝায় কোন সংজ্ঞা নাই। ১৮ নম্বরে continuous employment-এর সংজ্ঞা দেখুন, ১৫ নম্বরে continuous employment-এর সংজ্ঞা কি? আমার সংশোধনীর আধখানা নিয়েছেন আধখানা নেন নি। কাউকে ছদিন কাজ দিয়ে ২ দিন বসিয়ে দিলে continuous employment বন্ধ হয়ে গেল, ফলে আইনের যে উদ্দেশ্য তা বানচাল হয়ে যাচ্ছে। ফলে ছুটি পাওয়া যাচ্ছে না। আইনের এই ফাঁকগুলি বন্ধ করে দেওয়া দরকার।

Industrial Disputes Act-এ যে সুবিধাটা আছে তাও এখানে দিচ্ছেন না। যদি একমাসের notice দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার security of service রইলো কোথায়। যে কোন কর্মচারীকে একমাসের notice দিয়ে ছাড়িয়ে দেবেন, এ জিনিস হতে পারে না। সর্বশেষে, আমার বক্তব্য, মেয়ে দোকান-কর্মচারীদের সম্বন্ধে বলছি। এখানে আর একটা জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার আছে। শুধু রাত্রি ৮ টার পর থাকতে পারবে না, এই কথা বললেই হবে না। কারণ কি ভাবে serve করবে সে বিষয় restriction থাকা দরকার। কারণ কোন কোন জায়গায় তাদের নিয়ে অন্য রকম জিনিস হয়। একদিকে থাকবে counter আর একদিকে থাকবে খরিদ্দার এই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। তারপর এর মধ্যে health এবং sanitation সম্বন্ধে কোন কথা নেই। ১৯৪৮ সালে Madras Act-এ যা ছিল তাও এখানে নেই।

Shri Haridas Dey: মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি শ্রমমন্ত্রী মহাশয় এই যে বিল এনেছেন, তারজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ১৯৪০ সালে এই দোকান-কর্মচারী আইন প্রথম প্রবর্তিত করা হয়েছিল তাতে অনেক অসুবিধা হোত, সেই জন্য নূতন করে ঢেলে নূতন করে বিল এনেছেন। প্রথমে আমি বলতে চাই, দোকান খোলা নিয়ে যে নিয়ম করছেন এবং আমাদের বন্ধুরাও বলেছেন যে ঘণ্টা আরো কমিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য কমিয়ে দেওয়া উচিত কর্মচারীদের দিক থেকে কিন্তু সব জায়গায় সমান করলে হবে না। মফঃস্বল ও সহরকে আলাদা করে দেখা উচিত। মফঃস্বলে অনেক অসুবিধা হবে যদি খোলার নিয়ম একই রকম থাকে। এবং যদি একই নিয়ম হয় তাহলে যারা দৈনিক খেটে খায়, মজদুর শ্রমিক, যারা সমস্ত দিন খেটে সন্ধ্যার পর বাজার করতে আসে তাদের পক্ষে অসুবিধা হবে। সেইজন্য মফঃস্বলে সেইভাবে আইন করা উচিত। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বলছি যে শীত ও গ্রীষ্মে এই একই সময় দোকান খোলার নিয়ম করলে হবে না। এই খোলার নিয়ম আলাদা করে করা উচিত বলে মনে করি। আর কর্মচারীদের কাজের জন্য বলেছেন, ৮ ঘণ্টা করছেন, তাতে যদি দোকানে একজন কর্মচারী থাকে তাহলে তাদের পক্ষে

এই আইন মেনে চলা অসুবিধা হবে। সুতরাং একথাও বিবেচনা করা উচিত। এখানে দেড়দিন দোকান বন্ধ করার কথা হচ্ছে, কিন্তু মন্ত্রীমহাশয়কে চিন্তা করতে বলি যে, যদি কোন দোকানদার একদিন বন্ধ রেখে তার একদিন পর আবার অর্ধেক দিন বন্ধ রাখে তাহলে কর্মচারীদের অসুবিধা হবে। এই বন্ধ যাতে একসঙ্গে হয়, এর যাতে continuity থাকে সে দিকে নজর দেওয়া উচিত। আর একটা কথা সুবোধবাবু বলেছেন, ছোট দোকান, বড় দোকান এইগুলি বাস্তবিক দেখা উচিত। শুধু registration fee-র কথা নয়, এমন অনেক দোকান আছে যেখানে তারা নিজেরা নিজেদের ছেলে-পেলে দিয়ে দোকান চালায় তারা এই আইনের মধ্যে পড়বে কিনা। কারণ একটা বড় দোকানের পাশে ছোট দোকান থাকলে গোলমাল হয়। ছোট দোকানে কর্মচারী নেই, সুতরাং তারা এই আইনের মধ্যে পড়ে না। তারা তাদের দোকান বন্ধ করে না, অথচ তার ফলে সেই বড় দোকানের ক্ষতি হয়। সেইজন্য গোলমাল হয়। আশা করি মন্ত্রীমহাশয় এদিকেও দৃষ্টি দেবেন। আর একটা কথা, ছুটির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তাদের privilege leave জমবে 38 days কিন্তু কার্যতঃ তারা সে ছুটি পাবে না। কারণ তারা তাদের permanent না করে temporary করে রেখে দেবেন এবং ছুটি চাইলেই তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর মধ্যে দিয়ে সেই ব্যবস্থাই পাকা-পাকি ভাবে করা হবে।

[5—5-20 p. m.]

সবচেয়ে দুঃখের কথা যে ১৯৪০ সালে এই আইন ভাল ভাবে চালু হয় নি। এক একটা থানায় মাত্র একজন করে Inspector রাখা হয়েছিল। সুতরাং তার পক্ষে সম্ভব ছিল না যে প্রত্যেকটা দোকানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যে এই আইন ঠিক মত কার্যকরী হচ্ছে কী না। আমি বলব যে আরও বেশী Inspector নিযুক্ত করতে হবে এবং যাতে কর্মচারীরা এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এবার সরকারের দেখা উচিত যাতে এই আইনটা ঠিকমত কার্যকরী হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

[At this stage the House adjourned for 15 minutes]

[After adjournment]

[5-20—5-30 p. m.]

Shri Rama Shankar Prasad : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ১৯৪০ সালের Shops and Establishment Act যেটা ছিল সেটা amendment করা হচ্ছে। পূর্বেকার আইনে যে সমস্ত complications ছিল সেগুলি যাতে দূর করা যায় তার জন্য আজকে এই বিল আনা হয়েছে। আমি মন্ত্রীমহাশয়কে একটু ভেবে দেখতে বলি, এই amendment-এর দ্বারা ঐ complications গুলি দূরীভূত হবে কিনা। আমি এ সম্পর্কে clause-wise কয়েকটা কথা বলব—clause 2-তে বলা হচ্ছে, half day means, when used in relation to a shop, a continuous period of half of the ordinary daily working hours of such shop beginnig at the commencement or ending on the termination of the ordinary daily working hours, or in the case of establishment, a continuous period of six hours between the hours of half past eight o'clock ante meridiem—and half past eight o'clock post meridiem. Amusement establishment-এ যারা কাজ করেন তারা একটা নির্দিষ্ট সময় আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন। আরেকটা difficulty হচ্ছে, ante-Meridiem Post-meridiem ইত্যাদি নানা রকম কথা বলে তাদের ক্ষেত্রে এই আইনে একটা অদ্ভুত ধারা আনা হয়েছে। তারপর, ৪নং ধারা সম্পর্কে আমাদের বন্ধু চিত্তবাবু বললেন

এর দ্বারা ছোট ছোট দোকানদারদের পক্ষে খুব অসুবিধা হবে। তারপর,যে সব establishment-এ ২।৩ জন employee এই ৪নং ধারার মাধ্যমে তাদের এর আওতা থেকে বাইরে রাখতে চান। ৫নং ধারার যে complications আছে তার প্রতি আমি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—আমার মনে আছে, বোধহয় 1958-এ নৈনিতাল Labour Conference-এ নান্ডার সাহেব চেষ্টা করেছিলেন কি করে strike বন্ধ করা যায় এবং একটা বিলও আনার চেষ্টা করেছিলেন হাসপাতাল ইত্যাদি সম্পর্কে। কিন্তু এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা না এনে অন্তরকম একটা আইন আনতে যাচ্ছেন যার মধ্যে অন্যান্য জিনিস ঢুকিয়ে দিচ্ছেন, কারণ তিনি বলছেন, "shops or stalls in any public fair or bazar held for a charitable purpose" · shops and refreshment rooms at railway stations, docks, wharves and airports. আমরা দেখছি, মাদ্রাজ, বোম্বে, দিল্লীতে এই ধরনের Act আছে। এই যে West Bengal Shops and Establishments Act, 1940 এই ধরণের Act অন্যান্য রাজ্যেও আছে। কিন্তু আজ পশ্চিমবংগে যে amendment হতে যাচ্ছে তাতে complications আরো বেড়ে যাচ্ছে এবং শ্রমিক কর্মচারীরা যে সব অধিকার বহু লড়াই করার পর অর্জন করেছিলো তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে এই amendment-এর দ্বারা complications আরো বেড়ে যাচ্ছে। Clubs and residential hotels and boarding houses,—তারপর shops dealing mainly in medicines, surgical appliances, bandages or other medical requisites. আমি শ্রমমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তাদের অপরাধ কি। যেহেতু তারা এই ধরনের ব্যবসা সংস্থার কাজ করে সেই কারণেই কি তারা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে—Calcutta Club-এর মতে অন্যান্য ক্লাবে যারা এই ধরনের কাজ করে তারা কি কারণে এই আইনের আওতা থেকে বাদ পড়বে এবং এই আইনে প্রাপ্ত minimum facilities and benefit থেকে বঞ্চিত থাকবে?

আপনি যদি হেডিং দেখেন shops and establishments bill—তাহলে দেখবেন যে নানা ধরনের ঐ সব কর্মচারীদের আপনি বাদ দেবার চেষ্টা করছেন। আপনি আগে বলেছেন যে মাদ্রাজ, বম্বে ইত্যাদি এ্যাক্টগুলো তার থেকে আপনি শিক্ষা নিয়েছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাদ্রাজ, বম্বে, দিল্লী, পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের এ্যাক্টে ভাল বেনিফিটস যে গুলো আছে—সেই বেনিফিটসগুলো না নিয়ে ডিফেকটস গুলোকে নেওয়া হয়েছে। তারপর ৫-এর ৬নং ধারাতে আমরা দেখছি যে the very purpose of the Bill has been defeated। কেননা আপনি বিলে বলছেন, every person employed shall be allowed in each week as holiday at least one day and a half day next preceding or next following such day. এইভাবে দারোয়ান, পিয়ন, ওয়াচম্যান তারা যাতে এই বেনিফিটসগুলো থেকে বঞ্চিত থাকে তার ব্যবস্থা আপনি করছেন। স্পেশাল সিনামা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখছি। এই ভাবেই অনেক গেটকিপার বুকিং, ক্লার্ক এবং other employees এই বেনিফিটগুলি থেকে বঞ্চিত হবে। আর একটা ভাইটাল কোয়েশ্চেন আমি বলছি যে আপনারা বলেছেন যে হোটেল রেষ্টুরেন্টে যারা কাজ করে তারা রাত্রি ৮ টার পরে আর কাজ করতে পারবে না। Residential Hotel-এ যে সব মেয়েরা কাজ করে তাদের রাত্রি ১০।১১ টা পর্যন্ত থাকতে হয়।

[At this stage the honourable member having reached his time limit resumed his seat]

Shri Basanta Kumar Panda : Sir, there has been some improvement over the Act of 1940 no doubt, but during the last 21 years there should have been much more improvement. We expected much more improvement of this Bill,

because it is replacing an old Act. First of all, in the short span of my time I shall try to point out the intrinsic defects of this Bill. The first defect of this Bill is that it is being made applicable to those places and with regarding to those shops and establishments to which 1940 Act applied. We are repealing that very Act. Therefore, after repealing that very Act which were the shops, which were the establishments that were governed by 1940 Act it would be very difficult to ascertain. There fore, without taking recourse to the Act which is going to be repealed, we should have entertained within this Act those very shops and establishments which we wish to benefit thereby. Another very important defect, and a constitutional defect at that, has crept in this Bill. In this Bill a definition is being given of 'young person' by which the lower age limit has been fixed at 12 and the upper age limit at 15. Sir, by this we are trying to do away with some constitutional provision. Sir, in our Constitution there has been a definition of the word 'child' and the age of the child comes up to 14 years. I will request you and the Hon'ble Minister as well as Mr. Banerjee to look to Article 45 of the Constitution.

[5-30—5-40 p. m.]

Article 45 says "The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years." Therefore, according to the language of this Article the age of the child or children comes up to 14 years. Then I shall draw the attention of the House through you to another Article and put my argument. Article 39 (e) says "the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength" and (f) says "children are protected against exploitation and against moral and material abandonment." But, Sir, this Bill in a sense recognises the employment of persons between the age of 12 and 14. Therefore according to the definition of the Constitution children are upto the age of 14. Of course these two Articles appear in chapter IV-directive principles of the State and in enacting laws we shall obey the directive principles of the Constitution. There is another Act—the Bengal Rural Education Act of 1930 which says that the education of children from class 1 to Class IV should be made compulsory and they should be given compulsory and free primary education—the Constitution says upto the age of 14 years. Therefore, your definition of the words' young person' is not in consonance with the Constitution which makes the provision that nobody shall be allowed to employ or exploit a child of a tender age due to economic pressure. At the present time no man who has got enough means will allow his children to be employed but economic pressure may compel him to allow his children to work. Therefore, the definition of the words "young man" should be changed. You may make it 14 to 18 according to our Acts-Indian Majority Act, according to which a person attains majority at the age of 18.

Then I came to the power of Government to exempt certain establishments or shops from the purview of this Act—clause 5 (2). In (g) says—shops dealing mainly in supplies, stores, or other articles necessary for shops. These are big concerns and you are trying to exempt them from the purview of this Act, (i) barbers' and hairdressers' establishments ; then another very big establishment, namely, (j) shops dealing in petroleum products or spare parts for motor vehicles. I ask the Hon'ble Minister are these small establishments that they require to be exempted ? Then there are the excise shops-how are you exempting these shops from the purview of this Act ? So this Act is to some extent leaning towards the rich people and giving them some premium.

Then comes section 23-powers of inspectors. They have been given enormous

power for the application of this Act, for the purpose of giving unnecessary annoyance to different persons.

Sir, there is very little provision in this Act to check these Inspectors if they do not act according to law or if they resort to illegal gratification.

Sir, there is very little chance with regard to the application of the wages Act. The application of the wages Act entails a very long and costly procedure. Of course, by the Wages Act, the employee is benefited no doubt and we should look to the interest of the employees first, but by the application of the Wages Act, payment may be delayed and the proceedings may be delayed because on the one side there is the employer-the rich shop-keeper-and on the other side there is the poor employer.

Then for illegal dismissal, the only provision is for payment of compensation of one month's salary. That is very meagre. The compensation should be much more than that.

A uniform rate of fee for registration is against natural justice. Gradation should be made according to the size of the establishment, according to the capital invested in the establishment and according to the standing or standard of business of the establishment and registration fee should vary accordingly.

Shri Abani Kumar Basu: স্পীকার মহাশয়, আজকে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহাশয় যে West Bengal Shops and Establishments Bill-টা এই বিধান সভায় এনেছেন তার জন্য আমি প্রথমে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দোকান-কর্মচারী এবং অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৪০ সালে যে আইন এসেছিল তাতে তাদের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া সম্ভব হয়নি—তাদের চাকরির কোন স্থায়ীত্ব ছিল না, তাদের ছুটি সম্বন্ধে কোন আইন-কানুন ছিল না। বর্তমান আইনে সেই সমস্ত বিধান করা হয়েছে। স্যার, আমি দেখতে পাই যে ১৯৪০ সালের আইনকে বড় বড় মালিকরা বিভিন্ন উপায়ে ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা করে চলেছেন। সেইজন্য আইনের সংশোধন প্রয়োজন ছিল। শ্রমমন্ত্রী আমাদের বলেছেন যে tinkering, piecemeal legislation না করে সমস্ত আইনটাকে ভেঙে সাজানর সত্যই প্রয়োজন ছিল। আজকে দেখতে পাই যে পূর্বেকার আইনে এমপ্লোয়ারের ডেফিনিসানের মধ্যে ম্যানেজার কিংবা যাঁরা ম্যানেজমেন্টের জন্য রেসপন্সিবল ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে কোন বিধান না থাকায় তাঁরা আইনকে ভালভাবে ফাঁকি দিতে পারতেন। স্যার, একটা জিনিস সম্বন্ধে আমি শ্রমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে hours of work সম্বন্ধে clause 7 তে তিনি বলছেন যে hours of work শুধু দোকানদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে। আমার মনে হয় যে সমস্ত বিভিন্ন establish ments রয়েছে commercial establishments অন্যান্য establishments-এর কর্মচারীরাও এই hours of work-এর বিধান থেকে যে কেন বাদ পড়েছেন তা আমি বুঝতে পারছি না। স্যার, শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় অধিকার হচ্ছে তাদের চাকরির স্থায়ীত্ব। আজকে তাদের retrenchmemt করতে গেলে এই আইনের বিধান আসবে এবং Industrial Disputes Act তাদের চাকরিকে রেগুলেট করবে এটা একটা নিশ্চয়ই বড় অধিকার এবং এ ক্ষেত্রে মালিকরা কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করতে গেছে নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে চিন্তা করবেন।

[5·40—5·50 p. m.]

আজকে আমরা আরো প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে পাই সেই কর্মচারীদের কোন অর্গানাইজড্ ইউনিয়ন না থাকার ফলে মালিকদের খেয়াল-খুশীমত তাদের বরখাস্ত করা হত, তাদের চাকরীর কোন গ্যারান্টি ছিল না। আজকে এই শ্রমিকরা যদি এক বছর কমপ্লিটেড্

সার্ভিস করেন তাহলে তাদের ছাঁটাই করতে গেলে সাফিসিয়েন্ট কজ না দেখিয়ে ছাঁটাই করা চলবে না। আর এক বছরের কম হলে তাদের যে ন্যায্য পাওনা আছে তা তাদের দেওয়া হবে। আমি স্যার, এ বিষয়ে শ্রমমন্ত্রীকে আরো নিবেদন করতে চাই এই যে এক বছর কমপ্লিটেড সার্ভিস আছে, এই পিরিয়াড্‌টাকে কমিয়ে এনে ৬ মাসের কমপ্লিটেড্‌ সার্ভিস করা হোক্‌। স্যার, ওভারটাইম ওয়েজেস দেবার ব্যবস্থা আছে। শুধু তাই নয়, পেমেণ্ট অফ ওয়েজেস এ্যাক্ট ১৯৩৬ সালের সেগুলিকে দিয়ে চাকরীর সর্তাবলী রেগুলেট করা হবে। স্যার, তাদের চাকরীর যে ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে—আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ষেত্রে তাদের যে সময় পর্যন্ত কাজ করা উচিত তাছাড়াও অনেক বেশী সময় পর্যন্ত তাদের আটক থাকতে হয়। আজকে সে সম্বন্ধে এই আইনে কোন বিধান নেই। আমি সেজন্য শ্রমমন্ত্রীকে বলতে চাই যে স্প্রেড ওভার পিরিয়াডের দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার আছে এবং এই আইনে এরকম ম্যানেজিং ক্লজ এনে সে সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে। স্যার, ছুটি সম্বন্ধে আমরা দেখতে পাচ্ছি—যে আজকে শ্রমিকদের প্রিভিলেজ লিভ্‌, মেডিকেল লিভ্‌, ক্যাজুয়াল লিভ্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন রকম ছুটির ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু সেই সংগে আমি আর একটা বিষয় এই সভার সামনে তুলে ধরতে চাই—সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সংস্থায় যে আজকে ক্রমশ: মিনিমাম ওয়েজেস এ্যাক্ট চালু হচ্ছে এটা এক একটা ক্যাটিগরী অব এমপ্লয়মেণ্ট, এক একটা ক্যাটিগরী অব সপ্‌স য্যাণ্ড এষ্টাবলিসমেণ্টের জন্য। প্রত্যেক জায়গায় যদি এককভাবে মিনিমাম ওয়েজেসের ব্যবস্থা হত তাহলে নিশ্চয়ই ভাল হত এবং এই আইনকে আরো বেশী করে শ্রমিকরা অভিনন্দিত করতে পারতো। আমি এ সম্বন্ধে শ্রমমন্ত্রীকে বিবেচনা করতে বলি। মোটের উপর আমি এই বলে শেষ করতে চাই যে ১৯৪০ সালের যে আইন বর্তমান যুগের সংগে তা কোনদিক দিয়ে খাপ খেতে পারে না, একটা আউটমোডেড্‌ ষ্ট্যাটুট হয়েছিল। আজকে শ্রমমন্ত্রী এই আইন এনে সেই সমস্ত দোষ ত্রুটীগুলি সংশোধন করার ব্যবস্থা করেছেন এবং সে সম্পর্কে উন্নতিবিধান করার যে প্রচেষ্টা এই আইনের মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন তারজন্য আমি তাঁকে অভিনন্দিত করি।

Shri Apurba Lal Majumdar : মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই বিল আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ২০ বছর আগে যে বিলটা এই বিধানসভা থেকে পাশ হয়েছিল, তার উপর অতি সামান্য এবং অত্যন্ত নেগ্লিজিবল ইমপ্রুভমেণ্ট হয়েছে। এই বিল যদি আমরা ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে এতে বিশেষ আনন্দিত হবার মত কে অভিনন্দিত জানাবার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

বাংলাদেশের দোকান-কর্মচারী এবং Commercial Establishments-এ যাঁরা কাজ করেন এই যে বিরাট সংখ্যক মানুষ তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করতেছিলেন, যে সুযোগ-সুবিধা এই আইনের মধ্যে তাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁদের সেই আশা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি।

প্রথম ৫নম্বর ধারায় আছে যে কি কি কারণে, কোন্‌ কোন্‌ দোকানগুলি এই আইনের আওতায় আসবে না—তার বিস্তারিত একটা লিষ্ট দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে দেখে অবাক হতে হয় যে ক্লাব, রেষ্টুরেণ্ট, মদের দোকান ইত্যাদি এর মধ্যে আসবে না। মদের দোকান excise ক্লাব রেষ্টুরেণ্ট যেখানে ফুর্তি করার জায়গা, সমাজবিরোধী লোকেরা গিয়ে যেখানে ফুর্তি করেন, তা কেন এই আইনের আওতা থেকে আপনি বাদ দিলেন? এর যৌক্তিকতা আমি বুঝতে পারি না।

তারপর security of service—অন্তত: একটা social legislation করতে গেলে, যে আইনের মধ্যে সরকারী হিসেবে দেখছি ৪ লক্ষ, বে-সরকারী হিসেব ধরলে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ, আসবে বলে ধরা হয়েছে, সেই মানুষের security of service সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়েছে—তাদের service card দেওয়া হয়েছে; সেই service card দেওয়া মানে তাদের employment সম্পূর্ণ discretion of the employer হয়ে থাকা অর্থাৎ দোকান-মালিকের discretion

অনুযায়ী যখন তখন তাদের ছাটাই করা যাবে, তার বিরুদ্ধে কোন appeal নাই। তার বিরুদ্ধে appeal হচ্ছে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে first class power, তাঁরা দরখাস্ত করতে পারবেন। যদি দেখা যায় এক মাসের নোটিশ দেওয়া হয়নি বা এক মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি, সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন অন্যায়ভাবে তাকে ছাটাই করা হয়েছে, তাহলে এক মাসের মাইনে পাবার ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। স্পীকার মহাশয়, আপনার কোর্টের অভিজ্ঞতা আছে, আপনি জানেন যদি ম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি বিচার করবেন, reinstatement-এর order না করতে পারেন, তাহলে কোন কর্মচারী তার মাইনে পাবার জন্য কোর্টে গিয়ে দিনের পর দিন দরখাস্ত করবেন, আর enquiry হবে, এটা নিতান্তই হাস্যকর ব্যাপার বলে মনে হয়। যদি সেখানে অন্যায় করে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়ে থাকে, এটা যদি ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করেন, তাহলে ম্যাজিষ্ট্রেট সেখানে তাকে reinstatement-এর অর্ডার দিতে পারবেন। Clause 8-এ এটা করুন, তাহলে তারা খানিকটা উপকৃত এর দ্বারা হতে পারে।

তারপর minimum wage সম্পর্কে অন্যান্য বক্তারা বলেছেন। এই minimum wage-এর কোন ইঙ্গিত এই আইনের মধ্যে নাই। কোন শ্রমিক কর্মচারী সম্বন্ধে social legislation করতে গেলে প্রথম দরকার security of service, তারপর minimum wage এবং old age pension এই তিনটি মূল বিষয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এটা গত বিশ বছরে বিভিন্ন জায়গায় স্বীকৃতিলাভ করেছে। শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ও তা অস্বীকার করতে পারেন না। এই দীর্ঘ বিশ বছরে আমাদের চিন্তাধারা অনেক এগিয়ে গিয়েছে এবং এই অগ্রসর চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে শ্রমিক কর্মচারীদের সম্বন্ধে একটা সরকারী নীতি গ্রহণকরা উচিত— যা সর্ববাদীসম্মত ভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। এই আইনের মধ্যে সেই security of service, minimum wage, old age ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বক্তব্যই নাই। এই প্রধান মূল বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টি রেখে এই আইন রচিত হওয়া উচিত ছিল। তা এই আইন থেকে সম্পূর্ণ বাদ গিয়েছে।

তারপর দেখছি registration-এর ব্যাপারে সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত দোকানের নাম registry করতে হবে—ঠিক কথা। আমি তাতে আপত্তি করছি না। কিন্তু এর জন্য prescribed fee করবেন—সেই prescribed fee সম্পর্কে আইনের মধ্যে কোন কথা আপনি বলেননি। একই—Similar prescribed fee সকল দোকানের মালিকের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। সেখানে আমাদের শ্রমমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যখন এই আইনের clause by clause আলোচনায় যাব, তখন যেন তিনি এ বিষয়ে একটু সুবিবেচনা করেন। অর্থাৎ যে দোকানে যত বেশী কর্মচারী, income সেখানে বেশী হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে যদি এই registration fee নির্ধারণ করা হয়, তাহ'লে খানিকটা টাকা ও পাওয়া যাবে আবার ছোট মালিকরাও কিছু উপকৃত হবে। বেশী করে Inspector নিয়োগ করতে হবে যাতে করে সমস্ত জায়গায় এর ব্যবস্থা বিস্তার হতে পারে এবং ঠিকভাবে সমস্ত কিছু দেখা শোনার ব্যবস্থা হতে পারে। এই registration fee নির্ধারণ করবার সময় ছোটখাট দোকান যাতে এই ফি-র হাত থেকে রেহাই হতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দেবার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

[5-50—6 p. m.]

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হয়। গত ২০ বছর ধরে দোকান-কর্মচারী আইন বাংলাদেশে চালু আছে। ১০৭টা জায়গায়, বিভিন্ন সহরে ও বন্দর এলাকায় এই আইন চালু আছে। আজকে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাসা বাংলাদেশে ১০৭টি ব্যবসা কেন্দ্রে যে আইন চালু আছে এবং তার যে সকল সুযোগ, সুবিধা আছে, তার দুই অংশও সুযোগ, সুবিধা কি

দোকান কর্মচারীরা পেয়েছে? এই আইন কি কোথাও enforced হয়েছে? এই আইন কোথাও enforced হয়নি। এই সম্পর্কে আমি আশা করি, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় একমত হবেন। আমি এজন্য বহু চেষ্টা করেছি। ইনস্পেক্টারের সঙ্গে দেখা করে, তাঁকে বলেছি, এবং তাঁদের অফিসে পর্যন্ত গিয়ে তাঁদের অনুরোধ করেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমি দিনের পর দিন দেখেছি বহু দোকান রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খোলা রয়েছে। আমি কোন দিন দেখিনি তাঁরা সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে দোকানগুলি ইনস্পেকসন্ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কাজেই এই আইন পাশ করে, social legislation করে, যদি তাকে ঠিক ভাবে enforce করাতে না পারি, বা enforce করাবার দায়িত্ব যদি সরকার না নেন, তাহলে এই আইন পাশ করিয়ে কাগজে কলমে আইন করে রেখে কোন লাভ নেই, যুক্তি নেই। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল, এই ১৪ বছরের যে অভিজ্ঞতা আমার আছে, তার কষ্টিপাথরে বিচার করে বলতে পারি এই আইনে যেটুকু সুযোগ, সুবিধা ছিল, সেইসব সুযোগ, সুবিধা থেকে দোকান-কর্মচারীরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং এই আইন পাশ হবার পরে, আমি তাঁর কাছ থেকে এমনি আশ্বাস চাই—সেটা তিনি enforce করবেন কিনা? তিনি যদি enforce না করেন, তাহলে এই রকম একটা আইন এনে সাধারণ দোকান কর্মচারীদের ধোঁকা দেবার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তারপর overtime-এর জন্য double salary দেওয়া উচিত সকলেই বলেছেন। Holidays, privilege leave সম্পর্কে বাংলা দেশের বাইরে অন্যান্য province-এ যে আইন আছে এবং তাতে যে সকল সুযোগ, সুবিধা রয়েছে তার তুলনায় এখানে অনেক কম পাচ্ছে। কেন কম পাচ্ছে! তার জন্য শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ অন্যান্য প্রভিন্স এ বিষয় যতটা এগিয়েছে বাংলাদেশও এই ব্যাপারে অন্তত: ততখানি যাক, তার চেয়ে বেশী যেতে যদি ভরসা না করে।

আমার শেষ কথা হল—আমাদের এই আইনের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত বক্তব্যগুলি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা রেখেছেন, অন্তত: নীতির দিক থেকে সেগুলি যাতে কার্যকরী হয়, তার জন্য চেষ্টা করুন। বাংলাদেশের দশলক্ষ লোকের security of service, minimum wage এবং old age p nsion সম্পর্কে মালিক যাতে চিন্তা করে, এই রকম একটা সংশোধনী আইন নিয়ে আসুন। এই পরিবর্তনকে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দোকান-কর্মচারীরা সমর্থন করবে এবং আমরাও এই পরিবর্তনকে আর একটু জোর ভাষায় সমর্থন করবো।

Shri Satyendra Narayan Mazumdar : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমাদের শ্রম-মন্ত্রী মহাশয় এই বিল উত্থাপন করতে গিয়ে জনমতের কথা বলেছেন।

পুরাণ যে আইন আছে, সেই আইনের সংশোধন কেন! সেই আইনকে আমূল পরিবর্তন করে যাতে দোকান-কর্মচারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, তার পক্ষে জনমত প্রবল এবং সেই জনমত বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দোকান কর্মচারীরা সংগঠিত ভাবে আন্দোলন করেছে, বিধান সভায় অভিযানও করেছে। সভার সাহেব যেমন বলেছেন অনেক সময় অনেকে পর্দার আড়ালে গিয়ে কথা বলে থাকেন, কিন্তু তিনি সব সময় জনমতের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চান। এটা খুব আনন্দের কথা, এতে ক্ষতি কিছু নেই। সেই জনমতের সামনে সরকারকে বলি, সভার সাহেবকে বলি, শ্রম দপ্তরকে বলি—তাঁরা যেটুকু এগিয়েছেন, সেটা একেবারে কুণ্ঠিতগতি, বা half-heartedly.

আমি সভার সাহেবকে না বলে, সমগ্র সরকারকে বলছি এইজন্য যে, সভার সাহেব যদিও একটা নীতি বোঝেন, কিন্তু সরকারকে দিয়ে সেই নীতি গ্রহণ করান খুব কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়ে। এবং সরকার বলতে বিশেষ করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। কারণ যখন শ্রমিক,

কর্মচারীদের স্বার্থ সংক্রান্ত কোন বিল আসার কথা হয়, তখন অপর পক্ষ অর্থাৎ মালিক পক্ষের যে প্রবল চাপ ও আবেদনগুলি যে ভাবে গভর্ণমেণ্টের উপর পড়ে, তার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। এই বিল যে ভাবে অগ্রসর হয়েছে, তার সেই কুষ্ঠিতগতিতে এই অগ্রসরের পিছনে বড় বড় দোকানদার মালিকদের চাপ রয়েছে। আমরা শুনতে পাচ্ছি সেই সমস্ত মালিকরা নাকি চেষ্টা করছেন যেটুকু অগ্রসর হয়েছে সেটুকুও যাতে বন্ধ হয়ে যায়। যাতে এই বিল পাশ না হয় তার জন্ত তাঁরা বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি এই প্রসঙ্গে সভার সাহেবকে একটা জিনিস বিশেষভাবে অনুধাবন করতে বলি—এই বিলের আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেগুলি সভার সাহেব যেন বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করে, বিচার করে দেখেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা সাত্তার সাহেবকে অনুধাবন করতে হচ্ছে। আজকে এই বিল আলোচনা করতে গিয়ে যে সমালোচনা হয়েছে, বিরোধী পক্ষের তরফ থেকে যে সমস্ত বক্তৃতা হয়েছে তাতে সাত্তার সাহেব নিশ্চয়ই দেখেছেন যাতে এ বিলের আরও উন্নতি করা যায় এই উদ্দেশ্যেই এ জিনিসগুলি বলা হয়েছে—এটা আমি সাত্তার সাহেবকে বিশেষভাবে অনুধাবন করতে অনুরোধ করবো। বিল সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি কথা বলার আগে আমি একটা জিনিসের উপর বিশেষ ভাবে জোর দিতে চাই—সেটা হচ্ছে Implementation-এর দিক। আগের মাইনার যতটা সুবিধা ছিল কম হলেও সেটাও লোকে পায়নি Implementation-এর অভাবে। কেননা Implementation-এর কোন machinery নাই বললেই হয়। আজকে মফঃস্বলে circle officer-কে করা হয়েছে Inspector, তিনি নানা কাজ করেন, কোথাও Relief-এর কাজ করেন, test relef-এর কাজ করেন, grutuitous relief-এর কাজ করেন। নানা কাজ করেন ফলে দোকানগুলি তার পরিদর্শন করা আর হয়ে উঠে না। দার্জিলিং-এর কথা জানি সেখানে Inspector নিযুক্ত হয়নি। জলপাইগুড়িতে যিনি হয়েছেন তিনি দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি দু-জায়গাই দেখছেন। ওখানকার দোকান-কর্মচারীরা বহুবার আবেদন করেছে যাতে এ আইন প্রচলিত হয়, আইনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়—এ নিয়ে শ্রমদপ্তরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে। শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছে কিন্তু কোথাও দার্জিলিং-এ সে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। কাজেই Implementation-এর দিকটাতে বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। তারপর এ সম্বন্ধে কতকগুলি জিনিস সাধারণভাবে বলছি সাত্তার সাহেব এ বিল প্রসঙ্গে দোকান কর্মচারীদের অসুবিধা সম্বন্ধে সে সমস্ত কথা বলেছেন—তার মধ্যে কয়েকটি জিনিস সম্বন্ধে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি—চাকুরি বেশী মাইনে কম, স্থায়ীত্ব নাই। অসুখ নিয়ে তাদের কাজ করতে হয়। এমন কি এও আমি দেখেছি বিশেষ এক সম্প্রদায়ের মালিক যারা সেই সম্প্রদায়েরই গরীব কর্মচারীদের এমনভাবে খাটায়, কাজ করায় তাদের উপর দুর্ব্যবহার করে যে টাইফয়েড জর নিয়ে দোকানে খাতা লিখতে হচ্ছে, ছুটি নাই। এই রকম দৃষ্টান্ত আমি আরও দেখেছি—তারা এই সম্প্রদায়ের লোক বলে, নিজের দেশ থেকে এনেছে বলে শুধু দোকানেরই কাজ নয় বাড়ীর কাজ পর্যন্ত করিয়ে নেয়, এই জিনিসগুলির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এটা যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন সাত্তার সাহেব balfhearted way-তে অগ্রসর হচ্ছেন, কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী বক্তারা দিয়েছেন। ভারতের কংগ্রেস শাসিত অন্যান্ত রাজ্যে যে সমস্ত আইন রচিত হয়েছে তাতে privelege leave, medical leave কাজের ঘণ্টায় spread over ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সাত্তার সাহেব সে পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেন। অন্যান্ত রাজ্যে যে জিনিসগুলি রয়েছে সেগুলি পশ্চিমবঙ্গে কেন হবে না? পশ্চিমবঙ্গ Trade union-এর আন্দোলনের দিক থেকে অনেক বেশী উন্নত হতে পারে।

তারপর আর একটা কথা সাত্তার সাহেবকে বলছি। এ বিলটি উন্নতি করার সময় তিনটি Inter.st-এর দিকে নজর দিতে হবে—দোকান-কর্মচারী, মালিক এবং public ; বিলটি যে ভাবে লেখা হয়েছে তাতে বড় বড় মালিক যারা তাদের দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়েছে এতে অনেকে বাদ পড়ে যাবে। ছোট যারা মালিক তাদের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যবস্থা করুন কিন্তু বড় বড় মালিক যারা তারা যে সব সুবিধা দিতে পারে সেই সুবিধা থেকে তাদের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে কেন ? যেমন একটু আগে কংগ্রেস পক্ষের বক্তা বল্লেন minimum wages Act কিন্তু এই ব্যাপারে প্রয়োগ করা হবে না। আমিও বলি এ ব্যাপারে কেন minimum wages Act প্রয়োগ করা হবেনা কোন যুক্তি পাইনা।

[6—6-10 p. m.]

একমাত্র উত্তর যদি এই হয় যে বড় বড় মালিকদের চাপে সরকার অগ্রসর হতে পারছেন না, শ্রমদপ্তর সাহস পাচ্ছে না তাহলে সে আলাদা কথা। তারপর এখানে একজন বলেছেন gratuity-র কথা, একজন বলেছেন provident fund-র কথা ; নিশ্চয়ই এইগুলি যাতে কর্মচারীরা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য সে সব দোকানে দু'একজন কর্মচারী কাজ করে তাদের এর থেকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বড় বড় দোকানে যে সব কর্মচারী আছে তাদের এই সুযোগ দেবেন না কেন তার কোন সদুত্তর নেই। আশা করি সাত্তার সাহেব এর সদুত্তর দেবেন। তারপর, আর একটা কথা হল, এই বিলের দুর্বলতার দিক থেকে দু'একজন বক্তা দু'একটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি বিশেষভাবে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, সে সমস্ত কর্মচারী Industiial Disputes Act-র সুবিধা পাচ্ছে, বিশেষতঃ ছুটির ব্যাপারে, compensation-র ব্যাপারে, সেগুলি থেকে এদের বঞ্চিত করা হবে কেন। Tribunal-এ যাবার বাইরে হবে কেন। তাহলে এটা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করুন। এই বিলে যে ধারা দেখছি, সেখানে একটা কথা বলেছেন sufficient cause-এ ছাটাই হবে। এখানে তাহলে sufficient cause ঠিক করবে কে ? যদি sufficient অভিযোগ না হয়ে থাকে তাহলে ১ মাসের মাইনে পাবে। কিন্তু Industrial Disputes Act-এ এর চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই সম্বন্ধেও সাত্তার সাহেব কি বলবেন তা জানতে চাই। তারপর আর একটা জিনিস বিশেষভাবে বলছি, তিনি নিজেও বলেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা আছে, বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে মালিক কর্মচারীদের বাধ্য করে পদত্যাগ পত্র লিখিয়ে নিয়ে পরের দিন আবার তাকে পুনর্নিয়োগ করে। এই জিনিসগুলি বন্ধ করা দরকার। এখানে যেমন আইন করছেন তেমনি তা implementation করা দরকার। নানাভাবে এই আইনের অপব্যবহার করা হয় সেগুলি বন্ধ করা প্রয়োজন। এই কৌশলগুলি কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং implementation-র উপরেও জোর দেওয়া দরকার। আমি শেষ কথা বলতে চাই, যেটা তাকে অনেকে বলেছেন আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি। এখানে সরকার নিজেদের হাতে ঢালাও ক্ষমতা রাখছেন। এখানে কতকগুলি establishment-কে সম্পূর্ণভাবে আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে। বড় বড় মালিকরা অব্যাহতি পাবে কিনা সেটি পরিষ্কার-ভাবে আইনে থাকা দরকার। যেমন আমি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, clubs, residential hotel ইত্যাদি এই ধরনের জিনিসগুলিকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে সেই ক্ষমতা হাতে রাখছেন। সেইজন্য আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে, আমি এই বিলটা যতটুকু অধ্যয়ন করেছি তাতে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে সরকার বড় বড় মালিকদের বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করবেন। সেই জন্যই আমি এখানে এই দিক দিয়ে বিশেষভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি।

Shri Sankardas Bandyopadhyay: Mr. Speaker, Sir, certain important questions were raised by the honourable members opposite. One was raised by Shri Basanta Kumar Panda. At first sight it appears to be a very substantial point, but perhaps we will have to scrutinise the Act a little more closely. It is not the employment of children which is really the object of the Bill. It is regulating the hours of work, terms of employment, etc., and since the Bill is not going to be dealt with finally, I hope the honourable members of the House will examine the Bill from another angle. In the old Act which is still in force, the Bengal Shops and Establishments Act of 1940, there was no absolute prohibition of employment of children. Therefore, anybody could employ anybody. The Act which is now in force has no restriction in this behalf. In the present Bill an absolute prohibition has been put in so far as employment of children under the age of 12 is concerned. So far as the children between the ages of 12 and 15 the hours of work have been reduced. That is the second point to be considered. The only thing which everyone of us will have to consider if we bring in absolute restriction is that it may lead to a largescale unemployment. I know the directives in the Constitution, but still we have not been able to implement all the directives contained in the Constitution. I do see the force of one point which was made by our friends opposite-emloyment of children in excise shops. Personally speaking, I think it is a wrong thing to do, because to my mind the excise shops include not only the liquor shops but shops where other intoxicants are sold, and there may be a temptation for young people to take the intoxicants, and the atmosphere is not likely to be very good. In the Shops and Establishments Act which is still in force-when that Act was enacted, our Constitution was there, and the directive for prohibition was there-this directive for prohibition was not implemented. I think it is very desirable that Government should look into these things very closely. Certainly they have tried to retain power. The retention of such power may be of use to the Government and it is not likely to harm the public, but we should have to consider whether young people should be brought in or should be permitted to work in the excise shop. The Childrens Act together with this Act should be considered in order to enable us to find out whether they are consistent with each other. I do not think that many of our honourable members. I will not say all of them have really considered the Childrens Act, the present Act and the Bill which is now before the House today. The Central Government sent a model Act. There is no compulsion to adopt it, but it was just a thing to draw out attention to. That may be considered when clause by clause consideration of the Bill will be taken up. On the whole an attempt has been made to afford greater amenities, more restricted working hours, and so on, so far as shop assistants are concerned, and I think it is a measure which will really bring any amount of good to the public.

Sir, I have been hearing constantly about the inspectors, breach, and enforcement. That would largely depend on the public. We do not want another police force to regulate and enforce the Act. If you wish that would be done, but I do not think it always yields good result. Many of the honourable members know that Food Adulteration Act is there. Sometimes food inspectors come to the shops and seal up the foodstuff. I am not making a wholesale attack, but public must cooperate with the Government and bring it to their notice if there is any breach and violation. Mr Nepal Ray with his usual flow has suggested a fine of Rs. 1000/- and so on. I do not think this is a matter in which a heavy fine or penalty should be introduced but certain amount of penalty is necessary and enforcement of the rule is essential and that will largely depend on public cooperation. We cannot depend on inspectors alone for enforcement of the provisions of the Bill. Thank you.

[6-10—6-20 p. m.]

The Hon'ble Abdus Sattar: মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সভ্যগণ এই বিল সমর্থন করেছেন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। এখানে অনেক কথাই উঠেছে, সেই সব কথার

উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হবে যখন clause by clause আলোচনা হবে। মোটামুটিভাবে এখানে যে সব কথা উঠেছে আমার মনে হয় সেগুলি ঠিক প্রাসঙ্গিক নয়। দোকান কর্মচারীদের minimum wages কেন এখানে নির্ধারণ করা হয়নি তার উত্তরে বলতে চাই minimum wages Act একটা আছে—এই আইনের আওতায় যারা পড়ে সিনেমা-কর্মচারী তাদের minimum wages Act-এ আনা হয়েছে, দোকান-কর্মচারীদের সম্পর্কেও সেই পরিকল্পনা সরকারের সম্মুখে আছে। তাদের সংখ্যা ইত্যাদি এবং বর্তমানে তারা কি পায় না পায় দেখে minimum wages-এর যে schedule আছে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের minimum wages নির্ধারণ করা যাবে। কাজেই এখানে উল্লেখ করা হয়নি বলে তারা minimum wages থেকে বঞ্চিত হবে এমন কোন কথা নাই। মাঃ অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে provident fund নিয়েও কথা উঠেছে, provident fund-এর একটা আলাদা আইন আছে, সেই আইনের বলে ঠিক করা হয়েছে কতগুলি প্রতিষ্ঠানে যেখানে সংখ্যা ৫০ ছিল সেখানে ২০ করা হয়েছে, এবং ২০ জন থাকলেই provident fund-এর অধিকার তাদের উপর বর্তাবে। দোকান-কর্মচারীদের বেলায়ও এই provident fund-এর সুবিধা extend করা হবে, কাজেই তাদের ভবিষ্যৎ নাই একথা ঠিক নয়। তারপর, অনেকে বলেছেন অন্যান্য রাজ্যে এই আইনের বলে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তা এখানে কেন দেওয়া হয়নি। তাঁরা যদি ভাল করে সেই আইনের প্রভিসনগুলির সংগে আমাদের এখানকার আইনের প্রভিসনগুলি দেখেন তাহলে দেখবেন কোথাও কম আছে, কোথাও বেশী আছে। আমাদের পশ্চিমবাংলায় ১॥ দিন ছুটির ব্যবস্থা আছে, অন্যান্য রাজ্যে যেমন, দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বেতে একদিন আছে। তারপর এখানে কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে অনেকে বলেছেন, সপ্তাহে সে সবজায়গায় ৫৬ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু মাননীয় সদস্যরা একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন তার পরিবর্তে আমাদের এখানে ৪৮ ঘণ্টা ঠিক করা হয়েছে—এবং ৫॥ দিনে ৫০ ভাগ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এই বিলে তেমন কিছু করা হয়নি। আমি আগেও বলেছি—আমি বলতে চাই না এটা একটা খুব বৈপ্লবিক বিল বা এই বিল একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, কিন্তু কিছুই হয়নি একথা বল্লে ঠিক হবে না। ৫৬ ঘণ্টার জায়গায় ৪৮ ঘণ্টা করা হয়েছে সপ্তাহে। তারপর, ছোটবড় দোকানের কথা উঠেছে—২০ বৎসর ধরে যে আইন চলছে সেই আইনে ছোটবড় দোকানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। Registration fee কত হবে তা ঠিক হয়নি—টাকার দিকে আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হল registration করে যে তথ্য পাওয়া দরকার তা আমরা পেতে চাই। মানুষ কোথায় কি ভাবে কি অবস্থায় কাজ করে, দোকানের সংখ্যা বাড়ছে, কর্মচারীদের সংখ্যাও বাড়ছে—তারা নিজের দোকানেও কাজ করতে পারে আবার পরের দোকানেও কাজ করতে পারে—এগুলির কোন সংখ্যা আমাদের কাছে নাই। Registration-এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারব পশ্চিমবাংলায় কত লোক কর্মে নিযুক্ত আছে—কেউ কেউ বলেন আন্দাজ করে average করে যে ২০ লক্ষ—registration হলে পর এটা জানালে আমাদের সুবিধা হবে।

আমরা নিশ্চয় ছোট বড়োর মধ্যে পার্থক্য করব। আজ কমলালয়ে যেটা করা হবে, সেটা ছোট দোকানের জন্য করা হবে না। এখানে যদি আমরা ৫০ টাকা ফি করি সেটা সকলের বেলায় করবনা—তবে যদি আমরা একটা নমিন্যাল ফি করি সেটা সকলের কাছে সমান হতে পারে। মাননীয় সদস্যমহাশয়, যে সাজেশান দিয়েছেন সেটা আমরা গ্রহণ করব। বড় বড় দোকান যত আছে তাদের ক্যাপাসিটির দিকে তাকিয়ে যদি আমরা রেট ঠিক করি তা হলে যে টাকা পাওয়া যাবে তাতেই হবে এক তাহলে স্বভাবতঃ কাইন্যাল লোক দিতে যে আপত্তি করে সেটা করবে না। এখানে কেউ কেউ বলেছেন যে ছোটর দিকে লক্ষ্য করা হয়নি—মুড়ি মুড়কি সব সমান করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে ছিদামমুদি ও কমলালয়কে এক করা হয়নি। এই আইনে কে কত বেতন

পাবে সেটা ঠিক করিনি। অর্থাৎ যে যেখানে কাজ করবে সেখানকার বাঁধের মধ্যে সে পড়বে। কমলালয় দোকানের লোক যত বেতন পায়, ছিদাম মুদির দোকানের লোক সেই রকম পায় না। এই পার্থক্য শুধু দোকানের ক্ষেত্রে নয়, বড় বড় শিল্পের ক্ষেত্রেও আছে। অর্থাৎ যেমন বার্ণপুর, টাটা ইত্যাদিতে যারা কাজ করে তারা যে বেতন পায় আর একটা ছোট ইনজিনিয়ারিং ফার্মের লোক সেই রকম নিশ্চয় পাবে না। একটা মিনিমাম তবে সব জায়গায় হওয়া উচিত। এই মিনিমাম বেতন ধার্য্য করা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এখানে exemption-এর কথা উঠেছে। পুরানো আইন যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানেও exemption-এর কথা আছে। এই exemption এর ক্ষমতা আমাদের আছে এবং প্রয়োজন হলে আমরা সেটা প্রয়োগ করব। দোকান বন্ধ করার ব্যাপারে যেমন ... ...

(শ্রীভদ্রবাহাদুর হামাল :—দার্জিলিং সম্বন্ধে বলুন) দার্জিলিং শুধু পশ্চিমবাংলা নয় দার্জিলিং একটা জেলা। আজ আমরা দেখছি বউবাজারে ৪ টা দোকান বন্ধ আছে, তার পাশে আর ১টা দোকান খোলা আছে। অনেক বইয়ের দোকান চিঠি লিখেছে যে আমরা আইন মানতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাদের পাশের দোকান খোলা আছে। সে জন্য আমরা ঠিক করেছি যে সরকারের এই ক্ষমতা আছে যে একটা নির্দিষ্ট দিন বলে দেবেন যে বউবাজারে এই দিন বন্ধ থাকবে। আর একটা কথা বলব যে এ বিষয়ে আমি ডাঃ রনেনসেনের সঙ্গে একমত যে এ বিষয়ে একটা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে লোকে ৮টার সময় দোকান বন্ধ হবার কথা সেই সময়ও লোকে দোকানে গেছে। এবং তার ফলে দোকান বন্ধ করতে দেরী হয়। সেজন্য বলব যে আজ যে আইনই করা হোক না কেন জনসাধারণে যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে আইনকে কার্যকরী করা সহজ হয় না। এই আইনের আলোচনা করতে গিয়ে ইমপ্লিমেনটেসানের কথা উঠেছে। এই বিল যখন বিশদভাবে আলোচিত হবে তখন এই ইমপ্লিমেনটেশানের কথা আলোচনা করলে ভাল হয়।

[6-20—6-27 p. m.]

ইমপ্লিমেনটেসন করার দিকে আমাদের লক্ষ্য আছে কিন্তু যেখানে এই আইন চালু আছে সেখানে বহু লোক এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমি দেখেছি একজন লোক গাড়ী হাঁকিয়ে ৮টা বাজতে ৫ মিনিট বাকী থাকতে দোকানে এসে ঢুকলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোক যদি আধঘণ্টা আগে আসেন বা আর একদিন আসেন তাহলে কিছু ক্ষতি হয় না। সাহেবরা হাট-বাজার করে থায় এবং তাঁদেরও দৈনন্দিন জীবন আছে। কিন্তু রবিবারদিন সেখানে বন্ধ থাকে কাজেই কেউ সেখানে যায় না। সুতরাং এ রকম একটা সামাজিক বুদ্ধি সকলের হওয়া উচিত।

তারপর আজকে কেউ কেউ কাজের ঘণ্টা কমাবার কথা বলেছেন, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আজকে আমাদের পরিবর্তিত অবস্থায় সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করতে হবে এবং দেশের মনোভাব বিবেচনা করতে হবে। আমি অবশ্য নাম করবনা তবে এমন অনেক লোক আমাদের মধ্যে আছেন যাঁরা বর্তমানে যে আইন আছে তার খবরও রাখেন না। যদি আইন না আনি বা আইন পাশ নাও হয় তাহলে ৮টার আগে দোকান খোলা যাবেনা এবং ৮টার পর বন্ধ করার আইনও আছে। তারপর অনেকে মনে করেন এটা নূতন করা হচ্ছে। কিন্তু এটা নূতন কিছু নয়, পুরাণোর উপর যা কিছু ভাল করা সম্ভবপর তাই করা হচ্ছে। ইন্সপেক্টর সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তার উত্তরে বলব যে পূর্বে যদিও এটা ছিলনা তবে আমরা এখন অনেক জায়গায় হোলটাইম ইন্সপেক্টর দিয়েছি। তবে এটা ঠিক এবং আমরাও জানি যে অনেক জায়গায়ই একটি জেলার জন্য ১জন ইন্সপেক্টর যথেষ্ট নয়। তারপর এই আইন এক্সটেণ্ড করবার জন্য কথা উঠেছে এবং প্রত্যেকদিন আমার কাছে চিঠি আসছে। কিন্তু আমরা ঠিক করেছি হোল-টাইমের বেশী না করে আপাততঃ আর এক্সটেণ্ড করব না। যা হোক, এই আইনের বিধানে আপনারা জানেন যে এই আইন এক সঙ্গে সারা বাংলাদেশে চালু না করে যেখানে যেখানে এক্সটেণ্ড করব সেখানে সেখানে এটা করা

হবে। তবে শুধু আইনের ব্যবস্থা করলেই হবে না, আইনকে কার্যকরী করতে হবে। আমি অন্যান্য শ্রমিক সংক্রান্ত আইন আলোচনা করতে গিয়ে বা তাদের সমস্যার কথা বলতে গিয়ে যে কথা বলি এখানেও সে কথা বলব যে, এই আইন যদি ইম্প্রুভমেন্ট করতে হয় তাহলে তাদের যে অর্গানাইজেসন্ আছে—অর্থাৎ ট্রেডইউনিয়ন তাকে মজবুত করতে হবে এবং জনসাধারণকে সামাজিক বুদ্ধিসম্মত হতে হবে যে তাঁরা কেউ ৮টার পূর্বে বা পরে দোকানে যাবেন না।

তারপর exemption-এর যে কথা উঠেছে তার উত্তরে বলব যে সেই exemption আমরা হাতে রেখে দিয়েছি এবং বর্তমানে যে আইন চালু আছে তাতে exemption দেওয়া আছে কাজেই আমাদের আর কোন হাত নেই। তবে যদি দেখা যায় যে রাত ১২টা পর্যন্ত ইটিং হাউস খোলা রাখা হয়েছে তাহলে তাদের আমরা exemption নাও দিতে পারি। কাজেই ক্ষমতা হাতে রেখে দিয়েছি এবং এটাই হচ্ছে নূতন আইনের সঙ্গে পুরাণো আইনের তফাৎ। যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে তাতে আমি মনে করি সার্কুলেসনের যে কথা বলা হয়েছে তাতে এই বিল সার্কুলেসনে দেবার আর কোন প্রয়োজন নেই এবং তা ছাড়া এ ব্যাপারে যথেষ্ট সার্কুলেশন করা হয়েছে। যেমন, ১ বছর আগে গেজেট করা হয়েছে, প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে আলোচনা হয়েছে, বহু পত্র পত্রাদি এসেছে এবং বোধ হয় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী হোক বা শ্রমিকেরই হোক এমন কোন সংস্থা নেই যারা এই বিল সম্পর্কে আলোচনা করেনি বা তাঁদের মতামত দেয়নি। কাজেই আমি এই বিল পুনরায় সার্কুলেসনে দেবার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Sankardas Bandyopadhyay : With your permission, Sir, may I ask the Hon'ble Minister to consider one aspect of the matter ? In the Bill before the House there is a provision for punishment for wrongful dismissal and payment of compensation realised as fine, but I find there is no provision for reinstatement. A man may lose his job after twenty years' service ; he gets a month's pay and he gets off.

Shri Rabindra Nath Mukhopadhyay : মাননীয় স্পীকার মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে শ্রমমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, ওয়েজ বোর্ড এবং ছোট ছোট শিল্পে ট্রাইবুনালের দাবীতে এ্যাসেম্বলীর বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের একটা বিরাট মিছিল এসেছে। কাজেই আমরা চাচ্ছি যে মিনিষ্টার এ সম্পর্কে কিছু বলবেন।

The Hon'ble Abdus Sattar : স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় যে কথা বলেছেন তার উত্তরে বলতে চাই যে, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পুট এ্যাক্টের আওতা থেকে এই দোকান কর্মচারীদের নিয়ে নেওয়া হয়নি বা তাঁরা বাইরেও পড়েনি। তা ছাড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্টে যে রিলিফ আছে সেই রিলিফ তাঁরা পাবেন এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সে কথা সুস্পষ্ট করে আইনে বলা হবে। তারপর রবীনবাবু যে কথা বলেছেন তার উত্তরে বলতে চাই যে সমাবেশের কোন প্রয়োজন ছিলনা কারণ আমি বাজেটের সময় বলেছি এবং আবারও বলছি যে প্রস্তাবিত ট্রাইবুনাল নিয়োগের জন্য আমরা অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করেছি। তারপর ওয়েজ বোর্ড সম্বন্ধে বারে বারে বলেছি যে ওয়েজ বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত হয়, তবে আমরা আমাদের অভিমত জানিয়েছি এবং আবার জানাব। যা হোক্, সর্বশেষ আর একটা কথা জানিয়ে যাচ্ছি যে আমরা লৌহ, ইস্পাত কর্মচারীদের জন্য ওয়েজ বোর্ডের পক্ষপাতী।

The motion that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon was then put and lost.

The motion of the Hon'ble Abdus Sattar that the West Bengal Shops and Establishment Bill, 1961, be taken into consideration, was then put and agreed to.

The Hon'ble Jagannath Koloy: Sir, I move a motion with your permission. The motion is that the West Bengal Shops and Establishments Bill, 1961, be taken up next session from the stage where it is being left.

The motion was then put and agreed to.

Mr. Speaker: The House stands adjourned *sine die*. Thank you, honourable members.

Adjournment

The House was accordingly adjourned sine die at 6-27 p.m.

Note: The Assembly was subsequently prorogued with effect from the 31st March, 1961, under notification No. 668 A. R., dated the 30th March, 1961, published in an extraordinary issue of the Calcutta Gazette of even date.